

Boighar.com
বইঘর
মাসুদ রানা
বইঘর নিবেদন
টপ টেরর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন
বইঘর

বইঘর নিবেদন

কে ওই অপরূপা? চোখ সরাতে পারল না রানা। জানল, মেয়েটা ওর মৃত সহযোগী মাইকের বোন। অনুরোধ করল জুডি, খুঁজে দিতে হবে ওর বড়বোনকে। বিসিআই চিফও বললেন, 'মেয়েটাকে সাহায্য করা তোমার দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে।'

কিন্তু দুর্গম, নিষ্ঠুর পশ্চিমের লিটল ফোর্কে পা দিয়েই জড়িয়ে গেল রানা মস্ত ঝামেলায়। কেবলই বাড়ল লাশের ভিড়। শত্রু ভয়ঙ্কর। জোর করে তুলে নিয়ে গেল অসহায় জুডিকে। ওকে উদ্ধার করতে সুদূর এক র‍্যাঞ্চে হাজির হলো রানা। জানে, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে একদল রক্তলোলুপ খুনি! সত্যি বলতে, সব বুঝেও মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিল রানা। কে জানে বাঁচে কি না!



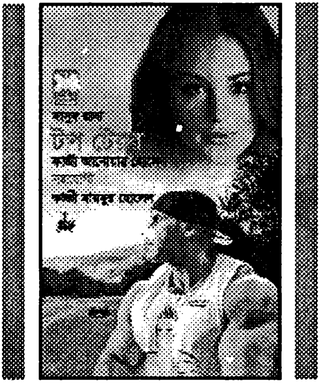
মাসুদ রানা ৪৫৬

টপ টেরর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7456-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮
রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana-456
TOP TERROR
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' পনেরো টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।


BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু ◆ নরপশু ◆ দুরাত্মা ◆ টপ টেরর।

মাসুদ রানা-৪৫৬

টপ টেরর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ কাজী মায়মুর হোসেন

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— **লেখক**

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

এমন ভয়ানক বিপদ হবে, কখনও ভাবেনি নিনা। গভীর জঙ্গলে ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাঁটাঝোপের ওপর। চোখা ডাল উলের পুরু প্যান্ট ছিঁড়তেই ছড়ে গেল ঊরু। গলা চিরে বেরোল চাপা আর্তচিৎকার। পরক্ষণে বুঝল, আওয়াজ করা চলবে না। ধাওয়া করে আসছে ওরা। ধড়মড়িয়ে উঠে আবারও ছুটল প্রাণ হাতে করে। তীব্র ভয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড। দেখেছে এমন দৃশ্য, এখন মন চাইছে গলা ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদতে। বুকের ভেতর কে যেন বারবার বলছে: পালাও! পালাও! পালাও! দূরে কোথাও! আরও দূরে!

প্রাণপণে ছুটছে নিনা। পেছনে ফেলে যাচ্ছে রক্তাক্ত, বীভৎস দৃশ্য। একটু আগে বুঝেছে, বাঁচতে চাইলে পালাতে হবে ওকে। আর... নিরাপদে রাখতে হবে হাতের জিনিসটা। পরে হয়তো কাজে আসবে ওটা।

আগে এত খারাপ কোনও বছর আসেনি নিনা ভেঞ্চুরার জীবনে। গত বসন্তে আঠারো বছরের এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল ওর স্বামী। গ্রীষ্মে তালাক দিয়ে দিল। হেমন্তে নিনার মনে হলো জীবনটা অর্থহীন। ভীষণ মানসিক কষ্ট! এরপর এই কনকনে শীতে এখন তাড়া করে ওকে খুন করতে চাইছে একদল নিষ্ঠুর আততায়ী!

এরই মধ্যে খুন হয়েছে একজন। আবছা আলোয় ওই দৃশ্য ছিল দুঃস্বপ্নের মত। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার

হচ্ছে: জঙ্গলে রাইফেল-পিস্তল হাতে খুঁজছে ওকে খুনির দল। দেখামাত্র খুন করবে।

আগে হোক বা পরে, ধরা ওকে পড়তেই হবে। আর তখন আবারও ঝরবে রক্ত— সে রক্ত ওর নিজের!

প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে নিনা। লুকাতে হবে। তাজা রক্তের গন্ধ পাওয়া ব্লাডহাউণ্ডের মত তেড়ে আসছে ওরা। এ জঙ্গলেই ওর বাড়ি, অথচ ফিরতে পারবে না ওখানে। বাধ্য হয়ে পালাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাবে, তা জানে না। শক্তি নেই যে লড়বে। ঠেকাতে পারবে না খুনিগুলোকে। অস্ত্র বলতে শুধু একটা ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরা।

ক'দিন আগে ত্রিশ বছরে পা দিয়েছে নিনা। তিন বছর আগে হলেও পঞ্চাশ মিনিটে পেরোত পাঁচ মাইল। কিন্তু তা আজ অসম্ভব। ভারী হয়েছে শরীর। বড়জোর ছুটবে মাইল দুয়েক। সে চেষ্টাই করছে।

পেছনে চিৎকার ও পদশব্দ, এগিয়ে আসছে খুনিরা।

বিপদের মাত্রা মনে করিয়ে দিতেই যেন কানের পাশ কাটিয়ে গেল রাগী ভোমরার মত বুলেট। সামনে ডানদিকের একটা গাছ থেকে ছিটকে এল কাঠের কুচি।

আরেকটু হলে মরত বুঝে থমকে গেছে নিনা ভেঞ্চুরা। সরে গেল একপাশে। পরক্ষণে ছুটল আবার। ঢিবির মত উঁচু হয়েছে সামনের জঙ্গলের মাটি। ওখানে জন্মেছে হাজারো ঝোপঝাড় ও লতাগাছ। শৈবালে ছাওয়া উপড়ে পড়া এক গাছ টপকে ওদিকেই চলল নিনা। আবারও কানের পাশ দিয়ে গেল বুলেট। আর একটু বাড়ল দৌড়ের গতি। হাঁপাচ্ছে বেদম।

সামনে দূর থেকে এল চাপা গর্জন।

নিনা ভাবল, খুনির দল এনেছে আর্মার্ড ভেহিকেল। কিন্তু পরক্ষণে বুঝল, প্রকাণ্ড কোনও কামানের গোলাবর্ষণের মত শোনালেও ওই আওয়াজ আসলে গ্রেট ওয়েল্‌স্‌

জলপ্রপাতের। আগেও ক'বার ওদিকে গেছে নিনা। তখন টিলা বেয়ে নেমে গিয়েছিল নদীর তীরে।

ছুটতে ছুটতে ভাবল, কেমন হয় সোজা গিয়ে জলপ্রপাত থেকে ঝাঁপ দিলে?

খাড়া টিলা থেকে বহু নিচে উন্মত্ত নদীর তুমুল বেগে ছুটে চলা সাদা জলরাশি। কিন্তু ওখানে নামতে হলে চাই অনেক সময়। তা ছাড়া, পা পিছলে গেলে সোজা পড়বে দেড় শ' ফুট নিচের জলমগ্ন পাথরের ওপর। মরবে নির্ঘাত।

না, অনুচিত হবে জলপ্রপাতের দিকে যাওয়া।

ইলেকট্রিফায়েড বেড়ার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয় ওটা।

ওদিকটা বাদ।

দৌড় না থামিয়ে সরু জঙ্গুলে পথ থেকে সরে গেল নিনা। এক লাফে টপকে গেল ভাঙা, মোটা এক পাইন গাছের ডাল। ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপঝাড় এড়িয়ে ছুটছে ও। ঠিক করেছে লুকিয়ে পড়বে অচেনা জঙ্গল ও টিলার গোলকধাঁধায়। কেউ যায় না, কিন্তু উপায় নেই ওর ওদিকে না গিয়ে। পালাতে হবে। কিছুক্ষণ পর হয়তো হাল ছেড়ে দেবে খুনিরা। তবে তা যদি না করে, মরতেই হবে ওকে। ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে শরীরের শক্তি।

দুই

সামনেই ফ্লোরিডার উন্মুক্ত সুনীল উপসাগর।

জায়গাটা পেনস্যাকোলার পুবে।

রুপালি সাগর-সৈকতের অর্ধচন্দ্রের মত বাঁক ঘুরে বহু দূরে গেছে সবুজ, গভীর অরণ্য। কিছুক্ষণ হলো রানা খেয়াল করছে, ডানের সৈকত ধরে হেঁটে আসছে এক যুবতী। সামান্য কাত হয়ে শুয়ে তৃতীয়বারের মত তাকাল রানা। গলা শুকিয়ে গেল সাহারা মরুভূমির মত। ভাবছে: এ কি সত্যিই মানবী, না স্বর্গচ্যুত, দিগ্‌ভ্রান্ত কোনও অপ্সরা?

ওর ভাড়া করা নির্জন, ছোট্ট বিচ হাউস বোধহয় তার গন্তব্য। চোখ পিটপিট করে চতুর্থবারের মত তাকাল রানা।

না। দৃষ্টিভ্রম নয়।

এইমাত্র বালিতে হোঁচট খেয়েছে গ্রিক দেবী!

বিড়বিড় করে কী যেন বলল, কিন্তু সাগরের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ও ঝিরঝিরে হাওয়ায় চাপা পড়ল তার কথা।

ওই মেয়ে ছাড়া আশপাশে কেউ নেই, তবুও সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। পাশে রাখা তোয়ালের নিচে স্পর্শ করল কক্‌ড় .৩৮ ক্যালিবারের ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তলটা।

সুন্দরী হয়তো টুরিস্ট। সাধারণ মেয়ের চেয়ে লম্বা। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ। নিয়মিত বোধহয় সাঁতার কাটে। হাঁটার ভঙ্গি ব্যালেরিনার মতই সাবলীল। কালো চুল। বড় দুই চোখের মণি কুচকুচে কালো। এইমাত্র উঠে এল রানার বিচ হাউসের সান-ডেকে।

এত কাছ থেকে ওকে দেখে হঠাৎ আরেকজনের চেহারার ছাঁদ মনে পড়ল। কিন্তু সে তো আজ আর পৃথিবীতে নেই।

মিষ্টি কণ্ঠে জানতে চাইল রূপসী, 'তুমি কি মাসুদ রানা?'

উদোম রানার পরনে শুধু নীল হাফপ্যান্ট। ভাবেনি নির্জন বিচ হাউসে আসবে কেউ। মেয়েটা আগ্রহ নিয়ে দেখছে ওর শরীরের আবছা হয়ে আসা পুরনো ক্ষতচিহ্নগুলো।

বিয়ারের ক্যানে চুমুকের ফাঁকে আরেকবার দু'দিকের সৈকত দেখল রানা।

কেউ নেই।

চট্ করে কয়েকটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে:
কে এই রূপসী?
কেউ নেই তো পেছনের জঙ্গলে?
সুন্দরীরা কখনও কখনও হয়ে ওঠে অত্যন্ত বিপজ্জনক।
তবে ওর মনে হলো, এর সঙ্গে কেউ নেই। জঙ্গলে স্বাভাবিক সুরে ক্যাঁ-কিঁচ-কিঁচ শব্দে ডাকছে পাখি।
একটু কাত হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। ঊরুর পাশে ঝুলছে সুতলিতে বাঁধা দু'পাটি স্যাণ্ডেল। সহজ সুরে আবারও জানতে চাইল, 'তুমিই তো মাসুদ রানা?'
'তাই তো মনে হয়,' বলল রানা। 'তুমি?'
'আমার নাম জুডি ব্ল্যাকউড,' রানার পাশে মেঝেতে বসে পড়ল সে। 'আমার ভাইকে চিনতে। ওর নাম ছিল মাইক ব্ল্যাকউড।'
চট্ করে মাইক ব্ল্যাকউডের কথা মনে পড়ল রানার।
সিআইএর তুখোড় স্পাই হওয়ার যোগ্যতা ছিল তার। চাকরি নিয়েছিল নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে। বয়স যখন বত্রিশ, বড় পদের ক'জন ঘুষখোর অফিসারের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় গেল চাকরি। শতখানেক প্রতিযোগীকে হারিয়ে ট্রেনিং নিয়ে যোগ দিল রানার এজেন্সিতে। মাত্র ক'মাসে হয়ে উঠল নিউ ইয়র্ক শাখার ডেপুটি চিফ। কিন্তু রাশান মাফিয়ার ড্রাগ্স্ বিক্রেতা একটি উপদলের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গভীর রাতে খুন হয়েছিল হার্লেমের এক পতিতালয়ে। তিন দিন পর পাওয়া গেল ক্ষত-বিক্ষত লাশ।
তার শেষকৃত্যের ক'দিন পর নিউ ইয়র্কে পৌঁছে রানা। পুরো সাত দিন ব্যয় করে সংগ্রহ করল তথ্য। তারপর রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ক'জন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পুব মিডটাউনে রাশান মাফিয়ার হেডকোয়ার্টারে হামলা করল ভোর রাতে।
মাত্র বিশ মিনিট নিয়েছিল ওরা। তারপর সরে যায় পুলিশ

আসার আগেই।

পরদিন মাঝ সকালের দৈনিক পত্রিকার সংস্করণে প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হলোঃ কারা এরা?

আর্টিকেলের মূল বক্তব্যঃ খুন হয়েছে নিউ ইয়র্কে জেঁকে বসা রাশান মাফিয়া ডন মিখাইল জাকায়েভ এবং দলের উর্ধ্বতন সদস্যরা! কৃতিত্ব নেয়নি কেউ! সরকারের উচিত এই লোকদেরকে খুঁজে বের করে পুরস্কার দেয়া!

আকারে ঠিক গণ্ডারের মত ছিল মাইক।

এই অপ্সরা তা হলে ওর বোন?

'তুমি মাইকের বোন?' উঠে বসল রানা। তোয়ালের নিচে ডানহাতে পিস্তল।

'দুই বোনের একজন,' বলল জুডি। 'আমার বোনের নাম নিনা। বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়।'

মেয়েটা কেন এসেছে, ভাবছে রানা। রিং খুলে বাড়িয়ে দিল ঠাণ্ডা একটা ক্যান। জুডি ওটা নেয়ায় দিতে চাইল গ্লাস। কিন্তু মাথা নেড়ে মানা করল মেয়েটা। দীর্ঘ চুমুক দিল বিয়ারে।

'হয়তো ভাবছ কেন এখানে এসেছি?'

'কথাটা মিথ্যা নয়,' স্বীকার করার সুরে বলল রানা।

ছিমছাম বিচ হাউস দেখছে মেয়েটা। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'খুব সুন্দর। তবে বড় নির্জন। ভাল লাগে একা এখানে থাকতে?'

'মন্দ লাগে না। ছুটি কাটাচ্ছি। অবাক হচ্ছি, আমাকে খুঁজে বের করলে কী করে।'

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, প্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদ, জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স ছাড়া কেউ জানে না ও আছে এখানে। ওর বস্ অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কারও কাছে মুখ খুলবে না।

'বারবার অনুরোধ করেছি, তাই ঠিকানা দিয়েছে জন

হার্বার্ট,’ বলল জুডি।

অর্থনৈতিক মন্দা চলছে বলে নিজের ডিটেকটিভ এজেন্সি বন্ধ করে দিয়েছে জন হার্বার্ট। বাধ্য হয়েই চাকরি নিয়েছে প্রিয় বন্ধু রানার ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে। ক’দিন হলো ফ্লোরিডার টাম্পা শহরে খোলা হয়েছে এজেন্সির শাখা। ওটার চিফ করা হয়েছে জন হার্বার্টকে।

রানা গভীর মনোযোগে দেখল মেয়েটাকে। তার চোখে কীসের এক বিষাদ। আরও কয়েক সেকেণ্ড কালো দুই মণি লক্ষ করে রানা বুঝে গেল, এই মেয়ে হুমকি নয় ওর জন্যে। আছে মস্তবড় কোনও বিপদে।

‘জন হার্বার্ট নিজে একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত, তুমি হয়তো আমাকে সাহায্য করবে, তাই পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে। জানিয়ে দিয়েছে, কল করলে বিরক্ত হতে পারো, কাজেই তা করবে না। শেষে উপায় না দেখে চলেই এসেছি।’

চুপ করে আছে রানা।

‘খুব বিপদে আছি,’ বলল জুডি, ‘তা ছাড়া, জানতাম কার কাছে আসতে হবে। আমার বড়ভাই মাইক দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করলে, সে লোক ছিলে তুমি। ও বলেছিল, ওর কিছু হলে যেন প্রয়োজনে যোগাযোগ করি তোমার সঙ্গে। আগে কখনও ভাবিনি সত্যিই সাহায্য চাইতে হবে।’

‘মাইক আর কিছু জানায়নি আমার ব্যাপারে?’

‘তেমন কিছু না। অবশ্য, তুমি নাকি দুনিয়ার সেরা ক’জন কমাণ্ডোদের একজন। বলতে পারো সেজন্যেই ছুটে এসেছি এত দূর থেকে।’

চুপ করে থাকল রানা।

‘তোমার বন্ধু হার্বার্ট বলেছে, আমার জন্যে না হলেও মাইকের খাতিরে হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে তুমি।’

‘ঠিক কী ধরনের আশা করছ?’ বলল রানা।

‘আমি খুঁজে বের করতে চাই আমার বড় বোনকে।’

‘হারিয়ে গেছে? সেক্ষেত্রে যাওয়া উচিত পুলিশের কাছে।’

‘লাভ নেই। ওখানকার পুলিশ কোনও সাহায্য করবে বলে মনে করি না। আমার ভয় হচ্ছে: হয়তো খুন করা হয়েছে ওকে,’ বিয়ারের ক্যান শক্ত হাতে ধরল জুডি।

নিজের ক্যানটা মেঝেতে রাখল রানা। ‘কী ধরনের সাহায্যে আসব ভাবছ?’

‘হতে পারে, এখনও খুন হয়নি নিনা।’

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুন্দরীর নাক এখন ঠিক ওর ভাইয়ের নাকের মত ফুলে উঠেছে, খেয়াল করল রানা। চেহারায় ভীষণ জেদ।

‘নিনা বেঁচে আছে কি নেই, তা জানতে চাই,’ বলল জুডি, ‘এমনও হতে পারে, হয়তো জোর করে আটকে রেখেছে ওকে কেউ। উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হতে পারে। তাই সাহায্য চাইছি।’ চোখেমুখে করুণ আর্তি ফুটে উঠল মেয়েটার, ‘ওই বড় বোন ছাড়া আপন বলতে কেউ নেই আমার।’

রানা এজেন্সির কাজ করতে গিয়ে খুন হয়েছে এজেন্ট মাইকেল ব্ল্যাকউড। তার পরিবারের বিপদে অবশ্যই সহায়তা করবে রানা। কোনও অবস্থাতেই পিছিয়ে যাবে না। তার মানে কষ্টার্জিত ছুটিটা এখন তুলে রাখতে হবে শিকেয়। মনে মনে বলল ও, যা, ব্যাটা, এবার খতম হলো তোর বিশ্রাম! ভাবল, ছুটিতে ও যা খুশি করতে পারে, তবে বিষয়টা বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে জানিয়ে রাখা ভাল।

‘ঠিক আছে, সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি,’ মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল রানা। ওর খোঁজে কোথায় যেতে হবে? কোথা থেকে হারিয়ে গেছে তোমার বোন?’

‘কেন্টাকির ছোট এক শহর থেকে শুরু করব আমরা, ওখানেই ছিল ও।’

‘আমরা মানে? তুমিও যেতে চাও? এই কাজে বিপদ হতে

পারে, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার কাজের অসুবিধা হবে। আমি একাই যাব।'

'প্লিয, আমি সঙ্গে থাকতে চাই। কথা দিচ্ছি, তোমার কাজে কোনও রকম অসুবিধা করব না। কী ঘটছে জানতে না পারলে উদ্বেগেই মরে যাব আমি।'

মানা করে দিতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মেয়েটির কাঁদো-কাঁদো মুখটা দেখে মায়া হলো। খানিক ভেবে নিমরাজি হলো ও, যদিও জানে কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

আজ তিন দিন হয়েছে পরিচিত কেউ বা বিসিআই থেকে কল করেনি কেউ। মোবাইল ফোনের দিকে হাত বাড়াল ও, কল করল ওর বসের অফিসে।

দু'সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে এল গম্ভীর কণ্ঠ: 'হ্যাঁ, রানা?'

বাংলায় বলল রানা, 'স্যর, জরুরি কাজে ফোন করেছি।' সংক্ষেপে মাইক ব্ল্যাকউডের দু'বোনের কথা জানাল ও।

ওর বক্তব্য শেষে বিসিআই চিফ বললেন, 'মেয়েটাকে সাহায্য করা তো তোমার দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে। আর কিছু বলবে?'

'না, স্যর।'

কেটে গেল স্যাটেলাইট ফোনের সংযোগ।

চুপচাপ রানার কথা শুনেছে জুডি। বলল, 'শুনতে খুব মিষ্টি শোনায় তোমাদের ভাষাটা।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'এই ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন অনেক বাঙালি। মাতৃভাষা ও ভাষা-সৈনিকদের সম্মান দিতে গিয়ে বছরে একটি বিশেষ দিবস পালন করে জাতিসংঘ।' ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'গুছিয়ে নিতে সামান্য সময় লাগবে আমার।'

'রওনা হতে চাই কাল সকালে, প্লেনের টিকেটও কেটে ফেলেছি।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। বইয়ে পড়লেও আগে কখনও

যাওয়া হয়নি কেন্টাকির অ্যাপালেচিয়া পাহাড়ি এলাকায়। সবুজ উপত্যকা ঘেরা পাহাড় ও গভীর অরণ্য। বছরের এ সময়ে অপরূপ ছবির দৃশ্যের মতই। আরেকবার জুডিকে দেখল রানা। ভাবল, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কী ঝামেলা পাকাবে এই মেয়ে আল্লাই মালুম!

'কোথায় উঠেছ?' জানতে চাইল ও।

'ম্যারিয়েট হোটেলে।'

'গুড। ওটা এয়ারপোর্টের কাছেই। সকালে পৌঁছে যাব।'

'কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' বলে খালি বিয়ারের ক্যান মেঝেতে রেখে ঝুঁকে রানার গালে চুমু দিল জুডি। উঠে দাঁড়িয়ে নেমে গেল সান ডেক থেকে। ফিরে চলেছে নিজের হোটেলে।

পেছন থেকে চেয়ে রইল রানা। মেয়েটা চলে যেতেই ঘরে ঢুকে গুছিয়ে নিল মাঝারি এক ব্যাকপ্যাক। কাজ শেষ করে আবারও বেরোল সান ডেকে। হলদে সূর্য ডুবছে মেক্সিকো উপসাগরের রক্তলাল দিগন্তে।

রানার মনে পড়ল ওর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ভরা রুক্ষ গালে জুডির ঠোঁটের কোমল স্পর্শ ও তপ্ত শ্বাস। কেন যেন নিজেকে মনে হলো ওর খুব নিঃসঙ্গ। ধীরে ধীরে আকাশ থেকে বিদায় নিল রঙ, রইল শুধু কালো আঁধার আর মিটমিট করা অসংখ্য নক্ষত্র। কী অর্থ জীবনের কিছু বোঝা যায় না।

আরও অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিচ হাউসে ঢুকল রানা। কাল বিদায় নিচ্ছে। উচিত নয় রাত করা। নানান ফলের সালাদ ও তিনটে বিয়ার শেষ করে শুয়ে পড়ল ও। অন্তরে কে যেন ফিসফিস করল: 'প্রস্তুতি নিয়ে নে! সামনে কিন্তু মস্ত বিপদ!'

তিন

কাকডাকা ভোরে বিচ হাউস থেকে বেরোল মাসুদ রানা। বরাবরের মতই দৌড়াল টানা পাঁচ মাইল। করে নিল হালকা ফ্রিহ্যাণ্ড ব্যায়াম। তারপর শাওয়ার সেরে নতুন পোশাক পরে পৌঁছে গেল সাতটা বাজার আগেই টাম্পা শহরে। অডি এ৬এস রাখল লং-টার্ম পার্কিং লটে। ম্যারিয়েট হোটেলের ডেস্কে খোঁজ নিল জুডির। এক বয় ওকে পৌঁছে দিল ডাইনিং হলে। একই সময়ে ওখানে পৌঁছুল জুডি।

গতকালকের মত মেয়েটাকে আজও তাজা ফুলের মত মনে হলো রানার। তবে বোঝা গেল রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেনি অপ্সরা।

আলাদাভাবে অর্ডার করা পছন্দমত নাস্তা চুপচাপ খেল ওরা। রানা ঠিক করেছে, আপাতত জিজ্ঞেস করবে না কিছু। বিমানে ওঠার পর জেনে নেবে দরকারি তথ্য।

এয়ারপোর্টে এয়ার মার্শালের নকল কাগজপত্র দেখাল রানা। ফলে সাথে অস্ত্র থাকলেও কোনও প্রশ্ন তুলল না কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জুডির সঙ্গে পিস্তল আছে বলে আপত্তি তুলল তারা। অবশ্য, উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারায় মেনেও নিল। বিষয়টা মনে রাখল রানা। প্রথম সুযোগেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু রানা এজেন্সির শাখা চিফ জন হার্বার্টকে নির্দেশ দেবে, যাতে চেক করে মেয়েটার ব্যাকগ্রাউণ্ড।

বিমানে করে প্রথমে ওরা পৌঁছুল ক্যাপিটাল সিটি এয়ার-

পোর্টে। জায়গাটা ফ্র্যাঙ্কফোর্টের কাছেই। ওখান থেকে আরেক বিমানে চেপে গেল মানচিত্রে দেখানো ফুলস্টপের সমান শহর লিটল ফোর্কে। প্রায় সারাদিন বিমানে কাটিয়ে তারপর শুরু হলো সড়ক পথে জিপ-যাত্রা। শেষদিকে রাস্তা হয়ে গেল খুবই সরু। উপত্যকা থেকে এঁকেবেঁকে নুড়িপাথর ও কাঁচা মাটির পথ পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশ অনেকটা দূর গিয়ে থামল জুডির বড়বোন নিনা ভেঞ্চুরার বাড়ির সামনে।

পাহাড়ের কাঁধে "A" আকৃতির বাড়িটা থেকে দেখা যায় নিচের খাড়া উপত্যকা। আরও দূরে নিকেলের মত চকচকে আকাশে খোঁচা দিচ্ছে প্রকাণ্ড সব পাথরের রুক্ষ চাঁই। নিনার কাঠের বাড়ি ঘেরা উঁচু বারান্দায় উঠেছে সামনের সিঁড়ি। বাড়ির পাশের ছাউনিতে এখন কোনও গাড়ি নেই।

চারপাশে নির্জন, বিশাল অ্যাপালেচিয়ান রেঞ্জ। পাহাড়ে চমৎকার কাঠের বাড়ি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য রানাকে মনে করিয়ে দিল, এখানে কোনও মেয়ে একা বসবাস করলে তার ওপর যে-কোনও সময়ে হতে পারে হামলা। হয়তো ঠিক তা-ই হয়েছে নিনা ভেঞ্চুরার ভাগ্যে।

'এখানে একা থাকত নিনা?' জানতে চাইল রানা।

'গত এপ্রিল পর্যন্ত ছিল ওর স্বামী, তারপর ষোলো বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে সে। পরে পাঠিয়ে দিয়েছে ডিভোর্সের কাগজপত্র। এরপর থেকে নিনা এখানে থেকেছে একাই। অবশ্য কখনও কখনও চলে গেছে মেইনে আমাদের বাড়িতে।'

রানার মনে পড়ল প্লেনে জুডি বলেছিল, তালাক হওয়ার পর ওয়েবসাইট খুলে ব্যবসা করছিল নিনা। অবসরে ঘুরে বেড়াত গ্রেট ওয়েল্স্ ফল আর আশপাশের পাহাড় ও জঙ্গলে।

'এই নীরব এলাকা ও খুব পছন্দ করত,' বলল জুডি।

‘চারপাশটা ছবির মতই সুন্দর,’ স্বীকার করল রানা।

‘নিনা ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার। নানান ধরনের ম্যাগাযিনে আর ইণ্টারনেটে পাঠাত ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফ। আসত যথেষ্ট টাকা।’

ফোর্ড এক্সপ্লোরার ফোর হুইল ড্রাইভ জিপ ভাড়া নিয়ে এখানে এসেছে রানা ও জুডি। সামনের সিটের পেছনে গান র‍্যাক। যারা এ গাড়ি ভাড়া নেয়, অনেকেই চায় বুনো এলাকায় শিকার করতে। বাড়ির সামনের চওড়া জায়গায় গাড়িটা ঘুরিয়ে রেখে নামল রানা। ওর ডানহাতটা স্পর্শ করল বাম বগলের হোলস্টারে রাখা ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তল।

‘চারপাশ খুব নীরব,’ মন্তব্য করল রানা। জুডির চোখে দেখল সান্ধ্যকালীন আকাশের রঙের প্রতিচ্ছবি। বইছে মৃদুমন্দ ঝিরঝিরে হাওয়া। দূর থেকে আসছে গ্রেট ওয়েল্স্ ওঅটার-ফলের চাপা গর্জন। আশপাশে কোনও জন্তু বা পাখির ডাক নেই। পরিবেশটা অস্বাভাবিক মনে হলো রানার কাছে। উপত্যকার দূরে তাকাল ও।

নিচে জলপ্রপাতে তৈরি আঁকাবাঁকা নদী। আরও দূরে গিয়ে হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। ডানে বাড়ি ও পেছনে খাড়া টিলা। ওদিকে তাকাল জুডি। ‘অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না।’

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল ওরা।

আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা।

হাতব্যাগ হাতড়ে কী যেন খুঁজল জুডি।

রানার মনে হলো, মেয়েটা বের করবে পিস্তল।

‘আমার কাছে চাবি আছে,’ বলল জুডি।

‘বাড়িতে অ্যালার্ম সিস্টেম আছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘জঙ্গলে অ্যালার্ম বসিয়ে লাভ কী?’ মাথা নাড়ল জুডি।

সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। প্রথমতলা খোলামেলা, কোনও ঘর নেই। পেছনে কিচেন। একপাশে

দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি। দোতলার মেঝে গিয়ে মিশেছে প্রায় টিলার গায়ে। ওপরেই বেডরুম ও বাথরুম। একনজরেই রানা বুঝল, তচনচ হয়েছে প্রথমতলার সবকিছু। যে-কেউ বুঝবে এখানে বয়ে গেছে ছোটখাট একটা টর্নেডো। উল্টেপাল্টে পড়ে আছে আসবাবপত্র। দেয়াল থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ছবি। মেঝেতে ভাঙা টিভি সেট ও ডিভিডি প্লেয়ার। ছিটিয়ে আছে কাবার্ড, টেবিলের ড্রয়ারের জিনিসপত্র ও ফায়ারপ্লেসের তাকের শো-পিস।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কোমরে দু'হাত রেখে চারপাশ দেখল জুডি।

'সর্বনাশ! ডাকাতি হয়েছে!'

ওর কাঁধে টোকা দিল রানা। নিচু গলায় বলল, 'বাইরে গিয়ে গাড়িতে ওঠো।'

ঘুরে ওর দিকে তাকাল জুডি, কালো মণিতে বিস্ময়।

'কে করল এই কুকীর্তি?'

কিছু হয়তো বলত রানা, কিন্তু তখনই শুনল দোতলায় মৃদু আওয়াজ। হালকা পায়ে হাঁটছে কেউ।

জুডিও শুনেছে ওই পদশব্দ।

রানা সতর্ক করার আগেই ডেকে উঠল জুডি, 'নিনা?'

ঝট্ করে হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করল রানা। ও জানে নিনা ভেঞ্চুরার ওজন বড়জোর পঁয়ষট্টি কেজি, দোতলার বুট পরা মানুষটা অন্তত আশি কেজি। এমনি সময়ে বাইরে থেকে এল আরেকটা পায়ের আওয়াজ। এই লোক রীতিমত হাতি। মচ্-মচ্ করে উঠেছে বাইরের কাঠের বারান্দার মেঝে।

গাড়ির ইঞ্জিনের বা কারও গলার আওয়াজ পায়নি রানা। নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকতে চায় হাতি। রানার মনে হলো না সে আইনের লোক। এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে দোতলার লোকটার। গোপনে হামলা করতে চাইছে তারা।

জুডির মুখে হাতচাপা দিয়ে ওকে কাছে টানল রানা। কানের কাছে ফিসফিস করল ও, 'কিচেনের কাউন্টারের পেছনে লুকাও।'

বাইরের লোকটা আর ওপরের বদমাস সার্চ করেছে নিনার বাড়ি। এরাই কি কিডন্যাপ করেছে মেয়েটাকে।

সতর্ক হয়েছে জুডি। যদিও ভয় নেই চোখে-মুখে। শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু রানা বুঝল, বিপদের মুহূর্তে ওর কথামত না চললে মেয়েটা হয়ে উঠবে সত্যিকারের বোঝা।

রানার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জুডি। পা টিপে চলে গেল কিচেনের মার্বেল কাউন্টারের ওদিকে। সদর দরজা বা ওপরে ওঠার সিঁড়ি থেকে দেখা যাবে না ওকে। তবে দেখা যাবে পেছনের জানালা ও দরজা দিয়ে।

চাপা শ্বাস ফেলে ভাবল রানা, আশা করি দলে এই দু'জনই। আরও কেউ থাকলে মস্তবড় বিপদে পড়বে ওরা।

চট্ করে সিঁড়ির ওপর দিকে একবার তাকাল রানা।

কেউ নেই ওখানে।

হালকা পায়ে সরে গিয়ে সদর দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকাল রানা। দরজার কবাট খুলবে ভেতরের দিকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে।

মোচড় খেয়ে ঘুরল হ্যাণ্ডেল, পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে খোলা হলো দরজা। এক সেকেণ্ড পর ঢুকল একটা শটগানের ব্যারেল। রানা দেখল পাহাড়ের মত বিশাল আকারের এক দৈত্যের মোটা বাহু ও কাঁধ। মস্ত হাঁ করেছে ধমকে ওঠার জন্যে।

থ্যাক্ শব্দে তার বাহুর নার্ভ ভরা মাংসে নামল রানার ওয়ালথারের নল। পরক্ষণে খটাস্ করে পিস্তলের নল পড়ল লোকটার কলারবোনের ওপর। এরা কারা জানা নেই বলেই গুলি করতে পারল না রানা। নিরস্ত্র করাই মূল উদ্দেশ্য। হাতির হাত অবশ হতেই খটাস্ করে মেঝেতে পড়ল বন্দুক।

বামহাতে লোকটার দাড়ি খামচে ধরল রানা, হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে দিল মাথা, পরমুহূর্তে হাতির ঘাড়ে নামল পিস্তলের তৃতীয় বাড়ি।

বিশাল লোক, গর্দানে পুরু চর্বির আস্তর। তবে কঠিন হামলায় অনেকটা কাবু হয়ে গেছে সে। ঘাড় চেপে ধরে তার মাথাটা ওপরে তুলল রানা, চোয়ালের নিচে ঠেসে ধরল পিস্তলের নল। জণ্ডিসের রোগীর মত হলদে চোখে রানাকে দেখল হাতি। বুঝে গেছে, ধরা পড়েছে বোকামি করে।

'অ্যাই, 'ওপরের তুমি,' গলা ছাড়ল রানা। 'নেমে এসো, নইলে তোমার দোস্তের মোটা মাথায় ঢুকবে বুলেট!'

সিঁড়ির ওপরের ধাপে পায়ের নড়াচড়ার আওয়াজ পেল রানা।

ওদিকে তিন ধাপ নেমে রাইফেল কাঁধে তুলে ট্রিগার চাপল ওই লোক। 'দাঁড়া, শালা!'

রানার পেছনে দরজার লিন্টেলে বিঁধল বুলেট।

এক লাফে হাতির পেছনে সরল রানা। তাক না করেই গুলি পাঠাল রাইফেলওয়ালার দিকে।

জবাবে আবারও গুলি করল ওই লোক।

দ্বিতীয় বুলেট বিঁধল হাতির বুকে। পিঠ ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলিটা। তাজা রক্ত ছিটকে লাগল রানার জ্যাকেটে। কিছু তপ্ত ফোঁটা অন্ধ করে দিল ওকে। বামহাতে শক্ত করে ধরেছে হাতির ঘাড়, কিন্তু জবাইয়ের আগে ল্যাং মেরে ফেলা ষাঁড়ের মতই ধড়াস করে মেঝেতে পড়ল লোকটা। রানা বুঝে গেল, তৃতীয় বুলেটটা এবার বিঁধবে ওর বুকে। রক্ত ভরা চোখ মুছেই ওপরের লোকটার কপাল লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল ও।

একই সময়ে বজ্রপাতের মত কড়াৎ করে উঠল আরেকটা আগ্নেয়াস্ত্র। ডানদিকের মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে মনে মনে বলল রানা, 'এইবার মারা পড়েছি!'

একের পর এক বুলেটের বিকট আওয়াজে ভরে উঠেছে চারপাশ। চেয়ে দেখল মার্বেলের কাউন্টারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে নিচ থেকে সোজা সিঁড়ির কাঠের ধাপ লক্ষ্য করে ম্যাগাযিন খালি করছে মেয়েটা। দড়াম করে রাইফেলটা পড়ল নিচে, তার পরপরই পড়ল লাশ।

মার্বেল কাউন্টার থেকে লাফিয়ে নেমে গ্লক নাইণ্টিন হাতে ওর দিকে দৌড়ে এল জুডি।

মৃতরা সবসময় নীরব। জানার উপায় নেই কেন এসেছিল এরা। জুডির দিকে তাকাল রানা। সিঁড়ির নিচে কপালে গুলি খাওয়া লাশটা দেখছে মেয়েটা। ওর চোখে ভয় নেই, চেহারায় কেমন একটা বিহ্বল ভাব।

আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা।

কখনও হামলা করে না দুটো বেবুন, আসে দল বেঁধে।

'জুডি, বাইরে গিয়ে গাড়িতে ওঠো।'

রানার কথা শুনে চোয়াল শক্ত হলো মেয়েটার, চলে গেল দরজার কাছে। দাড়িওয়ালা দৈত্যের লাশ টপকে যাওয়ার সময় একবার দেখল রানাকে।

লাশের পাশে বসে পকেট সার্চ করছে রানা। চোখ তুলে তাকাল জুডির চোখে। 'মানিব্যাগ বা আইডেণ্টিফিকেশন কিচ্ছু নেই।'

দরজার কাছে থেমে গেল জুডি। সিঁড়ির মুখে অপর লাশের পোশাকও সার্চ করছে রানা। ব্যক্তিগত কোনও তথ্য পাওয়া গেল না এর কাছেও।

খালি ম্যাগাযিনটা হাতব্যাগে ভরে পিস্তলে আরেকটা লোডেড ম্যাগাযিন ভরল জুডি। পেশাদারী ভঙ্গিতে টানল স্লাইড। বামহাতের কব্জির ওপর পিস্তল ধরা হাত রেখে চারপাশ ঘুরে শত্রু খুঁজল মার্কিন পুলিশের ভঙ্গিতে। গুলি ছুঁড়তে তৈরি।

'তুমিও চলে এসো, রানা,' কাঁপা কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

পিস্তল হাতে বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল, নিচে উপত্যকার সরু পথ ধরে ছুটে আসছে তিনটে গাড়ি। প্রথম দুটো এসইউভি, পিছু নিয়ে একটা ফ্ল্যাট-বেড পিকআপ। এখনও যদিও বহু দূরে, রানা পরিষ্কার দেখতে পেল তৃতীয় গাড়ির সব ক'জনের হাতে রয়েছে লম্বা ব্যারেলের আগ্নেয়াস্ত্র।

তৃতীয়বারের মত বলল রানা, 'জুডি, গাড়িতে ওঠো।'

চার

রিক বেগুার মস্তবড় হাতে বারবার ওপরে ছুঁড়ে লুফে নিচ্ছে বড়সড় একটা মোবাইল ফোন। 'কারা যেন গেছে ওই মেয়েলোকটার বাড়িতে।'

সামনের টেবিলে বসেছে ডিযাইনার সুট পরা এক লোক। কাঁটাচামচে তুলে মুখে পুরছে রোস্ট করা বনমোরগের বুকের মাংস। 'তোমার ভাই কোথায়?'

'বাইরে, সিগারেট ফুঁকছে।'

'ওকে নিয়ে ওই বাড়িতে যাও,' বলল সুট পরা লোকটা, 'অন্য গাধাগুলোকে বিশ্বাস করি না। ডুবিয়ে দেবে।'

আমাদেরকেও গাধা বলছে নাকি?— ভাবল রিক একবার, তারপর প্রশংসাই করেছে ধরে নিয়ে হাসল রিক বেগুার। কৈশোর থেকেই ওরা দু'ভাই আছে অসহায় মানুষকে কষ্ট দেয়ার পেশায়। কখনও ত্রুটি করেনি একাজে। ওরা দুই

যমজ ভাই এতটা দক্ষ হয়ে উঠেছে বাবার কাছ থেকে নিষ্ঠুর জিন পেয়ে। ওদের বাবা ছিল কেন্টাকির কয়লা খনির মজুর। ছুটির দিনে গলা পর্যন্ত গিলত মদ। ঢুঁ মারত পতিতালয়ে। বাড়ি ফিরলে গা থেকে ভুসভুস করে বেরোত পতিতার ব্যবহৃত সস্তা পাউডারের গন্ধ। কারও রক্ত হাতে বা জামায় মেখে না থাকলে ঘুমই আসত না। তবে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না তার। সেটা পেয়েছে রিক ও নিক বেণ্ডার। ওদের পেছনে আছে ক্ষমতাশালী এই লোক। খরচ করছে প্রচুর। সব ঝড়-ঝাপটা থেকে আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে। বাড়তি প্রশ্ন তুলবে না বেয়াড়া পুলিশ সদস্যরাও। রিক ও নিকের বাবার ছিল না এ সুবিধা। একদিন খুনের দায়ে চড়ল ইলেকট্রিক চেয়ারে। রিক শুনেছে, মরার সময় নাকি বিকট চিৎকার ছেড়ে পাতলা পায়খানা করে ওই চেয়ারের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল ওদের বাবা। এটা আপত্তিকর লেগেছে রিকের। পরে ভেবেচিন্তে দেখেছে, বাবার পরিণতি হবে না তার নিজের বা ছোটভাই নিকের।

এজন্যেই কখনও কড়া কথা বললে বা গালি দিলেও বসের ওপর বেজার হয় না রিক বেণ্ডার। মৃদু মাথা দোলাল। কোমরের বেল্টে গোঁজা প্রকাণ্ড ম্যাগনামটা ঢাকল জ্যাকেট দিয়ে। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোবে বলে ঘুরল। ভাল করেই ওকে চিনে গেছে খদ্দেররা। অজানা নেই, দূরে থাকতে হবে রিকের কাছ থেকে। এজন্যেই ডাইনিং এরিয়া থেকে ভেস্টিবিউলের পথে ওর সামনে পড়ল না কেউ।

দরজা খুলতেই রিক বেণ্ডারের পেরেকের মত খাড়া চুলের ভেতর দিয়ে সরসর করে বইল শেষ বিকেলের হিমেল হাওয়া। রাস্তায় পা রেখে তাকাল দূরে। ছোট শহর লিটল ফোর্ক। কাঁধের ওপর ঝুঁকে এসেছে প্রকাণ্ড পাহাড়। উঁচু সব চূড়ায় সফেদ তুষার। ক'দিন পর পুরো শহরটা ঢাকা পড়বে তুষারের চাদরে। জ্যাকেট থেকে মার্লবোরোর প্যাকেট বের

করে ঠোঁট দিয়ে একটা শলা তুলল রিক। ধরিয়ে নিল ম্যাচ জ্বেলে। ফুসফুসে ভরল একরাশ ধোঁয়া। জোর টানে অর্ধেক করল সিগারেট। নিকোটিনের চাহিদা মিটতেই দালানের গায়ে ঠুসে ওটা নিভিয়ে দিল সে।

তাই দেখে নিজের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল নিক বেণ্ডার। তাকাল বড়ভাইয়ের মুখের দিকে। দুই ভাইয়ের বয়স তেত্রিশ, গোটা সময়টা কাটিয়েছে একসঙ্গে, তবুও ছোটভাইয়ের বিদঘুটে, ত্যাড়া দৃষ্টি আজও সহজভাবে হজম করতে পারেনি রিক বেণ্ডার। ছোটভাইয়ের ডান চোখ ফ্যাকাসে নীল, অন্যটা বাদামি। এক চোখ থাকে সরাসরি সামনে, অন্যটা দেখে দূরের দেয়াল। রিকের মনে আছে এক চোখ-ত্যাড়া প্যালোমিনো স্ট্যালিয়নের কথা। শান্ত চোখটা দিয়ে দেখত ওকে, পরক্ষণেই বড় বড় দাঁতে কামড়ে কেটে নিতে চাইত ওর নাকটা। ঠোঁট মুচড়ে ফেলল রিক বেণ্ডার। নিকের মোহক-হেয়ারস্টাইলটা পর্যন্ত ওই পাগলা ঘোড়ার কেশরের মত!

'কাজ পেলে?' জানতে চাইল নিক।

'হ্যাঁ।'

পাশাপাশি হেঁটে গেল ওরা গাড়ির কাছে। ওটা নিয়ে ওদের অনেক গর্ব। নাম দিয়েছে: দ্য বাইসন। আসলে ডজ র‍্যাম কোয়াড-ক্যাব পিকআপ ট্রাক। দুই মালিকের মতই শক্তিশালী, কুচকুচে কালো। উঁচু সাসপেনশনে আছে প্রকাণ্ড চারটে চাকা। সামনের হুডে আঁকা বিশাল বাইসনের মাথা। নাক দিয়ে বেরোচ্ছে লকলকে হলদে আগুন। সেই শিখা চাটছে গাড়ির দু'পাশ। ক্যাবের বাতির র‍্যাকে রয়েছে প্রকাণ্ড দুই শিং। দুই বেণ্ডার ভাইয়ের মতই পিকআপ ট্রাকটা যেন খ্যাপা কোনও দানবীয় বাইসন।

দুই ভাই নিজেদের পছন্দ মত গুছিয়ে নিয়েছে ক্যাব। চার সিটের বদলে আছে মাত্র দুটো সিট। এ ছাড়া উপায়ও নেই।

একেকজনের ওজন কমপক্ষে পাঁচ শ' ষাট পাউণ্ড। উচ্চতায় ছোটজন সাত ফুট দুই ইঞ্চি বলে, তার সুবিধার জন্যে সব সময় গাড়ি চালায় ছয় ফুট এগারো ইঞ্চির বড় ভাই রিক বেগুর। উচ্চতা যেমনই হোক, দু'জনের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে তেরো মিনিটের ব্যবধানে— চিরকালের জন্যেই এখন বড়ভাই হয়ে গেছে রিক বেগুর।

ইঞ্জিন চালু করে খ্যাপা তরুণদের মত বারকয়েক অ্যাক্সেলারেটর দাবাল সে। পরক্ষণে তুমুল বেগে বাঁক নিল সামনের পথে। কেউ চাপা পড়লে মরুক শালা! শীতের পরিবেশেও উত্তেজিত। হাতে কাজ পেলে ফুর্তি লাগে তার। মানুষকে কষ্ট দেয়ার পাকা শিল্পী। আরও বড় কথা, অন্তর থেকে ভালবাসে ও এই কাজ।

লিটল ফোর্ক থেকে দশ মাইল দূরে নিনা ভেঞ্চুরার বাড়ি। ওই দশ মাইল খুব দুর্গম। পেরোতে হবে পাহাড়ি সব বিপজ্জনক বাঁক ও মোড়। তাতে লাগবে কমপক্ষে আধঘণ্টা। নিনার বাড়িতে গোলাগুলি হয়েছে, সে কথা বস্ ন্যাশ ময়নিহানকে বলেনি রিক বেগুর। এ-ও বলেনি, কোনও শক্তপাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ওই মেয়েলোক। রিক ভাবছে, রুপার ট্রেতে করে ওদের মাথা হাজির করবে বসের সামনে। ওটা হবে দামি রেস্টুরেন্টে দেখার মত একটা দৃশ্য।

পাহাড়ি এলাকায় ঠিকভাবে কাজ করে না সেল ফোনের নেটওঅর্ক। কনুই দিয়ে ছোটভাই নিকের কাঁধে খোঁচা দিল রিক। 'অ্যাই, নিকি, পেট ফোলা ব্যাঙের মত বসে না থেকে রেডিয়ো করো। শুনে রাখি কী বলে ওরা।'

ফ্যাকাসে মণিটা ঘুরিয়ে বড়ভাইকে দেখল নিক। অলস ভঙ্গিতে ড্যাশবোর্ড থেকে নিল সিবি হ্যাণ্ডসেট। মর্দা গরিলার আঙুলের মত মোটা আঙুলে কষ্টেসৃষ্টে ছোট্ট সুইচ অন করল সে। তাদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে একটা চ্যানেল। ওটা ব্যবহার করবে না আর কেউ। দলের ভিতু এক লোকের

কাছে রেডিয়ো করল নিক। 'ওই, শুয়োরের বাচ্চা! কানে ঢোকে না কিছু? কই তুই!'

'নিক? তুমি?' বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল কেউ।

'আমি না তো কি তোর বাপ বলে মনে করেছিলি?'

'চলে এসো, মস্ত ঝামেলা বেধেছে,' ভীত, কাঁপা কণ্ঠে বলল ওদিকের যুবক। 'ভাল ঝামেলা... খরচ হয়ে গেছে লুইচ্চা লিউস। মদ্দা রাস্টিও শেষ। যে শালা নরক ডেকে এনেছে, সে সহজ কেউ না! আমরা লুকিয়ে আছি জঙ্গলে!'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই যমজ। খুশিতে চকচক করছে নিকের ফ্যাকাসে মণি। পরস্পরের দিকে চেয়ে চওড়া হাসি দিল দুই ভাই।

'বড়ভাই, মনে হচ্ছে আজ দারুণ জমবে!'

'সন্দেহ কী!' আবারও কনুইয়ের গুঁতো দিল রিক। এবারের গুঁতোটা আদরের। 'রেডিয়োতে অন্যদের বলো, ওরা যেন রওনা হয় ওই বাড়ির দিকে।'

মাথা দোলাল নিক বেণ্ডার।

হাততালি দিল রিক। 'ময়নিহানকে দিনের পর দিন বসে বসে খেতে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'তা-ও তো তুমি রেস্টুরেন্টে থাকতে পেরেছ। আমি শালা থেকেছি ঠাণ্ডার ভেতর রাস্তায়। বরফ হয়ে গেছে পাছা!'

'বুঝতেই তো পারো কেন,' বলল রিক।

ন্যাশ ময়নিহান চাঁছাছোলা সুরে বলে দিয়েছে, নিকের ত্যাড়া চোখ দেখলে খেতে বসে অরুচি হয়, বিরক্তি লাগে তার। এর চেয়ে অনেক কম বাড়াবাড়ি করে লোকে খুন হয়ে গেছে নিকের হাতে। কিন্তু সব মাফ করে দিয়েছে বসের বেলায়। সে নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা দিচ্ছে দুই বেণ্ডার ভাইকে।

পাঁচ

কখনও সহজ কাজ হয়ে যায় প্রায় অসম্ভব। পথের শেষমাথায় নিনার বাড়ি। পেছনের জঙ্গল ও বোল্ডারের মাঝ দিয়ে পালাতে গেলে সামনে পড়বে দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়ি ঢাল। বহু নিচে উপত্যকার বুক চিরে নদী। অর্থাৎ, উপায় নেই ওই পথে যাওয়ার। হাল ছেড়ে হাতের অস্ত্র ফেলে একদল খুনির জন্যে বসে থাকলে পার পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তা ছাড়া, অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি রানা। ট্রেনিং নিয়েছে স্যাণ্ডার্স মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে। ওকে শেখানো হয়েছে: শত্রুরা হামলা করবে বুঝলে আগেই লড়াইটা পৌঁছে দাও তাদের কাছে।

ঠিক তা-ই করবে রানা। এক্সপ্লোরার জিপের প্যাসেঞ্জার সিটে জুডি উঠতেই একগাদা নুড়িপাথর ও ধুলো ছিটিয়ে রওনা হলো ও। নিচে গেছে সরু পথ। পাহাড় ও উপত্যকার আকাশে নানা রঙ মাখিয়ে ডুবছে সূর্য। একটু পর কয়লার কালির মত রাত নামবে ঝুপ্ করে। কালো চাদরে ঢাকা পড়বে চারপাশ। আলো কমে গেলেও হেডলাইট জ্বালল না রানা। টিলার খাড়া পথে বাড়াল জিপের গতি। শত্রুদের অগ্রসরমাণ তিন গাড়ি লক্ষ্য করে চলেছে ঝড়ের বেগে।

'লড়তে হবে, তৈরি হও, জুডি,' বলল রানা, 'একটু পরেই হামলা হবে।'

'কারা এরা?' আনমনে বলল জুডি।

‘বন্ধু বলে মনে হচ্ছে না,’ মন্তব্য করল রানা। দূরে দেখল পিকআপের পেছনে ক’জন। একজন কাঁধে তুলল হান্টিং রাইফেল। গুলিও পাঠাল, তবে রানার ধারণা, অন্তত একমাইল দূর দিয়ে গেছে ওটা। ‘যখন তোমার বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখবে খুন হয়েছে ওদের দোস্তরা, ভীষণ নাখোশ হবে।’ জুডির দিকে তাকাল রানা।

মুক্তোর মত দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে মেয়েটা। চোখে মানসিক কষ্টের ছাপ।

‘আগেও পিস্তল ব্যবহার করেছ,’ বলল রানা।

‘কাগজের টার্গেটে,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুডি।

‘তার মানে আগে কাউকে খুন করোনি?’

‘না।’

‘জানলে হয়তো স্বস্তি পাবে, তুমি গুলি করার আগেই আমার বুলেট ফুটো করেছিল সিঁড়ির লোকটার মগজ।’

‘ওর কপালের জখম দেখেই বুঝেছি। তবুও... গুলি তো করেছি মানুষের দিকে,’ ফিসফিস করল জুডি।

‘আমাদেরকে খুন করতে গিয়ে মরেছে ওরা। যা প্রাপ্য তাই পেয়েছে।’

পাশ থেকে রানাকে দেখল জুডি।

‘আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, জুডি। তোমার গুলির ফলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল লোকটা, স্থির টার্গেট পেয়েছিলাম আমি। কথাটা ভাবলে দেখবে আর অতটা খারাপ লাগছে না।’ মেয়েটার বাহুতে হাত রাখল রানা। ওর হাতে ডানহাত রেখে মৃদু চাপ দিল জুডি। চুপ করে চেয়ে আছে দূরে।

রানা বুঝল, মানুষের প্রাণ নেয়া নৈতিক কি অনৈতিক কাজ, তাই ভাবছে মেয়েটা। এদিকে সামনে আসছে মস্ত বিপদ। ড্রাইভিঙে মন দিল রানা।

সামনের এসইউভির ড্রাইভারের মনে বেশ দ্বিধা। সরু পথের একপাশে সরল, তারপর সরল অন্যদিকে। থামল কড়া

ব্রেক কষে। পাশে থামল পেছনের এসইউভি। দুই গাড়ি প্রায় পথরুদ্ধ করতেই ব্রেক কষে থেমেছে পেছনের পিকআপ। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে টলমল করছে ক'জন। তারই ফাঁকে রানাদের দিকে তাক করতে চাইল রাইফেল।

তীরের বেগে চলেছে এক্সপ্লোরার জিপ। নিচু গলায় বলল রানা, 'ঠিক আছে, জুডি, শক্ত হয়ে বোসো। ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'ওরা আমাদেরকে খুন করবে!'

'চেষ্টা করবে,' শুধরে দিল রানা।

পাশাপাশি দুই এসইউভির মাঝে সংকীর্ণ জায়গা। পাশ কাটিয়ে নিরাপদে যেতে পারবে না রানার ফোর্ড। অবশ্য, ওকে ঠেকাতে পারবে না দুই গাড়ি। সংঘর্ষের তিন সেকেণ্ড আগে আরও শক্তি পেতে নিচু গিয়ার ফেলল রানা। বডির সঙ্গে চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর পেডাল। ডানের এসইউভির ওপর চড়াও হলো এক্সপ্লোরার। জোরালো ধুম শব্দে সরিয়ে দিল হালকা গাড়িটাকে। তাল সামলাতে ব্যস্ত ওটার আরোহীরা। কিন্তু বামের গাড়ির লোক দু'জন পিস্তল তাক করছে রানা ও জুডির দিকে।

নিনার বাড়িতে খুন করতে চেয়েছে সঙ্গীরা, কাজেই এদের উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি নেই রানার। ওয়ালথার তুলেই প্রায় পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে বামের গাড়ির ড্রাইভারের খুলির বড় একটা অংশ উড়িয়ে দিল ও। ক্যাবের নানাদিকে ছিটকাল হলদেটে মগজ। ঝটকা দিয়ে থকথকে ফোয়ারা থেকে সরে গেল পাশের প্যাসেঞ্জার সিটের আরোহী। নড়ে গেছে পিস্তলের নল। তখনই গলা ভেদ করে তার চোয়াল চুরমার করল রানার দ্বিতীয় বুলেট।

দুই গাড়ি ঘষ্টে বেরিয়ে এল ফোর্ড এক্সপ্লোরার। সামনে রানার ডানে পিকআপ। গুলি করতে হলে তাক করতে হবে জুডির জানালা দিয়ে। কাজটা কঠিন। গুলি লাগতে পারে

জুডির গায়ে। কী করবে ভাবছে রানা, এমনসময় দেখল অটোমেটিক জানালার বাটন টিপল মেয়েটা। অন্যহাতে পিস্তল। পিকআপ লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল জুডি। আওয়াজটা শোনাল পটকার মত। কারও গায়ে গুলি না লাগলেও পেছনের লোকগুলো প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে নামল ট্রাক ছেড়ে। ঝাঁপ দিয়েছে কাভার নিতে। সিটে শুয়ে পড়েছে ড্রাইভার। পিকআপটাকে পেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে লিটল ফোর্ক শহরের দিকে ছুটল রানার এক্সপ্লোরার।

পিছু নেয়ার আগে সামলে নিতে হবে লোকগুলোকে।

এসইউভির দুই লোক খুন হয়েছে রানার বুলেটে। আপাতত ওই গাড়ি নিয়ে পিছু নেবে না কেউ। কিন্তু আছে আরও দুটো গাড়ি। ধাক্কা খেলেও বড় ক্ষতি হয়নি ডানের এসইউভির। পিছু নেবে ওটার ড্রাইভার। লাফিয়ে নেমে পড়া লোকগুলো উঠলেই ধাওয়া শুরু করবে পিকআপও।

অবশ্য কিছুক্ষণ বাড়তি সুবিধা পাবে রানা।

সরু পথে দুই গাড়ি ঘুরিয়ে পিছু নিতে সময় লাগবে।

রিয়ার ভিউ মিররে রানা দেখল, পিকআপের সামনে এক লোক। হাতে মোবাইল ফোন। ও বুঝে গেল, এবার আরও লোক ডাকবে এরা।

'সামনে আরও লোক থাকবে,' বলল রানা, 'অস্ত্রটা তৈরি রাখো।'

দিগ্‌ভ্রান্ত চেহারা জুডির। ভাবছে জড়িয়ে গেছে কীসে! মাত্র কয়েক মিনিটে দু'বার গুলি করেছে ও মানুষের দিকে।

মেয়েটা এখনও কাঁদতে শুরু করেনি, তাই মনে মনে ওর প্রশংসা করল রানা। খুন তো দূরের কথা, অনেকে ভাবতেও পারে না গুলি করবে কোনও মানুষের দিকে। সে তুলনায় রীতিমত ভালই দেখাচ্ছে মাইকেলের বোন।

'চমৎকার লড়াই করেছ, জুডি,' বলল রানা।

'কাউকে লাগাতে পারিনি,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল

মেয়েটা। তবে কণ্ঠে আছে নিখাদ স্বস্তি।

'তুমি শুধু খেয়াল রাখবে, যেন নিচু রাখে ওরা মাথা। তাতেই হবে।'

'আবার দু'জন মানুষকে খুন করলে।' জুডির কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। বলতে চাইছে, লুকিয়ে পড়ার সুযোগ দিতে পারতে।

'খুব কাছে ছিল, দেরি হলে খুন হতাম,' বলল রানা।

ফ্যাকাসে মুখে কোলে পিস্তল রাখল জুডি। 'বাড়িতে ওরা আমাদের জন্যে যায়নি।'

'তা ঠিক।'

'অপেক্ষা করছিল নিনার জন্যে।'

'আমারও তা-ই ধারণা।'

'সুযোগ পেলেই খুন করবে ওকে। এ ছাড়া ওখানে যাওয়ার অন্য কারণ নেই। টিলার নিচে ফাঁদ পেতেছিল। যাতে ধরতে পারে নিনাকে।' মৃদু কাঁপছে জুডি। তাকাল রানার দিকে। এখন চোখে নতুন আলো। নিচু গলায় বলল, 'তার মানে, নিনা এখনও বেঁচে আছে, তাই না?'

'আগেই খুন হলে এরা বাড়িতে যেত না,' সান্ত্বনা দিতে বলল রানা। খুন করার পরেও অন্য কারণে যেতে পারে। হয়তো ওই বাড়িতে জরুরি কিছু রেখেছিল নিনা।

'কিন্তু তা হলে ফোন করছে না কেন নিনা?' প্রায় আনমনে বলল জুডি। 'হয়তো খুব ভয় পেয়েছে? এরা তো দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর খুনি। নিনা বোধহয় ভেবেছে আমি এসবে জড়িয়ে গেলে আমার ওপর হামলা হবে।'

'ভাবছ, তুমি জড়িয়ে যাওয়ায় আড়াল থেকে বেরোবে নিনা? তা না-ও হতে পারে। ও জানে না তুমি এখানে। আমি হলেও লুকিয়ে থাকতাম।'

'খুঁজে বের করতে হবে ওকে।'

'জবাব খোঁজার জন্যে ভাল অস্ত্র আছে তোমার কাছে,'

বলল রানা।

জুডির চোখ পড়ল পিস্তলের ওপর। ঝকঝকে সাদা দাঁতে আবারও কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট।

'তুমি বিপদের জন্যে মনে মনে তৈরি ছিলে, জুডি। আসলে কী ঘটছে এখানে?'

'আমি শুধু জানি হারিয়ে গেছে নিনা। আর ওকে খুন করবে বলে খুঁজছে একদল লোক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি বিচারক নই, জুডি। তবে জানতে চাই সত্যটা।'

'যা জানি, সবই বলেছি। আজ থেকে কয়েক দিন আগে ফোন করেছিল নিনা। বলল খুব বিপদে আছে। পরে যখন ফোন করলাম, বন্ধ পেলাম ওর মোবাইল ফোন। তারপর থেকে আর কথা হয়নি। তখন ব্যবহার করলাম ভয়েসমেইল।'

'কিন্তু তুমি গেলে না পুলিশের কাছে,' বলল রানা, 'তাদের বদলে খুঁজে নিলে আমাকে। এর কী ব্যাখ্যা?'

'কিছুই করত না পুলিশ,' বলল জুডি। 'বড়জোর পাহাড়ে নিনার বাড়িতে গিয়ে ঘুরে আসত জনা দুই পুলিশ অফিসার। অফিসে ফিরে রিপোর্ট দিত, বাড়ি আছে নিরাপদে। হয়তো গাড়ি নিয়ে কোথাও গেছে ওটার মালিক। সবাই ধরে নিত, ক'দিন পর ফিরবে নিনা। তদন্ত শেষ। এসব কেসে কী হয় ভাল করেই জানি, রানা।'

'অনেক কিছুই ধরে নিচ্ছ, যেসব হয়তো সত্য নয়।'

'ওটাই আনঅফিশিয়াল কপ প্রোটোকল। যা করতেই হবে, সেটা করবে, কিন্তু দুনিয়া নরকে গেলেও বাড়তি কোনও কাজ করবে না।'

'আইনশৃঙ্খলাবাহিনী সম্পর্কে কোথা থেকে পেলে এত নিচু ধারণা?'

চাপা গলায় বলল জুডি, 'কারণ আমি নিজেও একজন

পুলিশ অফিসার, রানা।'

ওর কথা শুনে শুকনো ডাঙায় পিছল খেল রানা। বিস্মিত চোখে আবার দেখল মেয়েটাকে।

লিটল ফোর্ক শহর ও গ্রেট ওয়েল্স্ ফরেস্ট পার্কের মাঝের ভাঙাচোরা রাস্তায় ঝোড়ো বেগে চলেছে দুই বেঞ্চার ভাইয়ের ডজ র‍্যাম কোয়াড-ক্যাব পিকআপ ট্রাক: দ্য বাইসন। গত ক'দিনে ওই পথে বেশ ক'বার গেছে রিক বেঞ্চার। প্রতিটি বাঁক ও মোড় তার চেনা। জানে প্রতিটি শাখা পথ। ভাল করেই চেনে কোথায় করা উচিত অ্যাম্বুশ।

ছাউনির মত প্রকাণ্ড এক পাথরখণ্ড বেছে নিয়েছে সে। ওখানে বিশাল দুটো বোল্ডারের মাঝে বাঁক নিয়েছে পথ।

পাথরের ছাউনির আগে ট্রাক রাখল রিক। কোমর থেকে শক্তিশালী ম্যাগনাম রিভলভার নিয়ে রাখল বিশাল মোটা উরুর ওপর। পাশেই সিবি হ্যাণ্ডসেটে চিৎকার করছে নিক।

ছোটভাইকে বলল বিরক্ত রিক, 'সর্বক্ষণ চেঁচাতে হবে?'

'তো চেঁচাব না? শুয়োরের বাচ্চারা মানুষের পচা গু!' ক্রেডলে ঠাস্ করে হ্যাণ্ডসেট রাখল নিক। 'ওই বাড়িতে যে দুই হারামজাদা লুইচ্চা লিউস আর মদ্দা মোষ রাস্টিকে রেখেছিল ময়নিহান, তারা তো মরেইছে, খুন হয়েছে আরও দুই কুত্তা। মানে বুঝতে পারছ? চারজন শেষ! অথচ আমরা এখনও জানিই না খুন করছে কে!'

'তার মানে ভেঞ্চুরা মাগী ফেরেনি?'

মাথা নাড়ল নিক। 'না। অচেনা কুত্তী। সঙ্গে হারামি এক লোক। সে খতম করেছে ওদেরকে। বেটির কাছেও পিস্তল। তার গুলিতেই জানের ভয়ে কাভার নিয়েছে পেছনের পিক-আপের বীরপুরুষ হারামজাদারা।'

ম্যাগনাম নাড়ল রিক বেঞ্চার। 'এখন কোথায় আছে ওই দুই কুত্তা-কুত্তী?'

'দু'জনই আসছে এদিকে।'

'রেডিয়ো করো,' বলল রিক, 'বলো, যেন ধারে-কাছে না যায় ওরা। সময় মত সব ঝামেলা মিটিয়ে দেব আমরা।'

বড়ভাইয়ের কথায় হলদে কোদালের মত দাঁত বের করে হাসল নিক। 'ভাল হয় না মেয়েটাকে কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখলে, রিক?'

'ক্ষতি কী? ময়নিহান তো চায় নিনা ভেঞ্চুরাকে। অন্য কুত্তী আমাদেরকে একটু মৌজ দিলে কার কীসের ক্ষতি?' বাটন টিপে জানালার কাঁচ নামাল রিক। ওপরের রাস্তা থেকে এল ইঞ্জিনের গর্জন। গাড়িটা ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে আসছে বলে বোঝা গেল না ঠিক কোথায় আছে। এবার যে-কোনও সময়ে শুরু হবে মজা। ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রিক। ওজন কমতেই ক'ইঞ্চি ওপরে উঠল গাড়ির চেসিস। ম্যাগনাম হাতে শিকারী বাঘের ভঙ্গিতে এগোল দানব। টের পেল ট্রাক থেকে নেমেছে তার ছোটভাইও। পেছনে রিক শুনল শটগান পাম্প করার আওয়াজ। নিকের মস্ত দুই হাতে শটগান ছাড়া আর কিছুই আঁটে না।

'দুই বোল্ডারের মাঝে এলে অ্যাম্বুশ করব,' বলল রিক বেগুার। 'গাড়িটা তো চালাচ্ছে লোকটা, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'তো গুলি করবে তাকেই। চেহারা উড়ে গেলে আমাদের খায়েস মেটাতে পারবে না কুত্তীটা।'

'আমি কি তার চেহারা দেখব নাকি? আমার নজর থাকবে ওর দুই পায়ের ফাঁকে।'

কড়া চোখে ছোটভাইকে দেখল রিক বেগুার। ধর্ষণ ঠিক আছে, জীবনে কম করেনি সে ওই কাজ; কিন্তু নিক যে ইঙ্গিত দিল, তাতে আপত্তি আছে তার। ক্ষত-বিক্ষত মুখের লাশের সঙ্গে যৌনমিলন মেনে নেয়া কঠিন। তবে কে জানে, তাতে হয়তো খুব ফুর্তি হবে নিকের। ছোটর অসুস্থ মনে যে

পাগলাটে চিন্তা ঘুরছে, তাতে সন্দেহ নেই। চকচক করছে নীল ট্যাড়া চোখ। চার দিন আগে এ শহরের শেরিফ ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভিকে খুনের সময় তার কানটা ছিঁড়ে নিয়েছে সে। ওটা ঝুলছে তার বুকের চেইনে। দু'দিন হলো বমি আসছে ওর কানের পচা মাংসের গন্ধে।

ম্যাগনাম রিভলভারের হ্যামার তুলল রিক। সেকেণ্ডের জন্যে ভাবল, গেঁথে দিই ছোটর মগজে একটা বুলেট! দূর হোক ওর জীবনের সব কষ্ট। ওটা দয়াই বলা যায়। ক্রমেই আরও বড় ঝামেলায় জড়াচ্ছে ছোকরা। শেষে হয়তো ময়নিহানের টাকাও বাঁচাতে পারবে না ওদেরকে।

রাস্তার দু'পাশের বোল্ডারের দিকে চলেছে রিক। ভাবছে, খারাপ কী, উদ্ভট চিন্তা নিয়ে যা খুশি ভাবুক নিক। যেসব বদমাসের শাস্তি হওয়া উচিত, তাদেরই তো বিচার করছে তারা। তা ছাড়া, ওই কান নিয়ে অত ভাবার কী আছে! ওটা আর কোন্ কাজে লাগবে ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভির? সে তো শুয়ে আছে গ্রেট ওয়েল্স্ জলপ্রপাতের ওদিকে জঙ্গলের কবরে। ওখানে কী আছে যে দুইকান পেতে শুনতে হবে? এক কানই যথেষ্ট।

জিপগাড়ির ইঞ্জিন এখন জোরাল গর্জন।

ওই দু'জনকে ফাঁদের দিকে তাড়িয়ে আনছে ন্যাশ ময়নিহানের নিরেট গাধার দল। কড়াৎ শব্দ হলো গুলির। রাগে দাঁত পিষল রিক। 'শুয়োরগুলো দেখছি নষ্ট করবে সব মজা!'

'কুকুরগুলো জানে বোকার মত শুধু গুলি খেয়ে মরতে।' পথের আরেকদিকে সরল নিক। 'আজকের কাজ শেষে আমাদের উচিত ওদের ক'টার মাথা ভালভাবে ঠুকে দেয়া। তাতে যদি বুদ্ধি খোলে। তুমি কী বলো, বড়ভাই?'

'মন্দ বলোনি।'

'মূল কথা হচ্ছে ঝড়ের বেগে গুলি করা। এবার সেটাই করব। ঝাঁঝরা করে দেব ওই কুকুরটাকে।'

‘তোমার কথা ঠিক, কিন্তু বাড়তি ঝুঁকি নেব না আমরা। ওই হারামজাদা জানে কীভাবে গুলি করতে হয়। কাজেই ওকে খুন করবে প্রথম সুযোগে।’

‘ভেবো না, বড়ভাই।’ হাসিমুখে শটগান তুলল নিক। ‘অনেক কাছে গাড়িটা। ধরে নাও খুন হয়ে গেছে শালা।’

জিপের গর্জন শুনছে রিক। নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, তবে বোধহয় গতি কমতেই বদলে গেছে ইঞ্জিনের গর্জন। দু’বোল্ডারের মাঝে সরু পথে বিকৃত হচ্ছে আওয়াজ। ডানের পাথরে হেডলাইটের আলো। সত্যি কমেছে ইঞ্জিনের গর্জন। অ্যাক্সেলারেটর থেকে পা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। অবাক হলো না রিক। দুই বোল্ডারের মাঝের সরু পথে কমাতে হবে গতি। তাই অ্যাম্বুশের জন্যে এই জায়গা বেছে নিয়েছে সে। এবার সোজা আসবে জিপ। ম্যাগনাম তুলে এক পা এগিয়ে গেল সে।

ওই যে বাক্সের মত দেখতে ফোর্ড এক্সপ্লোরার গাড়িটা!

আসছে দুই বোল্ডারের মাঝ দিয়ে।

পুরো আলো দিচ্ছে হেডলাইট।

কড়া আলো থেকে বাঁচতে চোখ সরু করল রিক। ভাল করেই জানে, কোথায় থাকবে ড্রাইভার। ওর হাতে লাফিয়ে উঠল ম্যাগনাম রিভলভার।

‘বুম্‌ম্‌!’

নিশ্চয়ই মাথা নিচু করেছে ড্রাইভার। স্টিয়ারিং হুইল যেখানে আছে, তার ঠিক ওপরে গুলি করেছে সে।

আরেকদিক থেকে বন্দুকের গুলি পাঠাল নিক। লক্ষ্য ড্রাইভার। দ্বিতীয় গুলিটা করল সামনের চাকার ওপর।

চাকা ফাটতেই কাত হয়ে খুঁড়িয়ে রিককে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিল গাড়ি। ক্যাবে আরেকবার গুলি করল সে।

‘বুম্‌ম্‌!’

রিক ভাবছে, মেয়েলোকটা মরলে ক্ষতি কী? এমনিতেই

তো মরবে! ওটাকে নিয়ে ফুর্তি না করলেও, শহরে তো আর মেয়েলোকের অভাব নেই! তা-ও যদি বেশি শখ হয় নিকের, যা খুশি করুক না লাশের সঙ্গে...

তৃতীয়বারের মত ম্যাগনাম রিভলভার স্থির করল রিক। কিন্তু প্রয়োজন পড়ল না গুলির। পথ থেকে পাশের খাদে পড়ল এক্সপ্লোরার। তার আগে গুঁতো দিয়েছে একটা গাছে। ঝড়ে পড়া মাস্তুলের মত দুলছে ওটা। ঝরঝর করে রিকের চারপাশে ঝরল পাইনের কাঁটা। খাড়া চুল থেকে ওগুলো ঝেড়ে ফেলল সে। ছোটর দিকে তাকাল। কাঁধে বন্দুক তুলে কাঁকড়ার ভঙ্গিতে গাড়িটার পেছন পেছন ছুটছে নিক।

'মেয়েলোকটাকে সামলাও, হারামজাদাকে শেষ করছি আমি,' বলল রিক।

'সাবধান, বড়ভাই,' বলল নিক।

ছোটর কথাটা শুনে নরম হলো রিকের মন। মনে নেই, একটু আগে নিককে খুন করার কথা ভাবছিল। চওড়া একটা হাসি দিয়ে ছোটভাইকে দেখল সে।

ক'পা গিয়ে উঁকি দিল ড্রাইভারের খোলা জানালা দিয়ে। তিন সেকেণ্ড পর ঘুরে তাকাল ভাইয়ের দিকে। গাড়ির ওদিক থেকে চেয়ে আছে নিক। কুঁচকে গেছে ভুরু। আবারও দেখল খালি দুই সিট। 'শুয়োরের বাচ্চাটা কোথায় গেল, নিক?'

ছয়

রানা এখনও হজম করতে পারেনি জুডি আসলে পুলিশ

অফিসার। বড়বোনকে খোঁজার কাজে ওর সাহায্য চেয়েছে মেয়েটা। ভাল করেই জানে, প্রয়োজনে আইনের বাইরে যাবে রানা। 'আগেই বলতে পারতে, তুমি পুলিশের লোক।' কড়া চোখে জুডিকে দেখল ও।

'জানলে তো সাহায্য করতে না,' বলল মেয়েটা।

'করতাম, তবে...'

'যদি জানতে যে পাশে পুলিশ অফিসার থাকবে, তখন?'

'সতর্ক হতাম। কিন্তু যা হয়েছে সেসবই হত। ওদেরকে গুলি না করে উপায় ছিল না আমার।'

ওর বড়ভাই মাইকের মতই নাক ফুলিয়ে ফেলল সুন্দরী। 'আমি পুলিশ অফিসার হলেই বা কী? আমি কি তোমাকে গ্রেফতার করতে চেয়েছি?'

'তা চাওনি। তবে কে জানে পরে ঝামেলা করবে কি না।'

'ভুলে যাচ্ছ একই কাজে এসেছি দু'জন। প্রথম এবং শেষ কাজ নিনাকে খুঁজে বের করা।' তর্কের জন্যে তৈরি জুডি। 'আমার গ্লক কিন্তু পুলিশের অস্ত্র নয়। গোপনে ওটা রাখতে গিয়ে অনুমতি নিতে হয়েছে। তা করেছি, কারণ ভাল করেই জানি বিপদ আছে সামনে। এরপরেও বলবে যে তোমাকে গ্রেফতারের কথা ভাবছি?'

ক'সেকেণ্ড ওকে দেখল রানা। অন করল হেডলাইটের হাই বিম। 'আশা করি পরে এসব নিয়ে আবার তর্ক করবে না। এবার নেমে পড়ো গাড়ি থেকে।'

অবাক চোখে ওকে দেখল জুডি। 'তুমি কি জোর করে আমাকে...'

এক্সপ্লোরারের গতি কমিয়ে দিয়েছে রানা। 'অত কথা চলবে না, যা বলব করবে, নামো।' খুলে দিল জুডির সিটবেল্ট। ঝুঁকে খুলল ওদিকের দরজা। পরক্ষণে এক ধাক্কায় মেয়েটাকে ধপাস করে ফেলল রাস্তায়।

গতি কম, আহত হবে না জুডি। পরের সেকেণ্ডে নিজের দরজা খুলে ডাইভ দিল রানা। দুই বোল্ডারের মাঝের রাস্তা ধরে গাড়িটা যেতেই উঠে দাঁড়াল। একটু দূরেই দুই প্রকাণ্ড বোল্ডার।

পেছনের রাস্তায় এক লোকের হাতে মোবাইল ফোন দেখেছে, মনে আছে রানার। সামনে থাকবে আরও লোক। অ্যাম্বুশ করবে তারা। সেক্ষেত্রে সেরা জায়গা সামনের ওই দুই বোল্ডারের মাঝের রাস্তা।

হতভম্ব হয়ে রাস্তায় বসে আছে জুডি। নিজে উঠে হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। মেয়েটার মুঠোয় এখনও গ্লক পিস্তল। চোখ গরম করে দেখল রানাকে। মনে হলো পিস্তল ঘুরিয়েই গুলি করবে।

'ঠিক আছ তো?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'এর মানেটা কী? ধাক্কা মেরে... আরেকটু হলে তো খুনই হয়ে যাচ্ছিলাম!'

'এত কম স্পিডে পড়লে খুন হয় না কেউ। আর বুঝতেই পারছ, আমার কাজের ধারা একটু অন্যরকম।'

'তুমি কি পাগল?'

জবাবে দুই বোল্ডারের দিকে আঙুল তাক করল রানা।

পরক্ষণে রাতের নীরবতা চিরে ওদিক থেকে এল উপর্যুপরি গুলির বিকট আওয়াজ। শটগানের বিকট শব্দে কেঁপে উঠেছে জুডি। ভড়াম্ শব্দে ফাটল জিপের চাকা, তার একটু পর ওদের গাড়িটা ভেঙে পড়ল খাদে।

'অপেক্ষা করছিল,' নিচুগলায় বলল রানা। 'ওই পথে গেলে এতক্ষণে কিমা হতাম। এবার বলো, আমি কি পাগল?'

আপত্তির সুরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল জুডি।

ওর হাত ধরে পাশের জঙ্গলে ঢুকল রানা। 'সরে যেতে হবে। আমাদেরকে বেশি ভালবাসে না ওরা।'

ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে চলল দু'জন। বামে সেই দুই

বোল্ডারের একটার পেছনদিক। পাশেই খাড়া পাহাড়ে বুনো জন্তুর তৈরি পথ। কিছু দূর যেতেই দু'দিকে চলে গেল পথ। যেদিকটা উঠেছে পাহাড়ে, জুডিকে নিয়ে সেদিকে চলল রানা।

গতি কমিয়ে দুই বোল্ডারের মাঝে পৌঁছেছে পিকআপ ও এসইউভি। হৈ-হুল্লোড় করে গাড়ি থেকে নামল ক'জন। এবার শুরু হবে ধাওয়া। জুডির হাত ধরে হাঁটার গতি বাড়াল রানা। শিরার ভেতরে টগবগ করে ফুটছে অ্যাড্রেনালিন।

একা রানা খুশি মনেই নিত এদের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ওর মনে রাখতে হবে জুডির নিরাপত্তার কথা। সামনে হাঁটছে মেয়েটা। সাবলীল গতি অ্যাথলেটদের মত। নিনার বাড়িতে বা পরে দেখিয়ে দিয়েছে সাহসের অভাব নেই। পুলিশ অফিসার। কিন্তু ওর জানা নেই যুদ্ধের সময় কীভাবে লড়ে কমাণ্ডোরা। রানা নিজেকে মনে করিয়ে দিল: জুডির দায়িত্ব কিন্তু তোর। খেয়াল রাখবি ওর যেন ক্ষতি না হয়।

পেছনে কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

থমকে গেছে জুডি। ঘুরে তাকাল রানার দিকে। উঁচু করে ধরেছে গ্লক পিস্তল।

'হালকা চালে ছুটতে শুরু করো,' বলল রানা, 'আন্দাজে গুলি করছে। জানে না আমরা কোথায় আছি।'

'কিন্তু যাব কোথায়?' রানার পাশে জগিঙের ভঙ্গিতে ছুটল জুডি।

'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!' নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবিকে কপি-পেস্ট করল রানা।

'কিন্তু পালিয়ে গেলে তো আমার বোনকে পাব না!'

'তা ঠিক। কিন্তু বাঁচলে পরে খুঁজে নিতে পারব।'

'একবার ওদের কাউকে বন্দি করলে, তার মুখ থেকে বের করতে পারব আমার বোন কোথায় আছে।'

'লাভ নেই,' বলল রানা। 'ওরা জানে না নিনা কোথায়। নইলে ওই বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করত না। ওরা আমাদের

চেয়ে কম খুঁজছে না ওকে।'

'কিন্তু ওরা কেন ওকে খুঁজছে, তা তো জানতে পারব?'

'নিনাকে পাওয়ার পর জেনে নেব কী হয়েছে। দৌড়ের গতি বাড়াও। পেরোতে হবে সামনের পাহাড়। ওদিক দিয়ে নেমে গিয়ে লুকিয়ে পড়ব জঙ্গলে।'

ঢিবির মত পাহাড়টা উচ্চতায় সত্তর ফুট। ওদিক দিয়ে নামলে কয়েক শ' গজ দূরে রাস্তা। চূড়ায় ঘন ঝোপঝাড় ও গাছ। ওদিকের ঢালে বাঁকা হয়ে ঝুঁকেছে বিশাল এক মহীরুহ। পাহাড়ের গা থেকে উপড়ে এসেছে অসংখ্য শেকড়। বড় পাথরের কিছু খণ্ড ঘিরে তৈরি করেছে ছোটখাটো গুহা। অন্ধকারময় ছায়া। কিছুক্ষণ লুকানোর জন্য জায়গাটা বেশ ভাল। ওদিকটা দেখাল রানা। 'ওখানে লুকিয়ে পড়ো।'

'তুমি কী করবে?' জানতে চাইল জুডি।

'গাড়ি জোগাড় করব, নইলে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। দশ মাইলেরও বেশি দূরে লিটল ফোর্ক।' আকাশ দেখাল রানা। 'ওই মেঘ দেখেছ? আসছে ব্লিযার্ড। আমাদের পরনে পাতলা জ্যাকেট আর জিন্স। সারারাত ঝড় হলে বরফে জমে মরব।'

'দশ মাইল যেতে সারারাত লাগে না।'

'যদি রাস্তা ধরে যেতে পারো তা হলেই। কিন্তু পিছু নেবে লোকগুলো। বারবার সরতে হবে জঙ্গলের মাঝে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেলে ওই দশ মাইল হবে বিশ মাইল। তা ছাড়া, জানি না সামনের এলাকা কেমন। হয়তো নদী পেরোতে হবে। তুষার ঝড়ে ভিজে গেলে...'

'বুঝেছি।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল জুডির। 'কিন্তু...'

রানা ভাবল, আবারও নাক ফোলাবে মেয়েটা। তাই গম্ভীর চেহারায় বলল, 'আর কোনও কিন্তু নেই, অফিসার ব্ল্যাকউড!'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত ওপরে তুলল জুডি। মুঠোয় আলগা করে ধরেছে গ্লক পিস্তল।

‘বিপদ দেখলে ওটা ব্যবহার করবে,’ বলল রানা। ‘কিন্তু বাধ্য না হলে গুলি করবে না।’

‘কাছে এলে গুলি করব, যেন মিস না করি,’ মৃদু হাসল জুডি।

ঝাঁকড়া শেকড়ের ভেতর মেয়েটা লুকিয়ে পড়ার পর নিচু গলায় বলল রানা, ‘অপেক্ষা করবে দশ মিনিট। এর ভেতর না ফিরলে ধরে নেবে ব্যর্থ হয়েছি।’

‘তখন কী করব?’

‘নিজের প্রাণ বাঁচাতে যা দরকার, তাই করবে।’

‘তুমি নিজের কাজে ডাব্বা মারবে, তা চাই না,’ বলল জুডি, ‘চারপাশে নেকড়ে-হায়েনার দল। দেখো, ডুবিয়ে দিয়ো না আমাকে।’

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে ভাবল রানা, ‘না, তোমাকে ডুবিয়ে দেবে না মাসুদ রানা, হয়তো তুমিই দেবে!’

সাত

বিরক্ত বলে দু’কাঁধ ঝুঁকে গেল নিক বেণ্ডারের। ভেবেছিল দেখবে শটগানের গুলিতে ঝাঁঝরা লাশ, কিন্তু কোথায় কী! অবাকও লাগছে। অবশ্য, ক’সেকেণ্ড পর চেহারায় ফুটল কদর্য হাসি।

‘অত হাসির কী আছে?’ জানতে চাইল রিক বেণ্ডার।

‘আয়নায় তো আর নিজের চেহারা দেখোনি, বড়ভাই!’

আকারে বড় ছোটভাইয়ের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল

রিক। 'আমার আয়না দেখতে হবে কেন? নিজের চেহারা দেখো, একদম গাধার মত! সবাই বলে আমি সুদর্শন।'

মলিন হলো না নিকের মুখ। বিশাল বুক থেকে বেরোল হাসির গুমগুম আওয়াজ। ঘুরে দেখল দুই বোল্ডারের মাঝের রাস্তা। ময়নিহানের লোক থেমে হৈ-চৈ করছে। পিকআপ থেকে লাফিয়ে নেমেছে কেউ কেউ।

'গাধাগুলো এসেছে।'

'জড় করো, নিক,' ঘোঁৎ করে উঠল রিক। 'সার্চ পার্টি নিয়ে বেরোতে হবে। বেশি দূর যেতে পারেনি ওরা।'

'আমাকে কী করতে বলো, রিক?'

'রাস্তায় চোখ রাখবে। এদিকে এলেই ধরবে।'

বড়ভাইকে দেখল নিক, ঠোঁটে টিটকারির হাসি। এতে খেপে গেল রিক। তার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করছে হাঁদাটা!

'রওনা হও,' ধমকের সুরে বলল রিক।

খুব ধীরে বুজল নিকের নীল চোখের পাতা। আবারও চোখ মেলে অলস দৃষ্টিতে দেখল বড়ভাইকে। রিকের মনে হলো ঝিনুকের মত ওই চোখে আছে নীল মুক্তা। ওটা উপড়ে নেয়াই উচিত। 'দেরি করবে না, নিক, নইলে অন্ধকারে নিজেরা গুলি খেয়ে মরবে শুয়োরগুলো।'

চওড়া হাসল নিক। শটগান তুলে ইজেক্ট করল খরচ করা কার্তুজের খোসা। নতুন করে ভরল গুলি। আকাশের ভারী মেঘ থেকে প্রথমবারের মত ওর মুখে পড়ল কয়েক পশলা তুষার।

'ঠিকই বলেছ, রিক। রাতের আঁধারে ঝড়ের মধ্যে কে কাকে গুলি করবে— কে জানে!' নিকের কণ্ঠে কেমন যেন হুমকির ভাব।

সুরটা লক্ষ্য করে চটে গেল রিক। ভাবল, ভাল করেই জানি কে আগে ট্রিগার টিপবে, আর মরবে কে! এখনই ম্যাগনামটা তুলে ঝেড়ে দেব বেয়াদবটাকে?

রীতিমত লোভই হলো তার। কিন্তু তুলল না অস্ত্র। মাঝে মাঝে বেয়াড়াভাবে কথা বলে নিক, মনে হয় বেশি আস্পর্ধা হয়েছে ওর। বেশি করে ময়নিহানের গাধাদের সামনে। ভুলে যায় কে বড়ভাই! হতে পারে, খামোকা ভাবছে রিক। তবে এ কথা ঠিক, প্রয়োজনে এক গুলিতে নিককে নিকেশ করে দেবে সে।

বাইসন গাড়ির দিকে চলেছে রিক। বসে থাকবে হিটার চালিয়ে দিয়ে। চোখ রাখবে রাস্তায়। বাইরে শীতে শয়তান দুটোকে খুঁজে মরুক নিক।

পকেট থেকে মার্লবোরোর প্যাকেট নিয়ে সিগারেট ঠোঁটে ঝোলাল রিক। ম্যাচ দিয়ে জ্বেলে নিল শলা। তাকাল আকাশের দিকে। ঘুরতে ঘুরতে তুষারের পেঁজা তুলো পড়ছে পাপড়িতে। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করল সে।

ফোর্ড এক্সপ্লোরার থেকে নেমেই দু'বোল্ডারের মাঝের সরু পথে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে লোকটা। পেছনেই ছিল ময়নিহানের ছেলেরা। অর্থাৎ, বেশি দূরে যায়নি হারামজাদা আর হারামজাদী। বাধ্য হয়েই বেছে নিয়েছে দুই পথের একটা। এই এলাকা ভাল করেই চেনে রিক। ডানের পাহাড় খাড়া। পিচ্ছিল পাথরে ভরা। ধরে নেয়া যায়, ওরা গেছে বামের ট্রেইলে। পথে ফিরতে চাইলে আসতে হবে এদিকে। কিন্তু তারা আসেনি। অর্থাৎ, পাহাড় বেয়ে উঠেছে চূড়ায়। ওদিকেই ওপরে কোথাও আছে তারা।

নিককে ডাকবে কি না, ভাবল একবার। বাতিল করল চিন্তাটা। কী ঠেকা পড়েছে মজার ভাগ দেয়ার? বেশি বাড়াবাড়ি করছে ছোকরা। মাথায় নেই দলের নেতা কে!

ট্রাক পেরিয়ে বামের পাহাড় লক্ষ্য করে চলল রিক। সামনেই আছে রাস্তায় নামার মত একটা জায়গা। অন্ধকারে পরিষ্কার চোখে পড়বে সিগারেটের আগুন। আধটানা শলা ফেলে কোমরের বেল্ট থেকে ম্যাগনাম রিভলভার নিল রিক।

বিড়বিড় করল, 'ধূমপান খুন করে!'

আকারে সে প্রকাণ্ড। যেমন শক্তিশালী, তেমনি ক্ষিপ্র। নিঃশব্দে যেতে পারে এল্‌ক্‌-এর নাকের ডগায়। মাঝে মাঝে ভেবেছে, ভাল হতো পেশাদার কুস্তি প্রতিযোগিতায় নামলে। পার্টনার হিসেবে নিক থাকলে ওরা হতো পৃথিবী-সেরা জুটি। কিন্তু কাউকে ব্যথা দেয়ায় বা মানুষ খুন করতে যে আনন্দ, তা পেত না কুস্তি লড়লে। ওটা নকল লড়াই। তা ছাড়া, কুস্তির চৌকো রিঙে এত টাকা নেই, যতটা খরচ করছে ময়নিহান তাদের পেছনে।

বাইসন গাড়ির বিশ কদম দূরেই মিলিয়ে গেছে পাহাড়ি ট্রেইল। তবে বোঝা যায়, জঙ্গলে খাড়া এক বুনো পথ গেছে পাহাড়ের চূড়ায়। ওই ট্রেইল ধরে উঠবে কি না ভাবল রিক। সেক্ষেত্রে হয়তো ওর হাতে বন্দি হবে দুই পলাতক। তাতে বাহবা দেবে অন্যরা। কিন্তু এমনিতেই এদিকে আসতে হবে ওই দু'জনকে। সুতরাং খাটা-খাটনির কোনও মানে হয় না।

নিরালা এক জায়গায় মস্তবড় দুই গাছের মাঝে বসল রিক। পাশেই ট্রেইল, তবে ভাল দেখা গেল না ওটাকে। অন্ধকার রাতে চট্‌ করে বুঝবে না আসছে দু'জন না একজন। তবে তাদেরও সমস্যা হবে ওকে খুঁজে নিতে। রিকের ধারণা, একটু পরেই চলে আসবে তারা। ম্যাগনামের দুই গুলিতে খতম করবে দু'জনকে।

ওই যে, খুব সাবধানে আসছে কে যেন!

এবার ঝট্‌ করে উঠেই...

মাত্র ভেবেছে রিক, এমনসময় শীতল ধাতুর কী যেন ঠেসে ধরা হলো ওর ঘাড়ের পাশে।

'কামানটা ফেলো,' ফিসফিস করে বলল কে যেন।

ঘোঁৎ করে উঠল রিক। মাথার ওপরে তুলল দু'হাত। মাটিতে পড়ে ধপ্‌ আওয়াজ তুলল ভারী ম্যাগনাম।

পিস্তল তাক করে রিভলভারটা লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল

রাতের আগন্তুক। চাপা স্বরে বলল, 'এবার ট্রাকের চাবিটা।'

'নেই আমার কাছে,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রিক।

'ফাজলামো কোরো না।'

'কারও সঙ্গেই ফাজলামো করছি না, সঙ্গে চাবি নেই।' প্রাণ থাকতে প্রিয় গাড়িটা কেড়ে নিতে দেবে না রিক।

হঠাৎ চোখে উজ্জ্বল আলোর বিস্ফোরণ দেখল সে। দুই সেকেণ্ড পর এল ব্যথাটা। পিস্তলের নল দিয়ে মাথায় বাড়ি দিয়েছে লোকটা। সত্যিকারের হারামজাদা! রিক বুঝে গেল, চুলের মাঝ দিয়ে কুলকুল করে নামছে রক্ত। টপটপ করে পড়ল জ্যাকেটের কলারে। গর্জন ছাড়ল সে: 'হারামজাদা!'

'চাবি দেয়ার শেষ সুযোগ,' বলল আগন্তুক। 'এরপর দু'ভাগ হবে খুলি।'

'আমার জিন্সের প্যান্টের পকেটে। ওটা বের করতে হলে হাত নামাতে হবে।'

'ডানের না বামের পকেটে চাবি?'

'ডানে।'

'খুব সাবধানে হাত নামাও।'

বামহাত সামনে বাড়াল রিক। ডানহাত নামল কোমরে। কুঁজো হয়ে বসেছে সে। চাবি বের করতে হলে সিধে হতে হবে। আধবসা অবস্থায় পকেট থেকে চাবি নিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চালান দিল সে। ছোঁ মেরে নেয়া হলো চাবি।

ঘুরেই হামলার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে রিক।

কিন্তু তার খুলির নিচে ঠেসে ধরা হয়েছে পিস্তল। 'চেষ্টা কোরো না। ভুল হবে।'

পিঠ কুঁজো করে বসল রিক।

'চাবি দেয়া সহজ কাজ, তাই না?'

তুই শালা কী বুঝবি, ভাবল রিক। ভাল হতো শুরুতেই হামলা করলে। এখন রিভলভার তো নিয়েইছে, হারাতে হলো গাড়িটা। আরও খারাপ কথা, জানেই না কোন্ সম্বন্ধির পুত

ডাকাতি করছে! যেভাবে হোক কুত্তাটার কাছ থেকে ফেরত নিতে হবে নিজের সব।

'তুমি কে, নাম কী?' জানতে চাইল রিক।

'ওই একই কথা আমিও জানতে চাইতে পারি,' বলল আগন্তুক। 'কিন্তু জবাব দেবে না। তাই মুখ খরচ করব না।'

দু'কাঁধ ঝাঁকাল রিক। ফাটা করোটির রক্ত কুলকুল করে নামছে মেরুদণ্ড বেয়ে। 'মিথ্যা বলোনি। তবে একটা কথা বুঝতে পেরেছি, তুমি পুলিশ নও।'

'বলিনি আমি পুলিশ।' রিকের কানের নিচে পিস্তলের নল ঠেকাল আগন্তুক। 'দ্বিধা করব না খুন করতে।'

নিজেকে কাপুরুষ মনে করে না রিক। কিন্তু মগজে বুলেট ঢুকবে আর সে খুন হবে, তাতে আপত্তি আছে তার। তা-ও আবার জঙ্গলে। আনুষ্ঠানিক কবর পাবে না। 'তুমি তো আর গুলি করছ না, ঠিক না?'

'কে বলল?'

'গুলি করলে ওই আওয়াজে ছুটে আসবে অন্যরা। বাধ্য হয়েই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

'আপাতত,' বলল আগন্তুক। রিকের ঘাড়ে খটাস্ করে আবার নামল পিস্তলের নল। তাৎক্ষণিক জ্ঞান হারাল না দানব। মনে হলো কী যেন হচ্ছে চারপাশে। ঘুমিয়ে পড়ছে সে। আবছা বুঝল, আবারও ঘুম ভাঙবে। আর তখন যে-লোক জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, খুঁজে বের করে তাকে খুন করবে সে।

আট

'জুডি,' ফিসফিস করল রানা, 'ওখান থেকে সরে ভাল করোনি।'

দশফুট ওপরের ট্রেইলে আছে জুডি, বামহাত গলায়। অন্যহাতে গ্লক পিস্তল। ওটার নল যথেষ্ট স্থির। বিস্ফারিত চোখে দেখছে পড়ে থাকা বিশাল লোকটাকে।

'কাছে চলে এসেছিল ওরা। ওখানে থাকলে ধরা পড়তাম।'

তর্কে না জড়িয়ে ভাবল রানা, ভাল হয়েছে চলে এসেছে মেয়েটা। নইলে ওকে আনতে গিয়ে নষ্ট হতো সময়। তা ছাড়া, ওর পায়ের শব্দে ওদিকে মন দিয়েছিল গ্রিজলিটা। সহজেই পেছনে পৌঁছুতে পেরেছে রানা।

'চলো, গাড়ি পেয়েছি।'

ঢালু ট্রেইলে জগিঙের মত করে নেমে এল জুডি। পিছলে পড়ত, কিন্তু কনুই ধরে তাল সামলে দিল রানা। ওর বুকে বামহাত রেখেছে জুডি। ক'সেকেণ্ড পরস্পরের চোখে চেয়ে রইল ওরা, তারপর চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটা। সরে দাঁড়িয়ে পিস্তল তাক করল দানবের দিকে।

'এই লোক কে?'

'জানি না। ঘুম ভাঙলে খেপে উঠবে।'

'শুধু জ্ঞান হারিয়েছে? অবাক কাণ্ড! আমি তো ভেবেছি অচেনা কাউকে দেখলেই খুন করো তুমি।'

'খুন করলেই বোধহয় ভাল করতাম।'

রানার কাছ থেকে সরে দানবকে সার্চ করল জুডি। 'আইডেন্টিফিকেশন নেই। অন্যদের মতই।'

নিনার বাড়িতে দুই লাশেরও নাম-পরিচয় ছিল না। অবশ্য, রানা বুঝেছে, তারা পেশাদার খুনি নয়। অন্যদের চেয়ে অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও প্রশিক্ষিত খুনি নয় এই দানবও।

পথের বাঁকে খাদে পড়ে আছে রানাদের জিপ। ওটা পেরিয়ে বাইসন পিকআপের দিকে চলল ওরা।

আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জুডি। 'এই জিনিস নিয়ে শহরে গেলে সবার চোখ পড়বে আমাদের ওপর।'

'শহরে পৌঁছে কোথাও লুকিয়ে ফেলব।'

যান্ত্রিক বাইসনের দিকে চলেছে জুডি।

'সাবধান, জুডি,' বলল রানা। 'ধারেকাছে কেউ থাকতে পারে।'

'সতর্কই আছি।'

জুডির পিছু নিয়ে পাহাড়ের চূড়া দেখল রানা। ওদিকেই আছে লোকগুলো। সাড়াশব্দ নেই। থমথম করছে চারপাশ। মৃত্যুর ভয়ে চুপ তারা। সবাই জানে, পাহাড় ও জঙ্গলে আছে আততায়ী। যে-কোনও সময়ে শুরু করবে গুলি।

জুডিকে পুরো সময় কাভার করল রানা। ডজ র‍্যাম পিকআপের ক্যাবে উঠল মেয়েটা। ও নিরাপদ বোঝার পর সামনে বেড়ে ক্যাবে উঠল রানা। ড্যাশবোর্ডে রাখল ম্যাগনাম। পরক্ষণে ইগনিশনে ভরল চাবি। পুলিশী চোখে সব দেখছে মেয়েটা। খুলল গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট। আগ্রহ তৈরি হবে এমন কিছু পেল না। ডোর পকেটেও কিছু নেই। সান ভাইসর নামাতেই টুপ করে হাতে পড়ল ছোট প্যামফ্লেট।

'দেখেছ, রানা?' আনমনে বলল জুডি।

অন্ধকারে আবছাভাবে পুস্তিকার মত কিছু দেখছে রানা।

ইঞ্জিন চালু করে জানতে চাইল, ‘জিনিসটা কী?’
‘খাবারের একটা মেন্যু।’
‘খাওয়ার সময় নেই এখন আমার।’
রানার কথা শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে বলল জুডি, ‘লিটল ফোর্কের একটা রেস্টুরেন্টের।’
‘তাতে কী?’ জানোয়ার গাড়ি নিয়ে রওনা হলো রানা।
‘গণ্ডারের মত যাকে অজ্ঞান করলে, বা তার কোনও সঙ্গী... ওদেরকে দামি ফ্রেঞ্চ কুসিনের ভক্ত মনে হয়েছে তোমার?’
এবার মন দিয়ে মেন্যু দেখল রানা।
ব্রোশারটা চকচকে।
দামি রেস্টুরেন্টের।
নাম: ভিলাজ-ও-সঁও বা গ্রামের কেন্দ্র।
ঠিকই বলেছে জুডি, যারা খুন করতে এসেছে, সবাই নেবে পাঁচ ডলারের মুরগির উইঙের বাকেট ও কয়েক ক্যান বিয়ার। ভিলাজ-ও-সঁও-এর মেন্যু অনুযায়ী পেটপূর্তি করতে হলে চাই অন্তত এক শ’ ডলার। দানবকে বারে মারপিট ঠেকানোর মাস্‌ল্‌ম্যান বলে মনে হয়েছে রানার। অত খরচ পোষাবে না তার।
পাহাড়ে ফেলে আসা অচেতন দানবের কথা ভাবছে রানা। দূরে শুনল রাইফেলের চাপা গর্জন। গুলি যে-ই করুক, নিশানা খুব কাঁচা তার। সামনের বাঁক ঘুরে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল বাইসন পিকআপ। ‘কী ভাবছ, জুডি?’ চুপ করে আছে দেখে জানতে চাইল রানা।
‘গতবার নিনার সঙ্গে ডিনারে গেছি ওই রেস্টুরেন্টে,’ বলল জুডি, ‘আগেই তোমাকে বলেছি, নিনা কমপিউটারে দক্ষ। ওই রেস্টুরেন্টের মালিকপক্ষের হয়ে তৈরি করেছিল ওয়েবসাইট। দিয়েছিল পাবলিসিটি ফোটোগ্রাফ ও ডিজিটাল গ্রাফিক্স।’

জুডি কী বলছে, আঁচ করতে চাইল রানা। রেস্টুরেন্টের এই ব্রোশার আর ওর বোনের সম্পর্কটা পরিষ্কার হচ্ছে না।

'আমি ফেরার পর ফোনে কথা হলো নিনার সঙ্গে। রাগে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল।'

'কী কারণে?'

'রেস্টুরেন্টের কাজ শেষ, এমনসময় বদলে গেল ওটার মালিকানা। নতুন মালিক মানা করে দিল: চাই না ওর কাজ। এতদিন যত পরিশ্রম করেছে, সেজন্যে ক্ষতিপূরণও দেবে না। এতে খেপে গিয়ে উকিলের নোটিশ পাঠাল নিনা।'

'সেজন্যে কেউ ওকে খুন করতে চাইবে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বড়জোর নিনার প্রাপ্য ছিল হাজার খানেক ডলার। তাই না?'

রানার কথাটা ভাবছে জুডি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'অন্য কোনও কারণেও ওকে খুন করতে চাইতে পারে।'

'প্রয়োজনীয় সূত্র নেই,' বলল রানা, 'আমরা যতটুকু জেনেছি, সেই অনুযায়ী এগোতে হবে। রানা এজেন্সির শাখা প্রধান জন হার্বার্ট হয়তো জানাতে পারবে এই গাড়ির মালিক কে। ওই সূত্র ধরে এগোলে হয়তো জানব, নিনার পেছনে এদেরকে পাঠিয়েছে কে।'

অনেক পেছনে পড়েছে শত্রুরা। রানা দেখল, বিপদ হবে না মনে করে পার্সে পিস্তল রাখল জুডি। নিজে রানা হাতের কাছেই রাখল ওয়ালথার। এ ছাড়া, ড্যাশবোর্ডে আছে ওটার মালিকের মতই বিশাল ম্যাগনাম রিভলভার। প্রয়োজনে আসবে কাজে।

চোখ বুজে বসে আছে জুডি। আবারও কামড়ে ধরেছে নিচের ঠোঁট। ওকে দেখল রানা। নরম সুরে বলল, 'ভালই লড়লে, জুডি। এতটা আশা করিনি।'

'বলতে চাইছ পুলিশের তুলনায়?'

'পুলিশদের ঘৃণা করি না, জুডি। তবে...'

'আগেই বলেছ, আমার জন্যে কাজে সমস্যা হবে।'

চুপ থাকল রানা। আড়চোখে দেখল, হাসছে জুডি।

'এবার কোথায় যাব?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'লিটল ফোর্ক।'

'ওখান থেকেই না এসেছে এসব খুনি?'

'তা ঠিক। কিন্তু ওরা ভাববে না ওদের শহরে যাওয়ার সাহস হবে আমাদের। তা ছাড়া, জানতে হবে কার হয়ে কাজ করছে এরা।' একটু ভেবে রানা বলল, 'নিশ্চয়ই ভাবছ, এবার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত হবে আমাদের?'

'কথাটা মিথ্যা নয়...' রানার দিকে তাকাল জুডি।

'কিন্তু ভুলেও ওদের কাছে যাব না,' কথা শেষ করল রানা।

'নিনার বাড়িতে কী হয়েছে তা রিপোর্ট করতে হবে। ওখানে আমাদের খুন করতে অপেক্ষা করছিল একদল খুনি। পুলিশের জানা দরকার কী হচ্ছে এখানে।'

'না,' সোজা-সাপটা নিষেধ করল রানা। 'তোমার কথামত চললে, হাতকড়া পড়বে তোমার হাতেও। লিটল ফোর্কের মত ছোট শহরের পুলিশ ঝামেলার মধ্যে যাবে না, স্রেফ আমাদেরকে গ্রেফতার দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পাঠিয়ে দেবে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট বা লিউইসভিলে। এ কথাটা মাথায় রেখো, জেলে পচলে খুঁজতে পারব না তোমার বোনকে।'

'কোথা থেকে পেলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে এত খারাপ ধারণা?' রানার কথাই ফিরিয়ে দিল জুডি।

'তোমার কাছ থেকে,' সহজ সুরে বলল রানা। 'তুমি তো আমার চেয়ে ভাল চেনো। পুলিশ অফিসার বলে কথা!'

তর্ক না করে একটু পর বলল জুডি, 'কিন্তু ভুলে গেছ আমিও পুলিশ অফিসার। সব খুলে বলতে পারব পুলিশকে। এমন নয় তোমাকে জড়াতে হবে। তাতে রাজি আছ?'

ওকে দেখল রানা। 'দায় নেবে চারজনের খুনের?'

'এমনিতেই সিঁড়ির লাশের জুতো থেকে পুলিশ পাবে আমার পিস্তলের গুলি। শেষে আইপি প্যানেলের সামনে দাঁড়াতে হবে।'

'বলেছ তোমার পিস্তল পুলিশের দেয়া নয়।'

'এনওয়াইপিডির নয়। তার মানে এমন নয়, রেজিস্ট্রি করা হয়নি ওটা। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ব্যালিস্টিক টেস্ট করলেই সব বেরিয়ে আসবে।'

'পুলিশ রেজিস্টারে গুলির টেস্ট-রেযাল্ট বা রাইফ্লিং মার্কসের রিপোর্ট না-ও থাকতে পারে। আর পিস্তলই যদি না থাকে, কীসের প্রমাণ? ফেলে দাও নদীতে। বাধা দিচ্ছে কে?'

'কাজটা বেআইনী। আমি তা করব না।'

'সেক্ষেত্রে বুজে রাখো মুখ। খুন করতে এসেছিল ওরা। জানেও না আমরা কারা। ধরে নিতে পারো, পুলিশের কাছে নালিশ করতে যাবে না কেউ।'

'রিপোর্ট তো দেবেই। মারা পড়েছে চারজন সঙ্গী।'

হাত তুলে জঙ্গল দেখাল রানা। 'পুঁতে দেবে জঙ্গলে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুডি। 'পুলিশকে বলতেই হবে, রানা। এভাবে খুনোখুনি কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।'

'ওদের হাতে খুন হয়ে যাওয়াই আইনসম্মত হতো বলে ভাবছ?' হাসল রানা, 'কী ভয়ানক বিপদে আছে নিনা এখনও বোঝনি? ওকে পেলে ভাবা যাবে পুলিশের কাছে যাব কি যাব না। এখন আমাদের প্রথম কাজ: এসবের পেছনের লোকটাকে খুঁজে বের করা।'

'ভাল না লাগলেও আপাতত মেনে নিলাম তোমার কথা,' জানাল জুডি।

পাহাড়ি বিপজ্জনক পথে ড্রাইভিঙে মন দিল রানা।

নয়

‘এখনও পাওনি ওকে?’

‘না। তবে ঠিকই পাব।’

‘বুঝতেই পারছ, মেয়েটা সব ফাঁস করে দিলে কী সর্বনাশ হবে আমাদের।’

‘অত ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, প্যাট্রিক,’ বলল ন্যাশ ময়নিহান। ‘নিয়ম মেনে কাগজে সই করো। ঠিক জায়গায় লাগাও রাবার স্ট্যাম্প, তাতেই হবে। বাকি সব সামলাচ্ছি আমরা।’

প্রকাণ্ড টেবিলের ওদিকে বসে আছে জাজ প্যাট্রিক হোল্ড। ভাল করেই জানে, বাড়তি কথা বললেই বিপদ। ময়নিহানের হাতে সিগার, যে-কোনও সময়ে চেয়ারের হাতলে পড়বে ছাই। বিরক্তির চোখে তাকে দেখল জাজ। আণ্ডারওঅর্ল্ড গ্যাংস্টার বারবার বলছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ঠিকভাবে চলবে সব। কিন্তু না ভেবে পারছে না সে। নরম সুরে বলল, ‘হয়তো সবই হারিয়ে বসব আমরা, ন্যাশ।’

সিগার দুলিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিল ময়নিহান। ঝুলছে দীর্ঘ ছাই। ‘ঘাবড়ে যেয়ো না, কাজে নেমেছে বেণ্ডাররা।’

নাক ঝাড়ার শব্দ তুলল অফিসের তৃতীয়জন। ‘এহ্! তুমি না দেখিয়ে দিলে তো নিজেদের পাছাও খুঁজে পায় না ওরা!’

‘তোমার গাধাগুলোর চেয়ে ভাল,’ জানাল ময়নিহান।

‘হয়তো। তবে তার কারণঃ আমার হাত-পা বাঁধা।’

‘কাজেই ফালতু প্যাঁচাল বাদ দাও। সমালোচনা নিজের কাছেই রাখো।’ তার দিকে সিগার তাক করল ময়নিহান। ‘ভুলো না, বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না আমি। নাকি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?’

‘আমি শুধু বোঝাতে চাইছি পরিস্থিতি,’ ঢোলের মত ফোলা বুকে দু’হাত বাঁধল লোকটা। ন্যাশ ময়নিহানের কঠোর চোখ দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুই গাল।

‘ওই যে এল নতুন দু’জন, তাদের কী করবে?’ জানতে চাইল জাজ হোল্ড। ‘মনে হচ্ছে না তাদেরকে সামলাতে পেরেছে বেণ্ডাররা।’

‘অস্টিন ম্যাকলাস্কির গাধাবাহিনীর জন্যে কঠিন হয়েছে বেণ্ডারদের কাজ,’ তৃতীয় লোকটার দিকে সিগার তাক করল ময়নিহান। ‘এসব কাঁচা লোক নিলে যা হয়। আমাদের প্রথমেই উচিত ছিল কাজটা বেণ্ডারদের দেয়া।’

‘ওরা নিজেদের কাজ করলে আজ এমন বিপদে পড়তাম না,’ ঢোলের মত বুক আরও ফোলাল তৃতীয়জন। ‘ওদের উচিত ছিল গোপনে ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভিকে খুন করা। সে মরার আগে যে চিৎকার করেছে, শুনতে পেয়েছে পুরো কাউণ্টির অর্ধেক লোক।’

‘আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে দরকার ছিল ওটা, নাকি ভুলে গেছ?’

‘মনে আছে। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের জন্যে মস্তবড় ঝুঁকি ওই অপদার্থ নিক বেণ্ডার।’

দু’সারি দাঁতের মাঝে সিগারটা কামড়ে ধরল ময়নিহান। পরক্ষণে ঝট্ করে উঠেই বামহাতে চেপে ধরল ঢোলের টাই। অন্য হাতে সড়াৎ করে নামল ধারালো ক্ষুর। চকচকে ফলাটা ধরল মোটকুর চোখের সামনে। সিগারের গোড়া চিবুতে শুরু করেছে ন্যাশ ময়নিহান। ‘আমি তো মাত্র একটা অপদার্থকেই দেখতে পাচ্ছি!’

বাড়াবাড়ি এনে দেবে বিপদ, জানে জাজ প্যাট্রিক, তাই বসে থেকেই নরম সুরে বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ন্যাশ। অস্টিন দুশ্চিন্তা করছে বলেই এসব বলেছে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি করছে, আমার ব্যবসায় নাক গলাবার অনুমতি ওকে দিইনি।' অস্থায়ী শেরিফের নাকের ডগায় ক্ষুরের ফলা রাখল ময়নিহান। 'ভাবছি, কেটে নেব কি না।'

নিচু স্বরে বলল জাজ, 'ও কিন্তু কাজে লাগবে, ন্যাশ।'

'তা ঠিক, এখনও।' টাই ছেড়ে দিল ময়নিহান।

ঝটকা দিয়ে পেছাল ম্যাকলাস্কি। চেহারা ফ্যাকাসে। দাঁত দিয়ে কামড়ে কেটে ফেলেছে ঠোঁট। থুতনিতে স্থির হলো এক ফোঁটা রক্ত। আবারও বসল ময়নিহান। ক্ষুর ফিরল কবজির খাপে। হাতে নিল সিগার। ঝুলছে ছাই। বিস্মিত চোখে ওটা দেখল সে।

বড় করে দম নিল শেরিফ। আলতো করে হাত বোলাল নাকে। ভেবেছিল কাটা পড়েছে। কিন্তু তা নয়।

তাকে পাত্তা দিল না ময়নিহান। 'ম্যাকলাস্কির মতই রিক বেণ্ডারও আমাদের একটা হাতিয়ার। এর বেশি কিছুই নয়।'

'ভাবছ কাজটা শেষ করতে পারবে রিক?' জানতে চাইল জাজ। 'পানি কিন্তু গড়িয়ে গেছে অনেক দূর।'

'পারবে।' হাসল ময়নিহান। 'আমি বলব, যা হয়েছে, এরপর আরও খেপে গিয়ে ব্যস্ত হবে সে।' অস্থায়ী শেরিফের দিকে তাকাল। 'তা ছাড়া, আসতে বলেছি আরও ক'জনকে। প্রত্যেকে ওরা দক্ষ লোক। কাজেই চুক্তির বরখেলাপ করবে না তোমরা; নইলে বাঁচবে না তোমাদের নিকট আত্মীয়স্বজন।'

ঘন ঘন মাথা দোলাল অস্থায়ী শেরিফ।

'বাড়তি লোক?' তিক্ত হলো জাজের চেহারা। 'তাদের পেছনে কত খরচ হবে?'

'নিনা ভেঞ্চুরাকে না পেলে যা হবে, তার চেয়ে অনেক

কম।' অলস ভঙ্গিতে জাজের টেবিলের অ্যাশট্রের দিকে হাত বাড়াল ময়নিহান। দু'ইঞ্চি দূরে ছাইদানী, এমনসময় টুপ করে জমির বিবরণপত্রে পড়ল ছাই। ওরা দু'জন অফিসে ঢোকার আগে ওটাতেই চোখ বুলাচ্ছিল জাজ। তার ভুরু কুঁচকে গেছে দেখে হাসল ময়নিহান। টোকা দিল ফোল্ডারের ওপর। চকচক করছে কাভার। 'মাত্র কয়েক হাজার ডলার বাঁচাতে গিয়ে হাতছাড়া করবে সব?'

ক্রাইসেলিস শহরের মতই নতুন করে জমে উঠছে লিটল ফোর্ক। তাতে এ এলাকা হবে অকল্পনীয় সুন্দর, অথবা ভয়ানক নোঙরা। একসময়ে শহরটা ছিল স্থানীয় কয়লা খনি মজুরদের আস্তানা। অনুভূমিকভাবে খুঁড়ে তোলা হতো কয়লা। কিন্তু কয়েক পুরুষ আগেই ফুরিয়ে গেছে খনি। রাজ্যের আরও বহু শহরের মতই ভুতুড়ে বসতি হয়ে উঠেছিল লিটল ফোর্ক, কিন্তু পরে ওটাকে রক্ষা করল টুরিযম। কেণ্টাকির ওয়াইল্ড রিভার্সে উন্মত্ত নদীর পানিতে ফুর্তি করতে এল শত শত টুরিস্ট। উনিশ শ' নব্বুই সালে এ শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র দু'হাজার। কিন্তু এখন হয়েছে দশ গুণ। আরও বাড়ছে মানুষ। খোলা হচ্ছে নতুন নতুন হোটেল, শপিং মল, মাল্টিস্ক্রিন মুভি থিয়েটার, রেস্টুরেণ্ট এবং অন্যান্য ব্যবসা। জমি কিনে বাড়ি করছে অনেকে। আর যারা আগেই কিনেছে শত শত একর, পোয়াবারো তাদের। হাজার গুণ বেশি দামে বিক্রি করছে জমি। ব্যবসার সুযোগ আছে বলেই আবারও বড় হচ্ছে এ শহর। এ কারণে নিজ পকেট ভরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আণ্ডারওঅর্ল্ড-এর এক ক্ষমতাধর নেতা, নিষ্ঠুর খুনি ন্যাশ ময়নিহান। তাতে বেড়েছে হানাহানি। নিয়মিত খুন হচ্ছে মানুষ। ব্যবসার নামে চলছে ডাকাতি ও লুটপাট। এটা স্বাভাবিক। ময়নিহানের পথে বাধা হয়ে উঠলে, রক্ষা নেই কারও।

লিটল ফোর্কের বাসিন্দা নয় ন্যাশ ময়নিহান, এসেছে

ডালাস থেকে। তিনবছর আগে এসে টাকা ঢালতে শুরু করেছে ছোট এ শহরে। খরচ করেছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এরই মধ্যে পকেটে পুরেছে অন্তত বিলিয়ন ডলার। বুঝে গেছে, কাঁচা সোনার খনিতে হাত দিয়েছে সে। তাই চাইছে না নিনা ভেঞ্চুরার মত কেউ ভেস্তে দিক সব। উপস্থিত এ দু'জনের ওপর খেপে গেছে ন্যাশ ময়নিহান। স্বাভাবিক। আরে, শালা, পাবি লাখে লাখে ডলার, তো খরচ করবি না মাত্র কয়েক হাজার?

'আগামীকাল পৌঁছুবে,' চেয়ার ছাড়ল ময়নিহান। বুঝিয়ে দিল, আজকের মিটিং শেষ। অস্থায়ী শেরিফের দিকে ফিরল। 'কাজে নামবে ওরা। ওদের পথ ছেড়ে দূরে থাকবে। পুলিশ টাইপের লোকদের পছন্দ করে না ওরা।'

দশ

প্রথম কাজ কোথাও আশ্রয় খুঁজে নেয়া, ভাবছে রানা। পরে স্থির করবে পরের প্ল্যান।

ফ্লোরিডা ত্যাগের সময় লিটল ফোর্কের এয়ারপোর্টের কাছে বুক করেছিল একটা হোটেল। কিন্তু এখন উচিত হবে না ওখানে যাওয়া।

ম্যাপ দেখে শহরের প্রায় বাইরের এক মোটেল বেছে নিল রানা। সিঙ্গেল ঘরের জন্যে টাকা নেয়ার সময় লোভী চোখে জুডিকে দেখল গুণ্ডা-চেহারার মোটেল ক্লার্ক। বুঝে গেছে, রাতের জন্যে এই সুন্দরী পতিতাকে জুটিয়ে নিয়েছে সুদর্শন

যুবক। আহা, আধঘণ্টার জন্যে যদি পাওয়া যেত এটাকে! রানার দিকে চেয়ে চওড়া হাসল সে। চাবি দেয়ার সময় বার কয়েক চোখও টিপল। রানা নির্বিকার।

ঘরের দরজা খোলার সময় নাক ফুলিয়ে বলল জুডি, 'বুদ্ধুটা ভেবেছে আমি তোমার রক্ষিতা বা রাস্তা থেকে তুলে আনা পতিতা।' সন্দেহের চোখে দেখল নিজের পোশাক। 'বলো তো, আমাকে দেখতে সত্যিই পতিতার মত লাগে?'

'না তো!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'আমার তো মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ রাজকুমারী!' জুডি ঘরে ঢোকার পর দরজা আটকে দিল।

শহরে গড়ে উঠছে নতুন হোটেল ও মোটেল। কিন্তু ভাল হোটেলে না উঠে এ মোটেল বেছে নিয়েছে রানা। এটা আছে বহুকাল ধরেই। এমনই জায়গা, যেখানে একঘণ্টার জন্যেও ভাড়া দেয়া হয় রুম। এক ডজন রুমের মধ্যে পেছন থেকে তৃতীয় রুম ওদের। কেউ চট্ করে ভাববে না এখানে এসে উঠবে ওরা।

কয়েক ঘণ্টা থাকার জন্যে খারাপ নয় ঘরটা। ছোট বাক্সের মত। পাশেই বাথরুম। যথেষ্ট পরিষ্কার।

'বেড মাত্র একটা,' বিরক্তি প্রকাশ করল জুডি। 'তুমি কোথায় ঘুমাবে?'

'ঘুমাব না,' ম্যাগনাম রিভলভারটা ম্যাট্রেসের নিচে রেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা।

'কাউন্টারের ওই শয়তানের ইঙ্গিত পেয়ে বাড়াবাড়ি করবে না তো?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল জুডি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'দেখতে তুমি সত্যিই সুন্দর! তবে নিশ্চিন্তে থাকতে পার, কক্ষণো জোরাজুরি করব না!'

'বিশ্বাস করি তোমাকে।' ক'পা বেড়ে রানার বাহুতে হাত রাখল জুডি। চোখে কাতর দৃষ্টি।

রানা বুঝে গেল, প্রাণ রক্ষা করেছে, সেজন্যে ওর কাছে

ঋণী থাকতে চাইছে না মেয়েটা।

মুখ তুলে রানার ঠোঁটে চুমু দিল জুডি।

সাড়া দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। নরম গলায় বলল, 'আমরা কেউ কারও কাছে ঋণী নই, জুডি। হয়তো ভুল হবে কাছে এলে।'

রক্তিম হলো জুডির দু'গাল। তবে বুঝল, ওকে অপমান করতে এ কথা বলেনি রানা। সুযোগ পেয়েও তা নেয়নি। ম্লান হাসল ও। 'ধরে নাও, বন্ধু হিসেবে ধন্যবাদ দিতেই চুমু দিয়েছি।' ও বিছানায় বসতেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল স্প্রিং।

অস্বস্তিতে পড়ে দরজা লক্ষ্য করে চলল রানা। 'সরিয়ে ফেলব ডজ র‍্যাম ট্রাক। দরজা লক রেখো। ফিরতে একটু সময় লাগবে।'

'ইয়েস, স্যর,' উঠে বাথরুমের দিকে চলল জুডি। আনমনে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। চোখে রাগের ছাপ।

বেরিয়ে এসে রুমের দরজা বন্ধ করল রানা। মোটেল থেকে বেরোতেই হাড়ে কাঁপ ধরিয়ে দিল কনকনে শীতল হাওয়া।

বেশ অনেকটা দূরে একঝাড় গাছের আড়ালে ডজ র‍্যাম ট্রাক রেখেছে রানা। পরের পাঁচ মিনিটে ট্রাক নিয়ে শহরের আরেকপ্রান্তে পৌঁছুল। থামল আরেক মোটেলের কাছে। হাইওয়ে থেকে দেখা যাবে না এমন এক জায়গায় রাখল ট্রাক। চারপাশে পাইনের জঙ্গল।

পুলিশ বা শত্রুপক্ষের কেউ ওটা পেলে ভাববে, আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে গাড়িটা লুকিয়ে রাখতে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই মনে হবে, খোঁজ নেয়া উচিত কাছের মোটেলে।

গাড়ির সামনের মাডগার্ডের নিচে চাকার ওপর চাবি রেখে পায়ে হেঁটে নিজেদের মোটেলের উদ্দেশে চলল রানা। একবার থামল এক জেনারেল স্টোরে। কিনল স্ন্যাক্স ও জুস।

কী ভেবে নিল মস্ত একটা চকলেট বার। ঠিক্ করেছে, শান্তি বজায় রাখতে জুডিকে ঘুষ দেবে। দোকানের বাইরে ছাউনির নিচে থামল ও। পকেট থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে কল দিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন হার্বার্টকে। ওদিক থেকে কল রিসিভ হতেই বলল, 'কী ব্যাপার, নিজে সাহায্য করবি না বলে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলি আমার কাছে?'

'ও, তা হলে যোগাযোগ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে দারুণ, তাই না?'

'হোক, তাই বলে পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিবি?'

খুকখুক করে কাশল হার্বার্ট। 'ওহ্, বলে দিয়েছে? যাহ্!'

'ভাবতে পারিনি মাইকের বোন হতে পারে।'

'আমিও পারিনি। সে তো ছিল মদ্দা মোষের মত। ওর ওপর খরচ করে ফেলেছিল ওর বাপ সব বাজে জিন। তারপর স্বর্গ থেকে নেমে এল ওই মেয়ে।'

চুপ করে আছে রানা।

'কী রে, প্রেমে পড়ে গেলি?' জানতে চাইল জন।

'এখনও না,' বলল রানা।

'ওর কথা শুনেই বুঝেছি, তোকে পছন্দ করে। ক্ষতি কী মেলামেশা করলে?'

'উচিত হবে না, জন। পাহাড়ে ওর বোনের বাড়িতে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছি, ব্যস, আরেকটু হলেই মাথা উড়ে যেত আমার। এক সেকেণ্ড দেরিতে খুনির দিকে গুলি পাঠিয়েছি।'

'গোলমাল শুরু হয়ে গেছে?' জানতে চাইল জন হার্বার্ট।

প্রথম থেকে সব খুলে বলল রানা। এরই ভেতর খতম হয়েছে চারজন। অথচ জানা নেই কে-কেন-কী করছে। খোঁজও নেই নিনা ভেঞ্চুরার।

'চলে আসব?' জানতে চাইল জন।

'আপাতত দরকার নেই,' বলল রানা। 'টাম্পা শহরেই

থাক্। তুই ঠিক সময়ে হাজিরা না দিলে কেসটা বাতিল করে দেবেন বিচারক।'

টাম্পার কোর্টে বিচার চলছে টম কোয়োর্কের। কমবয়সী মেয়েদের ড্রাগ দিয়ে তৈরি করত পর্নো সিনেমা। নিজেও ভোগ করত তাদেরকে। বড়সড়ো দল ছিল। কিন্তু বাঙালি এক মেয়ের অসহায় বাবা রানা এজেন্সির সাহায্য চাইলে তদন্ত শুরু করে হার্বার্ট। জোগাড়ও করে জোরালো প্রমাণ। এখন আশা করছে, ক'দিনের মধ্যেই টম কোয়োর্ক ও তার দলের লোকদের ভরতে পারবে জেলে।

'কালকে সাক্ষ্য দিতে ডাকবেন বিচারক,' বলল জন, 'কাজটা শেষ করেই চলে আসব।'

'জানি না আগামীকাল কোথায় থাকব,' বলল রানা, 'তবে তুই ওই ডজ র‍্যাম ট্রাকের মালিকের ব্যাপারে তথ্য পেলে, বুঝব কোথা থেকে শুরু করতে হবে।'

'দেখছি কী করা যায়।'

'ঠিক আছে, জন।'

'হ্যাঁ, সাবধানে থাকিস। মেয়েটাকে আগলে রাখিস। আর কিছু বলবি?'

'না।' কল কেটে দিল রানা। মেঝে থেকে ব্যাগ তুলে রওনা হলো ওদের মোটেলের উদ্দেশে।

জ্ঞান ফিরতেই সচেতন হয়ে উঠেছে রিক বেণ্ডার। কাজ করছে না মাথা। চোখের সামনে কালো সব ধোঁয়া। ঘাড় নাড়তেই লাগল দারুণ ব্যথা। মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগের কথা। স্বস্তি পেল, এখনও খুন হয়নি। সেইসঙ্গে এল রাগ। যে-লোক এমন ব্যথা দিল, খুঁজে বের করে তাকে খুন করবে সে। আঁধারে গুলি না করে গলা টিপে মারবে হারামজাদা ওই কুত্তার বাচ্চাটাকে।

'তোমার মাথা ফেটে গেছে,' বড়ভাইকে উঠে দাঁড়াতে

সাহায্য করল নিক বেণ্ডার।

আহত খুলি স্পর্শ করল রিক। 'বলো তো কী হয়েছিল?' কানের কাছে গর্জে উঠল রাইফেল। প্রচণ্ড আওয়াজে নাক কুঁচকে ফেলল সে। দূরে দেখল বাইসন গাড়ির লাল বাতি। বাঁক নিয়ে চলে গেল ওটা।

চোখে আগুন নিয়ে ঘুরে তাকাল রিক। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক তরুণ। হাতে রাইফেল। নল থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। হঠাৎ করেই দু'হাতে তরুণের গলা টিপে ধরল রিক। একটানে তুলে ফেলল মাটি থেকে। ধুলোয় পা ছুঁড়ছে ছোকরা। বেগুনী হয়ে গেছে মুখ।

'হার্ভে, আমার গাড়িতে গুলি করিস, শুয়োরের বাচ্চা?' অসহায় তরুণকে ছুঁড়ে ফেলল রিক। ডানা ভাঙা পাখির মত কাছের ঝোপে গিয়ে পড়ল ছোকরা। ডাল ভেঙে চিত হয়ে পড়ল মাটিতে।

বুটের ধুপ-ধাপ শব্দ তুলে রাস্তায় এসে থামল রিক ও নিক। চাইল দূরের শহরের পথে। কোথাকার এক বদমাস চুরি করেছে ওদের সাধের গাড়ি!

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পেছনে ঝোপ থেকে হার্ভেকে উদ্ধার করল তার কয়েকজন বন্ধু মিলে।

হতভম্ব তরুণের দিকে কড়া চোখে তাকাল রিক। 'ঠিক আছিস?'

দ্বিধা নিয়ে মাথা দোলাল তরুণ। ছড়ে-কেটে গেছে কপাল, জ্বলছে। বামহাতে কপাল স্পর্শ করল সে।

'তোর কপাল ভাল, এই মুহূর্তে খারাপ না আমার মেজাজ,' বলল রিক। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দলের অন্যরা। কর্কশ সুরে বলল সে, 'যা খুশি করবি, তা হবে না, শুয়োরের বাচ্চা মাদার...রা! নইলে ঘাড় থেকে ছিঁড়ে নেব মাথা!'

নিক ছাড়া সবাই মাথা দোলাল সম্মতির ভঙ্গিতে। ভাল করেই জানে, অন্তরের কথা বলেছে দানবটা।

‘তোদের কারও ফোনে সিগনাল আছে?’

একজন বাড়িয়ে দিল মোবাইল ফোন। ‘মাত্র একটা বার। তবে তাতেই কাজ হওয়ার কথা, রিক।’

‘নিয়ে আয় গাড়ি,’ দুই ড্রাইভারকে বলল দানব। ‘এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।’

জটলা ভেঙে গাড়ির দিকে চলল বেশিরভাগ যুবক। তবে রিকের সামনে রয়ে গেল নিক। ফোনে ন্যাশ ময়নিহানকে রিপোর্ট দিতে শুরু করেছে তার বড়ভাই।

রিক কথা শেষে কল কেটে দিতেই জানতে চাইল নিক, ‘কী বলল লোকটা?’

‘পুরনো কথা,’ বলল রিক, ‘আমাদেরকে সাহায্য করতে ডেকেছে আরও কয়েকজনকে।’

‘কিন্তু আমাদের কোনও সাহায্য লাগবে?’

খুলির রক্তাক্ত অংশ স্পর্শ করল রিক। তিক্ত সুরে বলল, ‘না, লাগবে না।’

শহরে ফেরার আগে নিনা ভেঞ্চুরার বাড়িতে গেল ওরা। লিভিংরুমে রাখল চার লাশ। পিকআপ থেকে গ্যাসোলিন এনে আসবাবপত্র ভিজিয়ে দিল নিক। সবাই বেরোবার পর বারান্দা থেকে ম্যাচের জ্বলন্ত কাঠি ভেতরে ফেলল রিক। বাড়ি জুড়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আকাশ থেকে পড়ে মুহূর্তেই গলে যেতে লাগল তুষার।

একটা এসইউভি দখল করেছে রিক ও নিক।

অবশিষ্ট মার খাওয়া এসইউভি ও পিকআপে উঠে রওনা হলো অন্যরা। এসইউভি ও পিকআপের পেছনে চলেছে দুই ভাইয়ের গাড়ি।

‘কাঁচা মগজের আঁশটে গন্ধে বমি আসছে,’ নালিশ করল নিক। গাড়ির ভেতর ছিটিয়ে আছে রক্ত ও মাংসের টুকরো।

‘ওঅর্কশপে যাওয়ার পর পরিষ্কার করব,’ বলল রিক। বরাবরের মতই চালাচ্ছে গাড়ি। দুই বোল্ডারের মাঝের সরু

পথে পৌঁছে রাখল এসইউভি। ক্যান ভরা গ্যাসোলিন নিয়ে গাড়ি থেকে নামল নিক। ভালভাবে ভিজিয়ে দিল ফোর্ড এক্সপ্লোরার, তারপর আগুন জ্বেলে দিল ওটাতে।

আবার রওনা হলো তারা।

পেছনের পাহাড়ে রইল লেলিহান আগুন।

কপাল ভাল এখন শীতকাল, ভাবল রিক। নইলে পুরো জঙ্গল পুড়িয়ে ছারখার করত নিক। কিছুদিন হলো আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করেছে ছোট। এজন্যে ওর ওপরে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে।

শহরে যাওয়ার পথে সর্বক্ষণ নালিশ করল নিক। ছাত থেকে প্রতিবার ঝাঁকি খেয়ে টপ-টপ করে পড়ছে মগজ, মাংস ও রক্তের ফোঁটা। গন্তব্যের কাছে পৌঁছুবার আগে অন্তত বারোবার বলল সে, 'আমি, বাবা, ধুতে পারব না শালার গাড়ি।'

একবারও আপত্তি তুলল না রিক। বড় এক হাতুড়ি যেন ধুম-ধাম বাড়ি দিচ্ছে মাথার ভেতর। ওঅর্কশপে গিয়ে প্রথম কাজ হবে ব্যথা কমানো।

চুপচাপ হাঁটছে রানা। কয়েক শ' গজ গেলে পৌঁছুবে ওদের মোটেলে। একবার চোখ তুলে দেখল আকাশ। ঝরঝর করে ঝরছে ধবল তুষার। থমথম করছে শহরের এদিকটা। একটু দূরের গলিটা পেরোলে সামনে মোড়, ওখান থেকে যেতে হবে ডানে।

পেছনের সড়কে বাঁক নিয়েছে কোনও গাড়ি। চাপা গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। বিপদের জন্যে তৈরি হয়ে গেল রানা। হয়তো ওই গাড়ি পুলিশের। কোমরের কাছে চলে গেছে ওর হাত। প্রয়োজন হলে ঝট্ করে বের করবে ওয়ালথার। কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে গেল পিকআপ। পেছনে বেশ ক'জন তরুণ ও যুবক। প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল ও পিস্তল।

এরাই গিয়েছিল পাহাড়ে ওদেরকে খুন করতে, বুঝে গেল রানা। এখন কোনওদিকে মনোযোগ নেই। হামলার সময়েও দেখেনি ওকে। আর এখন দেখছে, শপিংব্যাগ হাতে বাড়ি ফিরছে সংসারী এক লোক।

এদের পিছু নেয়া সম্ভব হলে ভাল হতো, কিন্তু তা পারবে না। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছে রানা। পিকআপের পর পর গেল একটা মার খাওয়া এসইউভি। আবারও গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন শুনল রানা। পাশেই সরু গলি-মুখ। পেছনের গাড়িও পাশ কাটাবে ভেবে ওটার দিকে চাইল রানা। কমিয়ে দিয়েছে হাঁটার গতি।

কড়া ব্রেক কষে ওর ঘাড়ের কাছে থামল এসইউভি। জোর হর্ন বাজাল ড্রাইভার। বোধহয় ঢুকবে রানার পাশের গলিতে। ওই গাড়ি চিনে গেল ও। মগজ, মাংস ও রক্তে ভরা ভেতরের অংশ। গাড়িটার ড্রাইভারও অচেনা নয়। এই দানবেরই মাথা ফাটিয়ে এসেছে রানা। ছিনতাই করেছে তার গাড়িটা।

আবারও হর্ন বাজাল দৈত্যটা।

প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে মাথা বের করে ধমকে উঠল কেউ: 'অ্যাই, শুয়োরের বাচ্চা, রাস্তা ছাড়ু! পাছাটা সরা! নইলে পড়-পড় করে ওদিক দিয়ে ভরে দেব গাড়িটা!'

গলি-মুখ পেরোবার সময় তাদেরকে আরেকবার দেখল রানা। ড্রাইভারের চেয়েও আকারে বড় প্যাসেঞ্জার সিটের দৈত্য। মাথার দু'পাশ চাঁছা। মোহক-স্টাইলে খুলির মাঝে চুল। চোখদুটো অস্বাভাবিক। একটা দেখছে ওকে, অন্যটা আকাশ।

'হাট্, শালা! নইলে পিটিয়ে হাগিয়ে দেব!'

মৃদু মাথা দুলিয়ে মোড় লক্ষ্য করে চলল রানা। কিন্তু পেছনের গলিতে এসইউভি ঢুকতেই থামল। আবার ফিরল গলির মুখে। হালকা চালে দৌড়ে পিছু নিল গাড়িটার।

দেড় শ’ গজ দূরে থেমেছে কানাগলি।

একমিনিট পর খটাং আওয়াজ শুনল রানা।

তালা খুলেছে কেউ। খড়খড় শব্দে সরল একটা দরজা। গর্জন ছাড়ল এসইউভির ইঞ্জিন। ঢালু পথে উঠছে ওটা।

গলির পাশের দেয়ালে সদাইয়ের ব্যাগ রেখে নিঃশব্দে হেঁটে চলল রানা। হাতে উঠে এসেছে কক্ করা ওয়ালথার।

এগারো

‘ওই কুত্তার বাচ্চাকে গাড়িচাপা দিতে!’ রাগ করে বলল নিক বেগুর। ‘সময় নষ্ট করছিল!’

‘নিক...’

‘আবার কী?’ ত্যাড়া চোখে বড়ভাইকে দেখল দানব।

এইমাত্র গ্রাউণ্ড-ফ্লোরে উঠেছে এসইউভি। হেডলাইট বন্ধ করল না রিক। গাড়ি থেকে নেমে দেয়ালের সুইচ টিপল নিক। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোয় ঝকঝক করে উঠল বারো শ’ স্কয়্যার ফিটের ওঅর্কশপ।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে অভ্যেসবশে ড্যাশবোর্ড হাতড়াল রিক। কোথাও নেই ম্যাগনাম। তিক্ত মনে ভাবল, ভালই হলো। নইলে হয়তো সত্যিই একটা বুলেট গেঁথে দিত নিকের মগজে!

গাড়ি থেকে নেমে রিক দেখল, তার জ্যাকেটের আস্তিনে রক্তমাখা এক টুকরো মগজ। ভীষণ বিরক্ত হয়ে এসইউভির হুডে থকথকে জিনিসটা মুছল সে।

'আশ্চর্য, রিক!' ত্যাড়া চোখে ওকে দেখল নিক। 'এমনিতেই যথেষ্ট নোংরা, আরও মাখাতে হবে গাড়িতে!'

'অ্যাই, চুপ, নিক!' দূরের দেয়ালে টুল-বেঞ্চ, ওদিকে চলল রিক। ওখানে কোনও বাক্সে আছে মরফিন। ব্যথায় টনটন করছে মাথা। তার ওপর পোশাক থেকে আসছে তাজা রক্ত, মগজ ও মাংসের বোটকা গন্ধ। যে-কোনও সময়ে পেট থেকে সব উগরে দেবে। 'এরচেয়ে খারাপ আর কী হবে!'

'হতেও তো পারে!' বলে উঠল কে যেন।

ঝট্ করে ঘুরে রানার দিকে তাকাল রিক ও নিক।

এত বিশালদেহী লোক কমই দেখেছে রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পেছনের দেয়াল আড়াল করে ফেলেছে দুই ভাই। রানার বন্ধু সোয়া ছয় ফুটি জন প্রায় পাহাড়ের মত, কিন্তু এই দু'জনের তুলনায় সে হচ্ছে কোলের শিশু।

অবশ্য, ওর আর এদের মাঝে আছে বিরাট ফারাক। ওই দু'জনের কাছে অস্ত্র নেই, কিন্তু রানার হাতে ওয়ালথার। ক্ষমতার পাল্লায় বিসিআই এজেন্টের ওজন বেশি।

কড়া চোখে ওকে দেখল দু'ভাই। ক'সেকেণ্ড পর তাদের চোখ স্থির হলো ওয়ালথার পিস্তলের ওপর।

'বাড়াবাড়ি করলে মরবে!' ত্যাড়া-চোখ দানবের নাক লক্ষ্য করে ওয়ালথার তুলল রানা। দু'শত্রুর মধ্যে কথা বেশি বলে দৈত্য। হামলা হলে খুব সম্ভব আগে হবে তার তরফ থেকেই।

'তুই শালা নিজেই বাড়াবাড়ি করছিস,' রানার বুকের দিকে তর্জনী তুলল নিক। পাঞ্জাটা প্রমাণ সাইজের বেলের সমান। 'গালি দিয়েছি বলে মরতে এসেছিস, নাকি?'

অপেক্ষাকৃত ছোট দানব সামান্য সরে বলল, 'নিক! জঙ্গলের সেই লোক!'

'ঠিক বলেছ,' ওঅর্কশপে ঢুকল রানা।

একদিকের দেয়ালে অসংখ্য যন্ত্রপাতি।

ঘরের মাঝে এসইউভি।
মেঝেতে মোবিলের দাগ।
একই তেল দেয়াল ও আসবাবপত্রে।
'চিনেছি গলা,' বলল রিক বেণ্ডার, 'কে তুমি?'
জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলল রানা, 'কী কারণে নিনা ভেগুরাকে খুঁজছ তোমরা?'
পরস্পরকে দেখল দুই দানব।
চেহারায় দেখে রানা বুঝল, এরা একই মায়ের পেটে জন্মেছে। যেন বর্তমান পৃথিবীতে ফিরেছে দুই নিয়ানডারথাল ভাই!
'তোমরা আপন ভাই, ঠিক?' এক পা এগোল রানা। 'কোন্‌জন বয়সে ছোট?'
'আমরা যমজ,' গম্ভীর হয়ে গেল ত্যাড়া চোখ।
তাকে নিক বলে ডেকেছে অন্যজন, মনে আছে রানার। 'ও, তো তুমি ছোট?' আপত্তি ফুটল দানবের চেহারায়। কিন্তু পাত্তা না দিয়ে বড়জনের দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক আছে, যা জানতে চাইব, দেরি না করে জানাবে, নইলে গুলি করব তোমার ছোটভাইকে। বুঝতে পেরেছ?'
অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে দেখছে রিক বেণ্ডার।
রানা বুঝল, ওর হুমকি শুনে ভীত নয় লোকটা।
কাঁধ ঝাঁকাল রিক। 'নিজের দেখভালের বয়স হয়েছে ওর। তুমি ওকে গুলি করতে চাইলে আমি ঘাবড়াব কেন?'
ভুরু কুঁচকে তাকে দেখল নিক, তারপর রানার দিকে চেয়ে হাসতে শুরু করে ধমকে উঠল, 'আরে, শালা...'
'তুমি বেশি কথা বলো,' পাল্টা ধমক দিল রানা। ওর প্রথম গুলি ফুটো করল নিকের বাম হাঁটুর বাটি। যত শক্তিশালীই হোক, কলা গাছের মত মেঝেতে পড়ে লাথি খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল সে।
'শুয়োরের বাচ্চা!' খানিকটা টলতে টলতে রানার দিকে

এগোল রিক বেগুার। কিন্তু থেমে গেল বুকে পিস্তলের নল স্থির দেখে।

'সামনে বাড়লে গুলি ঢুকবে বুকে,' আরেক পা এগোল রানা।

থেমে গেছে রিক। মুখ বিকৃত হয়েছে রাগে। 'তুই যা করেছিস, ঘাড় থেকে উপড়ে নেব তোর মাথা!'

'ফালতু বকবক না করে মুখ খোলো,' আবারও নিক বেগুারের দিকে ঘুরল ওয়ালথার। 'নইলে দেখবে হলো-পয়েন্ট বুলেট কতটা ক্ষতি করে তোমার ভাইয়ের মুখের।'

হলো-পয়েন্ট .৩৮ বুলেট রুখে দেবে ছুটন্ত গণ্ডার। মাত্র একটা গুলি চুরমার করবে বয়সে ছোট দানবের আস্ত মাথা ও মুখ। আরও এক পা বাড়ল রানা।

দু'হাত ওপরে তুলল রিক বেগুার। 'ওকে, ওকে, গুলির দরকার নেই। অস্বীকার করব না, নিরেট গাধা ভাইটার জন্যে বহু কিছুই করব। ...আসলে কী জানতে চাও তুমি?'

'শুরু করো তোমার নাম দিয়ে,' বলল রানা।

'রিক। আর ও নিক।'

'বংশ পরিচয়?'

'শুয়োরটাকে কিছুই বোলো না,' গুঙিয়ে উঠল নিক। কাত হয়ে বসেছে মেঝেতে। কমেছে শক, কিন্তু তার জায়গায় এখন তীব্র ব্যথা।

যন্ত্রণা পাত্তা দেবে না এরা, মানুষ খুনেও দ্বিধা নেই, বুঝে গেছে রানা। শান্ত মাথায় আরেক গুলিতে নিকের ডান হাঁটুর বাটি ফুটো করল ও।

'এহ্হে,' দুঃখ পেয়ে মাথা নাড়ল রিক বেগুার। চেয়ে আছে ভাইয়ের ব্যথা-বিকৃত মুখের দিকে।

হেঁড়ে গলায় হুক্কা-হুয়া বোল তুলেছে নিক বেগুার।

'এখন থেকে স্রেফ প্রশ্নের জবাব দেবে,' জানাল রানা।

'আমরা বেগুার,' প্রায় চিৎকার করল রিক। 'বেগুার ভাই,

বুঝতে পেরেছ? ...ঠিক আছে?'

'বুঝেছি। এবার বলো, কার হয়ে কাজ করছ।'

খুনির চোখে রানাকে দেখল রিক। বাধ্য হয়েই দানবের মাথার পেছন দেয়ালে গুলি করল রানা।

তপ্ত ধাতু কানের পাশ কাটিয়ে যেতেই চমকে গেছে লোকটা।

'ন্যাশ ময়নিহান।'

'এই শহরের লোক?'

'না, ডালাসের। টেক্সাস। হেড অফিস ওখানে।'

'এখানেও অফিস আছে?'

'হ্যাঁ।'

রিকের মাথার অন্যপাশ দিয়ে গেল রানার গুলি। আবারও ফুটো হয়েছে দেয়াল। 'জলদি জবাব দেবে। ময়নিহানের অফিসের ঠিকানা কী?'

ভুরু কুঁচকে জানাল দানব, শহরের অভিজাত এলাকায় ন্যাশ ময়নিহানের অফিস। ওটা আছে একটা রেস্তোরাঁর ওপরতলায়।

'নিনা ভেঞ্চুরাকে কী কারণে দরকার তার?'

মিথ্যা বলে লাভ হবে না জানে রিক বেণ্ডার। চাপা কণ্ঠে বলল, কেন মেয়েটাকে খুঁজছে ময়নিহান। কথা শেষ করে তাকাল ছোটভাইয়ের দিকে।

তার চোখে স্নেহ ও মমতা দেখল রানা।

'আশা করি আমাদের বাঁচতে দেবে?' জানতে চাইল রিক।

'আমার বদলে তোমরা হলে দিতে?' জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চয়ই!' চওড়া হাসল দানব।

ক্ষণিকের জন্যে রানার মনে হলো, ওর পেছনে কাউকে দেখছে লোকটা। নইলে এত হাসি কীসের?

একটু সরে দাঁড়াল রানা।

না, ওঅর্কশপে অন্য কেউ ঢোকেনি।

মুচকি হাসল রিক। 'আমি হলে বাঁচিয়ে রাখতাম। তারপর একটা একটা করে ছিঁড়তাম তোমার হাত-পা। লাথি মেরে ফাটিয়ে দিতাম পেট। ওঅর্কশপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত তোমার লাশ।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' শুকনো গলায় বলল রানা। বুঝে গেছে, কী ঘটবে এবার।

রিকের চোখের কোণে বাড়তি ভাঁজ। ধরে নিয়েছে: মরবে, কাজেই উচিত শেষ চেষ্টা করা। এবার কুঁজো হয়ে তেড়ে আসবে রানার দিকে।

রিকের চোখ বিস্ফারিত হতেই একই সময়ে তার বুকে ওয়ালথ্যার তাক করল রানা। কিন্তু চোখের কোণে দেখল, নড়ে উঠেছে কেউ।

উঠে বসেছে নিক, ডানহাতে মেঝে থেকে ভারী একটা রেঞ্চ তুলেই ছুঁড়ল রানার মাথা লক্ষ্য করে।

যন্ত্রটা এল ঘুরতে ঘুরতে।

রানা চট্ করে বসতেই মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে গেল রেঞ্চ। নিশানা নড়ে গেলেও ট্রিগার টিপল রানা।

রিক বেণ্ডারের বাম কাঁধের ওপরের মাংস ফুটো করেছে বুলেট। তাতে থামল না দানব। যেন ছুটন্ত ট্রাক। রানার মনে হলো, আকাশ থেকে ঝুঁকল বিশাল দৈত্য! থাবা বাড়িয়ে খপ্ করে পিস্তল কেড়ে নিতে চাইল সে। অন্য হাতে চেপে ধরেছে রানার গলা। ঘুরিয়ে নেয়া হলো ওকে, পরক্ষণে দড়াম করে ফেলল এসইউভির ছাতের কিনারায়। থরথর করে কেঁপে উঠেছে গোটা গাড়ি।

'শুয়োরের বাচ্চা!' রানার চোখের কাছে নাক নিল রিক বেণ্ডার। 'তোর উচিত ছিল আগেই খুন করা! এবার মরবি তুই!'

পিঠে বেদম খোঁচা দিচ্ছে গাড়ির ছাত, ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলেছে রানা। চাপা স্বরে বলল, 'কথা... ঠিক!'

খল-খল করে হাসল রিক বেণ্ডার, পরক্ষণে রানাকে সরিয়ে আবারও ধুম করে ফেলল গাড়ির পাশে।

রানার মনে হলো ফেটে গেছে কিডনি। ব্যথা এতই বেশি, চোখে দেখল গাঢ় অন্ধকার। দানবের হাত দীর্ঘ, তার মুখ আছে আওতার বাইরে। শক্তহাতে ধরেছে রানার গলা।

শ্বাস আটকে যেতেই বামহাতে লোকটার বাহুর নার্ভে চাপ দিল রানা। কিন্তু ওক গাছের মত কঠিন হাতে ডাবতে চাইল না ওর আঙুল।

আবারও হাসল রিক। 'তুই আমার কাছে শিশু!' আরও শক্তভাবে চেপে ধরল ওর গলা।

রানার কপাল ভাল, দানবের হাত এতই বড় যে ঠিকভাবে চাপ দিতে পারছে না শ্বাসনালীতে, নইলে মট্ করে ভাঙত কার্টিলেজ; নিজের রক্তে ডুবে মরত রানা। না মরলেও প্রচণ্ড ব্যথা ও শ্বাসকষ্টে জ্ঞান হারাচ্ছে ও। মগজে আটকা পড়া রক্তের ধুপ-ধুপ শব্দ।

প্রাণে বাঁচতে হাঁটু তুলে দানবের উরুসন্ধিতে গুঁতো দিল রানা। এখন চাই দূরত্ব, ঠেলে সরাতে হবে পাহাড়টাকে। আবছাভাবে রানা শুনল নিকের কণ্ঠ: 'খুন করো, রিক! খুন করো! মাদারচো...কে!'

বড় দানবের চিৎকার কাজে এল রানার।

রিক বেণ্ডার বুঝে গেল, বেশি দ্রুত খুন করছে সে।

তা হতে পারে না!

আগেই বলেছে, এক এক করে ছিঁড়বে রানার হাত-পা। কথাটা মনে পড়তেই ওকে কাঁধে তুলে দূরে ছুঁড়ল সে।

উড়ে চলল রানা, তবে দু'সেকেণ্ড পর ভারী পাথরের মত চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। ঠাস্ করে ঠুকে গেল মাথা। দাঁতের কামড় লেগে কেটে গেছে জিভ। তবুও খুশি, অন্তত

বুক ভরে পাচ্ছে অক্সিজেন। তা ছাড়া, হাতে এখনও রয়ে গেছে ওয়ালথার।

ধুপ-ধাপ পায়ে ওর দিকে আসছে রিক বেণ্ডার।

তার দিকে পিস্তল তুলল রানা।

বসে নেই নিক। ঝাঁপিয়ে পড়ে খপ্ করে ধরল রানার বাহু। টানল নিজের দিকে। পরক্ষণে বুলডোযারের মত উঠে এল ভারী ওজন নিয়ে বুকের ওপর। ছোটভাই ঢেকে ফেলার আগেই রানার অরক্ষিত পাঁজরে কষে দুটো লাথি দিয়েছে রিক। কিন্তু নিজে খুন করবে বলে বাঁদর সাইযের লোকটাকে বড়ভাইয়ের বুট থেকে আড়াল করেছে নিক। প্রচণ্ড কিল বসাল রানার মাথার তালুতে। একটু পিছিয়ে বসল ভালভাবে মুখে ঘুষি মারতে।

রানার মনে হলো বুকে বিশাল পাহাড়। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। বামহাত তুলে নিকের মুখ কোথায় খুঁজতে লাগল ও। ওর বুড়ো আঙুলটা পেয়ে গেল লোকটার নীল চোখ। দেরি না করে গায়ের জোরে বুড়ো আঙুল ঠুসল চোখের ভেতর। আকারে যত বড়ই হোক, চোখ গলে যেতেই স্বস্তিতে থাকল না দানব। জেলির মত কী যেন নামছে রানার আঙুল বেয়ে। ঝটকা দিয়ে সরে বেসুরো আর্তনাদ ছাড়ল লোকটা। তারই ফাঁকে খপ করে ধরল রানার গলা, ছিঁড়বে কণ্ঠনালী।

নিকের বুকে পিস্তলের নল তাক করল রানা, পরক্ষণে টিপল ট্রিগার। দানবের পিঠ থেকে বেরোল রক্তের ফোয়ারা। লাল একটা ধারা ফিনকি দিয়ে গিয়ে লাগল ছাতে। গুঙিয়ে উঠে কাত হয়ে পড়ছে দানব। মানসিক কষ্টে চিৎকার করে উঠল রিক বেণ্ডার। আবারও ট্রিগার টিপল রানা।

দুটো গুলিই ফুটো করেছে নিকের হৃৎপিণ্ড। মুহূর্ত পর রানার ওপর আবারও নামল পাহাড়। দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে ওজন সরাতে চাইল ও। নিক ছিল ওর আর রিকের মাঝে। লাশ সরলেই হামলে পড়বে অপেক্ষাকৃত ছোট দানব। পিস্তল

হাতে ধড়মড় করে উঠে বসে তাকে খুঁজল রানা।

এসইউভির মুখ আড়াল করেছে ওঅর্কশপের একদিক। আশপাশে নেই রিক। চারপাশ দেখল সতর্ক রানা। ভেবেছিল তেড়ে আসবে লোকটা। কিন্তু প্রতিশোধের জন্যে অপেক্ষা করছে না সে। পালিয়ে গেছে ওঅর্কশপ ছেড়ে।

পিছু নেব না, ভাবল রানা।

আগে চাই সুস্থতা। মনে হচ্ছে চাপা পড়েছে গাড়ির নিচে। পরে দরকার হলে খুঁজে নেবে দানবটাকে। তা ছাড়া, যেজন্যে আসা, সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। এখন জানে, কে শত্রু এবং কেন খুন করতে চাইছে নিনা ভেঞ্চুরাকে।

গুলির শব্দে যে-কোনও সময়ে পৌঁছুবে পুলিশ। যদিও এখনও নেই সাইরেনের আর্তচিৎকার। এর কারণ বোধহয়, ওদের ওঅর্কশপ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার একেবারে শেষমাথায়। নিয়মিত হাতুড়ির আওয়াজ ও চেঁচামেচি এখানে স্বাভাবিক।

সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে ওঅর্কশপ ত্যাগ করল রানা। গিয়ে থামল সদাইয়ের ব্যাগের সামনে। ওটা তুলে বেরিয়ে এল গলি ছেড়ে। জুডি নিশ্চয়ই ভাবছে কেন এত দেরি। রেগেও গেছে বোধহয়। মোটেলের দিকে পা চালাল রানা।

বারো

নিনা ভেঞ্চুরাকে খুন করতে চেয়েছে দুই বেণ্ডার ভাই। সুযোগ পেলে খুন করত জুডি ও রানাকেও। এদের মত লোক যতদিন বাঁচবে, খুন হবে নিরীহ মানুষ। কাজেই রানার দায়

নেই এদের প্রতি। কিন্তু আইনের লোক দেখবে অন্য দৃষ্টিতে। প্রথম সুযোগে চাইবে ওকে গ্রেফতার করতে। সুতরাং, এখন থেকে আরও সতর্ক হতে হবে ওকে।

সামনে হয়তো পড়বে আরও লাশ। আগেই কোথাও সরিয়ে দিতে হবে মাইকের দুই বোনকে, নইলে যখন-তখন খুন হবে তারা।

মোটেলের পার্কিং লটের হ্যালোজেন আলোয় রানা দেখল কাত হয়ে পড়ছে তুষারের তুলো। উঠানে পৌঁছে ওদের ঘরের দিকে তাকাল। জানালায় আবছা আলো।

লবি পেরিয়ে সংসারী লোকের মতই ঘরের সামনে হাজির হলো রানা, বামহাতে সদাইয়ের ব্যাগ। ডানহাতে টোকা দেয়ার আগে ভাবল: ভুললে চলবে না, জুডি পুলিশ অফিসার। 'সহজে মানবে না ও খুনোখুনি করে এসেছে। হয়তো এজন্যে তীব্র ঘৃণা করবে ওকে। সেক্ষেত্রে আরও কঠিন হবে ওর কাজ। মেয়েটার জন্যে মনোযোগ নষ্ট হলে হয়তো খুন হবে ওরা দু'জনেই। এত রূপসী মেয়ে খুব কমই দেখেছে রানা। জুডি চুমু দেয়ায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্টই হয়েছে ওর।

ঠিক করে ফেলল রানা, আপাতত কিছুই জানাবে না। ভাল হতো মাথার পাশে হাঁসের ডিমের মত ফোলা জায়গাটা জাদু দিয়ে হাওয়া করে দিতে পারলে। নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। ভেজা পরিবেশ ঘরে। 'জুডি, আমি, রানা!'

বেডরুমে নেই জুডি।

বিছানা এলোমেলো। চলছে টিভি। ধরা হয়েছে স্থানীয় স্টেশন। ভলিউম নিচু করা। বাথরুমের দরজা বন্ধ। তিরতির করে পানি পড়ছে শাওয়ার থেকে।

চেয়ারে সদাইয়ের ব্যাগ রেখে ওটা থেকে চকোলেট নিয়ে বিছানায় রাখল রানা। ওটা শান্তি চেয়ে সাদা পতাকা ওড়ানোর মত। জ্যাকেট খুলে রাখল চেয়ারের পিঠে। চেস্ট

অভ ড্রয়ারের ওপরে আয়না দেখে চলে গেল ওখানে। ঘুষি পড়েছে চুলের আড়ালে। মুখে মারধরের চিহ্ন নেই। তবে ঘাড় ফুলেছে হাতির গর্দানের মত। শার্ট তুলে টিপেটুপে দেখল বুক। না, চিড় ধরেনি হাড়ে। বুটের ডগা ব্যবহার না করে ফুটবল প্লেয়ারের মত লাথি মেরেছে লোকটা। শার্ট ঠিকঠাক করে সব প্রমাণ লুকিয়ে ফেলল রানা।

মেয়েটা উলঙ্গ হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিব্রত হোক, তা চায় না, তাই গলা উঁচু করে ডাকল, 'জুডি? আমি এসে পড়েছি!'

জবাব নেই ভেতর থেকে।

রানার মেরুদণ্ড বেয়ে নামল শিরশিরে ঠাণ্ডা অনুভূতি।

'জুডি!'

সাড়া দিল না কেউ।

হ্যাণ্ডেল মুচড়ে বাথরুমের দরজা খুলল রানা।

কেউ নেই ভেতরে। বাতাসে জলীয় বাষ্প। শাওয়ার হেড থেকে পড়ছে সরু রেখায় পানি। একটু আগেও এখানে ছিল মেয়েটা। তা হলে গেল কোথায়?

হয়তো চিন্তার কিছু নেই, নিজেকে বুঝ দিল রানা।

নিরীহ মেয়ে নয় জুডি। জানে কীভাবে রক্ষা করতে হয় নিজেকে। ফ্লোরিডা থেকে রওনা হওয়ার পর বিমানে দেয়া সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি ওদের। হয়তো বাইরে গেছে খাবার কিনতে।

এসব ভাবলেও কু ডাকছে রানার মন।

গেল কোথায় মেয়েটা?

প্রত্যাখ্যাত হয়ে রেগে গিয়েছিল?

সেজন্যে চলে গেছে?

মনে হয় না!

ঝুঁকে ম্যাট্রেস তুলল রানা। নিচে রয়ে গেছে ম্যাগনাম। ওয়ালথারের পাশে কোমরে গুঁজল ওটা। সরে দাঁড়াতেই

বিছানার পাশে কীসের সঙ্গে যেন খট্ শব্দে পা লাগল ওর।

জুডির মোবাইল ফোন!

ওটার ফ্লিপ খুলতেই দেখল স্ক্রিন সেভার। এক মেয়েকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে জুডি। বয়সে ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড় মেয়েটা। চুল সোনালি। গড়ন মাঝারি হলেও ভারীর দিকে। চেহারা দেখে বোঝা যায়, ওরা দুই বোন। হাসিখুশি।

কারও মোবাইল ফোন আজকাল হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত ডায়রির মত। অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া ধরা অপরাধ। পরিবেশ স্বাভাবিক থাকলে মোবাইল ফোনটা ছুঁয়েও দেখত না রানা। কিন্তু পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ওকে সংকেত দিতে মোবাইল ফোন রেখে গেছে জুডি। যে বা যারা কিডন্যাপ করেছে, হয়তো তুলেছে তাদের ছবি। ফোটোগ্রাফ ফাইল ঘেঁটে ডজনখানেক ছবি পেল রানা। বেশিরভাগই নিনা ও জুডির। একটা ছবিতে পুলিশ ইউনিফর্মে ফুলের মত সুন্দর জুডি। এ ছাড়া আছে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ছবি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটা ছবি নিনার পাহাড়ি বাড়ির সামনে।

কল রেজিস্টার ও ডায়াল করা নম্বর দেখল রানা। ক'দিন আগে ছ'বার কল করা হয়েছিল জন হার্বার্টের কাছে। তবে ওসবের পর কল করেছে আরও দুটো নম্বরে। প্রথম কলটি নিনা ভেঞ্চুরাকে। অন্তত বারোবার কল দিয়েছে জুডি। তারপর ঘণ্টাখানেক আগে কল করেছে জন হার্বার্টের কাছে। এরপর বোনের ফোনে। শেষের কলটি ছিল ত্রিশ মিনিট আগে। সংখ্যাগুলো আরেকবার দেখে ভিউ বাটন টিপল রানা। মাত্র দু'মিনিট কথা বলেছে জুডি। মেয়েটা কল দিয়েছিল কাকে?

সবুজ কল বাটন টিপল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে রিসিভ হলো কল। মহিলা কণ্ঠ জানাল: 'লিটল ফোর্ক শেরিফস্ ডিপার্টমেণ্ট। কী

সহায়তা দিতে পারি?'

যা জানার জানা হয়েছে। লাল বাটন টিপে কল কেটে দিল রানা। আস্তে করে শ্বাস ফেলে বিড়বিড় করল, 'মস্ত ভুল করে ফেলেছ, জুডি!'

কথা রাখেনি মেয়েটা। পুলিশ অফিসার। এড়াতে পারেনি দায়িত্ব। সেজন্যে ওকে দোষও দিল না রানা।

বড় কোনও ভুল করলে শেষ হবে ওর ক্যারিয়ার, তাই পাহাড়ে কী হয়েছে, শেরিফের অফিসে জানাতে চেয়েছে জুডি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নিজের ক্যারিয়ার রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে বসেছে সে।

রানাকে সব কথা খুলে বলেনি রিক বেণ্ডার।

কিন্তু যতটুকু বলেছে, তা-ও কম নয়।

শহরের আণ্ডারওঅর্ল্ডের সর্বোচ্চ নেতা ন্যাশ ময়নিহানের হয়ে কাজ করছে শেরিফ অস্টিন ম্যাকলাস্কি। তার আগের শেরিফকে যখন পিটিয়ে মারছে রিক ও নিক, তখন ওখানে উপস্থিত ছিল লোকটা। একবারের জন্যেও বাধা দেয়নি। তার চোখের সামনেই শেরিফের কান ছিঁড়ে নিয়েছিল নিক।

পুরো খেলা চালাচ্ছে ন্যাশ ময়নিহান।

তার দলে আছে অস্থায়ী শেরিফ।

জুডি ফোন দিতেই ওর কল গেছে ম্যাকলাস্কির কাছে। এরপর দেরি না করে এখানে এসেছে লোকটা। কিছুই সন্দেহ না করে দরজা খুলেছে জুডি। অস্ত্রের মুখে ওকে তুলে নিয়ে গেছে শেরিফ। সেসময়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে মোবাইল ফোন ফেলে গেছে জুডি। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, এ মুহূর্তে এই ঘর রানার জন্যে মরণ-ফাঁদ। দেরি না করে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল রানা। হাতে উঠে এসেছে দুই আগ্নেয়াস্ত্র। দরজার দিকে পা বাড়াবার আগেই হঠাৎ ঝনঝন করে জানালার কাঁচ ভেঙে মেঝেতে পড়ল কী যেন! দেখতে

ওটা ছোট সিলিণ্ডারের মত। মুখে ধূসর ধোঁয়া।

সতর্ক করেনি কেউ। নীরবে কাজে নেমেছে লিটল ফোর্কের শেরিফ ডিপার্টমেন্ট। আগে ঘরে ফেলেছে টিয়ার গ্যাসের ক্যানিস্টার। এরপর পাঠাবে গুলি।

বুকের মাঝে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠ শুনল রানা: 'জল্‌দি পালাও, রানা!'

তেরো

সামনে আছে মাত্র দুটো পথ। আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে ঠেকাতে হবে গ্রেফতার।

পারতপক্ষে আত্মসমর্পণ করবে না রানা। সেক্ষেত্রে একমাত্র পথ আইনের লোক এড়িয়ে যাওয়া। খুনিদের নেতা ময়নিহানের লোক শেরিফ ম্যাকলাস্কি। কিন্তু অধীনস্থদের ওপর তার কতটা প্রভাব আছে, জানার উপায় নেই। জুনিয়ররা পালন করে ঊর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশ। ম্যাকলাস্কির লোকদের কাছে রানা পিস্তল হাতে এক অপরাধী, ঝামেলা তৈরি করছে শহরে এসে। কাজেই তারা চাইবে ওকে গ্রেফতার করতে। তা যদি না পারে, প্রয়োজনে দেরি করবে না গুলি করে মারতে।

রানা চাইছে না, আইনের কেউ আহত বা নিহত হোক। কিন্তু আত্মসমর্পণ করলেই হারাবে অস্ত্র। সাইডওঅকে উপুড় করে শুইয়ে হাতদুটো আটকে দেবে হ্যাণ্ডকাফে। নিয়ে ভরে দেয়া হবে সেল-এ। ওখানে রানা হবে ম্যাকলাস্কির অসহায়

শিকার। পরে ওকে সরিয়ে নেয়ার সময় কোনও দুর্ঘটনায় মরবে ও। হতে পারে, ওই সেল-এ ওর প্রথম দর্শনার্থী হবে রিক বেণ্ডার। সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত আসবে মৃত্যু। হয়তো মোটেল কক্ষ ছাড়লেই খুন হবে শেরিফের গুলিতে।

যা করার করতে হবে এখনই!

শেরিফের লোক চাইছে টিয়ার গ্যাস সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসুক রানা। যদি তা না করে, গ্যাসের মুখোশ পরে ঘরে রেইড দেবে তারা। আশা করছে শ্বাস আটকে কাশছে বলে কিছুই করতে পারবে না ও। বাইরে নির্দেশ দিচ্ছে কারা যেন। ওদিকে মনোযোগ দিল না রানা। দরজা খুললেই খেলা শেষ ওর।

নিশ্চয়ই এই ঘরের দরজা বা বাথরুমের জানালা কাভার করেছে কয়েকজন অফিসার। ভাল অবস্থানে সন্তুষ্ট। ভাবছে বেরোবার কোনও পথ নেই। রানা ভাবছে, হয়তো জুডির কাছ থেকে এরা জানতে পারেনি, ও বাংলাদেশ মিলিটারির স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডো ছিল। জানার কথা নয়, বিপদে পড়লে আমৃত্যু লড়াইয়ের ট্রেনিং আছে ওর। টিয়ার গ্যাস, সিএস, পাভা, নন-লিথাল কেমিকেল বা ইরিট্যান্ট বিষয়েও বিশেষ ট্রেনিং আছে।

ছোট ঘর ভরে গেছে গ্যাসে।

চেয়ারের পিঠ থেকে জ্যাকেট তুলে মুখে পেঁচিয়ে নিল রানা। ওটা কাজ করবে মুখোশের মত। তাতে ফুসফুস রক্ষা পেলেও ভীষণ জ্বলছে চোখ। পাতাদুটো বুজে চেস্ট অভ ড্রয়ারের কাছে গেল রানা। জোর একটানে মেঝেতে ফেলল টিভি। খাটের নিচের দিকে চেয়ে বকবক করছে আবহাওয়া বার্তা প্রচারক।

টিভিটাকে সিঁড়ির ধাপ হিসেবে ব্যবহার করে চেস্ট অভ ড্রয়ারে উঠল রানা। মোটেলের বাইরে শুনল অ্যাসল্ট টিমের বুটের আওয়াজ। চেঁচিয়ে বলছে কে কোথায় থাকবে। প্রায়

সিধে হয়ে ছাতের সার্ভিস হ্যাচ খুলল রানা। দু'হাতের জোরে উঠে এল নিচু ছাতের অ্যাটিকে। দেহ গড়িয়ে দেয়ার ফাঁকে লাথি মেরে আটকে দিল হ্যাচ। চিৎকার ও বুটের শব্দের নিচে চাপা পড়ল ধুপ্ শব্দ। এক সেকেণ্ড পর ধুম আওয়াজে ভেঙে পড়ল দরজা। নিচের ঘরে চিৎকার করছে ক'জন অফিসার। টেনে সরিয়ে দিচ্ছে আসবাবপত্র। মুখে মুখোশ, কিন্তু পরিষ্কার দেখছে না ধোঁয়ায়। আরও ক'সেকেণ্ড পর বুঝল, কেউ নেই ঘরে। লাথি মেরে খুলল বাথরুমের দরজা।

ওদিকে ওপরের ঘরে উঠে ডানদিকে ছুটল রানা। মোটেল তৈরির সময় অ্যাটিকে বসানো হয়নি দামি ফিটিং। মাঝেও নেই দেয়াল। একদৌড়ে দালানের আরেক মাথায় পৌঁছুল ও। জানা নেই নিচের ঘরে কী দেখবে। সাবধানে তুলল বৃত্তাকার হ্যাচ। নিঃশব্দে ভারী পাথরের মত খসে পড়ল নিচের অন্ধকারে।

ঘর খালি।

সরিয়ে রাখা হয়েছে জানালার পর্দা। বাইরে শেরিফ ডিপার্টমেন্টের গাড়িগুলোর উজ্জ্বল সাদা আলো। ঝরঝর ঝরছে তুষার। মুখ থেকে জ্যাকেট সরিয়ে গায়ে পরে নিল রানা, চলে গেল দরজার কাছে। কবাট এক ইঞ্চি ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। সারি দেয়া পেছনের ঘরগুলোর কাছে অফিসাররা। বড় শহরের আইনরক্ষাকারী বিভাগের সোয়্যাট টিমের মত নয়। বাইরে তিনটে স্কোয়াড কার। দলে ডেপুটিরা বড়জোর দশ বা বারোজন। বেশিরভাগই গিয়ে ঢুকেছে রানা ও জুডির ছোট্ট ঘরে। মোটেলের বাইরে মাত্র দু'জন। তাদের মাত্র একজনকে নিয়ে ভাবতে হবে, বুঝে গেল রানা। বেঁটে, মোটা লোকটার পরনে পুলিশ ইউনিফর্ম। দাঁড়িয়ে আছে শেরিফের গাড়ির পাশে।

আগে কখনও অস্টিন ম্যাকলাস্কিকে দেখেনি রানা, তার দৈহিক বর্ণনাও দেয়নি রিক বেণ্ডার, তবে পিপের মত বুকের

লোকটাকে চিনতে দেরি হলো না ওর। এ ধরনের খুনি কাপুরুষ আগেও দেখেছে। গোলাগুলি হবে ভেবে পেছনে রয়ে যায় এরা। বিশেষ করে যখন বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে রয়ে গেছে অধীনস্থ, নিরীহ কেউ।

ডেপুটিদের বুঝতে সময় লাগবে না কীভাবে বেরিয়ে গেছে রানা। দু'মিনিট পরেই সার্চ শুরু করবে মোটেলের প্রতিটি ঘর। কাজেই উচিত সরে যাওয়া। পালিয়ে যাচ্ছে, তা নয়। তৈরি করবে কার্যকর প্ল্যান। এ মুহূর্তে কী করবে, স্থির করে নিল রানা। পরক্ষণে দরজা পেরিয়ে ছুটে গেল লবিতে। মেইন গেট পার হয়ে উড়ে চলল মোটা শেরিফকে লক্ষ্য করে।

জানালার দিকে চেয়ে আছে হোঁৎকা লোকটা। দেখছে না লবি থেকে উড়ে আসছে কে যেন। লম্বাটে চাঁদের মত চেহারা ম্যাকলাস্কির। সামান্য হাঁ হয়ে আছে মুখ। এই বুঝি ধরা পড়ল কালপ্রিট! ঊরুর পাশে রেখেছে রিভলভার। হয়তো প্রথম সুযোগেই খুন করবে রানাকে।

শেরিফ অপদার্থ হলেও চোখের কোণে ছুটন্ত রানাকে দেখেছে তার ডেপুটি, ঝট্ করে ঘুরে তাকাল সে। বিস্মিত, কেন হঠাৎ ছুটে আসছে লোকটা! তবে দু'সেকেণ্ড পর তার চোখ পড়ল রানার হাতের উদ্যত দুই আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর। দেরি হলো না বিপদ বুঝতে। ঝট্ করে রানার দিকে শটগান ঘোরাল সে। কিন্তু ততক্ষণে তার গায়ের কাছে পৌঁছে গেছে রানা, ওপরে তুলল ওয়ালথারের নল।

ডেপুটি ট্রিগার টেপার আগেই তার বুকে লাগল রানার গুলি। গাড়ির দরজার পেছনে পিছলে পড়ল সে। লোকটাকে খুন করতে চায় না, তাই জেনেবুঝেই বুলেট-প্রুফ ভেস্টে গুলি করেছে রানা। ঠিকই ঠেকিয়ে দিয়েছে কেভলার, কিন্তু বুকের ব্যথায় তার মনে হবে আকাশ ফুঁড়ে পৌঁছে গেছে নরকে।

গতি হ্রাস না করে কোনাকুনিভাবে শেরিফের দিকে ছুটছে

রানা। ওকে দেখল লোকটা। ঘুরে ওপরে তুলছে রিভলভার। তার পরনেও কেভলার ভেস্ট। রানার মন চাইল মাথাটা উড়িয়ে দিতে। কিন্তু উচিত হবে না সেটা। তাকে জীবিত চাই ওর। মোটকু বলতে পারবে কোথায় আছে জুডি।

রানাকে খতম করতেই এখানে এসেছে ম্যাকলাস্কি, নিজে খুন হতে নয়। রিভলভার তুলেই গুলি পাঠাল সে। কিন্তু তার লাইন অভ ফায়ারের তলে রয়ে গেল রানা। শরীর পিছলে তুষারে পা হড়কে সরসর করে চলেছে শেরিফের দিকে। মুহূর্তে পেরোল দু'জনের মাঝের দশ ফুট দূরত্ব। সরে না গিয়ে রানাকে ফুটো করতে চাইছে লোকটা। কিন্তু রানার ডান পা সোজা লাগল তার হাঁটুর নিচের হাড়ে।

রানার ওপর ধুপ করে পড়ল ভারী লোকটা। হাত থেকে ছুটে গেছে রিভলভার। শেরিফকে নিয়ে এক গড়ান দিয়ে তার বুকে উঠে এল রানা। থলথলে মাংসে গেঁথে গেছে হাঁটু। লোকটার থুতনির নিচে ম্যাগনামের নলের খোঁচা দিল ও। অন্যহাতের ওয়ালথার তাক করেছে মোটেলের দিকে।

গুলির শব্দে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মোটেলের অফিসাররা। দৌড়ে উঠানে বেরোল এক অফিসার, মুখে মুখোশ। হাতে পাম্প-অ্যাকশন শটগান। ওটা তাক করল রানার দিকে।

ভাল লোক হোক বা মন্দ, তার গুলিতে মরতে আপত্তি আছে রানার। ওয়ালথার ঘুরিয়েই ডেপুটির বাম উরু ফুটো করল ও। করুণ আর্তনাদ ছেড়ে মাটিতে পড়ল লোকটা।

'মোটেল থেকে কেউ বেরোলে খুন হবে!' গলা ফাটিয়ে সতর্ক করল রানা। হুমকি হিসেবে জানালা দিয়ে পাঠিয়ে দিল দুটো গুলি। ছাতে গিয়ে লাগল ওগুলো।

'অ্যাই, ওঠো!' শেরিফ ম্যাকলাস্কিকে ধমক দিল রানা।

ধড়মড় করে উঠে বসল লোকটা। দু'হাত তুলেছে মাথার ওপর। 'সাবধান, বাছা! গুলি কোরো না! আমার কাছে অস্ত্র নেই!'

‘আমি তোমার বাছা নই!’ ওয়ালথার নেড়ে গাড়ি দেখাল রানা। ‘ওঠো! ড্রাইভ করবে!’

‘মস্তবড় ভুল করছ...’

ম্যাগনাম রিভলভারের ব্যারেলের বাড়িতে লোকটার চোয়ালের মাংস ফাটিয়ে দিল রানা। ‘একমাত্র ভুল হচ্ছে যে তোমাকে এখনও খুন করিনি। ড্রাইভিং সিটে ওঠো। নইলে ফুটো হবে মগজ।’

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না ম্যাকলাস্কিকে। লাফ দিয়ে উঠল ড্রাইভিং সিটে। এক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে পেছনের সিটে চাপল রানা। শেরিফ আর ওর মাঝে স্টিলের জালের দেয়াল। কিন্তু ওটা ঠেকাতে পারবে না গুলি। ‘রওনা হও!’ ধমক দিল রানা।

‘কোথায়?’ ব্যাক গিয়ার ফেলে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকলাস্কি।

বুকে গুলি খেয়েছে যে, এইমাত্র উঠে বসল সে-লোক।

রানা খুশি, আহত নয় ডেপুটি। আরেক ধমক দিল ম্যাকলাস্কিকে: ‘গাড়ি নিয়ে রওনা হও। ভুলেও ফাঁদ পাতবে না। নইলে তোমার সামনে সত্যিকারের শেরিফের যা করেছিল বেণ্ডাররা, তেমনই কিছু করে ছাড়ব তোমার।’

এ কথায় পুরু গর্দানটা কাঁধে ডেবে বসল ম্যাকলাস্কির।

‘হ্যাঁ, সবই জানি,’ বলল রানা। ‘এ-ও অজানা নেই কী করছ ন্যাশ ময়নিহানের সঙ্গে যোগ দিয়ে।’ পেছনের মোটেলে পার্কিং লটের দিকে ছুট দিয়েছে ডেপুটিরা। গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করবে। ‘রেডিয়ো চালু করো, ম্যাকলাস্কি। ওদের বলে দাও যেন পিছু না নেয়। নইলে খুন হবে তুমি।’

রেডিয়ো হাতে নিল ম্যাকলাস্কি। অনুসরণ করতে নিষেধ করল ডেপুটিদের। ঝড়ের গতি তুলে ছুটছে গাড়ি। পেছনের তুষার ঝড়টাকে যেন টেক্কা দেবে।

‘শহর থেকে বেরিয়ে যাও,’ নির্দেশ দিল রানা।

‘যাব কোথায়?’

‘পছন্দমত জায়গা দেখলে বলব কোথায় থামতে হবে।’

‘তারপর কী হবে? মেরে ফেলবে আমাকে?’

‘এখনও জানি না। তবে আগে জানব কী করেছ জুডির। ওর ক্ষতি না হলে খুন তোমাকে না-ও করতে পারি।’

‘ঈশ্বরের শপথ, ওর ক্ষতি করিনি। নিরাপদেই আছে।’

‘সেক্ষেত্রে বেঁচেও যেতে পারো,’ বলল রানা, ‘তবে তোমার বলতে হবে ও এখন কোথায়।’

‘মিথ্যা বলব না। ও আছে এখন ময়নিহানের ওখানে।’

‘জায়গাটা কোথায়?’

‘জানি না।’

দু’বার ক্লিক-ক্লিক শব্দে কক হলো ম্যাগনামের হ্যামার।

মনে মনে কুঁকড়ে গেল ম্যাকলাস্কি। ‘ঈশ্বরের শপথ... যিশুর কসম... জানি না ওকে কোথায় নিয়ে গেছে সে।’

‘ভেবে বের করো কোথায় থাকবে,’ স্টিলের জালে ম্যাগনামের নল দিয়ে খড়-খড় আওয়াজ তুলল রানা। ‘তোমাকে থামতে বলার আগপর্যন্ত সময় পাচ্ছ। এমনিতেই বেঁচে আছ খামোকা। ঠিক তথ্য না দিলে ধরে নেব আর বাঁচার আগ্রহ নেই তোমার।’

চোদ্দ

‘হারামজাদি কুত্তী! বল্ ওই শুয়োরের বাচ্চা কে! নইলে ভাবতেও পারবি না কী পরিমাণ ব্যথা পাবি!’

বুলেটের ক্ষতে কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে রিক বেণ্ডারের। দাঁত খিঁচিয়ে জুডিকে দেখছে সে।

জুডির মনে হচ্ছে সামনে হাজির হয়েছে রূপকথার ভয়ঙ্কর কোনও রাক্ষস। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ঘরে ধাতব এক চেয়ারে বসে আছে ও। চেয়ারের পেছন পায়ে হ্যাণ্ডকাফে আটকে রাখা হয়েছে ওর হাতদুটো। কেড়ে নেয়া হয়েছে লিনেন জ্যাকেট। খানিকটা ছিঁড়ে গেছে ঘি রঙা ব্লাউস। দেখা যাচ্ছে ব্রা। পায়ে বুট নেই। খালি পা স্পর্শ করছে বরফ শীতল মেঝে। রিক বেণ্ডারের প্রতিটি কথায় শিউরে শিউরে উঠছে জুডি।

'কে ওই কুত্তার বাচ্চা!' আবারও জানতে চাইল রিক।

চোখে জেদ নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইল জুডি।

চড়াৎ করে ওর গালে কষে একটা চড় দিল রিক। কড়া পড়ে যাওয়া হাতের আঘাতে প্রায় ফেটে গেছে জুডির গালের গোলাপি ত্বক। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেছে মাথা। আপাতত চোখের সামনে দেখছে ঝিলমিলে সব নক্ষত্র।

'কে খুন করেছে আমার ভাইকে?' আবারও হাত ওপরে তুলল রিক।

'বাদ দাও,' ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এল ন্যাশ ময়নিহান। 'তুমি তো দেখছি খুন করবে মেয়েটাকে!'

'হ্যাঁ, তা-ই করব, যদি মুখ না খোলে! বল্, কুত্তী!' আবারও উল্টো হাতের চড় দিল রিক।

এবার ঠোঁটের পাশে রক্ত বেরোলেও জোর খাটিয়ে মাথা উঁচু করে বসল জুডি। শক্ত মেয়ে, ভাল পুলিশ, তবুও মুখ থেকে বেরোল মৃদু গোঙানি।

'যথেষ্ট হয়েছে, রিক!'

ন্যাশ ময়নিহানের কথা না মেনে মুঠো করে জুডির চুল ধরল রিক। হ্যাঁচকা টানে আরেক দিকে সরিয়ে দিল মাথা। ডানহাত মুঠো করেছে ঘুষি মারতে। কিন্তু তার বাইসেপ চেপে

ধরল ন্যাশ ময়নিহান। 'যথেষ্ট, রিক!' এবার নরম সুরে বলেছে। 'হাত সামলে, নইলে ভাল হবে না।'

অন্য কেউ গায়ে হাত দিলে মটমট করে তার আঙুল ভাঙত রিক বেণ্ডার, কিন্তু অন্য জিনিস ময়নিহান। আস্তে করে মাথা দোলাল রিক।

'খুন করলে লাভ নেই,' বলল ময়নিহান, 'তাতে ফিরবে না নিক।'

'না, তা ঠিক। কিন্তু রাগ কমবে আমার।'

ছোটবেলা থেকেই হাজারবার ছোটভাইকে খুন করতে চেয়েছে সে। কীভাবে করবে রীতিমত গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছিল ওটা। কখনও ভাবত পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে ওর মাথা। কিন্তু বড় হওয়ার পর ভাবতে লাগল ঠিক কী অস্ত্র দিয়ে খতম করবে নিককে। বারবার ভেবেও স্থির করতে পারেনি খুনের সময় ছোরা, কুঠার বা রিভলভার— কোন্‌টা ব্যবহার করবে। কিন্তু সত্যিই যখন ওকে ফেলে মরেই গেল নিক, ভীষণ খারাপ লাগল তার।

নিকের হাঁটু ফুটো করেছে বাদামি লোকটা। গলিয়ে দিয়েছে নীল চোখ। তারপর ফুটো করে দিয়েছে হৃৎপিণ্ড। গুলি যেখান দিয়ে বেরিয়েছে সেই গর্তে অনায়াসেই মুঠো ঢুকবে রিকের। কখনও ভাবেনি এভাবে শেষ হবে ওর ছোটভাই। জীবনের বড় আনন্দ ছিল, ভেবেছে কীভাবে খুন করবে নিককে। কিন্তু সেই আনন্দ থেকে ওকে বঞ্চিত করেছে বাদামি কুকুরের বাচ্চা। ঠিক সেজন্যেও নয়, অন্য কারণে শীতল রাগে কুত্তাপাগল হয়ে গেছে সে।

একটু পর পর খুন করতে চাইলেও সারাজীবনেও কখনও নিকের ক্ষতি করেনি রিক। কাউকে যদি সত্যিই ভালবেসে থাকে, সে মানুষ ওই নিক বেণ্ডার। রিক আর নিক যমজ ভাই, ছিল অদ্ভুত এক বাঁধন। হ্যাঁ, এটা ঠিক, ট্যাড়া ছিল নিক, মগজটাও ছিল বিকৃত, কিন্তু তবুও সে ছিল ওরই ছোটভাই।

বড়ভাই হিসেবে ভেবেচিন্তে ওকে পরিচালনা করত সে। ওদের মা ছিল বাজে মেয়েলোক। সর্বক্ষণ মগজে খেলত কোথায় পাবে আরেকটা ড্রিঙ্ক। একদিন লিউইসভিলের পতিতালয়ে গিয়ে ভর্তি হলো সে। তারপর আর খোঁজ পাওয়া গেল না তার। আর বাবা? সে ছিল রাগী বাইসন। সুযোগ পেলেই পিটিয়ে খুন করতে চাইত ওদের দু'ভাইকে। তারপর একদিন ধর্ষণ করে দুই মহিলাকে মেরে ফেলল লোকটা। তখন চড়িয়ে দেয়া হলো ইলেকট্রিক চেয়ারে। খেল্ খতম। নানান এতিমখানায় কাটল ক'বছর। তারপর পালিয়ে গিয়ে অপরাধ জগতে ঠাঁই নিল রিক ও নিক। কিছু দিন পর ভরে দেয়া হলো কিশোর কারাগারে। এভাবেই বড় হয়েছে ওরা। বারবার গেছে জেলখানায়। তবে বছরের পর বছর ধরে ছোটভাই নিকের সব দায় ছিল রিকের কাঁধে।

এতদিন ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে রিক।

কিন্তু এবার আর পারেনি।

'মেয়েটা বাঁচলে কাজে লাগবে,' রিককে জানাল ময়নিহান, 'ওর মাধ্যমে পাওয়া যাবে নিনা ভেঞ্চুরাকে।'

'আমাদেরকে কিছুই বলবে না এই মেয়ে, বস্,' জুডির চুল ছেড়ে দিল রিক।

বুকে নেমে গেল জুডির মাথা। মার খেয়ে এবং ভয়ে প্রায় অচেতন।

'সত্যিই হয়তো কাজে আসবে না,' বলল ময়নিহান। 'তবে হয়তো ওর কারণে গর্ত থেকে বেরোবে ওর বোন।' রিকের সুস্থ কাঁধ চাপড়ে দিল টপ টেরর। 'তা ছাড়া, এর কারণে হাজির হবে ওই লোক। খুঁজতে যাব কেন, নিজে এসে আমাদের হাতে ধরা দেবে সে।'

'এই বেটি মরলে ভাল লাগবে আমার,' জোর দিয়ে বলল রিক। পেছনে ঠেলে দিল জুডির মাথা। শক্ত করে ধরল বেচারির চোয়াল।

এক পা সরে রিক ও জুডির মাঝে থামল ময়নিহান। বিরক্ত হয়ে সরে গেল দানব।

'আগেই বলেছি, রিক, বাড়াবাড়ি নয়,' আবারও বলল ময়নিহান। কণ্ঠস্বরে কী যেন। মুখে প্রকাশ না করেও বুঝিয়ে দিয়েছে, এরপর আর সাবধান করবে না সে।

বসের দিকে তাকাল রিক।

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখছে ময়নিহান, ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি।

মানুষকে ব্যথা দিতে ওস্তাদ রিক।

কিন্তু তার চেয়েও অনেক দক্ষ বস্ ন্যাশ ময়নিহান। এমনি এমনি ভূমিদস্যু হয়নি সে।

চোখ সরিয়ে নিল রিক। হাত বোলাল মাথার চুলে। হাতে লাগল কীসের ছোট্ট গুটলি। ওই রক্ত ওর না নিকের, ভাবল সে। বাদামি লোকটা খুনের সময় ওর ছোটভাইয়ের বুক থেকে ছিটকে উঠেছিল রক্ত। আবার এমনও হতে পারে লোকটা জঙ্গলে মাথা ফাটানোর সময় জমেছে রক্তের এই মার্বেল। করুণ অবস্থা ওর। এটা পিছিয়ে যাওয়ার ভাল অজুহাত। মুখ রক্ষা হবে তাতে। 'আমি চললাম, গোসল করতে হবে।'

পিঠটান না দিয়ে উপায় নেই রিকের। ন্যাশ ময়নিহান সম্পর্কে যা শুনেছে, তার অর্ধেক সত্যি হলেও তা ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক। তা ছাড়া, ন্যাশ ময়নিহান আগেই ওর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিলে উপায় থাকবে না বাদামি কুকুরটাকে খতম করার। দরজার দিকে রওনা হলো সে।

পেছন থেকে ওকে দেখছে ন্যাশ ময়নিহান। ঘর ছেড়ে দানবটা বিদায় নেয়ায় জুডির দিকে তাকাল সে।

চোখ তুলে তাকেই দেখছে মেয়েটা।

ময়নিহানের তালু থেকে কবজির খাপে সড়াৎ করে ফিরল ক্ষুর। ঠিক করে নিল ভারস্যাক সুটের হাতা। ঠোঁটে শীতল

হাসি। জুডির চোখ দেখে বুঝল, বেচারি ভাবছে ভালই হত ঘরে রিক বেণ্ডার রয়ে গেলে।

পনেরো

'আবারও বলছি... ভুলেও পিছু নেবে না,' পুলিশ রেডিয়ো চ্যানেলে বলছে শেরিফ ম্যাকলাস্কি। 'আমাকে উদ্ধার করতে কোনও ধরনের চেষ্টা করবে না। নিজেই সমাধান করব এই সমস্যা। আবারও বলছি...'

ডেপুটিরা হয়তো উল্টে ব্যস্ত হবে তাকে খুঁজতে। যোগাযোগ করবে স্টেট ট্রুপার ও ফ্র্যাঙ্কফোর্টের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে। বাদ পড়বে না এফবিআই ফিল্ড অফিস। ফলে কঠিন হবে জুডিকে উদ্ধার করা।

রানার পিস্তলের ভয় করছে না ম্যাকলাস্কি। তার মূল ভয় উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্ত নেবে ডেপুটিরা। প্রথমে দলের সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলেছে সে। এরপর শুরু করেছে হুমকি দিতে। খবরদার, পিছু নেবে না কেউ!

বেশিরভাগ পুলিশের গাড়িতে থাকে ট্র্যান্সপণ্ডার ও জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম, কিন্তু বাজেট নেই বলে ওগুলো ব্যবহার করে না লিটল ফোর্কের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। শুরু হয়েছে মাঝারি তুষারপাত। আকাশ থেকে চোখ রাখবে কপ্টার বা হালকা বিমান, তা হবে না। তবে রানাদের গাড়ি দেখে পুলিশে জানাতে পারে স্থানীয় কেউ। অবশ্য সে সম্ভাবনা কমই। আরও বাড়ছে তুষার ঝড়। শহর থেকে পাঁচ

মাইল সরে এসেছে রানারা। এখন আছে খনি এলাকায়। দশ বছর আগে এখান থেকে তল্পি গুটিয়ে নিয়েছে শেষ খনি কোম্পানির মালিক।

পাহাড়ি এক তাকের নিচে অযত্নে পড়ে থাকা কাঠের কেবিন দেখে ওটার পাশেই গাড়ি রাখতে বলল রানা।

তুষারে ছাওয়া কেবিনের ছাত ও দেয়াল। পিস্তলের মুখে শেরিফকে কেবিনে ঢোকাল রানা। আবছা আলোয় দেখল ভেতরে ক'টা ভাঙা চেয়ার ও একটা মাঝারি টেবিল। টেবিলের পাটাতনটা তুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল রানা। লাথি দিয়ে ভাঙল মাঝখান থেকে। দেয়ালে খাড়াভাবে রাখল দুই তক্তা। শেরিফের হাতদুটো তক্তার পেছনে নিয়ে আটকে দিল হ্যাণ্ডকাফে। রানা চলে যাওয়ার পর লোকটা পালাতে চাইলে সেটা কঠিন হবে তার জন্যে।

'ওই তক্তা মেঝেতে পড়লেই গুলি করব তোমার বুকে,' দুশ্চিন্তার ভেতর ম্যাকলাস্কিকে রাখতে চাইছে রানা।

তক্তা যেন কাত হয়ে পড়ে না যায়, সেজন্যে সাবধানে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল শেরিফ।

কোমরে ওয়ালথার গুঁজে হাতে রিকের ম্যাগনাম রিভলভারটা নিল রানা। চকচকে স্টিলের অস্ত্রটা দেখতে ভয়ঙ্কর।

'এবার মুখ খোলো, ম্যাকলাস্কি। প্রমাণ করো তোমার জীবনের কোনও মূল্য আছে আমার কাছে।'

'আগেই বলেছি, জানি না মেয়েটা এখন কোথায়। নিয়ে তুলে দিয়েছি ন্যাশ ময়নিহানের হাতে। তারপর ওরা কোথায় গেছে, জানা নেই। তখন মোটেল থেকে খবর এল, তুমি ফিরেছ। তারপর দেরি না করে ওখানে গেলাম।'

'কোথায় পৌঁছে দিয়েছ মেয়েটাকে?'

'শহরে একটা রেস্তোরাঁ আছে, ওটার নাম...'

'ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ?' জুডির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল

রানার। তখন বিষয়টি খুব গুরুত্ব দেয়নি। পুরনো মালিকের কাছ থেকে ওই রেস্তোরাঁ কিনেছে ন্যাশ ময়নিহান। লিটল ফোর্কের বহু সম্পত্তিই কিনছে সে। নিজের জন্যে শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে ওই রেস্তোরাঁ।

'হ্যাঁ...' অবাক চোখে ওকে দেখল ম্যাকলাস্কি। 'ভিলাজ-ও-সঁও।'

'জায়গাটা কোথায়?'

এলাকাটা কোথায় তার বর্ণনা দিল ম্যাকলাস্কি।

'ন্যাশ ময়নিহান। তার সম্পর্কে জানাও।'

'কী জানাব?'

'প্রথমে বলো দেখতে কেমন সে।'

'যাতে চিনলেই খুন করতে পারো?'

'হয়তো।'

পুলিশী বর্ণনা দিল ম্যাকলাস্কি: 'শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ। লম্বায় তোমার সমানই। ওজন দু' শ' পাউণ্ড। অ্যাথলেটিক শরীর। বয়স পঞ্চাশ মত। মাথায় ছেঁটে রাখা ধূসর চুল। খুব ভাল করে আঁচড়ানো। পরনে ডিযাইনার সুট। বুঝতেই পারছ, টাকার অভাব নেই।'

'বুঝলাম। এবার এমন কিছু বলো, যেগুলো চট্ করে বোঝা যায় না।'

'যেমন? আসলে কী জানতে চাও?'

'কথা বললে গুলি খেয়ে মরবে না, সেটা মাথায় রাখো, ম্যাকলাস্কি,' ম্যাগনামের নল দিয়ে শেরিফের বুকে মাঝারি এক খোঁচা দিল রানা।

ওর বক্তব্য বুঝতে পেরেছে লোকটা। 'আন্দাজ তিন বছর আগে এসেছে সে, সঙ্গে এনেছে প্রচুর টাকা। ভাল বিনিয়োগকারীদের মত কিনেছে শহরের এবং বাইরের অনেক জমি। এসেছে টেক্সাস থেকে। ওখানে তার বড় ব্যবসা আছে।'

'কী ধরনের ব্যবসা?'

উদাস হয়ে অন্যদিকে তাকাল ম্যাকলাস্কি।

রানা কক করল ম্যাগনামের হ্যামার।

'বুঝতেই পারছ কী ধরনের ব্যবসা।'

'অর্গানাইযড্ ক্রাইম?'

'ওই ধরনেরই,' ঠোঁট বাঁকা করল শেরিফ। 'জানোও না কীসে নাক গুঁজেছ। একা মানুষ। বোকার মত ভাবছ লড়বে ন্যাশ ময়নিহানের বিরুদ্ধে! ওর আণ্ডারে আছে অনেক গুণ্ডা।'

'যা দরকার, সেটা করব।'

'খুন হবে।'

'হয়তো।'

'তাতে ভুল নেই।' রাগ নিয়ে মাথা নাড়ল ম্যাকলাস্কি। 'শুনেছি অনেকেই চেয়েছে ওকে খুন করতে। কিন্তু কিছুই হয়নি তার। তবে যারা খুন করতে চেয়েছে, তারা এখন দুনিয়ায় নেই।'

'বাধ্য হয়ে আমারও অনেককে খুন করতে হয়েছে।'

রাগের জায়গায় ম্যাকলাস্কির মুখে ফুটল ভয়। তবুও বলল, 'তোমার উচিত ন্যাশ ময়নিহানের কথা ভুলে যাওয়া। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাও। ভাল হবে তোমার।'

'আগে চাই জুডিকে,' বলল রানা, 'আপাতত কতজন লোক আছে ন্যাশ ময়নিহানের সঙ্গে?'

'স্থানীয় ছোকরা? আট-দশজন।' নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করল শেরিফ। 'তুমি আসার আগে ছিল বারো-চোদ্দজন।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'তা ঠিক।'

'কিন্তু এরা পাতি মস্তান। এবার তোমাকে খতম করতে বাইরে থেকে লোক আনছে সে। তারা হবে অন্যরকম।'

'বেণ্ডার ভাইদের মত?'

'বেণ্ডাররা? ওরা কিছুই না। এবার আসবে একদল আসল খুনি। তাদের কাছে বেণ্ডাররা দুধের শিশু।'

‘বেণ্ডারদের নিক আর নেই,’ বলল রানা।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল শেরিফের। ফাঁক হতেই লালা দেখা গেল ঠোঁটের কশে। ‘খুন করেছ নিক বেণ্ডারকে? হায়, ঈশ্বর! এবার...’

‘আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। পাহাড়েও চেষ্টা করেছে ক’জন। এমনকী তুমিও চেষ্টার ত্রুটি করোনি।’ ম্যাকলাস্কির ফোলা বুকে ম্যাগনামের নল দিয়ে হালকা একটা খোঁচা দিল রানা। ‘হ্যাঁ, তুমিও!’

‘খুন করে দায় এড়াতে চাইছ?’ মাথা নাড়ল শেরিফ। ‘হয়তো উপায় আছে তোমাকে সাহায্য করার। একটা চুক্তি করতে পারি আমরা। ...তুমি কী বলো?’

‘আমি কোনও দায় এড়াচ্ছি না, ম্যাকলাস্কি। কথাগুলো বলেছি তোমাকে অবস্থার গুরুত্ব বোঝাতে।’ লোকটার পেটে নল দিয়ে গুঁতো দিল রানা। ‘যাতে বুঝতে পারো, হাল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে আসিনি আমি। কথাটা বুঝতে পেরেছ?’

ভুরু কুঁচকে মেঝে দেখল ম্যাকলাস্কি। ‘হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।’

‘কাজেই সময় নষ্ট না করে বলতে থাকো ময়নিহানের ব্যাপারে।’

‘তুমি তো এমনিতেই আমাকে খুন করবে,’ কর্কশ স্বরে ফিসফিস করল ম্যাকলাস্কি। ‘তা হলে মুখ খুলে লাভ কী?’

‘সহজে মরার পথ আছে, আবার আছে কঠিন উপায়ও, যখন মনে হবে মরে গেলেই ভাল হতো,’ বলল রানা। ‘রিক বেণ্ডার বলেছে কীভাবে খুন করেছ তোমরা শেরিফ ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভিকে। আমি হয়তো তোমার ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি কিছু করতে চাইব।’

‘ফ্র্যাঙ্কের খুনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।’

‘তাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই করোনি তুমি। এটাও সমান অপরাধ। তুমি খুনির সহযোগী, মাফ পাবে না

আদালতে।'

'নিজ দোষে মরেছে ফ্র্যাঙ্ক,' বুকের কাছে ঝুলে গেছে ম্যাকলাস্কির থুতনি। বুঝতে পারছে, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে লাভ নেই। 'যদি আমাদের মত টাকা নিয়ে মুখ বুজে থাকত, বা টাকা নিয়ে চলে যেত, কিছুই হতো না ওর। ময়নিহানের কথা শুনল না সে।'

'ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভি চায়নি শহরে অপরাধের রাজত্ব তৈরি করুক ময়নিহান। নিজ দায়িত্ব পালন করছিল সে। ওই একই দায়িত্ব তোমারও।'

'তুমি প্রায় কিছুই জানো না।'

'কী জানি না?'

'একটা চুক্তি করেছে ন্যাশ ময়নিহান আর জাজ হোল্ড।'

'বিচারক জড়িয়ে গেছে অপরাধে?'

'হ্যাঁ। জাজ এসবে জড়িয়ে না গেলে একা কিছুই করতে পারত না ময়নিহান।'

'ওদের চুক্তিটা কীসের, খুলে বলো।'

'শহরে বিনিয়োগ করতে লাগল ময়নিহান। তারপর টুরিযমের জন্যে সাড়া পড়তেই নিজেই কিনতে লাগল শহরে জমি আর বাড়ি। প্রতিযোগিতা করতে আসেনি কেউ। যে সম্পত্তি পছন্দ করেছে ময়নিহান, রাবার স্ট্যাম্পে সই করে সেটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে জাজ হোল্ড। নিজেরা নিয়েছে সেরা দর্শনীয় সব জায়গা। পরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করবে। কিন্তু এসব টের পেয়ে গেল শেরিফ ম্যালভি। জাজ হোল্ড আর ময়নিহানকে হুমকি দিল, জেলের রুটি খাইয়ে ছাড়বে সে।'

'তদন্ত করতে শুরু করেছিল?'

নাক দিয়ে আবারও ঘোঁৎ আওয়াজ করল ম্যাকলাস্কি। 'কীসের তদন্ত! সে ব্ল্যাকমেইল করছিল ওদেরকে।'

'জাজ ও ময়নিহানের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইল, যাতে

টাকা বা সম্পত্তির ভাগ পায়?'

'তার দাবি ছিল নগদ টাকার। সেসব দেবে বলল ওরা। ম্যালভি বলেছিল দূরে কোথাও চলে যাবে।'

'কিন্তু তাকে বাঁচতে দিল না ময়নিহান। টাকা দেয়ার বদলে দুই বেগুার আর তোমাকে পাঠাল খুন করতে।'

'না, ভুল ভাবছ। চুক্তি মত টাকা দিয়েছিল ময়নিহান। যাতে ম্যালভি চলে যায়। কিন্তু বোকা শুয়োরের মত লোভী হয়ে উঠল ম্যালভি। শেরিফ হিসেবে এসবে গলাতে গেল নিজের নাক। যাতে আরও টাকা আদায় করতে পারে। হয়তো ভেবেছিল হুমকি দিয়ে ওদেরকে কাত করে দেবে। এরপরই ম্যালভির সঙ্গে কথা বলতে গেল বেগুাররা।'

'এই চুক্তি থেকে তুমি নিজে কী পাচ্ছ?'

'হোয়াইট র‍্যাপিডে পারিবারিক জমি আছে, সেজন্যে ভাল টাকা দিচ্ছে ময়নিহান।' বাঁকা হয়ে বেকায়দাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাকলাস্কি। 'তা ছাড়া, ম্যালভি পথ থেকে সরে যাওয়ায় আমাকে দেয়া হয়েছে শেরিফের পদ।'

'অর্থাৎ, সবই করা হচ্ছে টাকার জন্যে?'

'শুধু তা নয়,' প্রায় ফিসফিস করল ম্যাকলাস্কি, 'আমার স্ত্রী বা ছেলেটা বাঁচবে না ময়নিহানের কথামত না চললে। আমার ছেলের বয়স মাত্র বারো বছর। মাঝে মাঝেই ময়নিহান জিজ্ঞেস করে, ওরা কেমন আছে। আসলে বুঝিয়ে দেয়, তেড়িবেড়ি করলে দুনিয়ায় রাখবে না ওদেরকে।'

চুপ করে রানার দিকে চেয়ে রইল লোকটা। নীরবতা নেমেছে কেবিনে।

'তুমি তো পুলিশ অফিসার, হুমকি দেয়া হচ্ছে জানাতে পারতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে। তা করোনি কেন?'

'ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভির কাছে যাব? মুখের ওপর হাসত। আমাদের মতই সমান দুর্নীতিপরায়ণ ছিল সে।'

ছোট শহরের রাজনীতি, ভাবল রানা। এসবে জড়িয়ে

গিয়ে বিরক্তি বোধ করছে এখন। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'তার মানে, শেরিফের কাছে গেলে লাভ হতো না। ময়নিহানের মতই অপরাধে নাক ডুবিয়ে রেখেছে জাজ হোল্ড। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে সাহায্য চাইলে না কেন? বসে থাকত না এফবিআই।'

'কিন্তু তারা আসার আগেই মরত আমার স্ত্রী ও ছেলে। চাইনি বাড়ি ফিরে ওদের গলা কাটা লাশ দেখতে।'

আরও বাড়ছে তুষার ঝড়ের প্রকোপ। বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার তোড়ে ধুপ-ধাপ শব্দে বাড়ি খাচ্ছে ভাঙা জানালার কবাট। ম্যাকলাস্কির জন্যে মনে করুণা এল না রানার। লোকটা সত্যিকারের কাপুরুষ। কোনও চেষ্টা বা প্রতিরোধ না করেই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতাকে। সাধারণ মানুষ উপায় না পেলে ভেগে যেত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। বা, গেঁথে দিত ময়নিহানের মগজে বুলেট। না, আসলে পয়সার লোভ পেয়ে বসেছে একে। জমি বিক্রি করে পাবে লাখ লাখ ডলার। এমন এক লোক, যে কি না নিজ বিপদ দেখলে শত্রুর হাতে তুলে দেবে স্ত্রী-পুত্রকে। অন্যরা মরলে মরুক, যেন ফুলের টোকাও না দেয়া হয় তার গায়ে।

'নিনা ভেশ্চুরা সম্পর্কে বলো,' বলল রানা। 'ওর পেছনে লেগেছে ময়নিহান। কেন? শেরিফ ম্যালভির মৃত্যুর সময় সব দেখে ফেলে, ঠিক?'

'হ্যাঁ, ওখানেই ছিল। কিন্তু শুধু সেজন্যে তাকে খুঁজছে না।'

ভুরু কুঁচকে ম্যাকলাস্কিকে দেখল রানা।

মুখ তুলে ওকে দেখছে লোকটা। রানা অনেক কিছুই জানে না বুঝে খুশিতে চকচক করছে চোখ। মাথা নাড়ল। 'ভেবেছিলে সবই জেনে গেছ, তাই না? তা নয়, পুরো ঘটনার অর্ধেকও বুঝতে পারোনি এখনও।'

কড়া চোখে তাকে দেখল রানা। 'তুমি জানাবে বলে অপেক্ষা করছি।'

'তুমি তো চিনতে ওই মেয়েলোকটাকে, ঠিক? জানো ডিভোর্স হওয়ার পর কী হয়েছে?'

চুপ করে আছে রানা।

'নতুন নাগর জুটিয়ে নিয়েছিল।'

'সে-লোক বোধহয় ময়নিহান নয়?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল ম্যাকলাস্কি। 'ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভি। ময়নিহান বা আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইলিঙের সময় তাকে সাহায্য করেছে নিনা ভেঞ্চুরা।'

হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল বিস্মিত রানা।

'এখনও চাইছে ব্ল্যাকমেইল করতে। তার চাই কমপক্ষে দুই মিলিয়ন ডলার।'

ষোলো

আবার শেরিফের গাড়িতে চাপল রানা বিশ মিনিট পর। এখন সঙ্গে নেই অস্টিন ম্যাকলাস্কি। তার কথা শুনে চমকে গেছে ও। লিটল ফোর্কের দিকে রওনা হয়ে ভাবছে।

জানত না নিরপরাধ নয় নিনা ভেঞ্চুরা। ওর ধারণা হয়েছিল, বিপজ্জনক ক্রিমিনালদের এড়াতে প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে আছে সে। কিন্তু ওই মহিলা এ শহরের অন্য ক্রিমিনালদের মতই। ঘটনা শুরু হয়েছিল ভিলাজ-ও-সঁওর ছোট এক কাজ হাতে নিয়ে, তারপর একসময়ে নিনা ভেঞ্চুরা জানল অপরাধে

জড়িয়ে গেছে জাজ হোল্ড ও ন্যাশ ময়নিহান। আইনের সহায়তা না নিয়ে ওই গোপন তথ্য ব্যবহার করতে গিয়ে জড়িয়ে নিল নিজের নতুন প্রেমিক শেরিফ ম্যালভিকে। তারা ঠিক করল, এই সুযোগে হাতিয়ে নেবে অনেক টাকা। ময়নিহান জানত না এসবে জড়িয়ে গেছে নিনা। সে চিরকালের জন্যে বন্ধ করল শেরিফ ম্যালভির মুখ। এরপর নিজেই নিনা চেয়ে বসল বিশাল অঙ্কের টাকা। বিশ হাজার ডলার চেয়েছিল শেরিফ ম্যালভি। নিনা চাইল দু'মিলিয়ন ডলার। চাহিদা পূরণ করলে চলে যাবে এ শহর ছেড়ে। কিন্তু যদি দেয়া না হয়, সব প্রমাণ তুলে দেবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে। স্বাভাবিকভাবেই বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা নিনার কারণে হাতছাড়া করতে চাইল না ময়নিহান।

তিক্ত হয়ে গেছে রানার মন। এসেছিল অসহায় এক মহিলার হয়ে লড়তে। আগে যদি জানত এখানে কী হচ্ছে, ভুলেও আঙুল নাড়ত না। এমন নয় মহিলার ক্ষতি হোক তা চাইত, কিন্তু দেখত গোটা ব্যাপারটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে।

এসেছে জুডির কথায়। এজন্যেই বুকের ভেতর অস্বস্তি। জানতে হবে কতটুকু জানে মেয়েটা।

এখানে যা ঘটেছে, সেটা কি আগেই জানত জুডি?

হয়তো জানত বহু কিছুই। আর তাই পুলিশের সাহায্য না নিয়ে গেছে ওর কাছে। সেক্ষেত্রে গোপন করেছে জরুরি তথ্য। এ-ও জানত, মুখোমুখি হবে বিপজ্জনক লোকদের, তাই জড়িয়ে নিয়েছে ওকে।

রানাকে ব্যবহার করেছে জুডি?

অপরূপ মুখ দেখে রানার হুঁশ ছিল না, ওর দিকেই তাক করা হচ্ছে গুলি ভরা পিস্তল।

প্রতিটি তথ্য এখন চোখের সামনে পরিষ্কার।

তবে ওর নিজের যুক্তির মাঝেও রয়েছে বড় গলদ।

বড়রোনের ধনী হওয়ার পরিকল্পনায় জড়িত হলে জুডির

কীসের ঠেকা পড়েছিল খুঁজতে আসার?

ওর মোবাইল ফোন প্রমাণ করছে গত চারদিনে বহুবার কল করেছে বোনকে। জুডি ব্ল্যাকমেইলের সঙ্গে জড়িত হলে ভাল করেই জানত কারা বোনের শত্রু। সেক্ষেত্রে ভুলেও ফোন দিত না অস্টিন ম্যাকলাস্কিকে।

সব তথ্য রানাকে দেয়নি জুডি। আবার এ-ও ঠিক, জানত না কীসে জড়িয়ে গেছে ওর বড়বোন। কিছুই না বুঝে পা দিয়েছে ময়নিহানের পাতা ফাঁদে। এবার ওকে ব্যবহার করে নিনাকে আড়াল থেকে বেরোতে বাধ্য করবে লোকটা।

মস্তবড় বিপদে আছে মাইকের দুই বোনই।

প্রথম কাজ জুডিকে এ শহর থেকে সরিয়ে দেয়া, ভাবছে রানা। ম্যাকলাস্কি বলেছে, রেস্তোরাঁয় নিয়ে মেয়েটাকে তুলে দিয়েছে ময়নিহানের হাতে। খুঁজতে হলে প্রথমেই যাওয়া উচিত ওখানে।

প্রবল ঝড়ের প্রকোপে অ্যাপালেচিয়ার এদিকে জমছে প্রচুর তুষার। ঝামেলা ছাড়াই শেরিফের গাড়িতে চেপে শহরে পৌঁছে গেল রানা। অবশ্য, প্রথম বাড়িটা চোখে পড়তেই গভীর এক নালায় নামাল গাড়ি। ওটা দেখা যাবে না রাস্তা থেকে।

হেঁটে শহরে ঢুকল রানা। এবার চাই আরেকটা গাড়ি। জানা আছে, কোথায় পাবে ওই জিনিস।

পৌঁছে গেল রানা লুকিয়ে রাখা বাইসন গাড়িটার কাছে। রিক বেগুার অন্যান্য কাজে ব্যস্ত, তাই ওটা খুঁজতে বেরোবার সময় পায়নি। সামনের চাকার ওপরই পেল চাবি। ইঞ্জিন চালু করে ওয়াইপার দিয়ে পরিষ্কার করল তুষার ভরা উইণ্ডস্ক্রিন। গাছের জটলা থেকে বেরিয়ে ফিরল শেরিফের গাড়ির কাছে। তুষারে আর কোনও গাড়ির চাকার চিহ্ন নেই। শেরিফের গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে তাড়া দিল রানা, 'ভাবছ হাইপোথারমিয়ায় মরবে? নাও, বেরোও!'

ট্রাঙ্ক থেকে চোখ পিটপিট করে ওকে দেখছে শেরিফ। শার্ট পেঁচিয়ে তার মুখ বেঁধেছে রানা। বাকি আছে শুধু চোখদুটো। শার্টের বাঁধন খুলল ও।

কী যেন বলল লোকটা, কিন্তু মুখে রুমাল আছে বলে জাবড়ে গেল কথা।

বগলে হাত ভরে তাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল রানা। খিঁচ ধরেছে ছোট জায়গায় বন্দি হয়ে, টলে পড়ছিল লোকটা। কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল রানা। একমিনিট পর ঠেলে নিয়ে তুলল বাইসন গাড়িতে। পকেট থেকে নিল চাবি। খুলে দিল হ্যাণ্ডকাফের একটা কড়া। চট্ করে ওটা আটকে দিল প্যাসেঞ্জার সিটের পাশের হাতলে। নিজে ড্রাইভিং সিটে উঠে বলল, 'হয়তো ভাবছ লোকটা কী করছে, তাই না?'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল ম্যাকলাস্কি।

'আগেই বলেছি, তুমি কাজে না এলে মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম অন্য কাজে আসবে।' ট্রাক চালু করে আবারও শহরের কেন্দ্রের দিকে চলল রানা।

লিটল ফোর্কের প্রধান সড়কে ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ ভিলাজ-ও-সঁও। নিচতলায় লোভনীয় খাবারের ডাইনিং রুম। ওপরের দোতলা ও তৃতীয়তলায় ন্যাশ ময়নিহানের অফিস। ঝড়ের কারণে আপাতত বন্ধ রেস্তোরাঁ। শহরের প্রায় সবাই ফিরেছে যে-যার বাড়িতে, রাস্তা জনশূন্য। দোতলা অন্ধকার হলেও তৃতীয়তলায় শাটারের ওদিকে রয়েছে আলো।

'ময়নিহানের অফিস কয়তলায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

থুতনি বাঁকা করে তৃতীয়তলা দেখিয়ে দিল ম্যাকলাস্কি।

নিচতলায় বারো ফুট উঁচু কাঁচের তৈরি চওড়া দরজা। দালানের সামনে রয়েছে টিনটেড কাঁচের দেয়াল। বাইরে থেকে গরিব-গুরবো কেউ দেখতে পাবে না কী দারুণ খাবার সাঁটাচ্ছে বড়লোক খদ্দেররা। সদর দরজাটা আরেকবার দেখল

রানা।

না, ওই পথে ঢুকবে না ও।

গাড়ি নিয়ে প্রধান সড়ক থেকে বামের গলিতে ঢুকল রানা। কিছুটা দূরে ইন্টারসেকশন। ভিলাজ-ও-সঁওর পেছনে সরু গলি পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় গাড়ি রাখল রানা। চোখ রেখেছে রেস্তোরাঁর ওপর। এদিকের রাস্তায় সাধারণ সব দোকান, কয়েকটা বার ও রেস্তোরাঁ। এরা ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁর মত জমজমাট ব্যবসা করে না। পথের শেষমাথায় সেভেন-ইলেভেন থেকে বেরোচ্ছে আলো। তুষার ঝড়ের জন্যে ওটা ছাড়া বন্ধ হয়েছে সব দোকান। রাস্তায় একজন পথচারীও নেই।

হাতঘড়ি দেখল রানা।

একটু পর বন্ধ হবে সেভেন-ইলেভেন দোকানও।

'রেস্তোরাঁর কর্মচারীরা ময়নিহানের অপরাধে জড়িত?' জানতে চাইল রানা।

মুখে রুমাল, বিড়বিড় করে কী যেন বলল ম্যাকলাস্কি। তার মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে নিল রানা। তাতে বার কয়েক চোয়াল এদিক-ওদিক নাড়ল লোকটা। জবাব দিতেই হবে বুঝে বলল, 'তারা স্থানীয় সাধারণ মানুষ। অল্প বেতন পায়। মালিক কী করছে জানলেও নাক গলাবে না।'

'তাদের কেউ ভেতরে থাকতে পারে?'

'এত রাতে? না। তা ছাড়া, আলো নেই কিচেনে।' নিচতলার সরু এক জানালা দেখাল ম্যাকলাস্কি।

'হুম্।'

'ভেতরে ঢুকবে ভাবছ?'

'ন্যাশ ময়নিহানের সঙ্গে কারা আছে?'

'জানি না। নিক... ও... মানে রিক থাকতে পারে। এ ছাড়া দু'চারজন পাতি মস্তান।'

'পাহাড়ে জুডি আর আমার ওপর যারা হামলা করেছিল,

তারা নেই ভেতরে?'

'অনেক আগেই বাড়ি ফিরেছে। এতক্ষণে মরা বন্ধুদের শোকে বিয়ার গিলছে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাকলাস্কি, তা দুঃখপ্রকাশের জন্যে নয়।

'তুমি বলেছিলে ময়নিহান আরও লোক আনছে। তারা কি ভেতরে আছে?'

'হয়তো,' ঠোঁট চাটল ম্যাকলাস্কি।

রানা বুঝে গেল মিথ্যা বলছে সে। একটু সরে তার মুখে আবারও গুঁজল ভেজা রুমাল। কথা বলা সময় নষ্ট।

'দু'এক মিনিটের জন্যে দূরে গেলে ঝামেলা করবে না তো?' নির্মল হাসল রানা।

আগ্রহ নিয়ে বারকয়েক মাথা ঝাঁকাল শেরিফ।

মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করি না?' ওর ডানহাতি ঘুষি পড়ল ম্যাকলাস্কির চোয়ালে। ভালভাবে ব্যথা বোঝার আগেই জ্ঞান হারাল লোকটা। বুকে নেমে এল থুতনি। ভোঁস-ভোঁস শব্দে ডাকছে লালচে নাক।

জুডির মোবাইল ফোন বের করে কললিস্ট থেকে নির্দিষ্ট নম্বরে কল দিল রানা।

ওদিক থেকে রিসিভ করল জন হার্বার্ট। 'জুডি?'

'না, আমি, রানা।'

'জুডির ফোন তোর কাছে কেন?'

'পরে সব বলব।' সংক্ষেপে পরিস্থিতি জানাল রানা। শেষে বলল, 'বদমাশটার হাত থেকে ছুটিয়ে নিতে হবে জুডিকে।'

'আমার মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি। পৌঁছে যাব কয়েক ঘণ্টার ভেতর। একটু অপেক্ষা কর্।'

'না, আগে জেলে পুরে নে টম কোয়োর্ককে।'

'আদালত ওকে ছেড়ে দিলেও আবার বাগে পাব। তোর

ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। একা তুই এতজনের বিরুদ্ধে...'

'মাথা ঠাণ্ডা রেখে শেষ কর্ নিজের কাজ,' বলল রানা।

'পরেও কোয়োর্কের বারোটা বাজাতে পারব। অপেক্ষা কর্। তিন বা চারঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল জন, কিন্তু বাধা দিল রানা।

'সে-সময় আমার হাতে নেই, জন। ময়নিহান কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারে জুডিকে।' ঘড়-ঘড় শব্দে নাক ডেকে নড়ে উঠল ম্যাকলাস্কি। জেগে উঠছে। চোখ খুলেই জুলজুল করে চাইল রানার দিকে। 'একমিনিট, জন।'

ফোলা চোয়ালে কঠিন আরেকটা ঘুষি মেরে লোকটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল রানা। নরম সুরে বলল, 'আপাতত তোর আসতে হবে না। তবে আমার চাই জরুরি কিছু তথ্য।'

'বল্ কী জানতে চাস।'

'এ শহরের হেডম্যান এক লোক, নাম ন্যাশ ময়নিহান। ডালাস থেকে এসেছে। ওখানে অর্গানাইযড্ ক্রাইমের চিফ। জানাবি কত বড় চাঁই আর মেশে কাদের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে। এখনও জানতে চাস ডজ র‍্যামের মালিক কে?'

'রিক বেণ্ডার?'

'হ্যাঁ। ব্যাটা ভয়ঙ্কর হারামি, রানা। দুই যমজ তারা। অন্য ভাই নিক বেণ্ডার। ওটা আরও খারাপ।'

'নিক আর আসবে না।'

'কোথায় গেছে?'

সংক্ষেপে ওঅর্কশপের লড়াইয়ের বর্ণনা দিল রানা।

সব শুনে আঁৎকে উঠল জন, 'সর্বনাশ, রানা! তুই দেখি খুন হয়ে আমাকে এতিম করবি! আবার খুঁজতে হবে চাকরি!'

মৃদু হাসল রানা। 'জায়গাটা সুবিধের নয়, তবুও আসতে চাস?'

'আবার জিগায়! পরের ফ্লাইটেই!'

‘তা হলে এয়ারপোর্টে নেমে ফোন দিস।’

‘দেব, বাপ, কিন্তু দেখিস ফোনটা যেন ধরতে পারিস,’ বলল জন, ‘অন্তত সেই পর্যন্ত টিকে থাকিস।’

প্রিয় বন্ধু দুশ্চিন্তা করছে বুঝে গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, ‘আপাতত ঠিক করেছি মরব না।’

জন হার্বার্ট ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন, ভাইয়ের মতই। একে অপরের জন্যে মরতেও দ্বিধা করবে না ওরা।

ধমক দিল জন, ‘চাপা বন্ধ্! কাজে নামছি!’

কল কেটে পকেটে ফোন রাখল রানা।

নিভে গেছে সেভেন-ইলেভেনের বাতি। কুঁজো, বয়স্ক এক লোক বাড়ি ফিরছে তুষার ঝড় ঠেলে। সে যাওয়ায় আশপাশে রইল না আর কেউ।

ডজ গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল রানা। কষে ঠাস্-ঠাস্ করে গালে ক’টা চড় মেরে স্বপ্নের মায়াবী, রঙিন জগৎ থেকে ডাউনলোড করল শেরিফ ম্যাকলাস্কিকে। মিষ্টি স্বরে বলল, ‘ওঠো, বাবু সোনা! দেখি তো তুমি কতটা ভাল!’

সতেরো

মাতাল হলে চূড়ান্ত বদ হয়ে ওঠে রিক বেণ্ডার। বিশেষ করে উইস্কি তাকে করে ফেলে সত্যিকারের হিংস্র পশু এ কারণে গত বারো বছর অ্যালকোহল ছুঁয়ে দেখেনি। শেষবার গিলেছিল এক পাইন্ট জে.ডি। সেসময় নিক আর সে মিলে চুরমার করে ছয়টি বার। হাসপাতালে ভর্তি হয় নয়জন

লোক। তাদের একজন আর কখনও হাঁটতে পারবে না। আরেকজন ছয় মাস নাক দিয়ে খেয়েছে তরল খাবার। চুরচুর হওয়ায় চোয়ালটা মেরামত করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছিল একদল ডাক্তার। মেডিকেল রিটায়ারমেন্টে যায় যুবক এক পুলিশ অফিসার। কখনও বাবা হবে না সে। এক লাথিতে তার প্রিয় থলেটা ফাটিয়ে দিয়েছিল রিক। এসব করার জন্যে নিক আর ওকে আঠারো মাস সাজা দেয়া হয় এডিভিলের রাষ্ট্রীয় কারাগারে।

মদের জন্যে বন্দি হয়েছিল ওরা। ওই একই জিনিস খুন করেছে ওর বাবাকে। তাই আর কখনও মদ ছুঁয়ে দেখেনি রিক।

প্রিয় ভাইয়ের স্মৃতি রোমন্থন থেকে বাঁচতেই আজ গিলতে বসেছে সে। তরল গরল রাগিয়ে তুলছে তাকে। প্রথম পনেরো মিনিটে গিলেছে ছয় পেগ উইস্কি। আধঘণ্টা পর বোতল তুলে গলায় ঢেলেছে আরও দু'পেগ। তারপর গুলিয়ে গেছে সব হিসাব। মনে নেই পেটে গেছে মোট কয় আউন্স।

আরও দুই আঙুল পরিমাণের উইস্কি গলায় চালান দিল রিক। ওই পরিমাণ শুনলে যে-কেউ বলবে, ওটা বেশি নয়। কিন্তু সাধারণ নয় রিকের আঙুল। একেকটা সাগরকলা সাইযের। হাতের দিকে তাকাল রিক। ভাবতে লাগল, শালা, পারলাম না কুত্তাটার গলা ছিঁড়ে নিতে? মাথাটা ছিঁড়ে নিলে এখনও বেঁচে থাকত নিক! আমি কী করলাম? পালিয়ে গেলাম! আমি শালা দেখছি পুরো পচা বাতিল মাল!

কাউন্টারে গ্লাস রাখল রিক। তুলে নিল ইমপোর্ট করা অ্যাবেরলৌর স্কচ উইস্কির বোতল। চোখের সামনে নিয়ে দেখল ওটাও খালি। একেক বোতলের দাম আশি ডলার। তাতে ক্ষতি নেই। শেরিফকে খুনের জন্যে নিকের প্রাপ্য টাকা থেকে কেটে নেবে ময়নিহান। বারের পেছন থেকে নতুন বোতল নিতে ঝুঁকল সে। বিলাসবহুল বার। চকচক করছে

বার কাউন্টারের পালিশ করা ওয়ালনাট। কোনও দাগ নেই। তরুণ বয়সে যেসব বারে ঢুকত ওরা, তেমন নয়। তাকের ব্র্যাণ্ড বেশিরভাগই চিনল না রিক। শালার হয়েছেটা কী কুত্তার বাচ্চাগুলোর, রাখে না কেন কেন্টাকি সাওয়ার ম্যাশ?

একটা বোতল ওয়ালন্নাট কাউন্টার থেকে নেবে রিক, তখনই শুনল ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ।

কান ভনভন করছে অ্যাবেরলৌরের নেশায়।

তবুও চিনল ওই শব্দ।

দ্য বাইসন!

ওদের গাড়ি!

ঘাড় কাত করে বারকাউন্টারের ওদিকে তাকাল রিক। আওয়াজ আসছে রেস্তোরাঁর দিকেই। বিশেষ কোটিং করা জানালার কাঁচের ওদিকে অত্যুজ্জ্বল আলো!

আরও বাড়ল ইঞ্জিনের গর্জন!

'শালা করেটা কী?'

পরক্ষণে দরজা-জানালা ভেঙে ঢুকল ডজ। নানাদিকে ছিটকে গেল কাঁচের হাজারো টুকরো। জোর গুঁতো খেয়ে সরছে চেয়ার, টেবিল ও ফুলের টব! আসবাবপত্র ঠেকাতে পারল না দানবীয় ট্রাকটাকে। প্রকাণ্ড চাকার নিচে চাপা পড়ছে বা ঠেলা খেয়ে ছিটকে যাচ্ছে সব।

গোঁ-গোঁ আওয়াজে তেড়ে এল ঠিক রিকের দিকেই!

টর্‌র্ হয়ে আছে রিক। উঠে দাঁড়াতে কুঁজো হলো। বুঝল না ডানে নাকি বামে ঝাঁপ দেবে। হতবাক হয়ে দেখছে ছুটন্ত যান্ত্রিক দানব! ক্যাবের ওপরে লাগানো চোখ ধাঁধানো সাদা আলো পড়ছে তার চোখে। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে দিল রিক। কিন্তু এত শক্তি নেই যে ঠেকাবে প্রকাণ্ড ট্রাক। মড়মড় শব্দে ওয়ালনাটের বার উপড়ে নিল ওটা। হুড়মুড় করে পেছন দেয়ালে গিয়ে পড়ল ভারী কাউন্টার। শত বোতলের ভাঙা কাঁচের মধ্যে কী যেন চেপে বসল রিকের ওপর। ভালমত

কিছু বুঝবার আগেই জ্ঞান হারাল সে।

আঠারো

আজ মানব-হত্যা করেছে মাসুদ রানা। অস্ত্রের মুখে বন্দি করেছিল দানবীয় দুই লোককে। বাধ্য হয়ে খুন করেছে তাদের একজনকে। মোটেলে ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছে পুলিশের লোক। তাই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছে ও। কিডন্যাপ করেছে শহরের শেরিফকে। তার পেট থেকে বের করেছে জরুরি তথ্য। সুতরাং, আরও কিছু বেআইনী কাজ করলেও কিছু যায় আসে না ওর।

এইমাত্র ডজ র‍্যাম ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছে রেস্তোরাঁর দরজার দিকে। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে শেরিফ অস্টিন ম্যাকলাস্কি। আপত্তি তোলেনি সে। তবে স্বেচ্ছায় ড্রাইভ করছে না। স্টিয়ারিং হুইলে তার হাত হ্যাণ্ডকাফে আটকে দিয়েছে রানা। ব্যবহার করেছে ক্যাবে পাওয়া লম্বা রেঞ্চ। ওটার চাপ খেয়ে পুরো ডেবে গেছে অ্যাক্সেলারেটর পেডাল। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ারস্টিক ফেলেছে 'ড্রাইভ' স্লটে। সরাসরি কাঁচের দেয়াল লক্ষ্য করে ছুটে গেছে দানবীয় ট্রাক। ম্যাকলাস্কি জানে, গন্তব্য থেকে গাড়ি সরালে কপালে খারাবি আছে তার। তাই চুপ করে বসে আছে সে।

কাঁচ উড়িয়ে রেস্তোরাঁয় ট্রাক ঢুকছে, এমনসময় পেছন গলিতে পৌঁছুল রানা। শুনল কাঁচ ও কাঠ ভাঙার বিকট শব্দ। ক'সেকেণ্ড পর কোথাও আটকে গিয়ে ক্রুদ্ধ, চাপা গর্জন

ছাড়তে লাগল ট্রাকটা।

ভিলাজ-ও-সঁওর কিচেনের দরজার হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল রানা। ওটা লক করা। ম্যাগনামের গুলিতে উড়িয়ে দিল ওটা। পরের গুলি লাগল দরজা ও চৌকাঠের মাঝের মেকানিযমে। এবার সহজেই খুলল দরজা। ঠুং-ঠুং শব্দে ধাতব, ভাঙা মেকানিযম পড়ল রানার পায়ের কাছে।

সামনে অন্ধকার প্যাসেজ। একটু দূরে আরেক দরজা। ক'সেকেণ্ড রেস্তোরাঁর ভেতরের আওয়াজ শুনল রানা। মনে হলো, মৃদু কাঁপছে মেঝে। গিয়ে খুলল সামনের দরজা, হাতে ম্যাগনাম। চট্ করে দেখল ওদিকের ঘরটা।

কিচেন।

কেউ নেই।

ঘরে জ্বলছে যিরো পাওয়ারের বাল্ব্।

তবে সে আলোতেও দেখা গেল চারপাশ। বিশাল এক স্টিলের ওঅর্ক-টেবিলে হাঁড়ি, কড়াই, চামচ, ছুরি ইত্যাদি।

এ ঘরের ভাল বর্ণনা দিয়েছে ম্যাকলাস্কি।

ডানে ডাবল সুইং-ডোর। ওপাশে ডাইনিং রুম। ওখানে না গিয়ে রানা চলে গেল বামের দরজার কাছে। কবাট খুলল। ক'ফুট দূরেই ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি।

দালানে আরও আছে সিঁড়ি, তবে দোতলা পর্যন্ত। ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ। তবে এটা গেছে তিনতলায়। বিপদ হলে বা পালাতে চাইলে ওপরতলার কেউ ব্যবহার করবে এই সিঁড়ি।

এখন নেই চেয়ার-টেবিল সরে যাওয়ার খড়-খড় শব্দ। সামনে কোথাও বাধা পেয়ে রাগী ষাঁড়ের মত গর্জন তুলছে ট্রাক। ওপরতলার কেউ সিঁড়ি বেয়ে নামলে ওই আওয়াজে পদশব্দ শুনতে পাবে না রানা। পেছনে দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওয়ালথার হাতে। কোমর থেকে তাক করেছে অস্ত্রের নল। পরের বাঁক ঘুরে ওঠার সময় কেউ

পিস্তল কেড়ে নিতে চাইলে তা হবে তার জন্যে প্রায় অসম্ভব কাজ।

প্রথম ল্যাণ্ডিঙে থেমে আবারও কান পাতল রানা।

চলন্ত ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে এল ওপরতলায় কারও দৌড়ের আওয়াজ। লোকটার পরনে বুট জুতো।

সিঁড়ির পাশ দিয়ে উঁকি দিল রানা। ওপরে জ্বলছে হলদে বাতি, দেয়ালে বাদুড়ের মত বিদঘুটে ছায়া। সিঁড়ির বাঁক ঘুরে দুদ্দাড় করে নেমে এল মাঝারি গড়নের লোকটা, পরনে শার্ট ও প্যান্ট। খাটো করে ছাঁটা ধূসর চুল। রেস্টুরেন্টের কর্মচারী নয়, হাতে পিস্তল। রানাকে দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো চোখ। বেঁকে গেল ঠোঁট। রানার বুকের দিকে তুলছে পিস্তলের নল। সে ট্রিগার টেপার আগেই কোমরের কাছ থেকে গুলি করল রানা। লোকটার তলপেট দিয়ে ঢুকে শোল্ডার ব্লেডে গিয়ে বিঁধল বুলেট। সিঁড়িতে দর্শনীয় ডিগবাজি দিয়ে থ্যাপ-থ্যাপ শব্দে কয়েক ধাপ নেমে রানার পায়ের কাছে থামল লাশ।

এ ময়নিহান নয়। পোশাক সাদামাঠা, জুতো কমদামি। এর তিন মাসের বেতনের চেয়ে টপ টেররের তিন মিনিটের রোজগার অনেক বেশি।

লাশ টপকে পিস্তলটা তুলে নিল রানা। গ্লক সতেরো। অর্থাৎ, জুডিরটা নয়। ওরটা ছিল গ্লক নাইন্টিন। আকারে একটু ছোট। কোমরে ম্যাগনামের পাশে অস্ত্রটা গুঁজে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রানা। স্থানীয় মস্তানদের ওপর ভরসা না করে বাইরে থেকে লোক এনেছে ময়নিহান। রানার ধারণা: সংখ্যায় বেশি নয় তারা। তবে সতর্ক না হলে মাত্র একটা বুলেট ওপারে পাঠাতে পারবে ওকে।

সিঁড়ির শেষধাপে থামল রানা। একটু দূরেই বন্ধ দরজা। হয়তো এগোলেই ওদিক থেকে আসবে গুলি। কয়েক কদমে দরজার কবজার পাশে পৌঁছুল ও। হাত বাড়িয়ে চাপ দিল

হ্যাণ্ডেলে। ভেতর দিকে খুলল দরজা। গুলি করল না কেউ।

সামনে গোছানো অফিস। ডেস্কের ওদিকে আরামদায়ক চামড়ার চেয়ার। ল্যাম্পের আলো পড়েছে ক'টা ফাইলের ওপর। দেয়ালে তৈলচিত্র। হামলার জন্য লুকিয়ে নেই কেউ। ঘরে ঢুকে সতর্ক চোখে চারপাশ দেখল রানা। কোণে আরেকটা খোলা দরজা দেখে চলল ওদিকে।

পরের ঘরের একপাশে চওড়া জানালা। ওদিক দিয়ে দেখা যাবে নিচের রাস্তা। ঝরঝর করে ঝরছে তুষার। নিচতলা থেকে এল পোড়া পেট্রলের ঝাঁঝ। ডাইনিংরুম ভেঙে বেরোতে চাইছে ডজ ট্রাক। বনবন ঘুরছে চাকা। মৃদু কাঁপছে গোটা কাঠের বাড়ি। কিন্তু ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে এল একলোকের কণ্ঠস্বর। হড়বড় করে কী যেন বলছে কাউকে।

কে জানে, হয়তো মস্তান বা পুলিশ ডাকছে!

দরজা পেরিয়ে রানা দেখল ঘরের মাঝে এক লোক। কানে মোবাইল ফোন। পরনে দামি পোশাক। কিন্তু তাকে ন্যাশ ময়নিহান বলে মনে হলো না ওর।

এর বয়স ষাটমত। কুঁচকে গেছে গালের চামড়া। মাথার তালুতে মস্ত টাক। চোখের নিচে বড় বড় দুটো টোপলা। মণির চারপাশটা হলদে। পাকা ডাক্তারের ভঙ্গিতে ভাবল রানা, এর কঠিন কিডনি সমস্যা আছে!

মোবাইল ফোনে বলল লোকটা, 'হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে।' রানার দিকে বাড়িয়ে দিল ফোনটা।

তার বুকে পিস্তল তাক করে ফোন নিল রানা। কানে ঠেকিয়ে বলল, 'ন্যাশ ময়নিহান?'

'বেশ ঝামেলায় ফেললে,' খুশি-খুশি স্বরে বলল ওদিকের লোকটা। কথায় টেক্সাসের মৃদু টান। 'কী নামে ডাকব তোমাকে?'

'তুমি জুডির কোনও ক্ষতি করলে আমাকে বলতে পারো তোমার যম বা মৃত্যুদূত,' জানাল রানা।

মৃদু হাসল ময়নিহান। 'ক্লিন্ট ইস্টউডের সিনেমা বেশি দেখো?'

পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা, 'জুডি এখন কোথায়?'

'কোথায় থাকবে ভাবছ?'

'তোমার ওখানে?'

'ভাবছ বলব কোথায় আছি?' হাসল ময়নিহান। 'ভেবো না, নিরাপদেই আছে। যা চাই, সেটা পেলে বিপদ হবে না ওর।'

'কী চাও?' জানতে চাইল রানা। ভাল করেই মনে আছে, কাউণ্টার-টেরোরিযমের প্রথম শর্ত: কখনও মেনে নেবে না সন্ত্রাসীর কোনও দাবি।

'আগে বলো তুমি কে।'

পরিচয় গোপনের কারণ নেই। জুডিকে অত্যাচার করে এসব তথ্য জেনে নিতে পারবে ময়নিহান। 'আমার নাম মাসুদ রানা। একটু আগে বলছিলে কী যেন চাই। সেটা জানাও। আমি ফেরত চাই জুডিকে। প্রয়োজনে চুক্তি করতে আপত্তি নেই।'

'জুডি সত্যিই সুন্দরী। বুঝেছি কেন ওকে ফেরত পেতে তুমি এত ব্যস্ত। ঠিক আছে, তো এসো চুক্তি করা যাক।'

'তুমি চাও জুডির বদলে নিনা ভেঞ্চুরাকে?'

'ঠিক।'

'আমার জানা নেই ওই মেয়েটা কোথায় আছে।'

'তা হলে খুঁজে বের করো। ধরে আনো আমার কাছে। সেক্ষেত্রে ফেরত পাবে জুডিকে।'

'ঠিক কোথায় পৌঁছে দেব নিনা ভেঞ্চুরাকে?'

'ভালই বলেছ। নিনাকে খুঁজে আনতে রাজি হয়েছ এককথায়। তর্কও করবে না? হাহ্, সন্তুষ্ট হলাম! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে উপযুক্ত লোকই তুমি। হয়তো সত্যিই পারবে কাজটা করতে।'

‘কোথায় নিয়ে যাব ওকে?’

‘সেটা পরে জানাব।’

‘তুমি তো বোধহয় এখন লিটল ফোর্কে নেই?’

‘একটু পরেই পেরোচ্ছি কেন্টাকি বর্ডার। যাক্ গে, একটা কথা, তোমার মাথার ওপরে ঘোষণা করেছি পুরস্কার। তাই রয়ে গেছে আমার ক’জন। মাথাটা সামলে রেখো।’

‘আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করছ বলে বড় খুশি হলাম।’

‘আমার ছেলেরা ব্যস্ত রাখবে তোমাকে। আর তুমি খুন হলে বাতিল হবে চুক্তি। অবশ্য, তাতে কিছুই যায় আসে না আমার। হাতের মুঠোয় জুডি, কাজেই আসতে হবে নিনা ভেঞ্চুরাকে। যা খুশি করব ওই দুই বোনকে নিয়ে। নিনাকে এনে দিলে অবশ্য সত্যিই ফেরত পাবে জুডিকে।’

‘বুঝলাম।’

‘তবে কিছু করার আগেই হয়তো লাশ হবে।’

‘তা মনে হয় না। অপেক্ষা করো, নিজেই হয়তো দেখবে বডিব্যাগে করে পৌঁছাচ্ছে তোমার ছেলেরা।’

‘গুড! এ-ই তো সঠিক স্পিরিট! জানতাম তোমার ওপর ভরসা রাখা যায়।’

‘বেশি দেরি হবে না তোমার সঙ্গে দেখা হতে।’

‘আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি,’ হালকা হুমকির সুরে বলল ন্যাশ ময়নিহান। ক’সেকেণ্ড পর বলল, ‘ওই ফোনটা নিজের কাছে রেখো, কাজে আসবে নিনাকে পাওয়ার পর।’

‘পরে কথা বলব, অন্য ফোনে।’ ময়নিহানের নাম্বারটা দেখে নিয়ে জাজের দামি মোবাইল ফোনটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে চুরমার করল রানা। ফলে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একটা জোরালো প্রমাণ নষ্ট হলো বটে, কিন্তু রানাকে ট্র্যাক করার মতলবটা বানচাল করা গেল।

আলাপের সময় নড়েনি অসুস্থ লোকটা। কষ্টের দৃষ্টিতে দেখল ভাঙা মোবাইল ফোন।

'আপনার নামটা বোধহয় প্যাট্রিক হোল্ড?'

জণ্ডিস রোগীর হলদে চোখ পিটপিট করল দু'তিন বার।

'ন্যাশ ময়নিহান এখন কোথায়?'

'ডালাসের পথে,' লোকটার কণ্ঠে হতাশা। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, ভয়ঙ্কর এক লোকের মুখোমুখি হতে তাকে ফেলে গেছে ব্যবসায়িক পার্টনার।

'আপনিও ন্যাশ ময়নিহানের চাপে অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল জাজ। 'না। আমার জানা আছে কী করছি। মরব ক'দিন পর। তার আগে স্ত্রী, ছেলে ও নাতি-পুতির জন্যে রেখে যাচ্ছি প্রচুর টাকা, বিশাল সম্পত্তি। এ সুযোগ দিয়েছে ময়নিহান।'

'তুমি না বিচারক?' বলল বিরক্ত রানা, 'অপরাধী থেকে বাঁচাবে সাধারণ মানুষকে, তা না করে পড়ে গেছ লোভের ফাঁদে। উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত তোমার।'

কাঁপা গলায় বলল হোল্ড, 'তুমি আমাকে খুন করবে?'

'না, তবে যাদের প্রতি অন্যায় করেছ, বিচার করবে তারাই।' সামনে বেড়ে লোকটার মাথার পাশে আদর করে ওয়ালথারের একটা টোকা দিল রানা। ধুপ্ করে ওর পায়ের কাছে পড়ল জাজ হোল্ড। বিড়বিড় করল রানা, 'আমার ধারণা, তোমার চেয়ে ভাল বিচারক হবে ওরা।'

রিক বেণ্ডারের ট্রাক রেস্টুরেন্টে পাঠিয়ে সুবিধা হয়নি। রানা ভেবেছিল, ডাইনিংরুমে থাকবে ন্যাশ ময়নিহানের বেশিরভাগ বডিগার্ডরা। তাদের ঘাবড়ে দিয়ে ওই সুযোগে অন্য পথে ঢুকবে নিজে। কিন্তু যেন নিশ্চিন্তে ঢুকতে পারে, সে ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে লোকটা। টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে নিজের এক লোককে। মরলে মরুক সে!

তাকে খুন না করে উপায় ছিল না রানার। প্রথম কথা: বাঁচাতে হবে নিজেকে। খুঁজে নিতে হবে নিনা ভেঞ্চুরাকে।

নইলে খুব কঠিন হবে জুডিকে উদ্ধার করা।

জাজের কাছ থেকে নতুন কিছু জানতে পারেনি রানা। তবে ফোনে ময়নিহানের সঙ্গে কথা বলে এটা বোঝা গেছে, একপাল নেকড়ে লেলিয়ে দিয়েছে সে। বলেছে, নিনাকে তার হাতে তুলে দিলে ছেড়ে দেবে জুডিকে। সবই মিথ্যার ফুলঝুরি। দলের লোক মরলেও কিছুই পাত্তা দেয় না সে। খুশিই হবে রানা এবং তার লোক লড়ে মরলে।

জুডি বা নিনাকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে নেই ময়নিহানের, এটা পরিষ্কার। অন্তর থেকে চায়, খুন হোক রানা। সেক্ষেত্রে ছেঁড়া কোনও সুতোই থাকবে না।

এবার খুঁজতে হবে নিনা ভেঞ্চুরাকে। হাতে সময় নেই। এখন প্রথম কাজ হওয়া উচিত রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যে-কোনও সময়ে পৌঁছুবে ময়নিহানের খুনির দল।

কেন্টাকিতে এসে প্রথমে এয়ারপোর্টের কাছে যে হোটেলে উঠেছিল রানা ও জুডি, এখন যাবে ওখানে। নেবে বাড়তি পোশাক ও অন্যান্য জিনিস। এ ছাড়া রয়েছে নকল ডকুমেণ্ট। ওসব লাগবে বিমানে উঠতে।

অচেতন জাজ হোল্ডকে মেঝেতে রেখে সিঁড়ির কাছে ফিরল রানা। পকেট থেকে বের করল জুডির মোবাইল ফোন। ময়নিহানের মোবাইল নম্বরটা সেভ করল জুডির ফোনে।

নিনা ভেঞ্চুরাকে কল দিয়ে ভাবল, রিসিভ করবে না কেউ। ক'বার বাজার পর কেটে গেল লাইন। ট্র্যাক করা হবে ভেবে নেটওঅর্ক ব্যবহার করবে না মেয়েটা। কিন্তু ফোন মাঝে মাঝে চেক করবে না, তা না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভয়েস মেসেজ পাবে সে।

এবার ভয়েসমেইলে মেসেজ পাঠাল রানা। 'নিনা, আমি মাসুদ রানা। আপনার বড়ভাইয়ের পরিচিত। হয়তো শুনেছেন আমার কথা। যাদের কাছ থেকে লুকিয়ে আছেন, সেই দলের

লোক তুলে নিয়ে গেছে জুডিকে। চেষ্টা করছি ওকে উদ্ধার করতে। কিন্তু সেজন্যে আপনার সাহায্য দরকার। প্রথম সুযোগে কল করবেন আমাকে।'

এবার জন হার্বার্টকে কল দিল রানা। 'শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'তাই? কেন?' অবাক হলো ওর বন্ধু।

ন্যাশ ময়নিহানের সঙ্গে যে-কথা হয়েছে, খুলে বলল রানা।

'সে চুক্তি করল তোর সঙ্গে?' বিস্ময় বাড়ল জনের।

'হ্যাঁ। বাধ্য হয়ে ধরে নিচ্ছি মিথ্যা বলছে না।'

'ভয় দেখাতে চেয়েছে,' বলল জন, 'যাতে দেরি না করে নিনা ভেগুরাকে খুঁজে তুলে দিস্ তার হাতে। লোকটা জানে না, ঘাবড়ে যাওয়ার লোক নয় আমরা নই।'

'আমারও ধারণা ভয় দেখাচ্ছে। তবে পেছনে খুনি লেলিয়ে দেয়া হলে স্বস্তি পাওয়া কঠিন।'

'এখন কী করবি?'

'ময়নিহান চলেছে ডালাসে। আমিও যাচ্ছি।'

'তা হলে ফ্লাইট প্ল্যান পাল্টে নিচ্ছি,' বলল জন। 'ওখানেই দেখা হবে তোর সঙ্গে।'

দু'বন্ধু ঠিক করল ডালাসের ফোর্ট ওঅর্থ এয়ারপোর্টে আগামীকাল সকালে দেখা করবে ওরা।

'তুই আপত্তি না তুললে সঙ্গে নেব বাড হিগিন্সকে,' বলল জন হার্বার্ট। 'ও অস্থির হয়ে আছে।'

'মন্দ হয় না ওকে নিলে,' বলল রানা, 'বাড়তি হাত আর অস্ত্র কাজে আসতে পারে।'

রানার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে বলে কৃতজ্ঞ বাড হিগিন্স। সে-ও রানা এজেন্সিতে কাজ করে এবং রানার বন্ধু।

'একবছর হলো অ্যাকটিভ অ্যাসাইনমেন্টে নেই, ওকে সঙ্গে নিবি শুনলে খুশি হবে,' বলল জন। 'এরই ভেতর খুঁজে

বের করুক ন্যাশ ময়নিহান সম্পর্কে তথ্য।'

বিদায় নিয়ে ফোন রাখল রানা। ভাবছে, ও খুন হলে বাঁচবে না জুডিও। পেছনে লেগেছে চুক্তিবদ্ধ একদল খুনি। ভাল হলো, পাশে পাবে দক্ষ দু'জন বন্ধু।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নামল রানা। কিচেনের দরজার কাছে পৌঁছে শুনল টিকটিক আওয়াজ। ঠাণ্ডা হচ্ছে ডজের তপ্ত ইঞ্জিন। ম্যাকলাস্কি বা অন্য কেউ অফ করে দিয়েছে ওটা।

ডাইনিং রুমে থাকুক শেরিফ। হয়তো জাজ বা শেরিফকে গ্রেফতার করবে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কেউ।

ডজ ট্রাক ব্যবহার করে এয়ারপোর্টে গেলে রানা হয়ে উঠবে টার্গেট। কিচেন কাউন্টারে ম্যাগনাম রেখে কোমরে ওয়ালথার ও গ্লক সতেরো গুঁজে দালান থেকে বেরিয়ে এল ও।

নির্জন রাস্তা। কেউ নেই। আরও বেড়েছে তুষারপাত। জোরালো ঝরঝর শব্দে চাপা পড়ছে আর সব আওয়াজ।

ফুটপাথে উঠল রানা। একটু পর হারিয়ে যাবে পদচিহ্ন। জ্যাকেটের কলার তুলে হেঁটে চলল এয়ারপোর্ট লক্ষ্য করে। আশা করছে, প্রবল তুষারঝড়ে বন্ধ হবে না বিমানবন্দর।

উনিশ

মাঝে মাঝে নেকড়ের মত একপাল লোকের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মার খেয়েছে রিক বেণ্ডার, কিন্তু শেষে দেখা গেছে তাদের হাড়গোড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বিপদ থেকে।

জীবনে প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান হারিয়ে এখন রীতিমত লজ্জা হচ্ছে ওর।

ছিহ্-ছিহ্! সারাজীবন দুনিয়ার মানুষকে পিটিয়ে অজ্ঞান করল, আর আজ তার নিজেরই এই হাল!

এজন্যে দায়ী ওই বাদামি বদমাস হারামজাদাটা!

অবশ্য এ-ও ঠিক, কপাল ভাল যে খুন হয়নি সে!

জঙ্গলে জ্ঞান ফিরলে পাশে ছিল নিক। এবার চেতনা ফিরতে দেখছে পাশে নেই ছোটভাই।

নিক নেই তা দগদগে ক্ষতের মত জ্বলছে বুকের ভিতর। কাঁদতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু ঠিক সে-ধরনের লোক নয় রিক। দুঃখের কারণে এল মনে প্রচণ্ড ক্রোধ। তা ছাড়া, পেটে কুলকুল করছে অন্তত এক বোতল উইস্কি।

বারকাউণ্টারের তলা থেকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বিস্ফোরণের মত উঠে এল সে। ডজ ট্রাক ভেঙেচুরে হাজির হতেই ভাবছিল ঝাঁপ দেবে কোন্‌দিকে। কুঁজো হয়েছে, এমনসময় ওকে উড়িয়ে নিয়ে কাউণ্টারের আরেকদিকে ফেলেছে যান্ত্রিক দানব। ভারী ওয়ালনাট কাঠের কাউণ্টার আড়াল দিল বটে কিন্তু কী যেন লাগল মাথায়।

বারকাউণ্টারটাকে ভাঙতে পারেনি ট্রাক, নইলে নির্ঘাত খুন হতো ও। তবে এখন ওয়ালনাটের এই মোড়ক চাই না তার। কাঁধ দিয়ে ঠেলে ভারী কাউণ্টার সরিয়ে দিল রিক। রাগে গর্জন ছাড়ছে ক্ষিপ্ত ভালুকের মত। ক'পা সরে দেখল সর্বনাশ হয়েছে বিলাসবহুল ভিলাজ-ও-সঁও রেস্টুরেন্টের।

একটু দূরে দেয়ালের কোণে নাক ঠেকিয়ে ওরই মত কর্কশ গর্জন ছাড়ছে ট্রাকটা। আকাশে উঠেছে মুচড়ে যাওয়া হুড। ভাঙা কিছু টেবিল-চেয়ারের মধ্যে বনবন ঘুরছে সামনের দু'চাকা।

রিক বেণ্ডার চোখে অস্পষ্ট দেখলেও টের পেল ক্যাবের ভেতর বসে আছে কে যেন। ওর মনে হলো, ওই লোক

নিশ্চয়ই নিকের খুনি! পরক্ষণে ভাবল: সেক্ষেত্রে রেস্টুরেন্ট ভেঙেছে কেন? আরও বড় প্রশ্ন: চুপ করে বসে আছে কেন ব্যাটা?

চুরমার হওয়া আসবাবপত্র সরিয়ে গাড়ির দিকে চলল রিক। গা থেকে টুপটাপ ঝরছে কাঁচের টুকরো। চুল ঝাড়তে গিয়ে টের পেল, কপাল আর গালে চট্-চট্ করছে আঠালো কিছু। গা থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে মদের দুর্গন্ধ। ভীষণ জ্বলছে হাতের পিঠ। যেন কামড়ে দিয়েছে কাঠ পিঁপড়ে। আগুনের মত ছ্যাৎ-ছ্যাৎ করছে কাঁধের ক্ষত। এ ছাড়া ঠিকই আছে সে।

সর্বনাশ হয়েছে তার ট্রাকের। আগেই রিক ভেবেছে, যে খুন করেছে ওর ভাই নিককে, তাকে ছাড়বে না সে। কিন্তু এখন দ্য বাইসনের করুণ হাল দেখে বিড়বিড় করে রানাকে শাপ-শাপান্ত করল। নিজ হাতে বাদামি কুত্তার বাচ্চাটার দুই পা দু'দিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে সে।

'কে ওখানে?' ক্যাব থেকে জানতে চাইল কেউ।

'ম্যাকলাস্কি?'

'রিক? ...রিক... তুমি?'

ভাঙা টেবিলের মাঝ দিয়ে চলতে গিয়ে পিছলে থামল রিক। পায়ের নিচে তেলতেলে মোবিল। ক'পা সরে ড্রাইভারের দরজায় পৌঁছুল সে। জানালা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। গ্যাঁট মেরে বসে আছে শেরিফ অস্টিন ম্যাকলাস্কি। ছড়ে গেছে চোয়াল। কপালে ছোট ক্ষত। বাড়ির ভেতরে ট্রাক ঢোকার সময় উইণ্ডস্ক্রিনের বাড়ি লেগে ব্যথা পেয়েছে লোকটা।

'আমার ট্রাকের এই অবস্থা করেছ কেন?'

'আমি না, রিক,' স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত সরাবার ভঙ্গি করল ম্যাকলাস্কি। রিক দেখল তার হাতে হ্যাণ্ডকাফ। 'এবার বুঝতে পেরেছ?'

‘গাড়ি নিয়ে অন্যদিকে সরে যেতে পারতে।’

‘মাথায় পিস্তল তাক করেছিল ওই লোক,’ কাফ দিয়ে ঠুং-ঠুং শব্দ তুলল শেরিফ। ‘বের করো এখান থেকে।’

‘ওই লোক এখানে এসে ঢুকেছিল তোমার সঙ্গে?’

‘না,’ মাথা নাড়ল ম্যাকলাস্কি। ‘শেষ সময়ে নেমে গেছে লাফ দিয়ে। বোধহয় কিচেন দিয়ে ঢুকেছে ভেতরে। সুযোগ পেলেই খুন করবে ময়নিহানকে। বুঝলে, রিক, কিছুই করার ছিল না। বাদ দাও, পরে এই ফালতু ট্রাকের চেয়ে অনেক ভাল একটা কিনে নিতে পারবে।’

‘এটা ফালতু ট্রাক?’ রাগ বাড়ল রিকের। এমনিতেই ভণ্ড শেরিফকে পছন্দ করে না। লোভী পাঁঠা একটা। ওকেও সমান অপছন্দ করে সে। তা ছাড়া, নিককে ঘৃণা করত শুয়োরটা।

‘অ্যাক্সেলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিতে পারতে।’

রেগে গিয়ে চেঁচাল ম্যাকলাস্কি, ‘পারতাম না! আরে, প্যাডেলে রেঞ্চ আটকে দিয়েছে!’ হতাশার কারণে গায়ের জোরে হ্যাণ্ডকাফে টান দিল সে। ‘ছুটিয়ে নেবে, না কি?’

‘হ্যাঁ, ছুটিয়ে নেব। একটু রোসো। তারপর দেখো কী করি।’ ক্যাবের ভেতর দুই মস্ত হাত ভরল রিক।

‘যাক, এতক্ষণে তোমার আক্কেল...’

দু’হাতে ম্যাকলাস্কির মাথা চেপে ধরল রিক, পরক্ষণে মারাত্মকভাবে মুচড়ে দিল গায়ের জোরে। শেরিফের ঘাড়ের হাড় মড়াৎ শব্দে ভেঙে যাওয়ায় মনে হলো এইমাত্র গুলি করা হয়েছে ছোট ক্যালিবারের পিস্তল থেকে।

‘কুত্তার বাচ্চা, তোর উচিত ছিল রেঞ্চটা লাথি মেরে ফেলে দেয়া,’ মৃত শেরিফের উদ্দেশে নরম সুরে বলল রিক। রওনা হলো চুরমার হওয়া আসবাবপত্রের মাঝ দিয়ে। পরিষ্কার মেঝেতে পৌঁছে কার্পেটে ঘষে নিল বুটের হিল। ভাবছে, এবার কী করবে। মনেই নেই এইমাত্র খুন করেছে

অসহায় এক লোককে।

একবার দেখল দালানের সামনের ভাঙা অংশ। খসে পড়েছে কাঁচের দেয়াল। মেঝেতে তার হাজার টুকরো। দমকা হাওয়ায় ঢুকছে ভারী তুষার। সাদা হয়ে উঠছে শহরের চারপাশ। অ্যাপালেচিয়ান এলাকায় এমন ভারী তুষারপাত অস্বাভাবিক নয়। তবে বহুদিন পর রিক দেখছে এমন ঝোড়ো পরিবেশ। আরও বাড়ছে হাওয়ার বেগ। এভাবে তুষারপাত হলে অন্তত ক'দিনের জন্যে আটকে যাবে গিরিপথ। তখন বেরোবার জন্যে থাকবে মাত্র দুটো পথ। হয় যেতে হবে বিমানে বা হেলিকপ্টারে, নয় হেঁটে। থাকুক তা হলে ওর ভাঙা বাইসন গাড়ি।

কিচেনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে ঢুকল রিক। সার্ভিস এরিয়া থেকে এল মৃদু আলো। ওই পথেই এসেছিল নিকের খুনি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রিক। কান পাতল প্রথম ল্যাণ্ডিঙে থেমে। ভাবছে, কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল সে?

মন বলল, বাদামি ওই লোক এখন এ দালানে নেই।

আরও ক'ধাপ উঠতেই পেল হেনরি রাইডারকে। সে পড়ে আছে দ্বিতীয়তলার সিঁড়ির গোড়ায়। পেটে গোলাপের কুঁড়ির সমান লাল গর্ত। গোলাপ ফুটেছে পিঠে।

লাশ সার্চ করল রিক।

লোকটার কাছে অস্ত্র নেই। অথচ, সবসময় ময়নিহানের এই স্যাঙাৎ কাছে রাখত গ্লক সতেরো পিস্তল।

একটার পর একটা অস্ত্র সংগ্রহ করছে নিকের খুনি-শালা। ব্যাটা করবেটা কী এতগুলো নিয়ে? লাশ টপকে তৃতীয়তলায় উঠল রিক। মাথার ওপর জ্বলছে হলদে বাতি। ছায়ায় কেউ নড়বে ভেবে অপেক্ষা করল সে। কেউ নেই। সাবধানে ঢুকল প্রথম অফিসে। পরের অফিসের দরজা খোলা। ওখান থেকে এল ভোঁস-ভোঁস শব্দ। পানি থেকে ওঠা পরিশ্রান্ত ভোঁদড় যেন।

ক'সেকেণ্ড পর রিক বুঝল, ওটা কে হতে পারে।

ওই ঘড়-ঘড় ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

সতর্ক পায়ে পরের অফিসে ঢুকল রিক। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে সিলমাছের মত মেঝেতে পড়ে আছে অচেতন জাজ হোল্ড। কাত হয়ে আছে মাথা। হাঁ করা মুখ থেকে বেরোচ্ছে বিশ্রী ওই আওয়াজ। মাথার একপাশে বেগুনী দাগ। বাদামি বদমাসের কথা মনে পড়ল রিকের। ওই শালা সুযোগ পেলেই যার-তার মাথায় পিস্তলের বাড়ি মারছে!

শেরিফ ম্যাকলাস্কির মতই জাজ হোল্ডকেও পছন্দ করে না রিক। এই শালাও পাকা ভণ্ড! লোভী কুত্তা!

ময়নিহানের অফিসে আবার ফিরল রিক। লুকিয়ে নেই কেউ। যে চেয়ারে ছিল সুন্দরী মেয়েটা, সেটা এখন খালি।

ভুরু কুঁচকে চারপাশ দেখল রিক। ময়নিহান সঙ্গে নিয়ে গেছে মেয়েটাকে। টপ টেরর এখানে থাকলে এতক্ষণে বাদামি বদমাস বা ময়নিহান, যে-কোনও একজন লাশ হয়ে পড়ে থাকত মেঝেতে। আশপাশে নেই রক্তের চিহ্ন। হাতাহাতি হয়নি কোনও।

আবার জাজ হোল্ডের পাশে ফিরল রিক। ঝুঁকে বারকয়েক চড়িয়ে দিল বয়স্ক লোকটাকে। আগের চেয়েও হলদে দেখাচ্ছে জাজের মুখ।

'হোল্ড! ওঠো তো, বাপু! আরেহ্, কী হলো? ওই, শালার পো!' আবারও জাজের গালে চড় দিল রিক।

সামান্য নড়ল লোকটা। তিরতির করে কাঁপল পাপড়ি, তারপর খুলল চোখ। মনে হলো না দেখছে কিছু। অবশ্য ক'সেকেণ্ড পর হাত তুলে ঠেলে সরাতে চাইল রিককে।

হাতটা ধরে একটানে তাকে বসিয়ে দিল রিক।

আচমকা ঘুম ভেঙে হতভম্ব হয়েছে হোল্ড। আধ মিনিট লাগল নিজেকে ফিরে পেতে। চারপাশ দেখল আতঙ্কের চোখে। যাক্, বিদায় নিয়েছে ওই পিস্তলওয়ালা লোকটা!

দাঁড়িয়ে আছে রিক। বুকে আড়াআড়িভাবে রেখেছে দু'হাত। লালচে দুই চোখে তাকে দেখছে দানব।

'রিক?' প্রায় ফিসফিস করল জাজ হোল্ড।

'হ্যাঁ। আমি। এখানে কী হয়েছে, হোল্ড?'

'দু'পেগ উইস্কি এনে দাও। গলা শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে মরেই যাব!'

'আগে বলো কী হয়েছে। ন্যাশ ময়নিহান কোথায়?'

মুখের ভেতরটা শিরিষ কাগজ, জিভ নেড়ে লালা তৈরি করতে চাইল হোল্ড। চেয়ে আছে রিকের দিকে। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'বাড়ি ফিরে গেছে ময়নিহান।'

'ডালাস?'

'হ্যাঁ। মেয়েটাকে নিয়ে।' পিস্তলের নলের বাড়ি খেয়ে ব্যথায় টিসটিস করছে জাজের মাথা। 'বলেছে, সামলে নেবে পরিস্থিতি।'

'বলতে পারো যে পালিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে ধরা খেয়েছি আমরা।'

মাথা দোলাল হোল্ড। 'কখনোই আমাদের ভালমন্দ নিয়ে ভাবেনি। ব্যাপারটা সবসময় এমনই ছিল।'

'অথচ আমরা না থাকলে এ পর্যায়ে আসতে পারত না!' রেগে গিয়ে হাতের মুঠো পাকাল রিক। ব্যাণ্ডেজের ভেতর কুলকুল করে পড়ছে রক্ত। শার্টে তৈরি হচ্ছে বড় একটা ফুল। 'ওর কারণে মারা গেছে নিক।'

'টাকা পেতে হলে ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই কারও, রিক। আমরা ময়নিহানের হাতের ময়লা। কথাটা মেনে নেয়াই ভাল।' সামনে ঝুঁকল হোল্ড। কনুই রেখেছে হাঁটুর ওপর। দু'হাতে চেপে ধরল মাথা।

'আমার ভাই ওর খেলনা ছিল না,' ধমকের সুরে বলল রিক। 'আমি নিজেও কারও পুতুল নই।'

হাতের ইশারায় কথাটা উড়িয়ে দিল হোল্ড। 'পরিকল্পনা

তৈরি করে কাজে নেমেছে ময়নিহান। এরার হাতের মুঠোয় পাবে নিনা ভেঙ্কুরাকে। টোপ হিসেবে আছে ওর বোন। সব শেষ হলে আবারও লিটল ফোর্কে ফিরবে রাজার মত।'

'নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল জুডি ব্ল্যাকউডের বডিগার্ড? নাম কী লোকটার?'

'নাম বলেছে মাসুদ রানা। মিথ্যা নামও হতে পারে।'

'মাসুদ রানা,' বিড়বিড় করল রিক। নামটা ভাল লাগল না তার। থুতু ফেলল কার্পেটে। 'ওকে যেভাবে পারি খুঁজে বের করব। খতম করে দেব চিরতরে।'

'তার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে ময়নিহান। বলে দিয়েছে, যেন নিনা ভেঙ্কুরাকে নিয়ে ওর কাছে যায়।'

চুপ করে থাকল রিক। ভাবছে, কীভাবে খুন করবে বাদামি লোকটাকে।

'অবাক কাণ্ড কী, সেটা জানো?' বলল জাজ। 'ময়নিহান সতর্ক করেছে, তাকে খুন করতে লোক পাঠাবে সে।'

জাজ হোল্ডের দিকে তাকাল রিক। মনে পড়েছে, নিককে বলেছিল, আরও লোক ডাকছে ময়নিহান। তবে তার লোক লাগবে না আমাদের, বলেছিল নিক। তখন ওর সঙ্গে একমত হয়েছিল রিক। এখনও একই কথা বলবে। চাপা স্বরে জানাল, 'মাসুদ রানা আমার!'

মাথা নাড়ল জাজ হোল্ড। 'এসব থেকে বাইরে থাকো, রিক। নইলে খুন হয়ে যাবে।'

'আমার ভাইকে খুন করেছে ওই লোক!'

'ব্যাপারটা তুলে দাও পেশাদারদের হাতে,' বলল হোল্ড, 'নইলে বাঁচবে না। ওসবে না জড়িয়ে আমাকে সাহায্য করো, যাতে সামলাতে পারি এদিকের বিপদ।'

'হঠাৎ কেন তোমার মনে হচ্ছে যে আমি তোমাদের পরিচ্ছন্নকর্মী?' ত্যাড়া সুরে জানতে চাইল রিক। 'ভাবছ আমি ময়নিহানের হাতের পুতুল?'

'রেগে লাভ নেই, রিক,' বলল হোল্ড, 'সব গুছিয়ে না নিলে ফেঁসে যাব আমরা। তাতে ডুববে তুমিও। এখন প্রথম কাজ পুলিশকে নিয়ন্ত্রণে আনা। খুঁজে বের করতে হবে অস্টিন ম্যাকলাস্কিকে।'

'ম্যাকলাস্কি মারা গেছে,' জানাল রিক।

'মারা গেছে? কী করে? মাসুদ রানার কাজ?'

জবাব দিল না রিক।

পেশায় প্যাট্রিক হোল্ড বিচারক। থমকে গিয়ে দেখছে দানবটাকে। থমথম করছে চেহারা। ক'সেকেণ্ড পর জানতে চাইল, 'তুমি খুন করেছ ওকে? কী কারণে?'

'কারণ সে ছিল ময়নিহানের পুতুল। তুমি যেমন বলেছ, আমরা সবাই ছিলাম তার খেলনা।'

কড়া চোখে তাকে দেখল হোল্ড। 'তুমি গাধা নাকি!'

আবারও ঝুঁকল রিক। দু'হাতে তুলে নিল ভগ্ন দেহের জাজকে। সোজা চলে গেল জানালার সামনে।

আর্তচিৎকার ছাড়ল হোল্ড: 'আরে... আরে... এসব কী? পাগল হয়ে গেলে?'

'ঝাড়ুদারের কাজ করছি,' বলল রিক, 'নইলে ন্যাশকে জানিয়ে দেবে আমি যাচ্ছি ডালাসে।' দুর্বল শরীরের জাজকে দু'হাতে মাথার ওপর তুলল সে, পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলল চওড়া জানালার ওপর। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। জাজের সঙ্গে চলল চৌকাঠের হালকা, ভাঙা একটা অংশ। তবে ওটা পড়ার আগেই হাত-পা ছড়িয়ে ধুপ্ শব্দে রাস্তায় ভূপাতিত বিমানের মত পড়ল হোল্ড। ভোঁতা শব্দটা শুনে তিনতলা থেকে উঁকি দিল রিক। সন্তুষ্ট হয়ে ভাবল, ভাগ্যিস তুষার ঠিক তুলোর বাণ্ডিল নয়!

'মেনে নেব পেশাদার খুনিদেরকে, তাই না, হোল্ড?' হাসল রিক। 'মরুক শালারা! রানা শুধু আমার! কোনও কুত্তার বাচ্চাকে দেব না ওকে খুন করতে! ওকে খতম করব আমি,

নিজের হাতে!’

বিশ

খুব ছোট লিটল ফোর্কের এয়ারপোর্ট। ওখান থেকে বিমানে ওঠে না আন্তর্জাতিক যাত্রীরা। গত দু’বছর হলো কিছু আমেরিকান যাত্রীবাহী বিমান এলেও আগে আসত শুধু মালবাহী। হঠাৎ করেই এদিকের জমির দাম এবং টুরিস্টের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় সার্ভিস ভাল করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

অনেকক্ষণ আগে তুষারপাত মাথায় নিয়ে টার্মিনালে পা রেখেছে রানা। এখন চেয়ারে বসে দেখছে দূরে প্রকাণ্ড, নির্মাণাধীন দোতলা দালান। বাইরের বিলবোর্ডে লেখা: নতুন টার্মিনাল চালু হবে আগামী বসন্তে।

আপাতত পুরনো, ছোট এবং চৌকো একতলা টার্মিনাল দিয়েই কাজ চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ওটার চারপাশে কাঁচের দেয়াল। ছাত টিনের। তবে মেঝে কংক্রিটের। দালানের একদিক আগত যাত্রীদের জন্য, অন্যপাশ বহির্গমন যাত্রীদের। একই দরজা ব্যবহার করছে সবাই। নেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বহির্গমন এলাকায় আছে মাত্র ক’জন যাত্রী। একটু পর পর মাথা তুলে দেখছে অ্যানাউন্সমেন্ট বোর্ড। কারও মনোযোগ নেই রানার দিকে।

বিলম্বিত করা হয়েছে ফ্র্যাঙ্কফোর্টের বিমান। একইভাবে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে লেক্সিংটন, জ্যাকসন ও হার্ডিংস্‌বার্গের

বিমানের শেডিউল। তুষার ঝড়ের কারণে একই হাল এ রাজ্যের প্রতিটি বড় বড় এয়ারপোর্টের। দীর্ঘ সময়ের জন্যে আটকা পড়েছে রানা।

একটা ভেণ্ডিং মেশিন থেকে কফি নিয়েছে, আরেকটা থেকে স্যাণ্ডউইচ। ঘরের কোণে বসে দেখছে একটু দূরের আগমন ও নির্গমন দরজা। বড় বিমানবন্দর হলে ওকে সার্চ করত কর্তৃপক্ষ, কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিমানযাত্রী ভেবে নজর দেয়নি কেউ। রানার কাছে রয়ে গেছে ওয়ালথার। ব্যাগেজে রেস্টুরেন্টে মৃত লোকটার গ্লক পিস্তল। কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসাবাদ করলে ও দেখাবে নকল ইউএস এয়ার মার্শালের কাগজপত্র।

হোটেল থেকে ব্যাগ সংগ্রহের সময় ফোন করে ফ্লাইট বুক করেছে রানা। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, দেরি হবে বিমানে উঠতে। তবে আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, আশা করা যায় আগামী এক থেকে দেড় ঘণ্টার ভেতর থামবে ব্লিযার্ড। কিন্তু সেটা তিন ঘণ্টা আগের কথা। রওনা হতে না পেরে বিরক্ত রানা। কিন্তু কিছু করারও নেই।

পেরোল আরও দু'ঘণ্টা, লিটল ফোর্ক এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেল না কিংবা নামলও না কোনও বিমান। এর ভাল দিক: তুষার ঝড়ের কারণে ও যেমন চলে যেতে পারছে না, তেমনি এখানে পৌঁছুতে পারবে না ময়নিহানের খুনিরাও।

নিনা মেসেজ দিয়েছে কি না দেখতে জুডির ফোন অন করল রানা। না, যোগাযোগ করেনি মেয়েটা। আবারও পকেটে মোবাইল ফোন রাখল ও। চেয়ার ছেড়ে গেল টার্মিনালের আরেক প্রান্তে। প্রতিটি বিমান ছাড়তে বা আসতে দেরি হবে, জানিয়ে দেয়া হয়েছে বোর্ডে। আজ সারাদিন জার্নি শেষে নানান বিপদে জড়াতে হয়েছে পাহাড়ে ও শহরে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। নতুন করে কফি কিনল রানা।

আবার আগের সিটে ফিরে চোখ রাখল দরজার ওপর।

ভাবছে, যে-কোনও সময়ে পৌঁছুবে ম্যাকলাস্কি ও তার ডেপুটি শেরিফরা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হ্যাণ্ডকাফ খুলে ফেলেছে লোকটা। খুঁজছে ওকে। এদিকে জ্ঞান ফিরতেই খেপে গেছে জাজ হোল্ড। ম্যাকেলাস্কিকে জানাবে ওর নাম। ফ্লাইট বুকিং চেক লিস্ট দেখবে তারা। ওখানে পাবে না মাসুদ রানা নামটা। ও এখন মরিস রেনার। এই নাম ব্যবহার করেও সুবিধা হবে না, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলবে তারা।

এখনও পুলিশ হাজির হয়নি দেখে বিস্মিত রানা। খোঁজ নেয়ার কথা এয়ারপোর্টে। নাকি ন্যাশ ময়নিহান মানা করে দিয়েছে জাজ হোল্ড ও শেরিফ ম্যাকলাস্কিকে? রানা জেলে গেলে লড়তে পারবে না খুনিদের বিরুদ্ধে। তাতে মাটি হবে লোকটার আনন্দ? জেলে থাকলে খুঁজতে পারবে না নিনা ভেঞ্চুরাকে। ময়নিহান চায় ও খুন হোক, তবে তার আগে খুঁজে বের করুক নিনা মেয়েটাকে।

চতুর্থ কাপ কফি শেষ করেছে রানা, এমনসময় সত্যিই থামল ব্লিযার্ড। তবে আরও দু'ঘণ্টা পর ডিসপ্লে বোর্ডে লেখা ফুটল: ফ্লাইট টু ফ্র্যাঙ্কফোর্ট উড বি লিভিং অ্যাট ০৯:৫৫ এ.এম.। অর্থাৎ পঁচিশ মিনিট পর রওনা হবে বিমান। বাইসন ট্রাক দিয়ে ভিলাজ-ও-সঁও রেস্টুরেণ্টের কাঁচের দেয়াল ধসিয়ে দেয়ার প্রায় এগারো ঘণ্টা পর অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে ও।

যাত্রীদের সবার শেষে ছোট্ট বিচক্রাফ্ট্ ১৯০০ এয়ার ট্যাক্সিতে উঠল রানা। সিট সব মিলে উনিশটি। নেই ফ্লাইট অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট। সে কাজ করবে কো-পাইলট। দরজা বন্ধ করে ককপিটে ফিরল সে। সবাইকে লক্ষ করে দেখেছে রানা, বিপজ্জনক মনে হয়নি কাউকে। পেছনের সিটে বসে মুদে ফেলল চোখ।

বারকয়েক টেনিসবলের মত লাফিয়ে আকাশে ভাসল পিচ্চি বিমান। কিছুক্ষণ পর তুষারভরা মেঘ ফুঁড়ে উঠল ওপরে। এরপর যাত্রা হলো মসৃণ। গতকাল ভোর থেকে

চলেছে রানার কায়িক পরিশ্রম। আর জেগে থাকতে পারছে না। চোখে আধো ঘুম আর আধো জাগরণ নিয়ে নামল ফ্র্যাঙ্কফোর্টে।

প্রবল তুষার ঝড়ের আওতার বাইরে শহরটি রয়ে গেলেও আকাশ ধূসর মেঘে ভরা। ক্যাপিটাল সিটি এয়ারপোর্টে পড়ছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বিমান ত্যাগ করে অ্যারাইভাল টার্মিনালে ঢুকল সবাই। সঙ্গী যাত্রীদের পরনে ভারী কোট, ব্যতিক্রম শুধু রানা। যে কারও চোখে পড়বে ওর হালকা জ্যাকেট। নকল আইডি ব্যবহার করে ডালাসের টিকেট কিনল ও। নতুন করে যাত্রার জন্যে পরিষ্কার করা হচ্ছে বিমান। সময় লাগবে।

লিটল ফোর্কের চেয়ে ক্যাপিটাল সিটির এয়ারপোর্ট বড় হলেও এটাও আন্তর্জাতিক মানের নয়। ভেণ্ডিং মেশিন থেকে আবার নিল কফি-স্যাণ্ডউইচ। আধঘণ্টা পর রানা দেখল লাইন দিয়ে ছেড়ে আসা বিচক্রাফটে উঠছে আবার যাত্রীরা। তাদের কাউকে মনে হলো না পেশাদার খুনি। অবশ্য, পেশাদার খুনি মোটেই দেখতে খুনির মত হয় না। যে-কেউ বলবে রীতিমত ভদ্রলোক, পাশের বাড়ির বাসিন্দা। জানার উপায় নেই এই প্লেনে করে ওরা লিটল ফোর্কে যাবে কি না। তবে সম্ভাবনা বেশি, সামান্য সময়ের ব্যবধানে সরাসরি মুখোমুখি হলো না ওরা।

বারকয়েক রানার এ-ও মনে হলো, খুনির দলের সঙ্গে দেখা হলেই ভাল ছিল। তাহলে এখন আর থাকত না মানসিক চাপ। নিজেকে ওর মনে হচ্ছে যেন তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

একঘণ্টা পর কর্পোরেট জেটস্ট্রিম ৪১ বিমানে চেপে দক্ষিণ-পশ্চিমের ডালাস লক্ষ্য করে উড়ে চলল রানা। একসময় পেছনে পড়ল শীতার্ত আর্কানসাস। বিমান চলেছে টেক্সাসের সোনালি রোদ ভরা আকাশে। সামনে আসছে শত্রু এলাকা। আরও সতর্ক হতে হবে রানাকে।

বিমান অবতরণের পর প্রথমেই জুডির ফোন চেক করল ও। এখনও নেই কোনও মেসেজ। কল দিল জন হার্বার্টকে।

'তুই কই, রানা?' জানতে চাইল জন।

'ডালাস ফোর্ট ওঅর্থে।'

'এত দেরি?'

তুষার ঝড়ের কথা জানাল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায়?'

'এয়ারপোর্টের বাইরে, সঙ্গে বাড। মালামাল নিতে আসব?'

'না। কেউ জানে না তোদের কথা, ব্যাপারটা তেমনই থাকুক। আমি ট্যাক্সি নিলে পিছু নিবি। লেজ থাকতে পারে।'

কিছুক্ষণ পর রানার ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করল জন ও বাড। রুট আশি থেকে নেমে পৌঁছুল আর্লিংটন শহরের প্রান্তে। যখন বুঝল পিছু নেয়নি কেউ, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। ড্রাইভার বিদায় নেয়ার পর ওকে নিজেদের গাড়িতে তুলল জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স।

'ভাবতেও পারবি না কী জেনেছে বাড,' বলল জন। 'দারুণ এক ক্যারেকটার ন্যাশ ময়নিহান। একদম পচা মাল!'

'মোটেলে উঠি, তারপর বলিস,' সিটে হেলান দিল ক্লান্ত রানা।

একুশ

কিচেনের কাউন্টারে ম্যাগনাম রিভলভারটা পেয়ে খুশি হয়ে

উঠল রিক বেণ্ডার। বেরিয়ে এল ভিলাজ-ও-সঁওর পেছনের দরজা খুলে। তুষার ঝড়ের মাঝে দেখল ফুটপাথে একজোড়া পদচিহ্ন, সোজা গেছে দূরে। আগের চেয়েও বেশি পড়ছে তুষার। প্রায় চোখেই পড়ছে না পায়ের আবছা চিহ্ন। তবে খুব এগিয়ে নেই ওগুলোর মালিক। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না রিক। জানা আছে কোথায় যাবে মাসুদ রানা। তার পিছু না নিয়ে সোজা ফিরল রিক ওদের ওঅর্কশপে।

আগের মতই মেঝেতে পড়ে আছে ছোটর লাশ। জমাট বেঁধেছে থকথকে রক্ত। শেরিফ ম্যাকলাস্কি আর জাজ হোল্ডকে খুন করেছে বলে এখন একটু আফসোসই হলো রিকের। রাগ আর পেটের উইস্কি বাধ্য করেছে অযৌক্তিক আচরণ করতে। তবে এ-ও ঠিক, এখন আর ওকে বাধা দেয়ার কেউ রইল না। এবার নেবে প্রতিশোধ। গলা থেকে ছিঁড়ে নেবে মাসুদ রানার মাথাটা।

আবারও ছোটভাইকে দেখল রিক। এক পা ভাঁজ করে পড়ে আছে লাশ। ফার্স্ট এইড রিকভারি পযিশনে শুয়ে এখনই যেন হাত নেড়ে বাই-বাই দেবে। তবে রোগী নয়, আর কখনও সুস্থ হবে না নিক। পিঠের গর্ত দুটোয় অনায়াসেই ডানমুঠো ভরতে পারবে রিক।

ঝুঁকে ছোটভাইয়ের গাল স্পর্শ করল ও। রিগার মর্টিসে শক্ত হচ্ছে ঠাণ্ডা লাশ। সময় নিয়ে ওঅর্কশপ থেকে নিজের আঙুলের ছাপ মুছল রিক। কাজ শেষে ফিরল ভাইয়ের পাশে। আস্তে করে নিজের দিকে ফেরাল নিকের মুখ। গলে গেছে লাশের ফ্যাকাসে নীল মণিটা।

হাসি না এলেও কর্কশ হাসল রিক। 'ভেবো না, চোখ নেই বলে বরং দেখতে ভালই লাগছে!' বড় করে দম নিল সে। ছোটর চোখের পাতা টেনে বুজিয়ে দিল রক্তাক্ত গর্তটা।

উঠে আবারও তাকাল লাশের দিকে। বিড়বিড় করল, 'ছোট, যে কুত্তীর বাচ্চা এটা করেছে, খুনের আগে এমন

অবস্থা করব তার, মেরে ফেলার জন্যে পায়ে ধরবে।'

ঘুরে এসইউভিতে চাপল রিক। ভেতরে রক্ত, মগজ ও মাংসের আঁশটে দুর্গন্ধ। বরফঠাণ্ডা পরিবেশও এরচেয়ে ভাল, খুলে দিল সব জানালা। এসইউভি নিয়ে গলিতে থামল সে। ওঅর্কশপের দরজা টেনে আটকে দিল প্যাডলক। রানাকে খুন করে এসে ছোটভাইয়ের শেষকৃত্য সারবে রিক। আপাতত থাকুক সে ওই সমাধির মত বদ্ধ জায়গায়।

সোজা এয়ারপোর্টে এলেও ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকল না রিক। এমন জায়গায় রাখল এসইউভি, যেখান থেকে দেখা যায় ভেতরটা। যাত্রীরা দরজা দিয়ে বেরোলে পরিষ্কার দেখবে। হাতে ম্যাগনাম রিভলভার। পাশের সিটে নিকের মসবার্গ পারসুয়েডর শটগান। অবশ্য বাধ্য না হলে অস্ত্র ব্যবহার করবে না রিক। প্রথম সুযোগে নিজ হাতে খুন করবে মাসুদ রানাকে। তবে সে পালিয়ে যেতে চাইলে ফুটো করবে, চুরমার করে দেবে দুই হাঁটুর বাটি। কাঁধ থেকে ছিঁড়ে নেবে আস্ত মাথাটা। পেট ফেড়ে ওটা গুঁজে দেবে পেটের মধ্যে।

বেড়েছে তুষারপাত। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কাঁচের ওদিকে মাসুদ রানাকে। বসেছে দালানের দূর কোণের সিটে। হাতে কাগজের কাপে কফি। কখন যেন পাল্টে নিয়েছে পোশাক। না পাল্টে উপায় ছিল না, আগেরটা ছিল নিকের রক্তে ভেজা।

লোকটা একবার বেরিয়ে দেখুক!

কিন্তু টার্মিনাল ছেড়ে বেরোল না মাসুদ রানা। অন্তত এক শ'বার এসইউভি থেকে নামল রিক। এয়ারপোর্টে ঢুকে কোণঠাসা করতে পারবে হারামজাদাটাকে, কিন্তু বারবার চিন্তাটা মাথায় এলেও নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। মদ ভরা মগজে মনে হলো টগবগ করে ফুটছে শিরার ভেতর আগুনের মত গরম রক্ত। প্রতিজ্ঞা করেছে: ওই লোকটাকে খুন করবে সে ঠাণ্ডা মাথায়।

রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরোবার সময় ভারী ওভারকোট পরে নিয়েছে রিক। তবুও ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। এসইউভিতে ঢুকছে বরফশীতল হাওয়া। সঙ্গে তুষারের বড্ড ঠাণ্ডা কণা। মন চাইলেও জানালা বন্ধ করল না রিক। নাকে আসছে কাঁচা মগজের বিশ্রী দুর্গন্ধ। নিজের রোমকূপ থেকেও এল মদের কুবাস। তবে মাথা ঠাণ্ডা করছে হিমশীত।

একটু পর থামল তুষারপাত।

কিছুক্ষণ পর রানওয়েতে দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এয়ারপোর্ট কর্মীরা। শক্তিশালী হিটার ও কোদাল লাগানো ট্রাক সরিয়ে দিচ্ছে ভারী তুষার। ভেণ্ডার মেশিনের কাছে মাঝে মাঝে যাওয়া ছাড়া আর কোনওদিকে যায়নি মাসুদ রানা। নিজে পাথরের মূর্তি রিক, জায়গা থেকে নড়েনি। থরথর করে কাঁপছে শীতে। দেখল সিট ছেড়ে রাখস্যাক কাঁধে তুলল রানা। পেরোল ডিপারচার ডোর। আবারও এসইউভি থেকে নামল রিক। কোটের পকেটে ম্যাগনাম। সিটেই থাকল মসবার্গ শটগান। দু'মিনিট পেরোবার আগেই বুকিং ডেস্কে পৌঁছে গেল রিক।

'একটু পর ফ্লাইট আছে,' জানাল টিকেট বিক্রেতা। সাহস নেই রিকের চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। দানবের মত লোকটার গা থেকে ভুসভুস করে বেরোচ্ছে বিশ্রী বাজে গন্ধ। কমপিউটারের কিবোর্ডে টোকা দিয়ে বলল সে, 'খালি আছে কয়েকটা সিট। আপনি চাইলে একটা সিট বুক করতে পারি।'

'কতক্ষণ পর পরের ফ্লাইট?' জানতে চাইল রিক।

'দু'ঘণ্টা পর, স্যর,' চোখে চোখ তুলেও চট্ করে অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল কর্মচারী। 'যদি তুষার বন্ধ থাকে।'

'আমাকে পরেরটার টিকেট দাও,' জানাল রিক। প্যান্টের পকেট থেকে ডলারের বাণ্ডিল নিয়ে টিকেটের মূল্য পরিশোধ করল সে। ওখান থেকে সরে গেল রেস্টরুমে। আয়নায়

নিজেকে দেখে বুঝল, কেন আড়চোখে দেখছিল টিকেট বিক্রেতা। ওর গায়ে ধুলোবালি ও কাঁচের টুকরো। ভাল করে ধুয়ে নিল চুল ও মুখ। বেসিনে দু'হাত রেখে অনেকক্ষণ নিজেকে দেখল আয়নায়। একসময়ে স্বাভাবিক হলো লালচে দুই চোখ। ক্ষণিকের জন্যে কাকে যেন দেখল আয়নায়। ওই লোকের একটা চোখের মণি বাদামি, অন্যটা ফ্যাকাসে নীল।

হাজির হয়েছে নিকের প্রেতাত্মা। রিক যখন দু'হাতে গলা থেকে ছিঁড়ে দেবে মাসুদ রানার মাথা, তখনও সঙ্গে থাকবে সে।

বাইশ

আর্লিংটনের একটু দূরে ছোট এক মোটেলে উঠেছে রানা। দরজায় টোকার আওয়াজে বলল, 'একমিনিট!'

বিছানায় বসে আছে ও, পাশে ওয়ালথার পি.পি.কে.। উঠে গিয়ে পিপহোল দিয়ে দেখল বাইরেটা।

দুই বেণ্ডার ভাইকে না দেখলে কেউ কেউ বলতে পারে, পৃথিবীর প্রকাণ্ডদেহীদের দু'জন জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স। জন অর্ধেক জাপানি, বাবার দিক থেকে আমেরিকান। দৈর্ঘ্যে সাড়ে ছয় ফুট।

তার চেয়েও তিন ইঞ্চি উঁচু কালো-মানিক বাড।

জন সুঠাম ও দুর্দান্ত হ্যাণ্ডসাম।

আর বাড যেন তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর যমজ। ওকে চালিয়ে দেয়া যাবে তার আপন ভাই হিসেবে।

ওদের দু'জনের পরনে টি-শার্ট, ডেনিম জ্যাকেট ও জিন্স

প্যান্ট। বাডের কাঁধে ল্যাপটপের ব্যাগ।

দরজা খুলে রানা সরতেই ভেতরে ঢুকল জন ও বাড। তার আগে দেখে নিয়েছে করিডোরের দু'পাশ। ঘুরে এসেছে চারপাশ থেকে। আপাতত বিপদের সম্ভাবনা নেই।

দেখা হওয়ার পর বরাবরের মত রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি দু'বন্ধু। দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই ওকে জড়িয়ে ধরল বাড। তাতে প্রকাশ পেল আন্তরিকতা। রানা আলিঙ্গন মুক্ত হতেই ওকে জাপ্টে ধরল জন। রানা ভাবল, মরেছি আজ ভালুকদুটোর মৃত্যু-আলিঙ্গনে! মনে পড়ল রিক বেণ্ডারের লাথি পড়েছে পাঁজরে। আপত্তি তুলল ও, 'ছাড়-ছাড়, খুন করবি নাকি!'

'ব্যথা দিয়ে ফেলেছি? কোথায় লেগেছে?' লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে গেল জন। সরু কাঠবাদামের মত চোখে দুশ্চিন্তা।

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'তবে লাথ মেরে আমার বুক আর পিঠ এক করে দিতে চেয়েছিল।'

'বলিস কী!'

'বাদ দে,' চেয়ারে বসল রানা। বিছানায় বসেছে জন ও বাড। 'তোরা না বললি ন্যাশ ময়নিহান সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছিস?'

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে ওটা থেকে আসুস বি ৮৪৩ ইউএ সিক্সথ্ জেন কোর ল্যাপটপ বের করল বাড হিগিন্স। দেয়ালের সকেটে আটকে নিল কেবল। এ মোটেলটাকে রানার বেছে নেয়ার বড় একটি কারণ; প্রতিটি ঘরে রয়েছে ইণ্টারনেট সার্ভিস। একটু পর কিবোর্ডে ঝড় তৈরি করল বাড। মিনিটখানেক পর স্ক্রিন ঘুরিয়ে দিল রানার দিকে।

'উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী ন্যাশ ময়নিহান, আমাদের প্রিয় মাল্টি মিলিয়োনেয়ার,' জানাল জন।

ময়নিহান সুদর্শন লোক। গায়ের রং রোদে পোড়া ব্রোঞ্জের মত। সুঠামদেহী। চুল ছোট করে ছাঁটা। জায়গায়

জায়গায় ধূসরের ছোঁয়া। পরনে দামি পোশাক। নীল নেভি স্যুট, সাদা শার্ট, হালকা লাল টাই। যে-কেউ বলবে ভদ্রলোক। ছবিতে হাসছে সে। কিন্তু ওই হাসির ছোঁয়া নেই শীতল চোখে। ও-দুটোয় আক্রমণে প্রস্তুত হাঙরের নির্বিকার দৃষ্টি।

স্ক্রিনে আরেকটা ছবি আনল বাড।

কমবয়সী ময়নিহানের ছবি। চুল কুচকুচে কালো। চোখে একই দৃষ্টি। পরনে কমলা রঙের জাম্পস্যুট। নামের নিচে কয়েকটি সংখ্যা।

'জেল খেটেছে,' বলল বাড, 'ইউএস হাইওয়ে ৭৫ ধরে গেলেই চোখে পড়বে ফেডারাল প্রিযন সিগোভিল। ডালাস থেকে দক্ষিণ-পুবে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

'মিনিমাম সিকিউরিটি,' বলল জন, 'ময়নিহান ছিল মাত্র কিছু দিনের জন্যে। সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়নি।'

'কী কারণে জেল হয়?' জানতে চাইল রানা।

'গলা কেটেছিল এক লোকের,' বলল বাড।

'অথচ রাখা হলো মিনিমাম সিকিউরিটি প্রিযনে?'

'গুরুত্বপূর্ণ রাজসাক্ষী,' বলল বাড, 'তলিয়ে দিয়েছে তার মালিকদের, সঙ্গে তাদের টেক্সাস সিণ্ডিকেট। খুনি ফিলিক্স ভাইদের জেলের ব্যবস্থা করেছে বলে তার খুনের অভিযোগ হালকাভাবে বিচার করে আদালত। নিরাপদে আরাম করে পার করেছে তিনটে বছর।'

'বেঈমানদেরকে পছন্দ করে না কেউ, বেরোবার পরে বাঁচল কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'ক্ষুরওয়ালা জল্লাদকে সবাই ভয় পায়,' বলল বাড।

'জল্লাদের মতই নির্বিকারভাবে গলা কাটে,' বলল জন। 'সে ছিল টেক্সাস সিণ্ডিকেটের টপ টেরর। ওর মালিকরাও ওর সামনে সামলে রাখত মুখ। ঠাণ্ডা মাথার খুনি। চারপাশের সবাই নাম দিয়েছে: "ক্ষুরধার"। টেক্সাসে এমন কোনও

রঙবাজ নেই যে টক্কর দেবে তার সঙ্গে।'

'তা ছাড়া, আগেই চারপাশে ছিল হাত,' বলল জন, 'ফিলিক্সদেরকে সরাবার পরিকল্পনা হয়েছিল বহু আগেই। সেটা করে ডিইএ। সঠিক সময়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে টেক্সাস সিণ্ডিকেটের বড় নেতাদের। আর তাদের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে ক্ষুরধার ন্যাশ ময়নিহানকে।'

'কিন্তু অপরাধী জগতে শূন্যতা তৈরি হলে চট্ করে পূরণ করে অন্য অপরাধীরা,' বলল রানা। 'এক্ষেত্রে তেমন হলো না কেন? তিন বছর জেলে ছিল ময়নিহান।'

'গুড পয়েণ্ট, রানা,' বলল বাড, 'কিন্তু ন্যাশ ময়নিহান এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দূরে থাকল অন্যান্য সিণ্ডিকেট। হাসতে হাসতে এসে ডালাস দখল করে নিল লোকটা।'

'বেশিদিন লাগল না অন্যান্য সিণ্ডিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিতে,' বলল জন। 'কেউ কেউ বলতে লাগল, লোভী ফিলিক্সদেরকে শেষ করে কাজের কাজই করেছে ময়নিহান।'

'তার মানে ফিলিক্সদের জুতো পরে ঘুরতে লাগল সে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল বাড। 'ঠিক তা নয়। ডিইএর লোকের সঙ্গে লড়ে মরতে আপত্তি আছে সিণ্ডিকেটের হেডদের। ডালাসকে এড়িয়ে গেল তারা। এদিকে ময়নিহান তিন বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে দেখল, ড্রাগ ও পতিতালয় দখল করতে কামড়াকামড়ি করছে রাস্তার মস্তানরা। এতটা নিচে নাক গলাল না ময়নিহান। মন দিল রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়। হুড়মুড় করে আসতে লাগল কোটি কোটি ডলার। তুই তো দেখেছিস, রানা, গপ্ করে গিলে নিয়েছিল লিটল ফোর্ক শহর। ওই ধরনের প্রজেক্টে তার পার্টনার হিসেবে আছে শক্তিশালী কয়েকটা সিণ্ডিকেট।'

'লিটল ফোর্কের মত আরও প্রজেক্ট আছে তার?' জানতে চাইল রানা।

'বেশ কয়েকটা,' বলল জন।

'লোকবলের অভাব নেই,' বলল বাড। 'অসংখ্য বেগুার বা ম্যাকলাস্কি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'তবে আমাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে কাজে লাগাবে না সে,' বলল জন, 'ফিলিক্সদের ফাঁসিয়ে দিয়েছে বলে ময়নিহানের কাছে কৃতজ্ঞ অন্যান্য সিণ্ডিকেটের হেডম্যানরা। বিপদ এখানেই। ন্যাশ ময়নিহান সাহায্য চাইলে তাদের সেরা খুনিকে পাঠাবে তারা। ধরে নিতে পারিস, এ দেশের টপ টেররদের বিরুদ্ধে লড়ব আমরা।'

'আসুক,' বলল বাড, 'নিজ এলাকার বাইরে সুবিধে করতে পারে না বেশিরভাগ খুনি।'

'তা ছাড়া, দেশের প্রতিটা সিণ্ডিকেট থেকে সেরা খুনি আসবে, তা না-ও হতে পারে,' বলল রানা, 'নিজেদের ভেতর থাকবে তাঁদের প্রতিযোগিতা। আমাদেরকে খোঁজার চেয়ে নিজেরা লড়বে বেশি।'

'কিন্তু জীবন শেষ করতে একটা বুলেটই যথেষ্ট,' মনে করিয়ে দিল জন।

'কথা ঠিক,' নড়েচড়ে বসল বাড।

মাত্র একজন খুনি পাঠাবে বলেনি ন্যাশ ময়নিহান, ভাবছে রানা। তারা হবে ক'জন, তা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। আপাতত ওই বিষয়ে ভেবে লাভ নেই। যাই করুক, পালিয়ে যাবে না বা লুকিয়ে পড়বে না ওরা।

'আমরা গুরুত্ব দেব ময়নিহানকে,' মন্তব্য করল জন। 'হয়তো তাকে বাগে পেতে কষ্ট হবে। শুনেছি, ক্ষুর দিয়ে মানুষের গলা কাটতে ওস্তাদ সে। তেমনি জীবিত শত্রুর মুখ থেকেও ছাড়িয়ে নেয় চামড়া। ওর চেয়ে নিষ্ঠুর লোক নাকি নেই ডালাসে।'

'ক্রাইম সিণ্ডিকেটের টপ টেরর হওয়া কঠিন,' বলল বাড, 'বদনামটা এমনি এমনি হয়নি।'

‘নিনা ভেঞ্চুরার মেসেজ পেলি?’ জানতে চাইল জন।

মাথা নাড়ল রানা।

‘নম্বর দে, দেখি জানা যায় কি না ওই ফোন এখন কোথায়,’ বলল বাড।

ওর হাতে ফোনটা দিল রানা। ‘মনে হয় না এতে কাজ হবে। নিশ্চয়ই একই চেষ্টা করে দেখেছে ময়নিহান।’

হাসল বাড। ‘কিন্তু সে কোথায় পাবে আমার কন্ট্যাক্ট?’ নম্বর মুখস্থ করে রানার কাছে ফেরত দিল ফোন। ‘ওটা কাছে রাখিস। ফোন করতে পারে মেয়েটা।’

জ্যাকেটের পকেটে মোবাইল ফোন রেখে বলল রানা, ‘আরেকটা কল পাব ভাবছি।’

‘ন্যাশ ময়নিহান?’ জানতে চাইল জন।

‘জুডির ফোন। যোগাযোগ করবে সে। ওর জানার কথা এই ফোন এখন আমার কাছে।’

‘তা হলে ওটা সরিয়ে ফেলাই ভাল,’ বলল জন। ‘একটু চেষ্টা করলেই আমাদের লোকেট করতে পারবে।’

‘হয়তো বাড়ের মত কন্ট্যাক্ট নেই তার,’ বলল রানা।

‘তা বলিনি,’ আপত্তি তুলল বাড, ‘বলতে চেয়েছি, অ্যাকটিভ ফোন খুঁজে বের করা সহজ। তবে নিনার ক্ষেত্রে ওই ফোন খুঁজতে হলে সাহায্য নিতে হবে ওর সার্ভিস প্রোভাইডারের। অতটা ওপর লেভেলে হয়তো লোক নেই ময়নিহানের।’

‘অত চিন্তা করিস না, জন,’ বলল রানা। ‘ময়নিহান আমাকে খুঁজে বের করার আগে নিজেই আমি পৌঁছে যাব তার কাছে।’

‘যদি এ এলাকায় থাকে,’ বলল জন।

‘ডালাসেই আছে,’ বলল রানা, ‘নিজ আঙিনায় নিজেকে নিরাপদ ভাবছে।’

‘কঠিন হবে না খুঁজে নেয়া,’ বলল বাড। ‘একবার

পাবলিক রেকর্ড্স্ সার্চ করলেই পাব। রেজিস্ট্রি অফিসে গেলেই জানব কোথায় কী আছে তার।'

'অথবা পাবি ফোন বুকে।' বিছানার পাশের টেবিল থেকে ইয়েলো পেজের বইটা নিল রানা। ধপ্ করে ফেলল বাডের কোলে। 'ন্যাশ ময়নিহান বড় ব্যবসায়ী। এই বইয়ে তার নাম-ঠিকানা থাকবে না, তা হতেই পারে না।'

মৃদু হাসল বাড। কমপিউটার বন্ধ করে মন দিল টেলিফোন ডিরেক্টরিতে।

'কখনও কখনও পুরনো উপায় ভাল,' মন্তব্য করল রানা।

তেইশ

লিটল ফোর্ক থেকে যোগাযোগ করেছে দলের লোক, তাতে চমকে গেছে ন্যাশ ময়নিহান। রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল রানা। চুরমার করেছে ওটা। ভেতরে যারা ছিল, বাঁচতে পারেনি কেউ। খতম হয়েছে ময়নিহানের স্যাঙাৎ হেনরি রাইডার। লাশ হয়েছে জাজ হোল্ড। বেঁচে নেই শেরিফ ম্যাকলাস্কি। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না রিক বেণ্ডারকে। ধরে নেয়া যায় বেঁচে নেই সে-ও। এমন কেউ নেই, সামলাবে ঝামেলা। লিটল ফোর্কে গিজগিজ করছে স্টেট ট্রুপার ও ফ্র্যাঙ্কফোর্টের অফিস থেকে আসা এফবিআই ফিল্ড এজেন্টরা।

তাড়া খাওয়ার আগেই ফিরছে পেশাদার খুনিরা।

'যা ভেবেছি, তার চেয়ে দেখছি অনেক বিপজ্জনক লোক এই মাসুদ রানা,' বলল ময়নিহান, 'জরুরি ভিত্তিতে খুন

করতে হবে ওকে।' ফোন রেখে জুডিকে দেখল সে। 'মাসুদ রানা এখন কোথায়? তার সম্পর্কে কতটা জানো?'

জুডির হাতে হ্যাণ্ডকাফ না থাকলেও এখনও সে বন্দি। বসে আছে চেয়ারে। ওর ওপর চোখ রাখছে দু'জন খুনি। হাত হোলস্টারের কাছে। জুডি এরই ভেতর বুঝে গেছে, অনুমতি না নিয়ে চেয়ার ছাড়তে পারবে না। টয়লেটে গেলেও সঙ্গে থাকছে একজন। দেয়া হচ্ছে খাবার ও পানি, তবে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাস্টিকের সব গ্লাস, বাসন, চামচ।

'তার ব্যাপারে তেমন কিছুই জানি না,' বলল জুডি।

হাতদুটো পিঠে বেঁধে ওর সামনে থামল ময়নিহান। রিক বেণ্ডারের মত করে ভয় দেখাতে চাইছে না। ঠোঁটে ফুটল দয়ালু হাসি। তাতে তাকে আরও ভয়ঙ্কর লাগল জুডির।

'যতটুকু জানতে পেরেছ, তা জানাও,' বলল ময়নিহান।

'এটা জানি, মস্তবড় বিপদে পড়েছ। যেসব অপরাধ করেছ, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পুলিশ অফিসারকে কিডন্যাপ করা। আগ্রহী হয়ে উঠবে এফবিআই। ফলে জীবনের বাকি দিন পার করবে জেলখানায়।'

মৃদু হাসল ময়নিহান। সামনে আনতেই দেখা গেল তার ডানহাতে ক্ষুর। চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে গেল জুডি।

'হয়তো আর কখনও তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, অফিসার ব্ল্যাকউড।' হাসিটা চওড়া হলো ময়নিহানের। 'কেউ জানে না তুমি এখানে। আইন মেনে লিটল ফোর্কে পুলিশী কর্মকাণ্ডে ছিলে না। সোর্সের কাছ থেকে জেনেছি, তুমি আছ ছুটিতে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ খোঁজ করলে জানবে ছিলে কেন্টাকিতে। এখন টুকরো টুকরো করে তোমাকে বিরাট এই এলাকায় ছড়িয়ে দিলে কে জানবে তুমি কোথায়?'

'আমার কলিগদের বলেছি, যাচ্ছি বড়বোনের সঙ্গে দেখা করতে। ওখানে না পেলে সোজা তোমার এখানে খুঁজবে ওরা। তুমি প্রথম লোক, যার ওপর চোখ পড়বে এফবিআই-

এর।'

'আমার কাছে আসবে কেন?'

'কারণ তাদেরকে বলেছি, আমার বড়বোনের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে তোমার।'

'ও, ওই সামান্য টাকার বিল?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই সেজন্যে পাগল হয়ে ওকে খুঁজছ না?' নতুন তথ্য চাইছে জুডি। 'এসবের ভেতরে অন্য কিছু আছে।'

মাথা নাড়ল ময়নিহান। 'তোমার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানাব, কিছুই জানি না। গত দু'সপ্তাহ হলো ডালাস ছেড়ে কোথাও যাইনি। সাক্ষ্য দেবে শতখানেক লোক।' ক্ষুর তুলে ফলা দেখছে ময়নিহান। 'যথেষ্ট হয়েছে, জুডি, ধৈর্য হারাতে বসেছি। এবার মুখটা খোলো।'

'প্রায় অচেনা লোক মাসুদ রানা। ভাড়া করেছি, যাতে খুঁজে বের করে আমার বড়বোনকে।'

টাইয়ে অদৃশ্য সুতো দেখেছে, এমন ভঙ্গিতে বুকের কাছে ক্ষুর চালাল ন্যাশ ময়নিহান। 'সাধারণ এক ডিটেকটিভ?' গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। 'তাকে কোথায় পেয়েছ?'

'বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করেছি।'

'মিথ্যা, জুডি,' আবারও হাতের ভেতর ক্ষুর লুকিয়ে ফেলল ময়নিহান। চলে গেল জুডির পেছনে। হাত রাখল কাঁধে।

জুডির মনে হলো ত্বক স্পর্শ করল কোনও শীতল সাপ। শিউরে উঠতে গিয়েও থেমে গেল।

'তুমি ওকে আগে থেকেই চিনতে।'

'না, ভুল ভাবছ।'

'কোথায় পরিচয় হয়েছে?'

'নিউ ইয়র্কে।'

জুডির এক গোছা চুল আঙুলে পেঁচিয়ে নিল ময়নিহান। 'নিউ ইয়র্কেই পরিচয় হলে ফ্লোরিডায় কী করছিলে?'

মাথা সামনে বাড়িয়ে লোকটার আঙুল থেকে চুল ছুটিয়ে নিল জুডি।

'খোঁজ নিয়েছি। তোমরা টাম্পা থেকে বিমানে করে গেছ লিটল ফোর্কে। তার আগে বিমানে করে নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছ একা। নিউ ইয়র্ক থেকে আসেনি মাসুদ রানা। ফ্লোরিডাতেই ছিল। আমি কি মিথ্যা বলেছি, জুডি?'

'দেখা হয় ফ্লোরিডায়। ওদিকে তার কাজ ছিল।'

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ তুলল ময়নিহান। 'ব্যাপার কী, জুডি? তাকে বাঁচাতে চাইছ কেন? সে না সাধারণ এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ? সেক্ষেত্রে তার জন্যে এত মিথ্যা কেন?' আবারও জুডির চুলের গোছা হাতে নিল সে। 'তোমরা কি পরস্পরকে ভালবাস?'

'না,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল জুডি। সরিয়ে নিল মাথা।

এবার আঙুলে ভালভাবে চুল পেঁচিয়ে নিল ময়নিহান।

'আগেই তো বলেছি, মাত্র পরিচয় হয়েছিল।'

'তা হলে রেগে উঠছ কেন? তোমার চুল স্পর্শ করছি বলে? নাকি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছ মাসুদ রানাকে?'

'কোনও কারণ নেই ভালবাসার,' চাপা স্বরে বলল জুডি, 'পাগলের মত বকবক করছ কেন?'

'ওর সঙ্গে কথার সময় মনে হয়েছে, সে তোমাকে পছন্দ করে।'

'ওর সঙ্গে কথা হয়েছে?' প্রায় ফিসফিস করল জুডি। 'কী বলেছে?'

নিষ্ঠুর হাসল ময়নিহান। জুডি পুলিশ অফিসার। এ ধরনের বিপদের জন্যে ট্রেনিং আছে। এজন্যেই ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলাপ শুরু করেছে সে। টের পেল, একবার শিউরে উঠল মেয়েটা। ময়নিহান বুঝল, যা বলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে জুডি।

'তোমাকে ফিরে পেতে চায় রানা। হয়তো প্রাণ দিতেও

দ্বিধা করবে না। এতে অবাক হচ্ছ না? তোমরা না প্রায় অচেনা দু'জন মানুষ?'

'বড়বোনকে খুঁজতে পয়সা দিচ্ছি ওকে,' বলল জুডি। 'আমি তার খাবারের টিকেট। কেন আমাকে ফেরত চাইবে না?'

'না, জুডি, এর ভেতর আরও কিছু আছে। তোমাকে ভালবাসে মাসুদ রানা। আমার ধারণা, তুমি নিজেও তাকে ভালবাস। আর তাই, যা বলছ, তার চেয়ে বেশি জানো।'

মাথা নাড়ল জুডি। সেটা হলো বেশি দ্রুত এবং আনাড়ির মত। 'আমি তো আগেই বলেছি...'

'বলেছ মাত্র পরিচিত হও তোমরা।' আবারও জুডির কাঁধে হাত রাখল ময়নিহান। ক্ষুরের চেপ্টা দিক বোলাল মেয়েটার কলারবোনে। 'ভুলিনি তোমার কথা। তবে অনেক সময়ে প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ হয় মানুষের। আমি আবার পুরনো আমলের রোমাণ্টিক লোক। বিশ্বাস করি এখনও সম্ভব প্রথম দর্শনে প্রেম।'

চুপ থাকল জুডি। ময়নিহান ওর কলারবোন পেরিয়ে আরও নিচে নামাল ক্ষুর। ওটা থামল সুউচ্চ বুকে। এক সেকেণ্ড পর ঢুকে পড়ল ব্রার স্ট্র্যাপের ভেতর। সরে গেল ব্রা। দেখা গেল গাঢ় গোলাপি রঙের স্তনবৃন্ত। বুক ঢাকতে হাত তুলল জুডি, কিন্তু ক্ষুরের চেপ্টা দিক দিয়ে ওর আঙুল সরিয়ে দিল ময়নিহান। ঘুরে তাকাল দুই গার্ডের দিকে। তারা কঠোর মনের বলেই জুডির পাহারাদার হিসেবে রেখেছে ময়নিহান। নরম সুরে বলল সে, 'ছেলেরা, কতক্ষণ ধরে চেনো জুডিকে?'

'কয়েক ঘণ্টা, বস্,' বলল ডানদিকের জন।

'ওকে অপরূপ সুন্দরী লাগছে?'

'বিছানায় পেলে ধন্য হতাম,' বলল ডানদিকের লোকটা। অন্যজন চুপ।

জুডির দিকে তাকাল ময়নিহান। ধীরে ধীরে ঘুরছে চেয়ার

ঘিরে। 'বুঝতেই পারছ, জুডি, কত দ্রুত একজন অন্যের প্রতি আকর্ষিত হয়! সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে পেরেছে আমাদের প্রিয় লোগান টার্সন।'

'সত্যিকারের কাদা মাখা শুয়োর! তুমি নিজেও তাই!'

'তা ঠিক। তবে এটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি বরং খুলে বলো কে এই মাসুদ রানা।'

চোখ বুজল জুডি। 'কোটি কোটি মানুষের একজন সে।'

ক্ষুর স্পর্শ করল জুডির চোয়াল। 'এখন যদি তোমার চেহারা ফালি ফালি করে দিই, তবুও কি তোমাকে ফেরত চাইবে মাসুদ রানা?'

গালের মাংসে শীতল ধাতু ডেবে বসলেও সরার চেষ্টা করল না জুডি। ত্বক কেটে বেরিয়ে এল একফোঁটা রক্ত। 'সেক্ষেত্রে পয়সা পাবে না সে। তাতে আরও খেপে যাবে।'

সরে গেল ময়নিহান।

ঠিক জায়গায় ব্রা বসিয়ে নিল জুডি।

'দারুণ দেখালে, জুডি,' বলল ময়নিহান। 'রক্ষা করতে চাও ভালবাসার মানুষটাকে। মন্দ নয়।'

'সে আমার ভালবাসার পাত্র নয়।'

ঘরের আরেকপ্রান্তে গিয়ে দু'হাত বুকে ভাঁজ করল ন্যাশ ময়নিহান। দেখছে মেয়েটাকে। ক'মুহূর্ত পর বলল, 'এই প্রথম মিথ্যা বললে না, জুডি। বুঝতে পারছি, পরস্পরকে বুঝতে শুরু করেছি আমরা।'

ময়নিহানের দিকে না চেয়ে মেঝেতে চোখ রাখল জুডি। গাল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নামছে চিবুকে।

লোগানের দিকে মাথার ইশারা করল ময়নিহান। 'একটু আগে যা বললে, সেই কাজে ওকে ব্যবহার করতে পারো। তথ্য চাই আমার। তবে খেয়াল রাখবে, মরে যেন না যায়।'

ঝট্ করে চোখ তুলে তাকাল জুডি।

কাঁধ ঝাঁকাল ময়নিহান। 'রানা যদি তোমার ভালবাসার

মানুষ না হয়ে থাকে, তো অন্য কেউ তোমাকে শারীরিক আনন্দ দিতেই পারে— তাই না?’

চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল জুডি, কিন্তু সেসবে কান না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ময়নিহান। পেছনে আটকে দিয়েছে দরজা। লোগান সত্যিকারের শুয়োর, বস্ সুযোগ করে দেয়ায় যে-কোনও সময়ে হামলে পড়বে এখন জুডির ওপর। পেট থেকে বের করতে চাইবে সব কথা। তাতেও মেয়েটা মুখ না খুললে ক্ষুর দিয়ে ওর শরীর কাটবে ময়নিহান। তখন উপায় থাকবে না নীরব থাকার।

সিঁড়ি বেয়ে তেতলার প্রশস্ত লিভিংরুমে চলে এল ন্যাশ ময়নিহান। পেরোল ছোট ভেস্টিবিউল। সামনেই বারান্দা। রেলিঙে দু'হাত রেখে দেখল চারপাশ। ডালাসে নেই সে। এই কাঠের মস্ত বাড়ি বিশাল এক র‍্যাঞ্চের মাঝে। একমাইল দূরে গাছের সারির ওদিকে র‍্যাঞ্চের তারকাঁটার বেড়া। কাউকে আসতে হলে পেরোতে হবে খোলা এলাকা। মাসুদ রানা এলে অনেক আগেই তাকে দেখবে তার লোক।

নিনা ভেঞ্চুরা সহ, অথবা একা— আসবে ওই লোক!

মাসুদ রানার মুখোমুখি হওয়ার উদগ্র আগ্রহ জন্মেছে ময়নিহানের মনে। এটা ঠিক, লোকটা ব্যবসার জন্যে খুব ক্ষতিকর, তবে এর আগে ওর মত এত করিৎকর্মা মানুষ দেখেনি সে।

ময়নিহান ভাবছে, ব্যবসা আর টাকার নেশা নষ্ট করেছে তার মুক্ত মনটাকে। আজকাল মনে হয় যেন সে বন্দি। ইচ্ছে করে আবার ফিলিস্ত্রদের টপ টেরর হতে। আগের মতই করবে যা খুশি। বিদ্যুদ্বেগে চালাবে প্রিয় ক্ষুর। কচাকচ কাটবে মানুষের গলা। আসলে রানার বিরুদ্ধে লড়লে নিজেকে তার মনে হবে সত্যিকারের পুরুষ।

দূরের আউট বিল্ডিঙের দিকে তাকাল ন্যাশ ময়নিহান।

আগে এই র‍্যাঞ্চের একমাত্র মূলধন ছিল অসংখ্য গরু।

এখন মেশিন দিয়ে সেগুলোর মাংস কুচি কুচি করে ক্যান-এ ভরে বিক্রি করা হচ্ছে দেশের নানান এলাকায়। হয়তো মাসুদ রানাকেও ওভাবে কুচি কুচি করবে সে। ক্যানে ভরে ছড়িয়ে দেবে সারা দেশে।

চব্বিশ

ক্যাপিটাল সিটি এয়ারপোর্টে নামার পর ভীষণ রেগে গিয়েছিল রিক বেণ্ডার। অস্ত্র নিয়ে বিমানে উঠবে তার উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষকে। দরকারী কাগজপত্রও ছিল না। শেষে এক স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির স্ট্রংবক্সে রেখেছে তার অস্ত্র। সংগ্রহ করবে বাড়ি ফেরার সময়। এরপর কানেক্টিং ফ্লাইটে চেপে রওনা হয়েছে ডালাসের ফোর্ট ওঅর্থ এয়ারপোর্ট লক্ষ্য করে। একমাত্র উদ্দেশ্য: নির্মম হত্যা। ভাল হতো ম্যাগনামটা সাথে থাকলে। তবে তা খুব বড় কোনও সমস্যা নয়। আসলে তো খালি হাতে মাসুদ রানাকে খুন করবে সে।

অবশ্য হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র চাই। প্রতিদ্বন্দ্বী কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাকে খুন করতে হবে না? রানাকে হত্যার সময় কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার বুকে বুলেট গেঁথে দিতে দেরি করবে না রিক।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চাপল সে। 'সোজা যাবে কাছের কোনও রোডহাউসে।'

'মেয়েলোক চাই?' জানতে চাইল শুয়োরের মত লালচে মোটা ড্রাইভার। আঙুলে নিকোটিনের কালচে দাগ। একহাতে

রিয়ার ভিউ মিরর ঠিক করে দেখল রিক বেগুারকে।

'হ্যাঁ। ওরকম কোনও জায়গাতেই যাও। গা গরম করে দেয়া নাচুনে মেয়েলোক চাই।'

'ভাল জায়গা চিনি।'

বিশ মিনিট পর ড্রাইভারের হাতে ভাড়া ও দশ ডলার টিপ্‌স্‌ দিল রিক। নেমে পড়ল মামা লিলি'য-এর পার্কিংলটে। রাতের আঁধারে ওই বাড়ি হবে জমজমাট। জ্বলবে নিয়ন সাইন, ভেতরে থাকবে বিশাল স্তনের কয়েকটি মেয়ে। আঁকাবাঁকা হরফে লেখাঃ ওরা খুবই দক্ষ! দারুণ মজা! চলে আসুন!

আপাতত ঝিম ধরে আছে মামা লিলি'য। পার্কিংলটে মাত্র দুটো গাড়ি। পুরনো এক পণ্টিয়াক, অন্যটি কফি রঙা ক্লাসিক মডেলের একটা ক্যাডিলাক। পুরনো হলেও দেখতে বেশ।

জানালায় কনুই রাখল ড্রাইভার। 'মামা লিলি'য কখনও বন্ধ হয় না, পেছন দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ুন। খুঁজে নেবেন হেনিকে।' রিকের মুখে একরাশ ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল গাড়ি।

রিকের পরনে ভারী ওভারকোট। রীতিমত গরম লাগলেও গা থেকে ওটা খুলল না। কোট বইতে গিয়ে একটা হাত আটকা পড়লে, যে-কোনও সময় আসতে পারে বিপদ। ওভারকোটের বোতাম খুলে মামা লিলি'য-এর সদর দরজার দিকে চলল রিক।

আয়তাকার পোক্ত বাড়িটা কাঠের তৈরি। কবে যেন কালো রঙ করেছিল, জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। অস্বাভাবিক নিচু ছাত। এখানে যারা আসে, তাদের ভাল লাগবে না হাইওয়ে দিয়ে চলে যাওয়া সাধারণ মানুষের বিরক্তিভরা দৃষ্টি, তাই সামনে কোনও জানালা নেই। সদর দরজা আপাতত বন্ধ। হ্যাণ্ডেলে ঝুলছে একটা কাগজ। তাতে লাল রঙে মোটা করে আঁকা ডানদিকে যাওয়ার জন্য

তীরচিহ্ন। না থেমে দুই গাড়ি পার হয়ে রিক চলে এল বাড়িটার পেছনে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কঠোর চেহারার দুই যুবক। আকারে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশ বড়। পেশিবহুল। হাতে ও ঘাড়ে টাট্টু। চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি। এদের তুলনায় রিক রীতিমত দানব। ওকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিল না দুই যুবক। তাদের একজন খুলে দিল কবাট।

বাড়িটার বাইরের মত ভেতরের রঙও কালো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টেবিল ও চেয়ার। মাঝে উঁচু এক মঞ্চ। ওখানে সন্ধ্যার পর নাচবে স্ট্রিপাররা। ঘরের আরেক প্রান্তে বার কাউন্টারের উপর সিলিঙে জ্বলছে একটা মাত্র বাল্‌ব্। কাউন্টারের পেছনে এক মহিলা। মিউট করে দেখছে টিভি। একবারের জন্যেও রিককে ঘুরে দেখল না মহিলা।

ঘরে কারা আছে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল রিক।

সব মিলে খদ্দের হাফ ডযন। দূরে একা বসে ড্রিঙ্ক করছে বয়স্ক এক লোক। অন্য পাঁচজন যুবক। বসেছে ঘরের পেছনের এক বুথে।

'জ্যাকপট,' নিচু গলায় বিড়বিড় করল রিক। বয়স্ক লোকটা বা মহিলাকে পাত্তা না দিয়ে সরাসরি ওই পাঁচ যুবকের সামনে হাজির হলো সে। এদের মত যুবকদেরকেই খুঁজছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েস করে বসে আছে সবাই। টেবিলের ওপর একগাদা বিয়ারের সবুজ বোতল। রিক টেবিলের সামনে থামতেই কঠোর চোখে ওকে দেখল তারা। মনে হলো না বিন্দুমাত্র কেয়ার করছে। অবশ্য রিক বুঝে গেল, দৈহিক আকার দিয়ে চমকে দিয়েছে ওদের সবাইকে।

ইচ্ছে করেই টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল রিক। ওপর থেকে তাকাল যুবকদের দিকে। ওকে দেখছে না এমন ভাব করার উপায় নেই তাদের। এক এক করে প্রত্যেকের চেহারা দেখল

রিক। কড়া চোখে ওকে দেখছে তারা।

'কথা বলতে চাইলে বলব কার সঙ্গে?'

'সেই লোক আমি,' দলের মাঝ থেকে বলল এক যুবক।

এ-ই দলনেতা, বুঝল রিক। নিজের নিরাপত্তার জন্যে দু'দিকে রেখেছে দু'জন করে। বয়স ত্রিশ মত। খুলি কামড়ে আছে ঘন কালো চুল। শরীরে রেড ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে। দু'দিকের অন্য চারজন বয়সে কম। ছেলেমানুষ, তবে নিজেদের ভাবছে পুরুষমানুষ।

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে রিক বলল, 'আমার একটা আগ্নেয়াস্ত্র দরকার।'

'তুমি কি পুলিশ?' জানতে চাইল নেতা।

'আমাকে অতটা খারাপ মনে হয় তোমার?'

'ভাবলে কেন যে আমার কাছে অস্ত্র আছে?'

নীরবে তার চোখে তাকাল রিক। বুঝে গেছে, নাইট ক্লাবের বাউন্সার এই লোক। এদেরকে ছাড়া চলে না এই ধরনের পতিতালয়। কেউ বিনা পয়সায় স্ট্রিপারদের ন্যাংটো করতে চাইলে, প্রয়োজনে লাথিয়ে তার ডিমদুটো ফাটিয়ে দেবে এরা। পয়সা ছাড়া কিছুই হয় না এখানে।

'পয়সা ছাড়বে কত?' জানতে চাইল লোকটা।

'তোমার কাছে কী আছে, তা দেখে তারপর ঠিক করব।' রিক বুঝল, কথাটার ওজন মাপছে এমন ভঙ্গি নিয়েছে লোকটা। সবই নাটকের অংশ। ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো রিক। 'বাদ দাও। আমার পয়সা যাবে আর কারও পকেটে।'

'একমিনিট!'

টেবিল নড়ে ওঠার খড়মড় আওয়াজ পেল রিক। কাঠের মেঝেতে বুটের শব্দ। থমকে ঘুরে তাকাল ও।

নেতার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেছে চার যুবক।

'এত তাড়া কীসের?' হাসল দলনেতা। 'অস্ত্র দরকার,

তাই না? আমার কাছে আছে। অন্য কোথাও যেতে হবে না।'

'ফালতু কথার লোক নই; ব্যবসা করতে চাইলে করবে ঝটপট।' বুক পকেটে চাপড় দিল রিক।

বারকাউন্টারের পাশের দরজা দেখাল দলনেতা। 'এসো আমার সঙ্গে।'

তার পিছু নিল রিক। পেছন পেছন আসছে অন্য চারজন। থমকে এক এক করে তাদের চোখে তাকাল রিক। 'আমি ব্যবসা করব তোমাদের বসের সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে না।'

রিক যেন মস্তবড় ভালুক, আর ওকে ঘিরে ফেলেছে ক'টা টেরিয়ার কুকুর। এরা কেউ একা কিছুই নয় দানবের কাছে। কিন্তু ভাবছে, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লে কাবু করতে পারবে। ফুলিয়ে ফেলেছে বুক। দলনেতা বললেই হামলে পড়বে অচেনা লোকটার ওপর।

কাছের যুবককে বেছে নিল রিক। দলে সবচেয়ে বড় সে। বামকানের লতি থেকে ঝুলছে ইয়াররিং। চোখে টিটকারি। মুখে ক্ষতচিহ্ন। আগে হেরেছে লড়াইয়ে। ডানহাত বাড়িয়ে তার গাল ধরে প্রচণ্ড এক চাপ দিল রিক। পরক্ষণে ধরল চোয়াল। আঙুল ডেবে গেল দু'কানের নিচের নার্ভে। তীব্র ব্যথায় চিৎকার ছাড়ল সে। কিন্তু কঠিন হাতে ঘাড় চেপে ধরে তাকে পিছনে ছিটকে ফেলল রিক। পিছিয়ে একটু আগে ত্যাগ করা টেবিল ভেঙে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল যুবক।

'আগেই বলেছি, নিজের কাজে যাও। কুত্তার মত পিছু নিতে হবে না।'

ক'সেকেণ্ড দ্বিধায় পড়ল অন্যরা। পথ মাত্র দুটো। হয় হামলা করো, নইলে পিছিয়ে যাও। লড়তে আপত্তি নেই রিকের। আগে নড়ল বারকাউন্টারের মহিলা। হঠাৎ দৌড় দিয়েও তেলাপোকার মত ব্রেক কষে অন্যদিকে গেল সে।

খেপা কুকুরের মত স্যাঙাৎদের ধমক দিল দলনেতা, 'হচ্ছেটা কী? টাকা নিয়ে হাজির হয়েছে এক কাস্টোমার, আর

তোমরা ঝামেলা করছ? বিদায় হও এখান থেকে!'

কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে রিককে দরজা দেখাল সে। দলনেতার পেছনে ঢুকে কবাট বন্ধ করল রিক। ভাবছে, ওরা অপেক্ষা করবে। এরপর যখন ও বেরোবে, হাজির থাকবে বাইরের দু'জনও। ওর অপেক্ষায় থাকবে ওরা ছয়জন।

গুদামের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রিক। দেয়ালের পাশে গাদি করে রাখা হয়েছে বিয়ার ও মদের কেস। এক কোণে তরল সাবান ও হাত মোছার কাপড়। চারপাশ দেখে নিল সে। পেছনের এক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালল দলনেতা। এবারের ঘর জেলের সেলের মতই ছোট। ঘরের একপাশে ছোট জানালা। ওটা পেরেক মেরে বোর্ড দিয়ে বন্ধ করা। ছোট টেবিলের দু'দিকে প্লাস্টিকের কম দামি দুটো চেয়ার। পায়া লোহার। টেবিলের ওপর কফির মগের দাগ। একপাশে স্টিলের কেবিনেট। প্যান্টের পকেট থেকে একগোছা চাবি নিয়ে নির্দিষ্ট চাবি বেছে বের করল লোকটা। তালা খুলে সড়সড় শব্দে টানল কেবিনেট।

'তোমার নাম হেনি?' জানতে চাইল রিক।

বরফের মূর্তি হলো লোকটা। চোখে সন্দেহ। অপেক্ষা করছে এরপর কী বলবে দানব।

টেবিলে রাখা মগ দেখাল রিক। 'ড্রাইভার বলল হেনির সঙ্গে দেখা করতে। মগেও একই নাম।'

হাসল দলনেতা। 'হ্যাঁ, আমিই। মগটা প্রেযেন্ট করেছে মেয়েদের একজন। বুঝতেই পারছ, ওকে সন্তুষ্ট করেছি বলে খুব খুশি ও।'

চুপ করে থাকল রিক।

কেবিনের ড্রয়ার থেকে কাঠের বাক্স নিল হেনি। আরেকটা চাবি ব্যবহার করে খুলল তালা। ছোট্ট বাক্সের ড্রয়ার টানতেই দেখা গেল অস্ত্রগুলো।

'টরাস আমার কাজে আসবে না,' বলল রিক। অস্ত্রটা

পাঁচ বুলেটের। নাম স্যাটারডে নাইট স্পেশাল। ওর হাতের তুলনায় অনেক ছোট। 'অন্যদুটো নেব।'

সেমি-অটোমেটিক পিস্তলদুটো বের করল হেনি। প্রথমটা ড্যান ওয়েসন। পয়েন্টম্যান সিরিযের। উনিশ শ' এগারো মডেলের। পেটে থাকে সাতটা .৪৫ ক্যালিবারের বুলেট। নীলচে রঙ। গ্রিপ রোজউডের। এই অস্ত্রটাও রিকের হাতের তুলনায় ছোট। তবে ব্যাকআপ অস্ত্র হিসেবে একেবারে খারাপ নয়। শেষ অস্ত্রটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। ওটা ডেযার্ট ঈগল মার্ক নাইণ্টিন। ব্যারেলটা দশ ইঞ্চি। ম্যাগাযিনে থাকে .৩৫৭ ম্যাগনাম বুলেট। আকারে ও ওজনে ড্যান ওয়েসনের প্রায় দ্বিগুণ। এ ধরনের জিনিসই পছন্দ রিকের।

'গুলি?'

দুটো বাক্স বের করে অস্ত্রদুটোর পাশে রাখল হেনি।

'সব মিলে দাম কত?' জানতে চাইল রিক।

'দু'হাজার ডলার। অ্যামিউনিশন দেব বিনা পয়সায়।'

'নতুন অস্ত্র কিনলে এমনিতেই বিনা পয়সায় দেবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করতে হবে। চাইলেই হাতে পাবে না অস্ত্র। দরখাস্ত জমা দেয়ার কয়েক দিন পর হয়তো অনুমতি দেবে কর্তৃপক্ষ। আমার মনে হয়নি তুমি সময় নষ্ট করার মানুষ।'

অসন্তুষ্ট হয়ে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলল রিক। বুক পকেট থেকে নিল ডলারের বাণ্ডিল। 'পুরো পনেরো শ'। ব্যস, এর ওপর এক পয়সাও না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল হেনি। মুখে দুখী-দুখী ভাব।

কিন্তু তার চোখে স্পষ্ট লোভ দেখছে রিক। বাণ্ডিল থেকে পনেরোটা এক শ' ডলার নিয়ে রাখল টেবিলে। উঁচু হয়ে আছে নোট।

ডলারগুলো নিয়ে গুনতে লাগল হেনি। এদিকে ডেযার্ট

ঈগলের ম্যাগাযিনে বুলেট ভরছে রিক। কোটের পকেটে রাখল ড্যান ওয়েসন। আরেক পকেটে গেল অ্যামিউনিশনের বাক্স।

'তোমার ছেলেরা দরজার ওপাশে থাকবে, হেনি?' জানতে চাইল রিক।

প্যাণ্টের পকেটে ডলার রেখে বলল হেনি, 'ওদেরকে ওই শিক্ষা দিইনি।'

'দুঃখের কথা,' চওড়া হাসল রিক, 'তা হলে অস্ত্র ঠিক আছে কি না বুঝতে আর কারও বুকে গুলি করতে হবে।'

পঁচিশ

হালকা নীল রঙের স্যাটার্ন এসএলওয়ান ভাড়া গাড়িতে একাই আছে রানা। তেল কম খায় বলে সুনাম আছে এই মডেলের। পিছু পিছু নিজেদের ভাড়া গাড়ি নিয়ে আসছে জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স। বজায় রেখেছে দূরত্ব। ওরা রানার আস্তিনের সেরা তাস। ঠিক করেছে এখন খেলবে না।

ডালাস থেকে উত্তরদিকের সড়ক ধরে চলেছে ওরা। গন্তব্য রে রবার্টস্ লেক। একবার ওখানে পৌঁছুলে পুবে যাবে ছোট শহর পাইলট পয়েন্ট-এ। এরপর শাখা রাস্তা ধরে পৌঁছুবে খামার এলাকায়। ওই মাঠ গিয়ে মিশে গেছে ওকলাহোমা রাজ্যের সীমান্তে। রানার গাড়িতে আছে জিপিএস লোকেশন ফাইণ্ডার, কিন্তু কোনও কাজে আসবে না ওটা। চারপাশে খেত, জায়গায় জায়গায় জঙ্গল। সিনথেসাইয

মহিলাকণ্ঠ বারবার বলছে: ফিরে যাও যেদিক থেকে এসেছ। আরও কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে সুইচ টিপে মহিলার কণ্ঠরোধ করল রানা। বুঝতে পারছে, কঠিনই হবে ময়নিহানের র‍্যাঞ্চ খুঁজে বের করা।

মাঝে মাঝে সেল ফোনের মাধ্যমে দুই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে রানা। একমাইল পেছনে আসছে তারা। হঠাৎ বিপদ হলে সময় লাগবে ওদের ওর কাছে পৌঁছুতে। তবে বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে খেত গিয়ে মিশেছে দিগন্তে। নেই কোনও দালান-কোঠা বা শহর। ময়নিহানের লোক এলে তাদেরকে দেখা যাবে বহু দূর থেকে। কারও সন্দেহ হবে না একটা গাড়ি চলে গেলে। তবে পর পর দুটো গাড়ি গেলে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আর্লিংটনের বাইরে ওই মোটেলে বসে নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে বাড হিগিন্স। টেক্সাসে অসংখ্য স্থাবর সম্পত্তি আছে ময়নিহানের জমি উন্নয়ন ব্যবসা সংস্থার। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি মনোযোগ কেড়েছে ওদের।

ময়নিহান র‍্যাঞ্চ।

লোকটা বেছে নিয়েছে প্রত্যন্ত এলাকায় দেশের সেরা জমি। তাকে খুঁজতে হলে প্রথমেই যাওয়া উচিত ওখানে। কাউকে বন্দি করে রাখতেও উপযুক্ত জায়গা ওটা। কেউ শুনবে না আর্তের চিৎকার। আত্মরক্ষার জন্যেও ভাল। দু'মাইলের ভেতর গোপনে পৌঁছুতে পারবে না কেউ।

গুগল দেখে কোন্ দিকে যেতে হবে বের করেছে বাড। লোকেশন বুঝে নিয়েছে রানা। ম্যাপ অনুযায়ী, র‍্যাঞ্চে গেছে মাত্র একটা রাস্তা। বেরোতেও ব্যবহার করতে হবে ওটাই। তবে সমস্যা হচ্ছে সঠিক পথ কোন্‌টা খুঁজে বের করা কঠিন। টুরিস্টরা যায় না ওদিকে। রাস্তায় কোনও সাইনবোর্ডও নেই। ধরে নিতে হচ্ছে, দিগন্তের ওদিকে ওই র‍্যাঞ্চ। বহু ব্যবধানে কখনও কখনও খুঁটিতে একটা-দুটো মেইলবক্স বুঝিয়ে দিচ্ছে,

পাশ দিয়ে গেছে কাঁচা রাস্তা। বেশিরভাগ ট্রেইল মানেই চেপ্টে যাওয়া ঘাসের মাঝে দুটো দাগ। বহু দূরে দূরে এসব ট্রেইল।

চুপচাপ ড্রাইভ করছে রানা। শীত আসছে বলে রাস্তার দু'পাশে বাদামি ঘাসের বিশাল মাঠ। দূরে পেট পূজায় ব্যস্ত গরুর পাল। একেকটার মস্ত শিং ধনুকের মতই বড়। রানার মনে পড়ল, বেগুারদের ডজ র‍্যাম গাড়ির কথা। ভাবল, এখন কোথায় দানবের মত লোকটা? আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তার ছোটভাইকে খুন করেছে ও।

নতুন করে সচেতন হয়ে উঠল রানা। ময়নিহানের কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে জুডিকে। কাজটা কঠিন, আগে খুঁজে বের করতে হবে মেয়েটা আছে কোথায়।

স্যাটার্ন থামাল রানা। মোবাইলের বাটন টিপে কল দিল জনকে। 'তোরা বরং আরও পিছিয়ে যা।'

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল জন।

'চারপাশটা দেখতে থেমেছি,' বলল রানা। গাড়ি নামিয়ে দিল বামের মাঠে। ওদিকেই কোথাও ময়নিহান র‍্যাঞ্চ। 'একটা কমপাস পেলে কাজ হতো।'

'এগোতে থাক, ওই র‍্যাঞ্চ বেশি দূরে নেই,' বলল জন।

দূরের দিগন্তে আবছাভাবে সবুজের রেখা দেখল রানা। গাছ ও ঝোপ লাগিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে ওদিকে।

'সোজা র‍্যাঞ্চের দিকেই চলেছি,' বলল রানা। 'তবে দেখিনি গেট। কাছাকাছি গিয়ে আবার রাস্তায় ফিরব।'

বাড়ের গালি শুনতে পেল রানা।

'যাশ্‌শালা!' বলে উঠল জন। 'এগোতে থাক্, কিন্তু তোর দিকে যাচ্ছে একটা কপ্টার। নিচে আরও আছে দুটো গাড়ি, সন্দেহজনক।'

'তোদের দিকে কপ্টার থেকে বাড়তি মনোযোগ দেয়নি?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে। নিচু হয়ে উড়ে আসছে। দেখতে চায় আমরা কারা।' চুপ হয়ে গেল জন। বোধহয় রেখে দিয়েছে

ফোন।

গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টোদিকে চলল রানা। ওকে অন্যদিকে যেতে দেখলে হয়তো সন্দেহ কমবে কপ্টার পাইলটের। বহু দূরে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে দেখতে পেল রানা। উড়ে আসছে রাস্তার ওপর দিয়ে। কালো রঙের। কী ধরনের কপ্টার বোঝা গেল না। গতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। হয়তো চলে যাবে পাশ কাটিয়ে। আগের চেয়ে গাড়ির গতি বাড়াল রানা। যে-কোনও সময়ে হয়তো রাইফেলের মাযলে ঝলসে উঠবে কমলা আগুন।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেলেও এল না গুলি।

উচ্চতা কমিয়ে ঘুরে রানার দিকে এল কপ্টার।

আবারও ফোনে কথা বলে উঠল জন। 'ভালভাবে দেখে নিয়েছে। আমাদেরকে খুঁজছে না। তোর ক্ষেত্রে তেমন না-ও হতে পারে। সোজা তোর দিকে আসছি। যে-কোনও সময়ে শুরু হতে পারে ঝামেলা।'

'সাধারণ গতিতে আয়,' বলল রানা। 'এখনও চিন্তার কিছু নেই।' ফোন রেখে কোমর থেকে ওয়ালথার নিল ও। রাখল পাশের সিটে। গ্লাভ কম্পার্টমেণ্ট থেকে নিয়ে মাথায় চাপাল বেসবল ক্যাপ। কে জানে, হয়তো ওটার জন্যেই আরও বেশি সন্দেহপ্রবণ হবে লোকগুলো। এরা ময়নিহানের স্যাঙাৎ হলে তাদেরকে ওর চেহারা ও দৈহিক বর্ণনা দিয়েছে রিক বেণ্ডার, জাজ হোল্ড বা শেরিফ ম্যাকলাস্কি। আবছাভাবে ওকে দেখবে ককপিট থেকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই।

ষাট মাইল বেগে কপ্টারের দিকেই চলেছে রানা। ওর চেয়ে জোরে আসছে কপ্টার। এবার ওটাকে চিনল রানা। বেল জেট রেঞ্জার। লেজে ধূসর-লাল রঙ। কোনও চিহ্ন নেই যে ধরে নেবে ওটা ন্যাশ ময়নিহানের। ভেতরে দু'জন। ষণ্ডামার্কা চেহারা। মনে হলো না সহজ লোক। ভুরু কুঁচকে

দেখল রানাকে।

নিজে অভিনয় ভালই করল রানা। মিষ্টি হাসল তাদের দিকে চেয়ে। হাতও নাড়ল বারকয়েক। পেছনে রয়ে গেল কপ্টার। আয়নায় ওটাকে দেখল ও। বামে বাঁক নিয়ে আবারও পিছু নিল লোকদু'জন। দেখতে না দেখতে আবার চলে এল কাছে। কড়া চোখে রানাকে দেখল কো-পাইলট। অবাক হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। জবাবে হাতের ইশারা করল লোকটা। খোল্, ব্যাটা, তোর ক্যাপ!

আদেশ মানল রানা। খুলে ফেলল ক্যাপ। খাটো করে ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে নাচাল দুই ভুরু। মুখ হাঁ করে বুঝিয়ে দিল: আবার কী হলো, ভাই?

রানার চেহারা দেখে খুশিই মনে হলো কো-পাইলটকে। নাড়ল মাথা। গাড়ি পেছনে রেখে এগোল কপ্টার। ধুলোয় অন্ধকার হলো চারপাশ। কপ্টারের তলা দিয়ে চলেছে গাড়ি। ওপরে উঠছে কপ্টার। আয়নায় রানা দেখল, ওটা চলেছে পুবের সবুজ রেখা লক্ষ্য করে। বুঝে গেল, ওখানেই ন্যাশ ময়নিহানের র‍্যাঞ্চ।

কিছুটা যেতেই দেখল উল্টোদিক থেকে আসছে জন ও বাডের ফোর্ড উইণ্ডস্টার মিনিভ্যান। গতি কমিয়ে থামল রানা। একটু পর পাশাপাশি হলো দু'গাড়ির জানালা।

'তোর জন্যে অপেক্ষা করছে ময়নিহান,' মন্তব্য করল জন।

'তাই মনে হচ্ছে,' বলল রানা, 'কিন্তু এখন আবারও ওদিকে গেলে সন্দেহ করবে কপ্টারের লোকগুলো। এর পরেরবার হয়তো এত সহজে পার পাব না।'

'তা হলে কী করবি?' জানতে চাইল জন।

'রানা, সোজা যা পাইলট পয়েন্টে, এদিকে জায়গা দেখে ফিরব আমরা,' বলল বাড।

'তোদেরকেও দেখেছে,' বলল রানা।

'কথা ঠিক, ঘুরপথে যেতে পারি উত্তরদিকে,' বলল জন। 'পরে দেখা হবে লেক হাউসে।'

কথাটা যৌক্তিক। হয়তো দূরের রাস্তায় অপেক্ষা করছে কপ্টার। ঠিক সময়ে না পৌঁছুলে কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাবে এখানে। অন্যদিকে গেলেও খুঁজে নেবে। সেক্ষেত্রে হয়তো শুরু হবে মুখোমুখি লড়াই। ওদের তিনজনের বিরুদ্ধে প্রাণে বাঁচবে না লোকদুটো। কিন্তু রানা চাইছে না, এখনই শত্রুপক্ষ জেনে যাক সঙ্গে আছে জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স। জুডিকে সরিয়ে নেয়ার সময় কাজে আসবে ওই চমক।

'রওনা হ,' বলল রানা, 'চেষ্টা করবি যেন তোদের চিনতে না পারে।'

মাথা দোলাল জন।

গাড়ি নিয়ে রওনা হলো বাড।

গাড়ি ঘুরিয়ে লেক তীরে ওদের ভাড়া নেয়া কেবিন লক্ষ্য করে চলল রানা। রেকি করতে এসেছিল, সেটা ভালভাবে না পারলেও হতাশ নয়। কপ্টার দেখে আঁচ করা যাচ্ছে, র‍্যাঞ্চ হাউসে আছে ময়নিহান। অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

'দেখা হবে, ময়নিহান,' বিড়বিড় করল ও। আগের চেয়ে গতি তুলে ফিরছে পাইলট পয়েন্ট-এ। সময় কাটাতে গিয়ে জুডির কথা মনে পড়ল ওর। যেন চোখের সামনে ভাসল প্রথম দেখার দৃশ্য: কিছুক্ষণ হলো দেখছে, রুপালি সাগর-সৈকতের বাঁক ঘুরে হেঁটে আসছে এক যুবতী। আর সব মেয়ের তুলনায় লম্বা। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ। হাঁটার ভঙ্গি ব্যালেরিনার মতই সাবলীল। কালো চুল। আয়ত দুই চোখের মণি কুচকুচে কালো। উঠে এল বিচ হাউসের সান-ডেকে। নিচু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমিই কি মাসুদ রানা?'

রানার মনে পড়ল লিটল ফোর্কের মোটেলে ওর ঠোঁটে চুমু দিয়েছিল জুডি। সাড়া দিতে গিয়েও সামলে নিয়েছিল ও। লাল হয়েছিল জুডির দু'গাল। বুঝেছে, সুযোগটা নেবে না

রানা। তখন ম্লান হেসেছে মেয়েটা। নরম সুরে বলেছে, 'ধরে নাও, বন্ধু হিসেবে ধন্যবাদ দিতেই চুমু দিয়েছি।'

অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল রানা। পরে বিড়বিড় করে কী যেন বলেছে জুডি। দারুণ সুন্দরী মেয়ে, ওকে পাত্তা না দেয়ায় চোখে ছিল রাগের ছাপ।

রানার মনে পড়ল, পরে কী বলেছে জন: 'দেখতে দারুণ, তাই না?'

জবাবে রানা বলেছে: 'হোক, তাই বলে পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিবি?'

হেসেছে জন। 'ওহ্, বলে দিয়েছে? যাহ্!'

'ভাবতে পারিনি মাইকের বোন।'

'আমিও ভাবতে পারিনি। সে তো ছিল মদ্দা মোষের মত। সব বাজে জিন ওর ওপর খরচ করে ফেলেছিল ওর বাপ। তারপর স্বর্গ থেকে নেমে এল ওই মেয়ে।'

চুপ থেকেছে রানা।

'কী, রানা, প্রেমে পড়ে গেলি?' জানতে চেয়েছে জন।

'এখনও না,' বলেছে রানা।

'ওর কথা শুনেই বুঝেছি, তোকে পছন্দ করে। ক্ষতি কী মেলামেশা করলে?'

'উচিত হবে না, জন। পাহাড়ে ওর বোনের বাড়িতে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছি। তাতে আরেকটু হলে মাথা উড়ে যাচ্ছিল আমার। এক সেকেণ্ড দেরিতে গুলি পাঠিয়েছি।'

আনমনে এসব ভাবতে গিয়ে ভুল করেছে রানা।

কখন যেন মাঠ পাড়ি দিয়ে ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে দ্রুতগামী এক ল্যাণ্ড রোভার!

রানার গাড়ির জানালা ঝনঝন করে ভেঙে ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেলে বুলেট বিঁধতেই চটকা ভাঙল ওর। এক সেকেণ্ড পর মেঝেতে দাবিয়ে দিল অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেল। লাফ দিয়ে এগোল গাড়িটা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগল ঘণ্টায় আশি

মাইল বেগে গতি তুলতে। কিন্তু এর বেশি সাধ্য নেই এ গাড়ির। ময়নিহানের লোকদের সন্দেহ থেকে দূরে থাকতে অতি সাধারণ গাড়ি ভাড়া করেছে রানা। তখন হুঁশ ছিল না যে লাগতে পারে তুমুল গতি।

ক'সেকেণ্ডে ওর পেছনে পৌঁছে গেল ল্যাণ্ড রোভার। রিয়ার ভিউ মিররে ওটাকে দৈত্য মনে হলো রানার। জিপে দু'জন লোক। ড্রাইভ করছে একজন, অন্যজন অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে জানালা দিয়ে। হাতে রাইফেল। মাযল আবারও তাক করছে ওর দিকেই!

ছদ্মবেশ বৃথা গেছে, ভাবল রানা। ডানদিক থেকে উড়ে আসছে সেই ধূসর-লাল কপ্টার! আরও খারাপ খবর: ওটার দরজায় এখন দাঁড়িয়ে আছে একলোক, কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল।

ওদের আছে ভাল মেশিনারি, সংখ্যায় ওরা বেশি এবং অস্ত্রও আধুনিক। বিড়বিড় করল রানা, 'ওরে, গাধা, এমন ফাঁদে কীভাবে পড়লি তুই?'

ছাব্বিশ

নিজের কথা রেখেছে হেনি। কিন্তু রিক ভাবছে, কখন দেখাবে লোকটা তার আসল রূপ? ওর ভুল না হলে, সময় লাগবে না ভদ্রতার মুখোশ খুলতে। বাররুমে ঢুকতেই দেখল, নতুন এক টেবিল এনে ওটা ঘিরে বসে আছে চার যুবক। চেহারা গম্ভীর। উঁচু মঞ্চ পেরিয়ে দরজার দিকে যেতেই কঠোর চোখে ওকে

দেখল মার খাওয়া লোকটা। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাদের উদ্দেশে মৃদু নড করল রিক। জবাবে মাথা দোলাল তিনজন। ভুরু আরও কুঁচকাল চতুর্থজন।

দরজার দিকে চলেছে রিক। শুনল হাসাহাসি করছে চার যুবক। ওকে নিয়ে হাসছে না। ক'পা পেছনে আসছে হেনি। মনে হলো পনেরো শ' ডলার পেয়ে খুশি। হয়তো গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে রিকের কথা। বিদায় দিয়ে ফিরবে ভেতরে।

ডোরওয়ের ক্রোম ফিটিঙে তাকে দেখল রিক। লোকটা ঘুরে চেয়েছে বন্ধুদের দিকে। ইশারায় কথা হয়েছে নীরবে। যা বোঝার বুঝে গেল রিক। একবার স্পর্শ করল ডেযার্ট ঈগল, তারপর সরিয়ে নিল হাত। ওকে পাশ কাটিয়ে ডাবল ডোর খুলে বেরিয়ে গেল হেনি। ঠাস্ করে বন্ধ হলো কবাট। ওই আওয়াজে চমকে গেছে বাইরের দু'জন। তিন সেকেণ্ড পর নাইট ক্লাবের পেছনের উঠানে বেরোল রিক। ততক্ষণে লড়তে তৈরি দুই যুবক। তবে দানবীয় রিককে দেখে একটু ভড়কেই গেল তারা।

ঘাড় কাত করে ইশারা দিল হেনি। হাসি-হাসি মুখে বলল, 'চিন্তা নেই, রুবেল, রাসেল; বিদায় নিচ্ছে আমাদের বন্ধু।'

দুই যুবকের চেহারা দেখল রিক। ফুলে গেছে একজনের গলার শিরা। চোখের তারা বিস্ফারিত। লড়বে। কোনও ইঙ্গিত ছিল হেনির কথায়। আবছাভাবে রিক শুনল, ভেতরের ঘরে পায়ের আওয়াজ। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে হেনি। তাকে পাশ কাটাল রিক। তখনই ওর কনুইয়ে টোকা দিল লোকটা। তাতে ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরল রিক। হাত বাড়িয়ে দিল দলনেতা। 'খুবই খুশি হলাম তোমার সঙ্গে ব্যবসা করতে পেরে।'

হেনির হাত ধরলে দুই যুবকের দিকে পিঠ দিতে হবে, তাতে আপত্তি নেই রিকের। 'আমিও খুশি,' হেনির হাতটা

ধরল সে। কাজটা করেছে হিসাব কষেই। পেছনে থাক না দু'জন, দেখতে পাবে বার থেকে চার যুবক বেরিয়ে এলে।

হেনির চোখে চোখ রেখে হাসল রিক।

পেছনে শুনল বুটের আওয়াজ।

'আজ ভাল মুনাফা করলে,' হেনিকে বলল রিক, 'আরও মুনাফা বোধহয় স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল হবে না।'

হ্যাণ্ডশেক করা হাতটা প্রচণ্ড জোরে নিজের দিকে টানল রিক। মুহূর্তে হেনিকে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দুই যুবকের ওপর। মুখোমুখি সংঘর্ষে হতভম্ব হয়েছে তারা। ওই একই সময়ে প্রচণ্ড এক ঘুষিতে বামের যুবকের চোয়াল চুরমার করল রিক। ভীষণ ঝাঁকি খেল হাতে। পাশবিক শক্তি। যুবকের চোয়াল গিয়ে গুঁতো দিয়েছে মগজে। খুন না হলেও মাসের পর মাস খাবার খেতে পারবে না চিবিয়ে। কাটা কলাগাছের মত পড়ল যুবক। বুকটা হুমড়ি খেল হেনির কোমরে। দু'জনই হুড়মুড় করে পড়ল পাকা উঠানে।

বন্ধুদের পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছে দ্বিতীয় যুবক। কিন্তু সামনে বেড়েই খপ্ করে তার শার্টের কলার ধরল রিক। একটানে তুলল মেঝে থেকে। মাঝারি আকারের লোক সে, কিন্তু রিকের কাছে নাদান শিশু। দু'হাতে তাকে তুলে দরজার পাশের দেয়ালে আছড়ে ফেলল রিক। পরক্ষণে ওর হাঁটু নামল যুবকের ঊরুসন্ধির ওপর। এদিকে ডানহাতে বন্ধ করেছে কাছের কবাট। বার থেকে এল ক'জনের হৈ-চৈ শব্দ। বাইরে কী হচ্ছে বুঝেই ছুটে আসছে তারা। মাঝারি আকারের বাউন্সারকে ছাড়েনি রিক, নিজের আর চার যুবকের মাঝে তাকে রাখল ঢালের মত। চার যুবকের দু'জনের হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। অন্য দু'জনের হাতে ছোরা। কিন্তু একজনও ব্যবহার করতে পারল না অস্ত্র। তাদের মুখের ওপর ধুম্ করে কবাট বন্ধ করল রিক।

অকস্মাৎ হামলায় শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে মাঝারি

বাউন্সার। তাতে হাল ছাড়ল না, বোকার মত ঘুষি ছুঁড়ল রিকের চোয়ালে। মাথা নিচু করে নেয়ায় ঘুষিটা পড়ল দানবের মাথার চাঁদিতে। হাতের হাড় ভাঙল যুবকের, কিন্তু তখনই বদ্ধ দরজার ওপর বারবার তার মাথা ঠুকতে লাগল রিক। ওদিক থেকে এল চিৎকার, ঘুষি ও ধাক্কা। শুকনো কাঠের দরজা ভরে উঠল যুবকের তাজা রক্তে। ক'সেকেণ্ড পর রিক ছেড়ে দেয়ায় ভিজে নেতিয়ে যাওয়া ন্যাকড়ার মত মেঝেতে পড়ল মৃত যুবক।

দরজার বাইরে পোক্ত বোল্ট ও প্যাডলক। খদ্দেরদের জন্যে সামনে দরজা খুললে বোধহয় বন্ধ রাখে এদিকেরটা। পুরু ছিটকিনি লাগিয়ে দিল রিক, পরক্ষণে ক্লিক শব্দে আটকে গেল প্যাডলক।

এবার ঘুরে হেনিকে দেখল রিক।

শেষপর্যন্ত বন্ধুর তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে দলনেতা। কিন্তু হাঁটু সোজা করে দাঁড়াবার আগেই একহাতে তার গলা চেপে ধরল রিক।

চারপাশে কী হচ্ছে বুঝে ভীষণ ভয়ে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে হেনির। সবার ভেতর সে সবচেয়ে শক্ত পেরেক। বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, 'তুমি জানো, কার সঙ্গে লাগতে এসেছ?'

'তোকে মগ প্রেযেণ্ট করেছে যে মেয়েছেলে, মস্ত ভুল করেছে সে,' আন্তরিক হাসল রিক। 'এবার দ্যাখ্ কী করি!'

দু'হাতে রিকের কবজি ধরে নিজেকে ছাড়াতে চাইল হেনি। কিন্তু ক্ষুধার্ত নেকড়ের চোয়াল থেকে মুক্তি নেই মোরগের। গায়ের জোরে না পেরে প্যাণ্টে গুঁজে রাখা পিস্তল বের করল হেনি। কিন্তু ওর কবজিটা ধরল রিক। রানাকেও এভাবে ধরেছিল বলে খুন হয়েছে ছোটভাই। দ্বিতীয়বার ভুল না করে প্রচণ্ড চাপ দিল হেনির পিস্তল ধরা কবজিতে। শুনল মুড়মুড় শব্দে গুঁড়ো হচ্ছে হাড়। দাঁতে দাঁত চেপেও হেনি

ঠেকাতে পারল না বিকট, কর্কশ আর্তনাদ। প্রচণ্ড ব্যথায় বিকৃত হলো চেহারা। অবশ হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। অন্যহাতে হেনির গলা টিপে ধরল রিক। মুচড়ে ভাঙল গলার কার্টিলেজ। যন্ত্রণায় ছটফট করছে হেনি, দু'ঠোঁটের কশ বেয়ে দরদর করে পড়তে লাগল তাজা রক্ত।

'তুই কঠিন গজাল না; বরং শুকনো পাটকাঠির মতই পলকা,' বলল রিক। গলা কাটা মুরগির মত ছটফট করছে হেনি। তাকে বারবেল তোলার মত করে দু'হাতে মাথার ওপর তুলল রিক। টেরই পেল না টান পড়ছে কাঁধের জখমে। তিন গুনে গায়ের জোরে পাকা উঠানে আছড়ে ফেলল শক্ত পেরেককে। লাশের মত পড়ে থাকল বাউন্সার। নড়ছে না। নড়বেও না। স্থির দুই চোখ চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

লাশের পকেট হাতড়ে পনেরো শ' ডলার নিজের বুক পকেটে গুঁজল রিক। নিল লোকটার পিস্তল। মেয়েদের প্রিয় গ্লক উনিশ। পরে ল্যাগতে পারে। হেনির চাবির গোছা নিল রিক, একটা চাবি দেখে হেসে ফেলল।

দু'মিনিট পর পার্কিংলট থেকে বেরোল হেনির সাধের ক্যাডিলাক। একইসময়ে নাইট ক্লাবের সামনের দরজা খুলে ছিটকে বেরোল চার যুবক। তাদের অপমান করতে মাঝের আঙুল দেখাল রিক। পিস্তল তাক করল দুই যুবক, কিন্তু গুলি করল না। ঘুরে দৌড়ে গেল হেনির পাশে।

এবার ওদের কে বাউন্সার হবে, ভাবছে রিক। হয়তো আবার ফেরার সময় তাকে একটু বাজিয়ে দেখবে ও।

ক্যাডিলাক ছুটে চলেছে পুবে। ওদিকেই ডালাস।

গাড়িটা ট্যাঙ্কের মতই ভারী, প্রচণ্ড খাটনির জন্যে তৈরি। ঝড়ের বেগে পিছনে পড়ছে মাইলের পর মাইল। আনমনে ভাবল রিক, পেয়েছি অস্ত্র। ট্যাক্সির ভাড়া আর ড্রাইভারকে দেয়া টিপ্‌স্ বাদ দিলে গাড়ি ও অস্ত্রের জন্যে খরচ হয়নি এক

সেন্টও। হেনি অত লোভী না হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। কিন্তু ডলার বের করেই রিক বুঝেছে, সব কেড়ে নেয়ার লোভ সামলাতে পারবে না লোকটা। ওই লোভের কারণেই হারাল সব। অস্ত্র, টাকা, গাড়ি ও নিজের জীবন।

ক্যাডিলাকের গতি বাড়াল রিক। ৩৫ই রোড ধরে চলেছে উত্তরদিকে। ৫৫ রুটে পৌঁছে পাশ কাটিয়ে গেল লিউইসভিল লেক ও কোরিন্থ্। চলেছে পুবের ডেন্টন লক্ষ্য করে। ওখানে পৌঁছুলে যাবে পাইলট পয়েন্ট ও গ্রেসন কাউন্টি। আগেও শটগান হাতে ওদিকে গেছে। সঙ্গী ছিল শেরিফ ম্যাকলাস্কি। সেসময়ে উড়ে গেছে ময়নিহানের ব্যক্তিগত জেট বিমানে চেপে। অত গতি না পেলেও ক্যাডিলাকে আপত্তি নেই রিকের। দারুণ গাড়ি। ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে *ক্ষুরধার* ময়নিহানের র‍্যাঞ্চে। ওখানে নিশ্চয়ই পাবে মাসুদ রানাকে।

সাতাশ

কাউন্টার-টেরোরিযম ট্রেনিঙের সময় আত্মরক্ষামূলক ড্রাইভিং শেখানো হয়েছে রানাকে। কিন্তু সেসময়ে ওর গাড়িটা ছিল বুলেট-প্রুফ সেডান, জিপ বা হামার। সে তুলনায় স্যাটার্ন গাড়িটা চাকাওয়ালা পনিরের মতই নরম। আততায়ী চাইলে গুলি না করে পাথর মেরেও বারোটা বাজাতে পারবে দশ বছর বয়সী পুরনো এই গাড়ির।

কপ্টারের লোকটা খুব আগ্রহী না হলেও ল্যাণ্ড রোভারের খুনি আপ্রাণ চেষ্টা করছে রানাকে গাঁথতে। ওদিকে ওর

গতিরোধ করতে চাইছে কপ্টারের পাইলট। আরও নেমে এসে ভাবছে, বাধ্য করবে গাড়ি থামাতে। কিন্তু পুরো গতি তুলে কপ্টারের দিকে চলেছে রানা। ওর গোঁ দেখে কপ্টার ওপরে তুলে নিল পাইলট। তাদেরকে বলা হয়েছে রানাকে খুন করতে, খুন হতে নয়।

রানা বুঝল, আশি মাইল বেগ আপাতত যথেষ্ট। পেছনে তেড়ে আসছে ল্যাণ্ড রোভার। সারা রাস্তাভরা গর্ত। জায়গায় জায়গায় মেরামতের চিহ্ন। তবে বড় গর্ত এড়াতে গিয়ে গতি কমিয়ে ষাট মাইলে নামাতে হচ্ছে, নইলে উল্টে পড়বে গাড়ি। খরগোসের মত লাফিয়ে ছুটছে স্যাটার্ন। পেছনে ছিটকে দিচ্ছে রাশি রাশি ধুলো ও নুড়িপাথর।

একের পর এক গুলি করছে ল্যাণ্ড রোভারের খুনি। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলিতে এন্তেকাল করেছে রানার গাড়ির পেছন কাঁচ। ঝাঁঝরা হয়েছে প্যাসেঞ্জার সিট। রানার উচিত পাল্টা গুলি করা। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। পাশের সিটে ওয়ালথার। একহাতে স্টিয়ারিং সামলে গুলি করা অসম্ভব। তীরের গতি তুলে পশ্চিমে চলেছে রানা। ওর চোখ খুঁজছে পছন্দমত জায়গা। এমন কোথাও যেতে হবে, যেখানে আত্মরক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

সামনেই পড়বে পাইলট পয়েন্ট থেকে কলিন্সভিলে যাওয়ার দক্ষিণ হাইওয়ে ৩৭৭। কিন্তু আপাতত চারপাশে মাঠ ছাড়া কিছুই দেখছে না রানা। এদিকে-ওদিকে একটা দুটো ধূসর গাছ। কপ্টার বা ল্যাণ্ড রোভারের খুনিদের কাছ থেকে কাভার দেবে না। রানার চাই আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ও ইঁটের দেয়াল। চারপাশে আছে শুধু ঘাসজমি, গাছ ও গরুর পাল।

উল্টে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত সরাল রানা। স্পিড ডায়াল করল মোবাইল ফোনে। তিন সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে ধরতেই বলল, 'জলদি ফিরে আয়! জরুরি দরকার!'

‘আসছি,’ জবাবে বলল জন।

বাড হিগিন্স গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়ায় চাকা ঘষার কর্কশ শব্দ শুনল রানা। স্যাটার্ন গাড়ির নিচে আলগা নুড়িপাথরের বিশ্রী কড়মড় শব্দ। গলা উঁচিয়ে বলল ও, ‘পেছনে ল্যাণ্ড রোভারে দু’জন। কপ্টারেও অন্তত আরও দু’জন। সঙ্গে রাইফেল।’

ফোন রেখে স্টিয়ারিং হুইল ঠিক করে নিল রানা। রওনা হয়েছে জন ও বাড। সমস্যা হচ্ছে: ওদের মাঝে ব্যবধান চার থেকে পাঁচ মাইল। রানা বুঝে গেল, বাঁচতে হলে ঠেকাতে হবে পেছনের লোকগুলোকে।

ধুলো ভরা রাস্তায় কড়া ব্রেক কষে রী-রী করা আওয়াজ তুলে থামল রানা। পিছলে গেল গাড়ির পেছনদিক। তাতে তৈরি হলো ধুলোর বিশাল মেঘ। একইসময়ে প্রচণ্ড বেগে গাড়ির পেছনে এসে গুঁতো মারল ল্যাণ্ড রোভারের গ্রিল। দুই সেকেণ্ড পর চাকা পিছলে এগোল স্যাটার্ন গাড়ি। বডির সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেল চেপে ধরেছে রানা। পরের কয়েক সেকেণ্ডে তুমুল গতি তুলল গাড়িটা।

রিয়ার ভিউ মিররে রানা দেখল, ধুলোর মেঘের মাঝে রয়ে গেছে ল্যাণ্ড রোভার। তাতে খুশি হলো ও। এখনও ওকে দেখতে পায়নি লোকগুলো। আবার ব্রেক করল রানা। রাস্তা থেকে উঠছে ঘন ধুলো। ব্রেক করে গাড়ি অর্ধেক ঘুরিয়ে নিল ও। বেরিয়ে এল ওয়ালথার হাতে। পাঁচ ফুট সরার আগেই রকেট বেগে ধুলোর মেঘ থেকে এসে স্যাটার্নের ঘাড়ে চাপল ল্যাণ্ড রোভার।

আধ সেকেণ্ড রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ড্রাইভার। স্যাটার্ন হালকা গাড়ি, চুরমার হলো ভারী গাড়ির ধাক্কায়। বিস্ফোরিত গ্রেনেডের মত নানাদিকে ছুটল ধাতুর বড়সড় সব টুকরো। প্রাণের ভয়ে ছুটছে রানা, কিন্তু কাঁধে কী যেন ঠাস্ করে লাগতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। শরীর গড়িয়ে দিয়ে উঠে বসে তাক করল ওয়ালথার। সামনের দৃশ্য দেখে

বিস্ফারিত হলো ওর চোখ।

স্যাটার্ন গাড়িতে গুঁতো মেরে ওটাকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে আকাশে নাক তুলেছে ভারী ল্যাণ্ড রোভার। উঠছে তীরের গতি তুলে। কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর কাত হলো শূন্যে। পুরো একপাক ঘুরে দড়াম করে পড়ল রাস্তার পাশে। থামল না ভারী গাড়ি, গড়িয়ে চলে গেল পাশের মাঠে। ওটা থেকে খসে পড়ছে ধাতুর বড় বড় সব টুকরো। মাঠের মাঝে রাইফেল-ওয়ালাকে দেখল রানা। ক'বার অস্বাভাবিক ভাঁজ খেয়েছে তার দেহ। ড্রাইভারকে দেখতে পেল না। তবে আশা করল, ওই লোকও আস্ত নেই।

শরীরে অসহ্য ব্যথা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। আকাশের দিকে তাকাল কপ্টার দেখতে। তবে চারপাশে শুধু ধুলোর মেঘ। ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্রী কটু গন্ধ। পুড়ছে ফিউয়েল, প্লাস্টিক ও মানুষের মাংস। কপ্টারের আওয়াজ শুনলেও ওটাকে দেখল না রানা। বুঝে গেল, ওকেও দেখছে না তারা। কুঁজো হয়ে ভাঙা ল্যাণ্ড রোভারের দিকে ছুটল রানা। সামনের মাটিতে চোখ, কিন্তু কোথাও নেই রাইফেলটা। গাড়ির সিট বেল্টে ঝুলে আছে ড্রাইভার। মুখ ভেসে গেছে রক্তে। ঘোলা চোখে পাগলাটে দৃষ্টি। পেরিফেরাল ভিশনে নড়াচড়া দেখে ঘুরে তাকাল রানার দিকে। মরার দশা, তবুও পাশের সিট থেকে তুলে নিল রিভলভার।

অচেনা লোক, পেশাদার খুনি। এসেছিল খুন করতেই। বাঁচলে ভবিষ্যতে খুন করবে অন্য কাউকে। দয়া এল না রানার মনে, হাতে গুলি না করে ফুটো করল তার কপাল। ঘুরে তাকাল রাইফেলওয়ালার দিকে। পনেরো গজ দূরে পড়ে আছে সে। আধপোড়া দেহ থেকে উঠছে কালচে ধোঁয়া। আরও সতর্ক হলো রানা। যে-কোনও সময়ে হাজির হবে যান্ত্রিক ফড়িং।

তিন সেকেণ্ড পর ওর ভাবনা বাস্তব করতেই যেন প্রায়

ওর মাথা ছুঁয়ে ছুটে এল বেল রেঞ্জার। রোটর ব্লেডের জোরালো বাতাস টলিয়ে দিল ওকে। চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে বিধ্বস্ত দুই গাড়ির ঘন ধোঁয়া। একদৌড়ে ল্যাণ্ড রোভারের আরেক দিকে গিয়ে কাভার নিল রানা। ওয়ালথারের দুটো গুলি গেঁথে দিল কপ্টারের আণ্ডারক্যারিজে। কোনও সুযোগ নেই পাইলটকে গুলি করার। তবে সে সরলে সুযোগ পাবে ও। পর পর দুই বুলেট কপ্টারে লাগতেই কাত হয়ে আরেক দিকে সরল পাইলট। থামল গিয়ে অন্তত এক শ' গজ দূরে। আবারও ঘুরিয়ে নিল কপ্টার। দূরে রানাকে দেখে রাইফেল তুলে গুলি পাঠাল গানম্যান। বিধ্বস্ত ল্যাণ্ড রোভার ভেদ করে গেল বুলেট। কানের পাশে রানা টের পেল ওটার তপ্ত হাওয়ার ঝাপটা। আধবসা থেকে উঠেই গুলি পাঠাল রাইফেলওয়ালার উদ্দেশে। ঠিকভাবে তাক করা হয়নি, গুলি লক্ষ্যে লাগবে ভাবেনি রানা। তবে প্রাণের ভয়ে কপ্টারের আড়ালে লুকাল লোকটা। দৌড়ে ল্যাণ্ড রোভারের অন্যদিকে সরল রানা। দু'সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, সে জায়গা দিয়ে গেল বুলেট।

অপেক্ষায় থাকল রানা। গাড়ির ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে দেখছে কপ্টার। আবারও আসছে ওটা। শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে ওয়ালথার তাক করল ও। ঠিক সময়ে স্পর্শ করবে ট্রিগার।

কিন্তু হঠাৎ মাটির কাছে নেমে এল বেল রেঞ্জার। খুলে গেল দরজা। লাফিয়ে নামল দুই লোক। দৌড়ে দু'দিকে গিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। হাতে এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল। মাযল তাক করেছে ল্যাণ্ড রোভারের পেছনে রানার দিকে।

এরা একই জায়গায় আটকে রাখবে ওকে, বুঝে গেল রানা। সে সুযোগে আরও লোক ও অস্ত্র নিয়ে আসবে কপ্টার পাইলট। এখন জানে, ওকেই খুঁজছে তারা। ময়নিহানের এলাকায় পাহারা দিচ্ছিল ল্যাণ্ড রোভারের লোকদু'জন। কিন্তু রানা এদিকে আসতেই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে কপ্টার

পাইলট। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দু'জনের বদলে হামলা করবে ছয়জন মিলে। কোনও ঝুঁকি নেয়নি তারা।

জন আর বাড কোথায়, ভাবছে রানা। হয়তো এখনও ওরা কয়েক মাইল দূরে। আর কিছু ভাবার আগেই, মাঠের লোকদু'জনের তরফ থেকে এল তুমুল গুলিবর্ষণ। ওর চারপাশে ছিটকে উঠছে ভাঙা ধাতুর ধারালো টুকরো। শুয়ে পড়ে শরীর গড়িয়ে সরে গেল রানা। আশা করছে ওকে গেঁথে ফেলতে পারবে না লোকদুটো। প্রচণ্ড বেগে যাওয়ার সময় বাতাসে ঝটকা তৈরি করছে বুলেট। ল্যাণ্ড রোভারের কঙ্কাল ঠেকিয়ে দিচ্ছে বেশিরভাগ গুলি, কিন্তু অন্যগুলো যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। রানার খুব কাছে বিঁধল কিছু বুলেট। বাধ্য হয়ে সরল ও। বুঝে গেছে, পড়েছে এমনই বাজে গাড্ডায়, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম।

দুই গড়ান দিয়ে রাস্তার পাশে অগভীর নালায় নেমে পড়ল রানা। দ্রুত ক্রল করে সরছে লাইন অভ ফায়ার থেকে।

ওদিকে এগোচ্ছে সতর্ক দুই গানম্যান। গুলি পাঠাচ্ছে ল্যাণ্ড রোভারের দিকে। গুলি ঝাঁঝরা করল মৃত ড্রাইভারের লাশ। এ থেকে রানা বুঝল, খুন করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষ। আবারও আকাশে উঠে গেছে কপ্টার। ও মরল কি না দেখতে চাইছে পাইলট। সেক্ষেত্রে দলের লোকদু'জনকে বলবে নিশ্চিন্তে এগোতে।

দুই দলে ভাগ হয়েছে শত্রুপক্ষ। রানা কপ্টার বা লোকদুটোর দিকে গুলি পাঠালে সবাই বুঝবে ও কোথায়। সেই সুযোগে আসবে অন্যদল। আবার চুপচাপ পড়ে থাকলে, এসে ওকে খুঁজে নেবে পাইলট। তখন দু'দিক থেকে হামলা করবে দুই রাইফেলম্যান। পরিস্থিতি যেভাবেই দেখুক রানা, ওর বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

নালা থেকে ঘাড় তুলে রাস্তা দেখল রানা। ভেবেছিল হয়তো ছুটে আসছে উইণ্ডস্টার মিনিভ্যান। কিন্তু ফাঁকা পড়ে

আছে রাস্তা। অর্থাৎ, প্রাণে বাঁচতে হলে চাই নতুন কৌশল। এদিকে ফুরিয়ে এসেছে ওয়ালথারের বুলেট।

লিটল ফোর্কের রেস্টুরেন্টে মৃত লোকটার গ্লক সেভেনটিন হাতে নিল রানা। তৈরি হলো লড়াইয়ের জন্যে। নালা থেকে ঘাড় তুলে দেখে নিল চারপাশ।

ভাঙা ল্যাণ্ড রোভারের দিকে চলেছে কপ্টার। এবার গানম্যানরা জানবে ওদিকে নেই রানা। সতর্ক পায়ে আসবে তারা। তবে ধ্বংসস্তূপ থেকে ভলকে ভলকে উঠছে ধোঁয়া ও লাল-কমলা আগুনের শিখা। ওরা আপাতত রানার বন্ধু। কিন্তু চারপাশ পরিষ্কার করে দেবে কপ্টারের দমকা হাওয়া। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আরেক রাইফেলম্যান। রানার গুলি উড়িয়ে দিল তার কাঁধের একখণ্ড মাংস। হোঁচট খেয়ে কপ্টারে ঢুকল সে। তার আর্তনাদ শুনে ভয় পেয়েছে পাইলট। কন্ট্রোলে হ্যাঁচকা টান দিতেই বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে সরে গেল কপ্টার।

রাইফেলওয়ালাকে খতম করলে সহজে কপ্টার নিয়ে ধারে কাছে আসবে না পাইলট, কিন্তু সেটা পারেনি রানা। ঘাড় সামান্য তুলে মাঠের লোকগুলোকে খুঁজল ও। তাদের একজন আছে ধোঁয়ার আড়ালে। অন্যজন ছুটে আসছে মাঠের আরেকদিক থেকে। এরা চাইছে দু'দিক থেকে রানাকে কোণঠাসা করতে। রানা দুটো গুলি করতেই ভূমিশয্যা নিল লোকটা। রানার মতই শরীর গড়িয়ে সরে যাচ্ছে সে। থেমে গিয়ে গুলি পাঠাল রানার উদ্দেশে।

রানা বুঝে গেল, আর্মি থেকে ট্রেনিং পেয়েছে এ লোক। ওর পরের গুলি বিঁধল খুনির নাকের কাছের মাটিতে। ভয় পেয়ে ঝটকা দিয়ে সরে গেল সে।

ক্রল করে সরতে লাগল রানা। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। নালার দু'প্রান্তে দুই খুনি হাজির হলে মহাবিপদ। আরও বড় বিপদ তৃতীয় কেউ কপ্টার থেকে গুলি পাঠালে। অনায়াসেই

গেঁথে ফেলবে ওকে। কাছের লোকটা পুবে। নালায় ক্রল করে ওদিকেই চলল রানা। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে ঘাড় তুলে গুলি পাঠাল তার দিকে। কিন্তু ওর মতই সরে গেছে পেশাদার খুনি। এখন আছে আরও দশ গজ কাছে। পর পর ক'টা গুলি ছুঁড়ে গাঁথতে চাইল রানাকে। চারপাশের মাটি ও ঘাস ছিটকে উঠতেই চমকে উঠেছে বিসিআই এজেন্ট। বালি ঢুকেছে চোখে। ঝটপট শুয়ে পড়ল নালায়। নতুন করে টের পেয়েছে, ওই খুনি দক্ষ সৈনিক। আরেক গড়ান নিয়ে দেখল, সরাসরি নালার পাশ দিয়ে ছুটে আসছে দ্বিতীয় গানম্যান!

একইসময়ে পরস্পরের দিকে গুলি পাঠাল ওরা দু'জন।

খুনির গুলি ঊরুর বাইরে ছ্যাঁকা দিলেও রানারটা বিঁধল তার পেটে। ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে মাঠে পড়ল সে। খুব বেশি দূরে নয়। হাত থেকে পড়ে গেছে অ্যাসল্ট রাইফেল। আহত হলেও খপ্ করে ধরল কোমরের পিস্তলের বাঁট। কিন্তু রানার পরের গুলি বিঁধল তার মাথায়। এক ঝটকা দিয়েই নিথর হলো লোকটা।

অ্যাসল্ট রাইফেলের দিকে ক্রল করবে ভাবছে রানা, এমনসময় মাথার ওপর দিয়ে বিকট শব্দে গেল কপ্টার। তারই মাঝে শুনল ছুটন্ত পায়ের ধুপ-ধাপ আওয়াজ। নালার পাশ দিয়ে ছুটে আসছে অন্য খুনি। এখনও চিত হয়ে পড়ে আছে রানা। আকাশ বা মাঠ থেকে ওকে গেঁথে ফেলবে দুই গানম্যানের কেউ।

রানাকে খুন করা সহজ হবে মাঠের লোকটার জন্যে। মাথার পেছনে হাত নিয়ে ওয়ালথার ও গ্লক দিয়ে একইসঙ্গে লোকটার দিকে গুলি পাঠাল রানা। তাতে ভীষণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে নালা পেরিয়ে গেল লোকটা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও হাজির হবে। বাঁচার উপায় নেই রানার।

ওর মাথার ওপর দিয়ে সগর্জনে গেল কপ্টার। দেরি না করে ওটার পেটে কয়েকটা গুলি গাঁথল রানা। মনোযোগ দিল

মাঠের লোকটার দিকে। তাকে দেখল উঠে দাঁড়াতে। চোখে তৃপ্তি নিয়ে কাঁধে রাইফেল তুলেছে সে। এবার খুশি মনে স্পর্শ করবে ট্রিগার। কিন্তু পরক্ষণে তার চোখে-মুখে ফুটল দ্বিধা। পাশ ফিরে তাকাল সে। ঘুরিয়ে নিল অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল।

এক সেকেণ্ডের এক শ' ভাগের এক মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো তার গোটা মাথা। হাই ভেলোসিটির গুলি চারদিকে ছিটকে দিল রক্তের ফোয়ারা।

নিশ্চয়ই জন ও বাড পৌঁছে গেছে, ভাবল রানা।

খুন হয়েছে পেশাদার খুনি, কিন্তু তার আগে টিপে দিয়েছে ট্রিগার। এম সিক্সটিনের বুলেট বিঁধল রাস্তার পাশে। ছিটকে উঠল মাটি। পরের সেকেণ্ডে হাঁটু ভাঁজ হতেই ধুপ করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ল খুনির লাশ।

আপাতত কপ্টারের রাইফেলওয়ালা ছাড়া আর কোনও বিপদ নেই। রানার চোখের আড়ালে গেছে কপ্টার। শুনতে পেল রাইফেলের গর্জন। তার জবাবে 'বুম্!' করে উঠল ভারী ক্যালিবারের পিস্তল। প্রায় একইসময়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল কেউ। তিন সেকেণ্ড পর ধুপ্ করে মাঠে নামল ভারী কিছু। আবারও 'বুম্!' করে উঠল পিস্তল। রানার মনে হলো বজ্রপাত হয়েছে কানের কাছে। তখনই পাল্টে গেল কপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ। উঠে বসে রানা দেখল, কাত হয়ে গেছে যান্ত্রিক ফড়িং। ফিউযেলাজ থেকে ভকভক করে বেরোচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। উড়োজাহাজ চলেছে উত্তর দিকে। প্রতি মুহূর্তে হারাচ্ছে উচ্চতা।

রানা বুঝে গেল, যে-কোনও সময়ে ভূপাতিত হবে ওটা। সত্যিই ক'মুহূর্ত পর দূর থেকে এল পতনের জোরালো ফাঁপা আওয়াজ। টেক্সাসের আকাশে লাফিয়ে উঠল রাশি রাশি কালো ধোঁয়া।

বিপদমুক্ত হয়ে মৃদু হাসল রানা। ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে

ঘুরে তাকাল জন ও বাডের দিকে।

কিন্তু তারা আশপাশে নেই।

তাদের বদলে কোত্থেকে যেন এসে হাজির হয়েছে রিক বেণ্ডার!

আটাশ

মাসুদ রানার লাশ থাকবে পায়ের কাছে, এরচেয়ে বেশি কিছু চায় না রিক বেণ্ডার। খুনের আগে ভয়ঙ্কর ব্যথা দেবে মাসুদ রানাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তেমন ভাল প্ল্যান তৈরি করেনি সে এখনও। ফালতু এলাকায় মাঠের পাশে অগভীর এক নালায় বসে আছে রানা। ওকে এভাবে এক গুলিতে খুন করলে নিজেই মনের দুঃখে মারা পড়বে রিক।

গাড়িতে করে আসার সময় কোনও পরিকল্পনা আসেনি মনে। লিটল ফোর্কে ম্যাকলাস্কি আর হোল্ডকে খুন করেছে জানলে, আর যাই হোক, দু'হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে টেনে নেবে না ময়নিহান। বরং রানাকে খুন করাতে যেসব লোক ডেকেছে, তাদেরকে লেলিয়ে দেবে রিকের পেছনে। অর্থাৎ, ওর উচিত নয় *ক্ষুরধারের* দরজায় কড়া নাড়া।

অথচ, ময়নিহানের সঙ্গে দেখা করার যথেষ্ট কারণ আছে রিকের। ওই র‍্যাঞ্চেই জুডিকে রেখেছে লোকটা। আর লিটল ফোর্কে রানা দেখিয়ে দিয়েছে, সহজ বান্দা সে নয়। সুতরাং রিক বুঝে নিয়েছে, ওই লোক যাবে ময়নিহানের র‍্যাঞ্চে।

কিন্তু হঠাৎ এভাবে দেখা হবে, ভাবতে পারেনি রিক।

প্রথমে দেখেছে ধোঁয়া। তারপর কেউ মরবে সে আশায় যেমন আকাশে ঘোরে শকুন, সেভাবে ঘুরছিল ওই কপ্টার। ভাঙা রাস্তার নুড়িপাথর সরে যাওয়ার শব্দের মাঝে শুনেছে গোলাগুলির আওয়াজ। কী ঘটছে, বুঝতে অনেক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়নি রিকের।

তুলেছে তুমুল গতি। দূরে দেখল, কপ্টার নেমে এসে পেট থেকে মাটিতে খালাস করল দুই লোককে। তাদের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। দু'দিকে সরে গেল তারা। গুলি করছে ভাঙাচোরা ল্যাণ্ড রোভারের ওপর। রাস্তার সামনে আরেকটা বিধ্বস্ত গাড়ি।

তখন পথের পাশে ক্যাডিলাক রেখেছে রিক। এমনভাবে এগিয়েছে, যাতে ওকে দেখতে না পায় কেউ। শেষ এক শ' গজ দৌড়ে থেমেছে ধ্বংসস্তূপের কাছে। একসময় গাড়িটার কেমন চেহারা ছিল, বোঝার উপায় নেই। ওটাকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করবে ভেবেছে রিক। মাঠের ওদিকে নালায় কাউকে খতম করতে অতিব্যস্ত ন্যাশ ময়নিহানের লোক। বারকয়েক রিক দেখেছে, নালা থেকে মাথা উঁচু করেছে কেউ। ক্রল করছে সে। ওর বুঝতে দেরি হয়নি, ওই লোক মাসুদ রানা না হয়েই যায় না। শক্তিশালী চুম্বকের মত ওকে টানছে নিকের খুনি শালা।

তখনই ভাঙা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে নালায় লাফ দিল এক গানম্যান। তাকে দেখেনি রানা। গুলি করছিল ওদিকের অন্যজনকে লক্ষ্য করে। আরেকটু হলে আড়াল থেকে উঠে ওই গানম্যানকে গুলি করে মারত রিক। কিন্তু সেসময় দেখল লোকটার বুক-পেট থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। দৌড়ের মধ্যে হুমড়ি খেল কিলার। আরেকবার গর্জে উঠল পিস্তল। মাটি থেকে আর উঠল না লোকটা। কপালে চড়ল রিকের ভুরু। যা ভেবেছে, তার চেয়েও বহু গুণ বিপজ্জনক লোক মাসুদ রানা!

নিজেও এত সহজে খুন করতে পারে না রিক। তখনই দেখল, তার সাধের শিকারের দিকে এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল তাক করছে আরেক কিলার। ওদিকে কপ্টারে চেপে রানার ওপর রাইফেল তাক করছে আরেক গানম্যান।

যে-কোনও সময়ে খতম হবে রিকের জীবনের চরম তৃপ্তির একমাত্র উৎস। সময় নষ্ট করল না সে। শালারা, ঠকাতে চাস আমাকে?

'ওই, শালা!' ধমক দিল রিক।

রাইফেল নিয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকাল লোকটা। চোখে ফুটল ভয়। তার দিকেই চেয়ে আছে ডেযার্ট ঈগল। এক গুলিতে লোকটার মাথা উড়িয়ে দিল রিক। মনে মনে বলল, আরে, দারুণ ভাল জিনিস বানিয়েছে তো শালারা!

কপ্টার থেকে সঙ্গীর লাশ দেখেছে গানম্যান। দু'সেকেণ্ড পর বুঝল, ভাঙা গাড়ির আড়ালে কুঁজো হয়ে বসে আছে শত্রুপক্ষের কেউ। আরেক গুলিতে গানম্যানের পেট ফুটো করল রিক। করুণ এক চিৎকার ছেড়ে কপ্টার থেকে হুমড়ি খেল লোকটা। সাঁই-সাঁই করে নেমে এল মাটিতে। আস্ত হাড় বলতে কিছুই থাকল না তার।

ভীত চোখে রিককে দেখল পাইলট। বুঝে গেল, পালাতে হবে তাকে। কিন্তু বাঁচলে ময়নিহানের কাছে গিয়ে সব ফাঁস করবে পাইলট। তার দিকে আবার গুলি পাঠাল রিক। আগেই কন্ট্রোল নেড়ে কপ্টার ঘুরিয়ে নিয়েছে লোকটা। তাতে দমে গেল না রিক। ডেযার্ট ঈগলের ক'টা গুলি লাগল কপ্টারের ইঞ্জিনের কেসিং-এ। এবড়োখেবড়ো গর্ত থেকে বেরোতে লাগল ঘন কালো ধোঁয়া। মাঠের ষাট ফুট ওপর দিয়ে যেতে যেতে উচ্চতা হারাতে লাগল কপ্টার। তারপর হঠাৎ দুই ডিগবাজি মেরে সোজা নামল মাঠে। পরক্ষণে ফাঁপা এক জোরালো আওয়াজে ভাঙা ফড়িংটাকে ঘিরে ধরল লেলিহান

আগুন।

খুব খুশি হলো রিক। ময়নিহানের কান ভারী করবে না পাইলট শালা। পোড়া, ভাঙা গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে চলল নালার দিকে। মাসুদ রানা আছে ওখানে। আরও সতর্ক হতে হবে। পিস্তল আছে ব্যাটার কাছে। কুত্তীর বাচ্চার নিশানাও ভয়ঙ্কর। তবে বাড়তি সুবিধে পাবে সে। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না লোকটা।

ক'সেকেণ্ড পর সরাসরি রানার মাথায় পিস্তল তাক করল রিক। 'পিস্তল ফ্যাল, কুত্তার বাচ্চা!'

দিনের আলোয় ভয়ানক কুৎসিত পিশাচ দেখছে, এমন চেহারা করেছে হতভম্ব রানা।

'কী হলো, শুয়োরের বাচ্চা? শুনছিস না? দ্বিতীয়বার আর বলব না!'

বড় করে শ্বাস নিলেও অস্ত্র নামাল না রানা। রিক নড়ে ওঠার আগেই ওর দিকে তাক করল দুই পিস্তল। সরাসরি শত্রুর দিকে চেয়ে আছে দুই কালো মাযল। উঠে বসল রানা। 'তুমিই বরং পিস্তলটা ফেলে দাও।'

ধীরে ধীরে রিকের ঠোঁটে ফুটল হাসি। 'গুলি করলে মরবি, আমিও হয়তো মরব। কিন্তু তোকে এভাবে খুন করতে চাই না।'

'আর কোনও উপায় তো নেই,' বলল রানা।

'তো কী করা যায়, বল্ তো? পরস্পরকে গুলি করব?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

মাথা দোলাল রিক। 'তা ঠিক।'

গুলি করল না ওরা দু'জনের কেউই।

রানার ওপর থেকে চোখ সরাল না রিক। 'তুই আমার ছোটভাইকে খুন করেছিস।'

'নইলে ও আমাকে খুন করত,' বলল রানা। 'সুযোগ পেলে তুমিও বাঁচতে দিতে না আমাকে।'

মাথা দোলাল রিক। মিথ্যা ভেবে লাভ নেই। একে খুন করতে পয়সা দিয়েছে ময়নিহান। তবে পরে ব্যাপারটা হয়ে গেছে ব্যক্তিগত। এক পা সামনে বাড়ল রিক। 'যে-কোনও সময়ে তোকে গুলি করতে পারি।'

'বদলে বুকে উপহার পাবে দুটো বুলেট।'

'তুই চাস এভাবে খুন হই আমরা দু'জন?'

'খুশি হব তোমাকে শেষ করে নিজে বাঁচলে।' মৃদু হাসল রানা। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপাতত সে উপায় নেই।'

'যা খুশি হোক, তাই চাস?'

'ক্ষতি কী?'

'তা হলে কী করবি? গুলি?'

'হয় গুলি করো, নইলে গ্যারেজে যেমন পালিয়েছিলে, তেমনি বিদায় হও এখান থেকে।' ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল রানা। একবারের জন্যেও লক্ষ্য থেকে সরল না পিস্তলের মাযল। 'এক কাজ করতে পারো, আপাতত বিদায় হও। পরে কখনও লড়ব আমরা।'

'তাই করব ভাবছিস? আর সেই সুযোগে আমার পিঠে গুলি করবি তুই?'

'আমি কাপুরুষ নই, রিক। তা ছাড়া, আমি তোমার কাছে ঋণী। একটু আগে আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।'

'বাঁচাতে চেয়েছি, যাতে তোর মাথা ছিঁড়ে নিতে পারি।'

'তা জানি। তবে আগেই তোমার মগজে বুলেট ঢুকলে খুন করার তৃপ্তি পাবে না।'

কথাটা মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখছে রিক। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ঠিকই বলেছে লোকটা... মনে হয় শিক্ষিত লোক। ও হয়তো গুলি করল, কিন্তু তার আগেই ওকে গেঁথে ফেলল লোকটা। হয়তো জ্যামই হলো পিস্তল। সেক্ষেত্রে কীভাবে ব্যথা দিয়ে মারবে কুত্তাটাকে? নিজে মরতে আপত্তি নেই রিকের। বড় কথা হচ্ছে, সঙ্গে নিতে হবে

হারামজাদাকে। কিন্তু সেটা পারবে, এমন কথা বলছে কে?

রাস্তার দূরে একটা কালো গাড়ি দেখল রিক।

ঝড়ের বেগে আসছে ওটা।

রানার চোখে তাকাল রিক। 'তা হলে পরেই লড়ব আমরা, ঠিক?'

'হ্যাঁ, পরে,' নিচু গলায় বলল রানা। 'খালি হাতে।'

কথাটা খুবই পছন্দ হলো রিকের। হাসল। এক পা পিছিয়ে গেল সে, ওর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে রানা। কাছে চলে এসেছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। আরেকবার রানার চোখে তাকাল রিক, তারপর এক পা এক পা করে পিছাতে লাগল। গলা চড়িয়ে বলল, 'ময়নিহানের লোক আসছে। খবরদার, রানা! ওদের হাতে খুন হবি না! তুই কিন্তু শুধু আমার!'

'মনে থাকবে,' মৃদু হাসল রানা। মনে পড়েছে পুরনো আমলের "তুমি যে আমার" বাংলা গানটির কথা।

বিধ্বস্ত ল্যাণ্ড রোভারের পাশে পৌঁছে ঘুরেই দৌড় দিল রিক। চলেছে লুঠ করা ক্যাডিলাকের দিকে। ভাবছে, এই বুঝি পিঠে বিঁধল বুলেট। আবার মনের অন্য অংশ বলছে: কাপুরুষের মত পেছন থেকে গুলি করে ওকে মারবে না মাসুদ রানা। বাউন্সার হেনির মত মিথ্যা বলার লোক নয় বাদামি কুত্তাটা। নইলে প্রথম সুযোগেই ওকে খুন করত জঙ্গলের ভেতর।

ক্যাডিলাকে চেপে বসল রিক। মুচড়ে দিল ইগনিশনের চাবি। গর্জে উঠল ভারী গাড়ি। ঘাড় কাত করে দেখল, ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের বেগে কালো গাড়ি চলেছে রানার দিকে। বিড়বিড় করল রিক, 'খবরদার, খুন হবি না কিন্তু তুই!'

ক্যাডিলাক নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

ঊনত্রিশ

বড় দুটো ভুল করেছে রিক বেণ্ডার। যে দুই লোক গাড়ি নিয়ে আসছে রানার দিকে, তারা ন্যাশ ময়নিহানের লোক নয়। আগেই ফোর্ড গাড়িটা দেখে রানা বুঝেছে, মরিয়া হয়ে ফিরছে ওর বন্ধু জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স। দ্বিতীয় ভুল করেছে রিক ওকে খুন না করে। কষ্ট দিয়ে মারবে বলে ওকে আপাতত ছেড়ে দিয়েছে উন্মাদটা।

নিজেও কম ভুল করেনি রানা। উচিত ছিল দানবটাকে খুন করা। কিন্তু কাপুরুষের মত খুন বা খামোকা মিথ্যাচার ওর ধাতে নেই। প্রয়োজনে শত্রুর মুখোমুখি হবে, কিন্তু দৌড়ে চলে যাচ্ছে এমন কাউকে গুলি করবে না পেছন থেকে।

পিস্তল নামিয়ে ক্যাডিলাকটাকে বাঁক নিতে দেখল রানা। গাড়িটা ক্লাসিক মডেলের। চাকাওয়ালা পঙ্খিরাজ বললেও চলে। ওই জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করল রিক, কে জানে! প্রচুর ধুলো উড়িয়ে বিদায় নিল লোকটা। ঘুরে চেয়ে বন্ধুদের গাড়ির দিকে হাত নাড়ল রানা।

ক'সেকেণ্ড পর ওর কাছে থামল জন ও বাড। দরজা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। জনের হাতে পিস্তল গ্রিপসহ মসবার্গ শটগান। বাডের হাতে গ্লক সতেরো। গম্ভীর ওদের চেহারা। দেরি হবে না শত্রুকে গুলি করতে।

'খেল খতম, দেরি করে ফেলেছিস,' বলল রানা।

'কী হয়েছে, রানা?' চারপাশ দেখছে জন। চুরমার হয়েছে

দুটো গাড়ি। মাঠে জ্বলছে ভাঙা কপ্টার। লাশ ছয়জন লোকের। 'তোকে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে ছেড়ে গেলাম, আর এখন এসব কী দেখছি! চালাকি পেয়েছিস? সব মজা একাই লুটে নিচ্ছিস তুই!'

চোখে না দেখলেও এখনও শোনা যাচ্ছে ক্যাডিলাকের ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ।

'পালিয়ে যাচ্ছে কেউ,' বলল বাড। 'উচিত হবে না ছেড়ে দেয়া।'

'এদিকের লোক নয়,' বলল রানা। 'ওই লোক রিক বেণ্ডার।'

'বেণ্ডার?' বলল জন, 'শেষ শুনেছি সে ছিল ময়নিহানের দলেই।'

'এখন আর তা নয়,' বলল রানা। 'বিশ্বাস করিস বা না করিস, একটু আগে খুন হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ও আমাকে।'

'বলিস কী!'

'আর কেউ যাতে আমাকে খুন করে ফেলতে না পারে, গুলি চালিয়েছে ও ময়নিহানের লোকের ওপর— এমন কী ফেলে দিয়েছে হেলিকপ্টার। সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে আমাকে নিজের হাতে খুন করতে চায়।'

'বদ্ধ উন্মাদ! চল, এবার ভাগি,' বলল জন।

ঠিকই বলেছে, ভাবল রানা। উইণ্ডস্টারে চেপে বসল ওরা তিন বন্ধু। সামনের সিটে জন ও বাড, পেছনের সিটে রানা। সাবধানে স্যাটার্ন গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে রওনা হলো বাড। চলেছে সোজা পাইলট পয়েন্ট-এর দিকে।

কী হয়েছিল, প্রথম থেকে খুলে বলল রানা। শেষে যোগ করল, উপায় থাকলেও ওকে গুলি করে মারতে রাজি হয়নি রিক বেণ্ডার।

'মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়বে?' জানতে চাইল জন।

‘ওটা ওর প্রাপ্য,’ বলল রানা।

‘ওর ভাইকে মেরেছিস বলে?’ মাথা নাড়ল বাড। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল রানাকে। ‘ব্যাটা তো বদ্ধ উন্মাদ! তুইও।’

‘আমার প্রিয় কাউকে খুন করলে আমিও তাকে ছাড়তাম না,’ বলল রানা, ‘তোরাও ছাড়বি না। একা লড়তে চাইছে বলে ওকে দোষ দিচ্ছি না।’

‘তুই ওর কাছে ঋণী নস্,’ বলল জন। ‘ওই দানবটাকে তো মানুষ বলেই গণ্য করা যায় না।’

‘জানি,’ বলল রানা। হেসে ফেলল। ‘ভাবা কঠিন, আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রিক বেগুার। তবে ওকে কথা দিতে হয়েছে আগেই কারও হাতে মরে যাব না কিছুতেই। ওর সঙ্গে লড়েই মরতে হবে আমাকে।’

‘আসল কথাটা বল তো, রানা?’ ঘুরে তাকাল জন।

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘ঠিক আছে, মিথ্যা বলব না, আমিও চাই ওকে হারিয়ে দিতে।’

‘ওটা তো আস্ত গরিলা একটা!’ আঁৎকে উঠল জন। ‘খুন হয়ে যাবি তো!’

‘খুন হব কি না তা দেখতেই তো লড়ব,’ বলল রানা।

‘রানাটা পাগল হয়ে গেছে,’ গুঙিয়ে উঠল বাড। ‘ওই গণ্ডার একাই আমাদের তিনজনকে আলুভর্তা করে দেবে!’

সায় দিয়ে মাথা দোলাল জন।

নীরব থাকল রানা।

ছাড়া-ছাড়াভাবে তৈরি বাড়িঘরের মাঝ দিয়ে চলেছে ওদের গাড়ি। দক্ষিণের ৩৭৭ হাইওয়েতে পড়ে চলল পাইলট পয়েণ্ট লক্ষ্য করে। রিক বেঙারের গাড়ি দেখার জন্যে চারপাশে চোখ রাখল ওরা। কিন্তু অন্য কোনও দিকে চলে গেছে দানব।

একটু পর সরু শাখা-রাস্তায় পড়ল গাড়ি। দশ মিনিটে পৌঁছে গেল রে রবার্টস্ লেকের পারে। ওখানে একঝাড়

প্রকাণ্ড ওক গাছের পেছনে ওদের ফিশিং কেবিন। এখানে বসেই জুডিকে উদ্ধার করার প্ল্যান করবে ওরা।

'টেক্সান কর্তৃপক্ষের কারও সঙ্গে তোদের যোগাযোগ আছে?' কেবিনের সামনে পৌঁছে জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল জন।

তবে চিবুক উঁচু-নিচু করল বাড।

একটু আগে র‍্যাঞ্চের কাছে যা ঘটেছে, এরপর ন্যাশ ময়নিহানের নাকের ডগা থেকে জুডিকে সরিয়ে নেয়া প্রায় অসম্ভব। অত্যন্ত সতর্ক থাকবে লোকটা। পরেরবার তার জমিতে হাজির হতে হলে, চাই নিখুঁত পরিকল্পনা। এদিকে হাতে সময় নেই। দেরি করলে দলের লোকদের গুছিয়ে নেবে টপ টেরর।

'গোটা কয়েক রাইফেল দরকার, বাড,' বলল রানা।

'চাইলে দশটাও পেতে পারি,' বলল বাড। 'তবে মনে হচ্ছে বিশেষ ধরনের রাইফেলের কথা ভাবছিস।'

'ঠিক,' মনের কথা খুলে বলল রানা।

মাথা দোলাল বাড। 'কখন লাগবে?'

'এখুনি।'

তুড়ি বাজাল বাড। হেসে ফেলল। মাথা নেড়ে চুকচুক শব্দ করল জিভ দিয়ে। 'আমি ভাল ম্যাজিশিয়ান নই! তবে দেখি কী করা যায়।'

'রানা, কোনও প্ল্যান করেছিস?' জানতে চাইল জন।

লেকের সবজেটে জলের দিকে চেয়ে বলল রানা, 'বারোটা বাজাব ন্যাশ ময়নিহানের মানসিক শান্তির।'

বিপদ এড়াতে ডেন্টন শহর ঘুরে এগিয়ে চলেছে রিক বেঞ্জার। পাশ কাটাল সিএইচ কলিন্স ফুটবল স্টেডিয়াম। ভাবছে এরপর কী করবে।

ভীষণ ব্যথা পেয়ে খুন হবে মাসুদ রানা... পুরনো কথা।

কিন্তু একই কথা বার বার ভাবতে ভাবতে চলেছে রিক। তবে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য পাল্টে যাওয়ায় বুঝল, আবার চলেছে ইউনিভার্সিটি ড্রাইভের পশ্চিমে হাইওয়ে পঁয়ত্রিশের দিকে।

ডানে পড়বে বিশাল বার্গারের দোকান। আপাতত ওখানে থামবে সে। খিদে লেগেছে বলে নয়, তার দরকার পে-ফোন।

একটু পর বার্গারের দোকানের পার্কিংলটে গাড়ি ঢোকাল রিক। আশপাশে আছে কয়েকটা ভ্যান ও গাড়ি, কিন্তু ওগুলো ক্যাডিলাকের মত জমকালো নয়। রিক ঠিক করল, প্রথম সুযোগেই পাল্টে নেবে গাড়ির নাম্বার প্লেট। তবে সেজন্যে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। মনে হয় না মামা লিলি'য-এর কেউ গাড়ি চুরির কথা জানাবে পুলিশে। তবুও গাড়িটা রাখল দূরে এক ডাস্টবিনের পাশে। ঝুলছে নো পার্কিং লেখা সাইন বোর্ড। ওটা পাত্তা না দিয়ে ক্যাডিলাক থেকে নেমে আয়েস করে আড়মোড়া ভাঙল। লিটল ফোর্ক থেকে আনা সেই ওভারকোট এখনও পরনে। উচিত নয় ওটা ফেলে দেয়া। কাজে লাগছে অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে। ওটা ভালভাবে জড়িয়ে নিল শরীরে। কোণ ঘুরে চলে গেল দালানের সামনে। হু-হু বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া। যা খুঁজছে, পেয়ে গেল রিক। চারকোনা বাক্সের মত পে-ফোনের বুদ। ভেতরে ঢুকে ফোন করল সঠিক নম্বরে।

বেশ ক'বার রিং হওয়ার পর ওদিক থেকে রিসিভ করা হলো কল। 'হ্যালো?'

'আপনি নাকি, বস্?'

'রিক?' জানতে চাইল ময়নিহান। 'রিক বেণ্ডার?'

'হ্যাঁ। আমি।'

নীরব থাকল লাইন। রিক বুঝতে পারছে, ঝড়ের বেগে ভাবছে ময়নিহান। একটু পর বোঝা যাবে ও ফোন করে ভুল করেছে কি না। হয়তো এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

'বেঁচে আছ, না? গুড!' কণ্ঠ শুনে রিকের মনে হলো ময়নিহান খুশি। তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। সবসময় খোশ মেজাজে থাকে লোকটা। পরক্ষণে কী করবে কেউ জানে না। 'আমি তো ভেবেছিলাম ম্যাকলাস্কি আর হোল্ডের সঙ্গে তোমাকেও মেরে ফেলেছে মাসুদ রানা।'

হেসে ফেলল রিক। কেটে গেছে বিপদের কালো মেঘ। ময়নিহান জানে না ওই দু'জনকে নিজেই খুন করেছে সে। পাইলটের কথাও ভাবতে হবে না। যোগাযোগ করার আগেই কপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মরেছে ওই কুত্তা। কেউ জানে না ময়নিহানের লোক মেরে সাফ করছে ও।

'রেস্টুরেন্টে আমার ওপর ট্রাক চাপিয়ে দিয়েছিল হারামজাদা, জ্ঞান হারাই। যখন জেগে উঠলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে, হোল্ড বা ম্যাকলাস্কিকে বাঁচাতে পারিনি। পরে যখন সুস্থ লাগল, ততক্ষণে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা। তাই ভাবলাম, আমার প্রথম কাজ হওয়া উচিত তার পিছু নেয়া।'

'ওর পিছু নিয়ে এখানে এসেছ?'

'এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেছি। এরপর আটকা পড়লাম ব্লিযার্ডে। তবে জানতাম টেক্সাসেই আসছে লোকটা।'

'তা হলে তুমি এখন টেক্সাসে?'

'হ্যাঁ।' কোথায় আছে বলল না রিক।

'গুড, রিক। তো দেরি না করে চলে এসো। তোমাকে লাগবে আমার। আশপাশে এসে হাজির হয়েছে মাসুদ রানা।'

'আপনি জানেন সে কোথায় আছে?'

'না, তা এখনও জানি না। তবে বেশি দূরে নেই। চলে এসো, রিক। খুশি হব তোমাকে পাশে পেলে।'

'আপনি না আরও কয়েকজনকে ডেকে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ওরা পৌঁছে গেছে। ফিরেছে লিটল ফোর্ক থেকে।' গম্ভীর হলো ময়নিহানের কণ্ঠ, 'ওদের কথা বাদ দাও, রিক। তুমি সবসময় ছিলে আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়।'

কিন্তু, হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা, নিকের ব্যাপারে তোর কোনও দায় নেই, না? ভাবল রিক।

'তুমি তো চাও মাসুদ রানাকে খুন করতে, ঠিক কি না?'

'কয়েক ঘণ্টার ভেতর র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাব, বস্।'

'ভেরি গুড। চলে এসো।'

কল কেটে দিল রিক। ভাবছে, কপালটা সত্যিই ভাল। তবে, বসের বাচ্চা জানে না, মাসুদ রানা আর ওর মাঝে পড়লে ওই শালাকেও বাঁচতে দেবে না সে!

ত্রিশ

ঝকঝকে পরিষ্কার সবুজাভ জলের বিশাল লেক দেখলে মনে হয়, ওটার বয়স কোটি কোটি বছর। বাস্তবে, তৈরি করা হয়েছে উনিশ শ' আশির দশকে। যে কমিশনার চেয়েছিলেন প্রেয়ারিতে পানি আসুক, তাঁর নামেই পরিচিত ওটা: রে রবার্টস্ লেক। আগে কখনও ভদ্রলোকের নাম শোনেনি, তবে অপূর্ব লেকটা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে রানার মনে। জল প্রায় স্থির। তার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের নীলে ভাসা সাদা মেঘ। যেন পৃথিবীর বুকে নেমেছে স্বর্গের ছোট একটা টুকরো। তীরে ওক গাছের সারি। মগডালে কিচিরমিচির করছে হরেক জাতের পাখি। মৃদু শব্দে পাড়ে চুমু দিয়ে ফিরছে ছোট ঢেউ। বড় প্রশান্তিময় পরিবেশ।

জায়গাটা নিরালা প্রেমকানন হিসেবে চমৎকার। দূরে তাকাল ও। রো বোটে চেপে হৈ-চৈ করছে অল্প বয়সী দুই

ছেলে। রানা ভাবল, জন বা বাডের জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করবে না ও। ওরাও একই কাজ করেছে আগে। কিন্তু ওই দুই ছেলের কেউ বোট থেকে পড়ে ডুবে গেলে, অন্যজন কি ডাইভ দেবে ওকে উদ্ধার করতে? আনমনে মাথা দোলাল রানা। হয়তো তাই করবে। বন্ধুর জন্যে এটা করে বন্ধুরা। কী অদ্ভুত পবিত্র বন্ধন!

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কেবিনে ফিরল রানা। এবার তৈরি করতে হবে ভাল কোনও প্ল্যান।

বিকেল গড়িয়ে গেলেও ধিকিধিকি জ্বলছে আকাশ। কেবিনের ভেতর ল্যাম্প জ্বেলেছে জন। একটু আগে ফিরেছে বাড। বিছানায় রেখেছে কাঠের দীর্ঘ ক্রেট।

'ড্রাগুনভ স্নাইপার রাইফেল পেলাম না,' রানাকে বলল বাড। 'তবে এ-দিয়েও কাজ চলবে।' খুলে ফেলল ক্রেটের ডালা।

চোখ বোলাল রানা। ক্রেটে শুয়ে আছে ইউএস আর্মি এম টোয়েন্টিফোর বোল্ট অ্যাকশন স্নাইপার রাইফেল। প্রশংসার চোখে ওগুলো দেখল রানা। কেভলার ও গ্র্যাফাইট দিয়ে তৈরি স্টক। পিঠে ফিট করা হয়েছে লিউপোল্ড-স্টিউয়েন্স এম থ্রি আল্ট্রা টেলিস্কোপিক সাইট। জানিয়ে দেবে বুলেটের পতন কেমন। আগেও ইউএস আর্মি ইশ্যু রাইফেল ব্যবহার করেছে বলে রানা ভাল করেই জানে, এই অস্ত্র দিয়ে একহাজার গজ দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। ইন্টারনাল ম্যাগাযিনে আঁটবে পাঁচটা .৩০৮ উইনচেস্টার রাউণ্ড। মৃদু মাথা দোলাল রানা। যে-কোনও হিসেবে এসব অস্ত্র সত্যিই দারুণ।

'কাজ চলবে বললেই হলো?' ক্রেট থেকে একটা এম টোয়েন্টিফোর তুলে নিয়ে কাঁধে বাঁট ঠেকাল জন। কেবিনের আরেকদিকে তাক করল অদৃশ্য টার্গেটে। স্টিলের জ্যাকেট পরা বুলেট ছুঁড়লে দেয়াল ভেদ করে পৌঁছে যাবে লেকের ওদিকে। ওখানে কেউ থাকলে খুন হবে সে। 'এই মালের

চেয়ে অনেক ভাল রাশানদেরগুলো।'

'বলা যায় না,' বলল রানা, 'বড় কথা অস্ত্রগুলো জোগাড় করতে পেরেছে বাড।'

চওড়া হাসল বাড। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর হয়ে গেল গম্ভীর। 'ধার করেছি। কথা দিয়েছি কাজ শেষে ফেরত দেব। আমার কিছু হলে তোরা ফেরত দিবি মালিকের কাছে।' ও জানাল জয়েণ্ট রিযার্ভ বেস ফোর্ট ওঅর্থের এক সার্জেণ্টের নাম।

'জেআরবি না নেভাল এয়ার স্টেশন?' জানতে চাইল জন, 'স্নাইপার রাইফেল কেন?'

'ওখান থেকে মাঝে মাঝে উড়াল দেয় সিল ফোর্স,' বলল বাড।

ময়নিহানের র‍্যাঞ্চ আর্মির দুর্গের মতই দুর্ভেদ্য হবে, ভাবছে রানা। বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা এক শ' ভাগ। দলে ওরা মাত্র তিনজন। পাবে না অত্যাধুনিক অস্ত্র। দলের লোকের পেছনে থাকবে ময়নিহান। হামলা করলে করতে হবে দূর থেকে। ওদের লাগবে স্নাইপার রাইফেল। এই জিনিসই ওদের সেরা সম্পদ। রানা বুঝতে পারছে, যে কাজে নামছে, সেটায় সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব। মনে মনে প্ল্যান গোছাতে শুরু করেছে, এমনসময় হঠাৎ করেই ওর পকেটে থরথর করে কেঁপে উঠল মোবাইল ফোন।

ওটা বের করে স্ক্রিন দেখে কল রিসিভ করল রানা, 'হ্যাঁ, কিছু বলবে?'

'ভালই দেখালে,' বলল ন্যাশ ময়নিহান। 'খুশি হতাম ওখানে থাকলে। লড়লে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই।'

মোবাইল ফোনের স্পিকার চালু করল রানা।

ময়নিহানের কথা শুনবে বলে চুপ করে অপেক্ষা করছে জন ও বাড।

'তুমি থাকলে ভাল হতো,' বলল রানা। 'তোমাকে শেষ

করে ঝামেলা চুকিয়ে দিতাম।'

'তা হলে নাটকীয়তা থাকত না। খতম হয়ে যেত সব মজা। তুমি তাই চাও, রানা?'

'আমি তোমাদের নাটক বুঝি না,' বলল রানা। 'স্রেফ শেষ করতে চাই নিজের কাজ।'

'পেয়েছ নিনা ভেঞ্চুরাকে?'

জবাব দিল না রানা। ময়নিহান ভাল করেই জানে, ও আছে আঁধারে। নইলে আগেই যোগাযোগ করত।

'তুমি তো এখনও সুন্দরী জুডিকে ফেরত চাও, তাই না? দারুণ লোভনীয় মেয়ে। চাপ দিয়ে জেনেছি, ওর ফোন এখন তোমার কাছে।'

শুরু করল রানা, 'জুডির কোনও ক্ষতি হলে...'

হেসে ফেলল ন্যাশ ময়নিহান। নরম সুরে বলল, 'যত দ্রুত নিনাকে হাজির করবে, ততই জলদি ফেরত পাবে জুডিকে। তাতে কমবে ওর বিপদ। যে-কোনও সময়ে ওর ওপর চড়াও হতে পারে রিক বেগুার।'

'রিক বেগুার?'

'হ্যাঁ, আমার দানব বন্ধু পৌঁছে গেছে। ভয়ঙ্কর ঘৃণা করে তোমাকে। সেজন্যে দোষ দেব না ওকে। খুন করেছ ওর ছোটভাইকে। অন্তর থেকে চাইছে তোমার হৃৎপিণ্ড কাঁচা চিবিয়ে খেতে।'

'নিক সাইকোপ্যাথ ছিল।'

'সহমত। পিয়োর সান অভ আ বিচ। তার ওপর আবার ট্যাড়া। তবুও তো ছিল রিকের ছোটভাই। তোমাকে বাগে না পেলে জুডির ক্ষতি করবে রিক, বুঝতেই পারছ।'

'নিনাকে চাইলে জুডির কাছ থেকে সরিয়ে রাখবে ওকে,' বলল রানা।

'কারও কথা শোনে না রিক, কাজেই বেশি দেরি কোরো না নিনাকে খুঁজে আনতে,' হাসিখুশি ভাবটা বিদায় নিয়েছে

ন্যাশ ময়নিহানের কণ্ঠ থেকে, 'আগামী কাল রাত পর্যন্ত সময় পাচ্ছ। এরপর টুকরো করে তোমার কাছে পৌঁছে দেব জুডিকে।'

'আগামীকাল রাতে দেখা হবে,' কল কেটে দিল রানা।

চুপচাপ শুনেছে জন ও বাড। এবার একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল ওরা। ওদের মূল কথা: রানার উচিত ছিল ময়নিহানকে জানানো, লড়াইয়ে তার লোকদের খুন করেছে রিক বেণ্ডার।

জবাবে রানা বলল, 'ওকে খুন করাত ময়নিহান।'

'সেটাই উচিত ছিল,' বলল জন। 'কমত একটা শত্রু।'

'ব্যাপারটা কী, রানা?' বলল বাড, 'তুই মেয়েটাকে সরিয়ে আনতে চাস, নাকি আগে তোর চাই রিক বেণ্ডারের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা?'

চুপচাপ বন্ধুর দিকে চেয়ে আছে রানা।

লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে তাকাল বাড।

'জরুরি কারণে রিকের কথা ময়নিহানকে জানাইনি,' বলল রানা। 'মিথ্যা বলছে লোকটা। রিক বেণ্ডার জুডির ওপর রেগে উঠবে, এমন কোনও কারণ তৈরি হয়নি। তা ছাড়া, ভুলে যাস্ নে, জুডি ময়নিহানের দামি জিম্মি। ওর জন্যে আড়াল থেকে বেরোতে বাধ্য হবে নিনা ভেঞ্চুরা।'

'কিন্তু রিক বেণ্ডারের ব্যাপারে চুপ থাকলি কেন?' জানতে চাইল জন।

'ভাল কথা বলেছে ময়নিহান,' বলল রানা, 'নিজ মতে চলে রিক বেণ্ডার। তবে ময়নিহান জানে না, প্রয়োজনে বসের কথাও শুনবে না সে। টপ টেরর এ-ও জানে না, তাদের পেছনে আমাদের পক্ষে কাজ করছে বিপজ্জনক দানব। এবার বের করতে হবে, কীভাবে তাকে কাজে লাগানো যায়।'

'তা হলে তুই ভাবছিস, নিজেকে তুই ওর হাতে তুলে দিবি জানালে, প্রয়োজনে জুডিকে আমাদের হাতে তুলে দেবে

সে?’ জানতে চাইল বাড।

‘তা মনে হয় না,’ বলল রানা। ‘ওকে ওভাবে কাজে লাগাতে গেলে খুন হবে মেয়েটা।’

‘তা হলে ওকে দিয়ে কীসের লাভ হবে?’ বলল জন।

‘যখন নিনা আর জুডিকে বিনিময় করব, ওখানে থাকবে রিক। আমার ভুল না হলে, বাড়তি হুমকি হিসেবে ওকে রাখবে ময়নিহান। জুডির নিরাপত্তার দায়িত্ব পাবে সে। কিন্তু মনোযোগ থাকবে ওর আমার ওপর। তাকে রাগিয়ে দিলে পাব বাড়তি সুবিধে।’

‘ভাবছিস, সে সুযোগে আমরা সরিয়ে ফেলব জুডিকে?’ বলল বাড।

‘অনেক বেশি “যদি” বা “হয়তো” ভরা প্ল্যান,’ আপত্তির সুরে রানাকে বলল জন।

‘আপাতত এ ছাড়া উপায় নেই,’ স্বীকার করল রানা। আরও কিছু বলতে গিয়ে দেখল দপদপ করছে মোবাইল ফোনের স্ক্রিন। ওটা দেখে মৃদু হাসল রানা। ‘ওই *যদি* বা *হয়তো* ছাড়া জীবনটাই অর্থহীন।’

ন্যাশ ময়নিহানের পর এবার কল করেছে নিনা ভেঞ্চুরা!

একত্রিশ

আর্মি কমাণ্ডের রোল কলের মত নয় ন্যাশ ময়নিহানের তলব। তবে ব্যাপারটা প্রায় তেমনই। র‍্যাঞ্চের ওপরতলায় বিশাল লাউঞ্জে জড় হয়েছে সবাই। প্রত্যেকে দক্ষ খুনি।

চুপচাপ বসে না থেকে কাউকে খুন করার সুযোগ পেলে বেশি খুশি হবে।

উপস্থিত হয়েছে ন্যাশ ময়নিহান, রিক বেণ্ডার, র‍্যাঞ্চের কাজে নিয়োজিত খুনে কর্মচারীরা এবং পাঁচ আততায়ী। শেষের এই পাঁচজন জড় হওয়ায় পরিবেশে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা ও বিপদের স্ফুলিঙ্গ। যে-কোনও সময়ে ওরা সাধারণ কথায় খুন করবে একে অপরকে। প্রত্যেকের ধারণা, নিজের মাঠে সেই সেরা। নেই দল বেঁধে কাজের অভিজ্ঞতা। নিজেদের এলাকায় আছে অধীনস্থ খুনির দল। এ দলের প্রধান করা হয়নি, তাই অপমান বোধ করছে প্রত্যেকে। তাতে কিছু যায় আসে না ময়নিহানের। কাজে লাগাবে এদের মাঝের দ্বন্দ্ব। পাঁচজনই চাইবে অন্যের চেয়ে ভাল কাজ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে— সেই আসলে সেরা।

সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেও ময়নিহান বসেছে উইং-ব্যাক্‌ড্ চেয়ারে। হাতে জ্বলন্ত সিগার। পরনে স্যুটের বদলে সাধারণ পোশাক। উইণ্ডচিটার জ্যাকেট ও ক্যানভাস প্যান্ট। লেস দেয়া বুট। যে-কোনও দিকে সরতে পারবে বিদ্যুতের গতিতে। তা ছাড়া, ডিযাইনার স্যুট ত্যাগ করায় চারপাশের পরিবেশের মতই ধূসর ক্যামোফ্লেজ্‌ড্ হয়েছে সে। মাথায় ধূসর বেসবল ক্যাপ। ঊরুর হোলস্টারে ঝুলছে বিখ্যাত সেমি অটোমেটিক বেরেটা পিএক্স ফোর স্টর্ম পিস্তল। ম্যাগাযিনে সতেরোটা গুলি। বাইরের খুনিরা কেউ জানে না, ময়নিহানের ডান কবজির কাছে পাউচে ঘুমাচ্ছে ওর প্রিয় ক্ষুর।

চুপচাপ বসে একে একে প্রত্যেককে দেখল ময়নিহান। এদের একজন ড্যাগেট ওয়াইল্ড। আকারে বেশ বড়সড়। পেশিবহুল শরীর। বিশেষ করে দেখার মত পুরুষ্টু বাইসেপ। হাসি চাপল ময়নিহান। রিক বেণ্ডারের তুলনায় নিতান্তই শিশু ড্যাগেট ওয়াইল্ড। বারকয়েক দানবের দিকে তাকিয়ে দেখেছে লোকটা, চোখে ঈর্ষা ও হেরে যাওয়ার কষ্ট।

‘এবার সময় হয়েছে সব বিভেদ ভুলে যাওয়ার,’ বলল ময়নিহান। ‘মাসুদ রানাকে বলেছি আগামীকাল রাতের মধ্যে নিনা ভেশ্চুরাকে এনে দিতে হবে। এর ফলে জুডি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে উঠবে সে। হামলা করবে এ র‍্যাঞ্চে। কিন্তু হাত মিলিয়ে কাজ না করলে, ধরে নিতে পারো প্রত্যেকে মারা পড়বে তোমরা।’

‘আমাদের সঙ্গে পারবে না,’ বলল ধূসর চুলের এক লোক। কোমরের খাপে ছোরা। ‘অন্যদের বেলায় কপাল ভাল ছিল ওর।’

ঘরে সবচেয়ে বয়স্ক লোক এই হ্যাঙ্ক পার্কার। বয়স পেরিয়ে গেছে পঞ্চাশ। অবশ্য শরীরটা এখনও ত্রিশ বছরের যুবকের মতই। বিড়ালের মত ক্ষিপ্র। সবুজ চোখে হিংস্রতা।

ভারী ভুরুর এক যুবক কড়া চোখে দেখল তাকে। ‘আর যাকে পারুক না-পারুক, আমাকে হারাতে পারবে না।’

তার নাম ওয়াল্টার হেইন্স। কথার উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় এসেছে আয়ারল্যাণ্ডের উত্তর এলাকা থেকে। হ্যাঙ্ক পার্কারের দিকে মাথা ইশারা করল সে। ‘তবে ওই বুড়োর ব্যাপারে আমি ততটা শিয়োর নই।’

কঠোর চেহারার লোক হেইন্স। শরীরে ক’টা ক্ষতচিহ্ন। তার বাবা ছিল আইআরএ-র খুনি। নিজেই খুন হয়েছিল এসএএস-এর সৈনিকের হাতে। আমেরিকার নিওয়ার্ক শহরে ত্রাসের রাজ্য গড়েছে তার ছেলে। প্রচণ্ড হিংসা করে পাশের শহর জার্সি সিটির টপ টেরর হ্যাঙ্ক পার্কারকে।

টিটকারির হাসি হাসল হ্যাঙ্ক। ‘এ বুড়ো এখনও অনেক কিছু শেখাতে পারবে তোমাকে, বাছা।’

‘চেষ্টা করেই দেখো!’ বলল হেইন্স।

‘তোমরা মাথা ঠাণ্ডা রাখো,’ সতর্ক করার সুরে বলল চার্লস গ্রেড। ‘মিস্টার ময়নিহান ঠিকই বলেছেন। আমাদের উচিত নয় ওই লোককে আণ্ডারএস্টিমেট করা। মারা গেছে

ছয়জন প্রশিক্ষিত সৈনিক। প্রত্যেকের কাছে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। এ ঝামেলা উৎরাতে হলে আমাদের থাকতে হবে একাট্টা।'

'সমস্যাটা কী তোমার, টেক্স?' জানতে চাইল হেইন্স, 'আত্মবিশ্বাস নেই? আগে ভাবিনি মাত্র একজনের ভয়ে এভাবে পুতিয়ে যাবে তুমি। শুনেছি বছরখানেক আগে খালি হাতে খতম করেছ তিন ইউএস মার্শালকে। তা হলে সেসব আসলে মিথ্যা গুজব?'

টেক্সাসের লোক চার্লস গ্রেড। ডালাসে নয়, তার ঘাঁটি উত্তরদিকের শহর অস্টিনে। দীর্ঘদেহী, চওড়া হাড়, মাথা ভরা এলোমেলো খড়ের স্তূপের মত কালো চুল। ওপরের পাটিতে দুটো দাঁত নেই তার। সুযোগ পেলেই ওই ফাঁক দিয়ে বের করে জিভ। অনেকে মনে করে আনমনে কী যেন ভাবছে লোকটা। কিন্তু মৃত্যুর পর আর সুযোগ থাকে না ভুল শুধরে নেয়ার।

হেইন্সের দিকে চেয়ে হাসল গ্রেড। 'ওরা তিনজন ছিল না, দোস্ত। ছিল চারজন। তা ছাড়া, যাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল, তাকেও নিকেশ করেছি।'

টিটকারির হাসি হাসল হেইন্স। ঘুরে দেখল ড্যাগেট ওয়াইল্ডকে। 'তোমার কী হাল, ভয় লাগছে, ফ্রেঞ্চম্যান?'

'কাউকেই ভয় পাই না,' বলল ড্যাগেট। তবে চট্ করে তার চোখ চলে গেল রিক বেণ্ডারের ওপর।

এই খুনির দলে খুব বেমানান পঞ্চম মানুষটি। সে এক যুবতী। নাম মারি কিটন। বারবার প্রমাণ করেছে, যে-কোনও মানুষকে মুহূর্তে খুন করতে পারে সে। কয়েক বছর আগে ছিল ডিইএর এজেন্ট। কিন্তু আইনের উল্টো পথের মানুষদের সঙ্গে জোরালো সম্পর্ক প্রমাণ হওয়ায় চলে গেছে চাকরি। হালকা শরীরের মেয়ে সে। কোমল নয় মুখটা। প্রয়োজনে প্রচণ্ড ব্যথা দিতে জানে যে-কোনও পুরুষকে। নরম সুরে বলল মারি কিটন, 'তোমার বোধহয় শেখা উচিত ঠিক কখন

মুখ বন্ধ রাখতে হয়।’

‘তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে, নাকি, মাগী?’ মারির উদ্দেশে তুড়ি বাজাল হেইন্স। ‘তোমার তো উচিতই হয়নি এখানে আসা।’ ময়নিহানের দিকে তাকাল সে। ‘জানতে একসঙ্গে কাজ করব, সেক্ষেত্রে এই বাঁজা মেয়েলোকটাকে এসবে ডাকলে কেন?’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মারি। হাত চলে গেছে ঊরুর পাশে হোলস্টারের কাছে।

‘পারলে অস্ত্রটা বের কর্, মাগী, ঠিক জায়গা দিয়ে ওটা ভরে দেব,’ অন্যদের দিকে চেয়ে হাসল হেইন্স। কিন্তু ওর ফালতু কথা শুনে হাসছে না কেউ। আরও রেগে গেল যুবক। ‘যা, মর্, শালারা! আমি একাই দেখিয়ে দেব কীভাবে শেষ করতে হয় লোকটাকে! আমার সামনে পড়বি না কোনও শালা!’ মারি কিটনের দিকে ঘুরল সে। ‘বিশেষ করে তুই, মাগী, ঘেয়ো কুত্তী!’

‘এত রাগ কীসের, হেইন্স?’ জানতে চাইল মারি। ‘পাত্তা দিইনি বলে? আগেই তো জানি, বিছানায় এক মিনিটেই খেলা খতম হয় তোমার!’

‘মর্, মাগী!’

হাসছে অন্য খুনিরা। রাগে লাল হয়ে গেল হেইন্সের দুই গাল। চুপ হয়ে গেছে চরম অপমানে। ড্যাগেট ওয়াইল্ডের মত করেই বুকে বাঁধল দুই হাত। কড়া চোখে দেখছে মারি কিটন ও হ্যাঙ্ক পার্কারকে। বুঝতে পারছে না, ওই দু’জনের ভেতর কাকে বেশি ঘৃণা করে।

‘যেহেতু শেষ হয়েছে সবার শুভেচ্ছা বিনিময়, এবার আসা যাক কাজের কথায়,’ বলল ময়নিহান। ‘তোমাদের বস্‌দের নানান ধরনের উপকার করেছি বলেই তাঁরা তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। যার যার সিণ্ডিকেটের তরফ থেকে এসেছ তোমরা। আমাকে বলা

হয়েছে, তোমরা তাদের টপ টেরর। খোঁজ নিয়েও জেনেছি, সত্যিই তোমরা সেরা। কিন্তু, জেন্টলমেন ও লেডি, বিনা পয়সায় কাজ করিয়ে নেব না। বড় অঙ্কের টাকা পাবে মাসুদ রানাকে খুন করতে পারলে। কাজটা কঠিন। তাই তোমাদের মধ্যে চাই সুশৃঙ্খল জোট, নইলে এক এক করে খুন হবে তোমরা।' একবার রিক বেণ্ডারকে দেখে নিয়ে আবার শুরু করল ময়নিহান, 'জানতেও চাই না কে শেষ করল লোকটাকে। প্রথম এবং শেষ কথা, খতম করতে হবে মাসুদ রানাকে। কিন্তু মনে রাখবে, একটা কাজ কখনও করবে না।' এক এক করে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে। বেশিক্ষণ দেখল হেইন্সকে। 'তোমরা কেউ খুন করবে না মহিলাদেরকে।'

'আমি তো ভেবেছি ওই নিনা ভেঞ্চুরাকে খুন করতে চান, বস্,' বলল চার্লস গ্রেড।

'তা ঠিক, তবে মেরে ফেলার আগে ওর পেট থেকে বের করব অনেক জরুরি তথ্য। ওর কাছে আছে আমার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। তা ফেরত পেতে হবে। আগেই মরে গেলে বিপদ হবে।'

'আপনি মনে করেন ওই মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দেবে মাসুদ রানা?' আস্তে করে মাথা নাড়ল মারি। 'জুডি মেয়েটার জন্যে যেভাবে লড়ছে, তা থেকে বুঝতে পারছি, কোনও মেয়েকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবে না সে।'

'নিনা ভেঞ্চুরা ওর অচেনা। দাম নেই ওর কাছে। কিন্তু জুডি অন্য কিছু।'

'ওরা তো দুই বোন, তাই না?'

ড্যাগেট ওয়াইল্ডের দিকে তাকাল ন্যাশ ময়নিহান। প্রথমবারের মত মুখ খুলেছে লোকটা। এতক্ষণ একটু পর পর দেখছিল বেণ্ডারের বাইসেপ। বুক থেকে হাতের বাঁধন খুলল সে। 'ওই লোক প্রেমিকার জন্যে প্রেমিকার বোনকে কারও

হাতে তুলে দেবে না। সেক্ষেত্রে ইজ্জত থাকবে না তার। আপনার কী ধারণা?'

'আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

চার্লস গ্রেডের দিকে তাকাল ময়নিহান। দুই দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ বের করেছে লোকটা। তৈরি করল ছোট একটা বুদ্বুদ। হাত বোলাল কাকের বাসার মত চুলে।

'কী জানতে চাও?'

'নিনা ভেঞ্চুরা জীবিত থাকবে তাই যদি অত চান, তা হলে যে-লোক চেষ্টা করছে তাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে, সেই লোককে খুন করতে চাইছেন কেন?'

'কারণ, সে অনেক বিপজ্জনক। বাঁচতে দেয়া যাবে না। সত্যি নিনা ভেঞ্চুরাকে আমার হাতে তুলে দিলে, পরে আবারও চেষ্টা করবে তাকে সরিয়ে নিতে।'

'অথচ, একটু আগেই বলেছেন, চেনেও না সে ওই মেয়েকে,' বলল মারি। 'তা হলে তার জন্যে এত বড় ঝুঁকি নেবে কেন?'

'কারণ জুডি অনুরোধ করবে।'

'তা হলে মেয়েটাকে মেরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়,' বলল ওয়াল্টার হেইন্স, 'ভয়ঙ্করভাবে খুন করা যায় কুত্তীটাকে। তাতে বুঝিয়ে দেয়া যাবে, ওর বড়বোনকে তোমার হাতে তুলে না দিলে কষ্ট দিয়ে তাকে মারবে তুমি। জুডি কুত্তীটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, বুঝে যাবে কত কষ্ট হয় মরতে।'

রাগী চোখে হেইন্সকে দেখল মহিলা খুনি মারি কিটন। 'তুমি সত্যিই নোংরা, হেইন্স। নারীবিদ্বেষী। তবে বলে লাভ নেই, সব যাবে তোমার মাথার ওপর দিয়ে।'

'আমি মেয়েদের পছন্দ করি,' বলল হেইন্স। 'কিন্তু মুখ চালালে তাদের মুখ চিরকালের জন্যে বুজে দিই।'

'একটা কথা জানো, হেইন্স,' বলল মারি, 'বেশিরভাগ

পুরুষ তোমার মত হলে এত দিনে লেসবিয়ান হয়ে যেতাম।'

'তাই? আমি তো ভাবতাম তুমি ও-ই মালই।'

'যথেষ্ট হয়েছে,' উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতের মাঝে সিগার গুঁজল ময়নিহান। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'নিজেরা তোমরা বিবাদে মত্ত হলে কাজটা অনেক সহজ হবে মাসুদ রানার।'

'তা হলে এ মেয়েলোকটাকে বিদায় করো,' কড়া সুরে বলল হেইন্স। ঘুরে তাকাল হ্যাঙ্ক পার্কারের দিকে। 'আর এই বুড়ো হাবড়াটাকেও গুলি করে মারা উচিত। বিপদের সময় আমাদেরকে ধীর করে দেবে এ।'

'আমার মাথায় একটা ভাল আইডিয়া এসেছে।'

ন্যাশ ময়নিহানের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে ওয়াল্টার হেইন্স। কিন্তু ঝট্ করে তার গলার কাছে ডানহাত নাড়ল ময়নিহান। আঙুলের মাঝে দেখা দিল রুপালি ঝিলিক। যেন স্পর্শ করা হয়েছে হেইন্সের ত্বক। কিন্তু বিস্ফারিত হলো যুবকের চোখ। একইসময়ে ফাঁক হয়ে গেল গলা। ওই ফাটল দিয়ে গলগল করে বেরোল রক্ত। ভিজে গেল বুক-পেট। ক্ষুরের আরেক টানে আরও ফাঁক হলো গলা। আর্টারির রক্ত গায়ে লাগবে বলে দু'পা পিছিয়ে গেল ময়নিহান।

ওয়াল্টার হেইন্স বুঝে গেছে, মরছে সে। দু'হাতে চেপে ধরল গলা। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সাহায্য চাইতে গেল অন্যদের কাছে, কিন্তু ধারালো ক্ষুর কেটে দিয়েছে ল্যারিংস্। কণ্ঠ থেকে বেরোল বিদঘুটে গড়গড়ার আওয়াজ। ধমনি থেকে আবারও ছিটকে বেরোল রক্ত। থেমে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। উপুড় হয়ে ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল যুবক।

সবার চোখ দেখে নিল ময়নিহান। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি ওই বেয়াড়া গাধাটার অভদ্রতা। তোমাদের কেউ যদি ভাবো ওই সুরে আমার সঙ্গে কথা বলবে, তো চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

কাঁধ ঝাঁকাল চার্লস গ্রেড। তৃপ্তি নিয়ে হেইন্সের লাশের দিকে চেয়ে রইল মারি। শুধু বিব্রত ড্যাগেট ওয়াইল্ড। তবে তা আইরিশ ম্যানের দুঃখে নয়। মৃদু হাসছে হ্যাঙ্ক পার্কার। সে বলল, 'সহজ লোক নয় ওই মাসুদ রানা। বাঁচার উপায় থাকত না হেইন্সের। ওর বস্‌কে জানিয়ে দেব, বীরের মত লড়তে গিয়ে মরেছে সে।'

'ধন্যবাদ,' শীতল হাসল ন্যাশ ময়নিহান। 'খুশি হলাম, পার্কার। তবে কারও নির্দেশ মানতে আপত্তি থাকলে, তোমরা দেরি না করে এখনই সেটা জানিয়ে দাও।'

তিন খুনিকে মনে হলো খুশি। চিন্তিত ড্যাগেট ওয়াইল্ড, আবারও দু'হাত বেঁধে ফেলল বুকে।

'কোনও সমস্যা, ওয়াইল্ড?' এখনও ময়নিহানের হাতে ক্ষুর।

'না, বস্‌, সমস্যা নেই। হেইন্স একটা উটকো ঝামেলা ছিল। উল্টোপাল্টা করে বিপদে ফেলত অন্যদেরকে।'

'কথা ঠিক,' ওয়াইল্ডের পেছন থেকে জানাল গম্ভীর রিক বেগুার। মুখ খুলেছে প্রথমবারের মত। ওই কথা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে, বুঝল না কেউ।

সতর্ক চোখে ওকে দেখল ময়নিহান। 'তোমরা শিয়োর তো, এখন থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারবে?' আপত্তি তুলল না কেউ। 'গুড। তো কাজের কথায় আসা যাক।' উবু হয়ে হেইন্সের প্যান্টে রক্তাক্ত ক্ষুরের ফলা মুছল সে। কবজির ভেতরের দিকে চলে গেল অস্ত্রটা। মিটিঙের সময় নীরবে টপ টেররদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল ময়নিহানের পেশাদার কয়েকজন খুনি। নিজের কথা শেষ হলে দলের দু'জনকে ইশারা করল *ক্ষুরধার*। 'লাশটার ব্যবস্থা করো।'

'ওটার কী করবেন, বস্‌?' জানতে চাইল মারি কিটন। দেখছে মেঝে থেকে লাশটা তুলে নিয়েছে দুই লোক।

'অন্যদের যা করি, ওরও তাই করব,' বলল ময়নিহান। 'কসাইখানায় গরুর মাংসের মত কুচি করে ক্যান করা হবে।'

বত্রিশ

যে-কারও জন্যে এক সপ্তাহ মানব-জগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়া কঠিন নয়। কারও সঙ্গে যোগাযোগ না করলেই হলো। এড়িয়ে যেতে হবে সব কাগজপত্র ও ইলেকট্রনিক সূত্র। তাতে ধরে নেয়া যায়, যে-কেউ থাকবে মানব রেইডারের নাগালের নিচে। ঝামেলা এড়াতে ঠিক তা-ই করেছে নিনা ভেঞ্চুরা।

গত সাত দিন ছিল মস্তবড় এক ক্রুয শিপের সাধারণ অচেনা যাত্রী হয়ে। জাহাজ ওকে নিয়ে গেছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। ঘুরে দেখেছে পুয়ের্তো রিকো, সেণ্ট থমাস ও সেণ্ট মার্টেন। হোটেলে না উঠে রাত কাটিয়ে দিয়েছে জাহাজে নিজের কেবিনে। যেখানে নামতে গেলে দেখাতে হবে পাসপোর্ট বা বোর্ডিং কার্ড, সেসব জায়গায় জাহাজ থেকে নামেইনি সে। মায়ামিতে জাহাজে ওঠার সময় একবার তোলা হয়েছে ক্রেডিট কার্ডের ছবি, কিন্তু এরপর জাহাজে উঠে ব্যাংকিং সিস্টেমের সাহায্য না নিয়ে সবসময় দরকারি জিনিস কিনেছে ও নগদ টাকায়। আর যে তিন দ্বীপে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছে, সেই হিসাবের রেকর্ড নতুন করে অ্যাকাউণ্টে তুলতে লাগবে অন্তত কয়েকটা দিন। ক্রুজ শিপের বুকিং দিয়েছে ক্যাশ টাকায়। হাতে সময় আছে এমন দক্ষ কেউ চেষ্টা করলে ট্যুর অপারেটরের সাহায্য নিয়ে খুঁজে বের করতে

পারত ওকে। কিন্তু সেই চিন্তা মাথায় ঢোকেনি ন্যাশ ময়নিহানের।

রানাও ব্যস্ততার কারণে ওসব নিয়ে ভাবেনি।

ডালাসের ফোর্ট ওঅর্থ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে রানা যেতেই টার্মিনাল সি-র লাউঞ্জে বেরিয়ে এল মহিলা। সহজেই তাকে চিনল রানা। জুডির ফোনের ছবিতে যেমন ছিল, সে চুলের স্টাইল পাল্টে ফেলেছে নিনা ভেঞ্চুরা। ছোট চুলে এখন কালো ডাই। প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোদে ত্বক তামাটে। চোখে বড় সানগ্লাস। একটু ভারী গড়ন আর সামান্য খাটো হলেও জুডির সঙ্গে তার চেহারায় ঢের মিল। বড়বোন নয়, অনেকে ভাববে যমজ।

'হাই, নিনা,' বলল রানা। 'এলেন, তাই খুশি হয়েছি।'

'যা বললেন, এরপর না এসে উপায় আছে, বলুন?'

নিনা অত্যন্ত নার্ভাস, বুঝে গেল রানা। স্বাভাবিক। এক সপ্তাহের বেশি হলো প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে আছে মহিলা। আর ওর নিজের বক্তব্য ছাড়া এমন কোনও প্রমাণ নেই যে ও আসলে ভয়ঙ্কর খুনি নয়।

সানগ্লাসের ওদিক থেকে রানাকে দেখছে নিনা ভেঞ্চুরা। 'একবার আমার ভাইকে গাড়িতে করে আমাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে ওর কাছে আপনার অনেক সুনাম শুনেছি। ছবিও দেখেছি। তাই মনে আছে চেহারা।'

'চলুন, যাওয়া যাক,' বলল রানা।

নিনার হাতে ছোট ব্যাগ। ওটা হাতে রানার পাশে পার্কিংলটের দিকে চলল মেয়েটা।

ব্ল্যাকমেইলার বলে কথা, তাই ভদ্রতা করে তার ব্যাগ বইতে গেল না রানা। টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে উইণ্ডস্টারের পাশে পৌঁছুল ওরা। দু'বন্ধুর কাছ থেকে গাড়িটা ধার নিয়েছে রানা। ওদিকে কেবিনে বসে প্ল্যান নিখুঁত কি না, তা নিয়ে

গবেষণা করছে জন ও বাড।

নিনা গাড়িতে উঠতেই উত্তরদিকের সড়ক ধরে পাইলট পয়েন্ট লক্ষ্য করে চলল রানা। কিছুক্ষণ পেরোল, কথা হলো না ওদের মাঝে। ছোটবোন খুন হবে, তাই ভীত এবং চিন্তিত নিনা। চুপ করে আছে।

প্রথমে নীরবতা ভাঙল রানা, 'ন্যাশ ময়নিহানের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

'জেনে কী করবেন?' অস্বস্তি বোধ করে সিটে সরে বসল নিনা।

রানার মনে হলো, চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়বে মেয়েটা। 'আপনার কাছে কিছু তথ্য বা প্রমাণ আছে, যেগুলোর জন্যে ক্ষতি হতে পারে ময়নিহানের ব্যবসার। ব্যাপারটা কি এর চেয়েও বেশি কিছু?'

জবাব দিল না নিনা। ভাবছে কী যেন। একটু পর উল্টো প্রশ্ন করল, 'আপনি কি জুডির প্রেমিক?'

'না,' জানাল রানা। ভাবছে, প্রেমিকা না হলেও জুডির জন্যে অদ্ভুত এক আকর্ষণ জন্মেছে ওর মনে।

'ভেবেছিলাম আপনি আর ও...'

'জুডি অনুরোধ করায় আপনাকে খুঁজতে শুরু করি।'

'ভয়েসমেইল খোলার পর পেলাম ওর মেসেজ। তাতে মনে হয়েছিল... আপনি... ইয়ে...'

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল রানা, 'ভাল করেছেন যোগাযোগ করে, নিনা। এখন আমাদের কাছ থেকে সাহায্য খুব দরকার জুডির।'

সানগ্লাসের নিচে আঙুল নিল নিনা। রানার মনে হলো মেয়েটা মুছে ফেলল অশ্রু। রাস্তার দিকে মনোযোগ দিল ও। এগোতে হচ্ছে প্রচুর গাড়ির মাঝ দিয়ে। নাম নর্থ স্টেমন্স 'ফ্রিওয়ে' হলেও ভীষণ জ্যাম। কাছেই লিউইসভিল লেক। সামনেই সেতু। পথের পাশে সাইনবোর্ডে লেখা: হিকোরি

ক্রিক ও কোরিন্থ্ টার্ন অফ। সামনেই ডেন্টন।

'কোথায় নিয়ে চলেছেন?' জানতে চাইল নিনা।

'পাইলট পয়েন্টে একটা কেবিনে যাব। ওখানে অপেক্ষা করছে আরও দু'জন।'

'কারা তারা?'

'নাম জন হার্বার্ট ও বাড হিগিন্স। হয়তো নাম শুনেছেন আপনার ভাইয়ের কাছে।'

'জর্ন হার্বার্ট? ওই যে, যার মা ছিলেন জাপানি?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'আমাকে খোঁজার জন্যে তাদেরকে ভাড়া করেছে জুডি?'

'না। জুডিকে উদ্ধার করতে ওদের সাহায্য নিচ্ছি আমি।'

'আপনারা মাত্র তিনজন,' হতাশ সুরে বলল নিনা, 'আপনি কি জানেন, একটা ফোন দিলেই অন্তত বিশজন খুনিকে জড় করতে পারবে ন্যাশ ময়নিহান?'

'তাদের অনেকে ঝরে গেছে,' বলল রানা। খুলে জানাল লিটল ফোর্কে যাওয়ার পর কী হয়েছে।

শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল নিনা। রানা থামার পর বলল, 'আপনি নিক বেণ্ডারকে খুন করেছেন?'

'নইলে আমাকে খুন করত।'

'আর রিক বেণ্ডার?'

'পালিয়ে গিয়েছিল।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল নিনা। ফুঁপিয়ে উঠল ক'বার। একটু পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ওরা দানব। আপনি হয়তো জানেনও না কী করেছে ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভির। সে ছিল লিটল ফোর্কের...'

'শেরিফ এবং আপনার প্রেমিক,' কথাটা শেষ করল রানা।

সানগ্লাস মাথার ওপর তুলে ওকে দেখল নিনা। লালচে হয়েছে দু'চোখ। 'হ্যাঁ। সে আমার প্রেমিক ছিল। কিন্তু ওকে

পিটিয়ে মেরেছে বেণ্ডাররা। ম্যালভির কান ছিঁড়ে নিয়েছিল নিক।'

'এ ধরনের লোকের সঙ্গে মিশলে যে-কোনও সময়ে আসে বিপদ,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'ময়নিহানকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করা উচিত হয়নি ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভির।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল নিনা। মাথা থেকে সানগ্লাস নিয়ে বন্ধ করল দুই ডাঁটি। ওটা রেখে দিল পার্সে।

রানা দেখল, ব্যাগে মেয়েলি কিছু জিনিস ও ডিজিটাল ভিডিয়ো ক্যামেরা। জানতে চাইল, 'ওরা যখন খুন করছে ম্যালভিকে, সে সময়ে ওখানে ছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।' ক্যামেরাটা স্পর্শ করল নিনা। 'লুকিয়ে ছিলাম জঙ্গলে। ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে কথা হয়েছিল, ভিডিয়ো করব পুরো মিটিং। ওটাকে কাজে লাগাব ময়নিহানের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে।'

'তবে কি ধরে নেব ময়নিহানকে ব্ল্যাকমেইল করছিল না ম্যালভি?'

'অবশ্যই না। ময়নিহান বা জাজ হোল্ডের বিরুদ্ধে জোগাড় করছিল প্রমাণ। কথা অনুযায়ী টাকা নেবে সে, তারপর সব প্রমাণ তুলে দেবে স্টেট পুলিশের হাতে। ফ্র্যাঙ্ক জানত, এ ছাড়া উপায়ও নেই। সেজন্যে ওই লোকগুলোর মতই ভান করেছে, ও-ও ভয়ঙ্কর দুর্নীতিপরায়ণ।'

'আগেই কেন যোগাযোগ করেনি স্টেট পুলিশের সঙ্গে? কী দরকার ছিল আপনাকে দিয়ে ভিডিয়ো রেকর্ড করার?'

'আমাকে অন্তর থেকে ভালবাসত ফ্র্যাঙ্ক। বুঝছিল না, দলের কাকে বিশ্বাস করবে, আর কাকে নয়। অনেকেই জড়িয়ে যায় ময়নিহানের জালে। স্টেট পুলিশের সঙ্গে কথা বললে, ময়নিহানের কাছে সব ফাঁস করে দেয়া হবে না, এমন নিশ্চয়তা ছিল না। তারপর বেণ্ডারদের সঙ্গে যখন হাজির হলো ম্যাকলাস্কি, ফ্র্যাঙ্ক বুঝল ওর ধারণাই ঠিক।'

'অস্টিন ম্যাকলাস্কি বলেছে, ম্যালভি খুন হওয়ার পর আপনি নিজেই ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেন।' সরাসরি মহিলার চোখে তাকাল রানা। 'আপনার দাবি ছিল দুই মিলিয়ন ডলারের।'

'ওর কথা বিশ্বাস করলেন?' মাথা নাড়ল নিনা।

'বিশ্বাস না করার কারণ পাইনি,' বলল রানা। চেপে গেল তখন লোকটার পেট থেকে তথ্য জোগাড় করছিল ও।

'অসম্ভব মিথ্যুক লোক সে,' মুখ ঘুরিয়ে নিল নিনা।

রানা বুঝল, ম্যাকলাস্কি একমাত্র মিথ্যুক নয়। সহজ সুরে বলল ও, 'সে মিথ্যুক কি না তা আর জানার উপায় নেই। তবে আপনি যেটা করেছেন, তা বেআইনী, নিনা। অবশ্য, ময়নিহান বা অন্যরা যা করছে, সে তুলনায় আপনার অপরাধ অনেক কম। খারাপ লাগছে যে আপনার লোভের জন্যে আজ জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে জুডি।'

'আমি কাউকে ব্ল্যাকমেইল করিনি, শুধু চেয়েছি আমার প্রাপ্য টাকা। ময়নিহানের কাছে টাকা পাই আমি।'

'কয়েক হাজার ডলার,' বলল রানা।

'সেটা বড় কথা নয়। রেস্টুরেন্টের জন্যে কাজ করেছি, অথচ আমার টাকা আটকে দিল সে। চাইনি এমনি এমনি তাকে ছেড়ে দিতে।'

'তার মানে, কয়েক হাজার ডলার আদায় করতে গিয়ে নিজের বোনকে ফেললেন মৃত্যুর মুখে। কাজটা কী ভাল করেছেন?'

'আমি জানতাম না যে এসবে জড়িয়ে যাবে জুডি।'

'সেটা বড় কথা নয়,' নিনার একটু আগের কথাটাই ব্যবহার করল রানা। 'মস্তবড় বিপদে আছে জুডি।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল নিনা। থরথর করে কাঁপছে আঙুল।

রানা ভাবছে, বিপজ্জনক লোকের কাছ থেকে মেয়েটা নিজের প্রাপ্য আদায় করতে গেছে, তা বিপজ্জনক; কিন্তু এর

চেয়েও ঢের বড় অন্যায় আছে। সেটা নিরীহ মানুষের কাছ থেকে জোর করে ঘুষ আদায় করা। বাংলাদেশে সেটা চলছে পূর্ণমাত্রায়। আবারও নিনার দিকে মনোযোগ দিল রানা। 'নিনা, দেখিয়ে দিয়েছি আমার হাতের সব তাস। আপনি জানেন, আমি কে এবং কী করি। জুডিকে ছুটিয়ে নিতে ডেকেছি দু'জন বন্ধুকে। তবুও আপনার বিশ্বাস না এলে আমার আর কিছু করার নেই।' নিনাও বুঝে গেছে, হয়তো প্রাণে বাঁচবে না জুডি। 'ভাল করবেন খুলে বললে, ন্যাশ ময়নিহানের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রমাণ আছে আপনার হাতে।'

মাথা দোলাল নিনা। ডান চোখের কোণে টিপটিপ করে লাফ দিচ্ছে একটা নার্ভ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'লিটল ফোর্কের ওই রেস্টুরেন্টের জন্যে তৈরি করি পাবলিসিটি ক্যাম্পেনের একটা ওয়েবসাইট।'

'ভিলাজ-ও-সঁও।'

'হ্যাঁ। মালিকপক্ষ চেয়েছিল নতুন করে সাজিয়ে নেবে রেস্টুরেন্ট। প্রচুর খরচ করেছিল আধুনিক আসবাবপত্রের জন্যে। চমক দিতে চেয়েছিল লিটল ফোর্কের নাগরিকদের। দেখার মত হয়ে ওঠে ওই রেস্টুরেন্ট।'

এ কথায় রানার মনে পড়ল, এখন কী অবস্থা ওই বাড়িটার।

'যখন শুনলাম ওটা বিক্রি করেছে মালিকপক্ষ, খুব অবাক হলাম। অথচ, ক'দিন আগেও খুব হৈ-চৈ করছিল তারা। এদিকে তৈরি হয়েছে আমার পাবলিসিটি ক্যাম্পেন প্রোগ্রাম। আর তখনই আমার পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নেয়া হলো পাপোশ।'

'ওই রেস্টুরেন্ট কিনে নিল ন্যাশ ময়নিহান,' বলল রানা, 'জানিয়ে দিল কাজের জন্যে কিছু দেবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল নিনা। 'এর কোনও ব্যাখ্যা দিল না

কেউ। হঠাৎ করেই শহর ছেড়ে চলে গেছে মালিকপক্ষের সবাই। হাজির হলো ন্যাশ ময়নিহান। জানি, ব্যবসার সময় কখনও কখনও এমন হয়। তবুও কেমন যেন সন্দেহ হলো। বলে দেয়া হলো, যেন সরিয়ে নিই রেস্টুরেণ্ট অফিস থেকে আমার ইকুইপমেণ্ট। বলতে লজ্জা লাগছে, আর কারও কাছে স্বীকার করব না, তবে নিজের মালপত্রের সঙ্গে তাদের কমপিউটারের কিছু কাগজপত্র সরিয়ে ফেললাম। জানলাম, জোর খাটিয়ে রেস্টুরেণ্ট দখল করেছে ময়নিহান। সেজন্যে আগের মালিকপক্ষকে দিয়েছে মাত্র বিশ হাজার ডলার। অথচ ওই সম্পত্তির দাম অন্তত দুই থেকে তিন লাখ ডলার।'

'এরপর গেলেন শেরিফের কাছে। ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভিও জেনে গেল অন্যায়ভাবে ওই সম্পত্তি দখল করেছে ন্যাশ ময়নিহান। আগ্রহী হয়ে উঠল সে।'

'আগেই টের পেয়েছিল, গোলমাল আছে। আমাকে জানাল, আগে থেকেই জাজ হোল্ডের বিপক্ষে তদন্ত করছে ও। ওই লোক অনেক দিন ধরেই আদালতকে কাজে লাগিয়ে জমি-জিরাত কম দামে বিক্রি করছিল ময়নিহানের কাছে। ফ্র্যাঙ্ক আরও জানাল, ওর চাই আরও শক্ত প্রমাণ। এমন কিছু, যেটার জন্যে ফাঁসবে জাজ হোল্ড আর ন্যাশ ময়নিহান।'

ডেণ্টন শহরের ভিড় ভরা রাস্তায় পৌঁছে গাড়ি চালনায় মন দিল রানা। সরে গেল উত্তরদিকে এক শাখা রাস্তায়। চলেছে রে রবার্টস্ লেক লক্ষ্য করে। চুপ হয়ে গেছে নিনা ভেঞ্চুরা। তবে রানার মনে হলো না, সব কথা বলেছে সে। ওসব কথায় রয়েছে বড় কিছু ফাঁক।

'জাজ হোল্ড আমাকে বলেছিল, চাপের মুখে ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভির কথা মত তাকে পুরো টাকা দিয়েছিল ময়নিহান,' বলল রানা। 'তবুও আরও বেশি চেয়ে বসল সে।'

নড়েচড়ে বসল নিনা। চোখে অপরাধী দৃষ্টি। 'তা যদি করেও থাকে, সেটা আমি জানি না।'

'মিথ্যা না বলাই ভাল, নিনা। ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভি শেরিফ হলেও চেয়েছিল হঠাৎ বড়লোক হতে। আর আপনার মনে হলো: ভালই তো, প্রতিশোধ নেয়া যাবে ন্যাশ ময়নিহানের ওপর।'

'অস্বীকার করছি না। মনে হয়েছিল উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত তার। তাতে ফিরে পাব প্রাপ্য টাকা। শায়েস্তা করতে চেয়েছি তাকে। ...কিন্তু আপনি ভুল ভাবছেন, সত্যিই সব টাকা তুলে দিতাম স্টেট পুলিশের হাতে।'

'নিজের টাকা সরিয়ে নেয়ার পর?'

'তা ভাবিনি।' কঠোর হলো নিনার চোখ। 'নিয়ম মেনেই আদায় করতাম টাকা। সেজন্যে পাঠাই উকিলের নোটিস। ভেবেছি, জাজ হোল্ড আর ময়নিহান মামলায় ফেঁসে গেলে আমার জন্যে সহজ হবে টাকা পাওয়া।'

'কাজেই আপনারা চাপ দিলেন ময়নিহানকে, যাতে সে গোপনে দেখা করে ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভির সঙ্গে?' টার্নপাইক পেরিয়ে উত্তরদিকের রাস্তায় পড়ল রানা। 'কেন ভাবলেন যে জঙ্গলে দেখা হলে তা আপনাদের জন্যে সুবিধাজনক হবে?'

'প্রস্তুতির সময় ছিল না। নিজে নার্ভাস ছিল ময়নিহান। এমন জায়গায় টাকা নিতে হবে, যেখানে ছবি তুলে প্রমাণ রাখতে পারব। তাই গ্রেট ওয়েল্‌স্‌ ওঅটারফলের কাছের জঙ্গল বেছে নিলাম আমরা। ভাল করেই চিনতাম আশপাশের সব জায়গা, যেখানে লুকিয়ে পড়তে পারব। আগেই ভিডিয়ো ক্যামেরা নিয়ে ওখানে চলে যাই আমি।'

'কিন্তু ঠিক সময়ে এল না ন্যাশ ময়নিহান,' বলল রানা। 'বদলে এল ম্যাকলাস্কি আর দুই বেগুার। তারা খুন করল ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভিকে।'

'না, একটু ভুল বললেন। ময়নিহান ওখানে ছিল।'

'তাই কী?'

'হ্যাঁ, অন্যরা না জানলেও, আমি ওকে দেখেছি।

উপভোগ করছিল খুনের প্রতিটি মুহূর্ত।'

'তার ভিডিয়ো তোলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও আছে ওই ভিডিয়ো?'

পার্সের ক্যামেরা স্পর্শ করল নিনা। 'এখানেই আছে।'

'কপি করেছেন?'

'অবশ্যই।'

মাথা দোলাল রানা। 'ম্যাকলাস্কি বলেছিল আপনি খুন হতে দেখেননি।'

'অসম্ভব মিথ্যুক লোক,' বলল নিনা। 'ভিডিয়ো দেখাতে পারব কীভাবে ফ্র্যাঙ্ককে খুন করছে তারা। ভাল করেই জানে, প্রমাণ আছে আমার কাছে। তাই খুন করতে জঙ্গলে খুঁজছিল আমাকে। লুকিয়ে ছিলাম পুরো একদিন একরাত। তারপর বহু কষ্ট করে পালিয়ে যেতে পারলাম।' সরাসরি রানার চোখে তাকাল নিনা। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কী কারণে নিজেকে বাঁচাতে এত মরিয়া ন্যাশ ময়নিহান?'

'বুঝলাম,' বলল রানা, 'কিন্তু সেক্ষেত্রে কেন গল্প ফাঁদল অস্টিন ম্যাকলাস্কি? আপনি ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছেন ওদেরকে?'

'যাতে পিছু নেয়া বাদ দেয়, তাই হুমকি দিই। স্টেট পুলিশের হাতে প্রমাণ তুলে দিলেও প্রাণে বাঁচতাম না। পেছনে খুনি লেলিয়ে দিত ময়নিহান। তখন মনে হলো তার কাছ থেকে অনেক টাকা চাইলে চমকে যাবে সে। তাতে অন্যদিকে সরাবে মনোযোগ।'

'উল্টো আরও জটিল করলেন সব। ভাল করতেন জুডিকে জানালে। পুলিশ অফিসার। ভাল করেই বুঝত কী করা উচিত।'

'দেরিতে বুঝেছি,' ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নিনা।

ওর জন্যে খারাপই লাগল রানার। বলল, 'বড় কয়েকটা

ভুল করেছেন। ভুল আমিও করেছি। এরপর থেকে প্রতিটা পা ফেলতে হবে সতর্ক হয়ে।'

'আমরা কি প্রমাণ নিয়ে পুলিশের কাছে যাব?'

'আপাতত না। তাতে খুন হবে জুডি।'

'তা হলে কী করব আমরা?'

'শেষ করব ঝামেলা।' পথের ধারে গাড়ি থামাল রানা। হাওয়ার জোর ঝাপটা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে পেছনের গাড়ি। গম্ভীর রানা বলল, 'জুডিকে উদ্ধার করতে কি আপনি তৈরি? হয়তো নিতে হবে মস্তবড় ঝুঁকি।'

'যা বলবেন, তাই করব। বোনের জন্যে জান দিতেও দ্বিধা করব না।'

'গুড,' বলল রানা, 'তা হলে নিন মানসিক প্রস্তুতি।'

তেত্রিশ

'বসো,' নরম সুরেই বলল জ্যাকসন।

'বাথরুমে যেতে হবে।' উসখুস করল জুডি।

'আবারও? একটু আগে না গেলে?'

'অনেক পানি খেয়েছি, তাই না গেলেই নয়।'

বিরক্ত হলো জ্যাকসন। 'চলে এসেছে লোগানের পালা। একটু পর যেয়ো।'

খোঁচা দিল জুডি, 'ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে তো সাহসী মানুষ বলেই ভাবতাম?'

ওকে ধর্ষণ করতে চেয়েছে লোগান টার্সন। অনুমতিও

দিয়েছে ময়নিহান। টপ টেরর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ওর ব্লাউস আর ব্রা খুলে স্তন মন্থন করেছে জানোয়ারটা। লোভে বেরিয়ে গিয়েছিল জিভ। তবে খোলেনি ওর জিন্সের প্যান্ট। কুকুরটা ময়নিহানের জরুরি কাজ নিয়ে ঘর থেকে চলে যাওয়ায় হাঁফ ছেড়েছে জুডি।

জ্যাকসন ভাড়াটে মস্তান হলেও টার্সনের মত লোভী এবং অভদ্র নয়। সাহায্য করেছে ব্লাউস পরতে। লম্বায় সে সোয়া ছয় ফুট। ধূসর রঙের চুল খাটো করে ছাঁটা। গালে অসংখ্য লাল ফুটকি। গোল কাঁচের চশমার ওদিকে বড় দুটো নীল চোখ। অনামিকায় সোনার আঙটি। বিবাহিত লোক। তাকে এদের মাঝে দেখে অবাকই হয়েছে জুডি। তার বাচ্চা আছে কি না, কে জানে! হয়তো আছে। সেজন্যেই এখনও আছে বিবেক।

'ভয় পাচ্ছি না,' বলল জ্যাকসন। 'চেয়ারে বসো।'

'প্রস্রাব করতেই হবে। নইলে এখানেই...' মেঝে দেখাল জুডি।

'কাজটা করলে তোমাকেই পরিষ্কার করতে হবে।'

'তার চেয়ে ভাল হতো না বাথরুমে যেতে দিলে?'

'আরে বিপদ!' চেয়ার ছেড়ে হলওয়ের দরজা খুলল জ্যাকসন। হোলস্টার থেকে নিল পিস্তল। নল দিয়ে ইশারা করল জুডিকে। 'বাথরুমে যাবে। কিন্তু দেরি করবে না, ঠিক আছে? আর সঙ্গে যাব আমিও।'

মাথা দোলাল জুডি। চলল বাথরুমের দিকে। পেছনেই পিস্তল হাতে জ্যাকসন। ময়নিহান র‍্যাঞ্চে বন্দি হওয়ার পর থেকে চলছে এ নিয়ম। জুডি বাথরুমে গেলে চোখ রাখছে কেউ না কেউ। ওর গোপনাঙ্গ দেখার লোভে বেশিরভাগ সময় যাচ্ছে টার্সন। তবে জুডি আবিষ্কার করেছে, উপায় আছে পালিয়ে যাওয়ার। বাথরুমে একটা জিনিস খেয়াল করেনি জেলাররা। ওটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে

ও। হয়তো প্রতিশোধ নিতে পারবে ওর অপমানের।

'খুলে দেবেন হাতকড়া? দু'হাতই ব্যবহার করতে হবে।' জিন্সের প্যান্টের বোতাম দেখাল জুডি। চোখ গেল টয়লেট সিটের ওপর। 'অথবা আমার হয়ে করতে পারেন কাজটা।'

জুডির হ্যাণ্ডকাফ খুলে বাথরুমের দরজার হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে দিল জ্যাকসন। দেখাল টয়লেটের বাউল। 'ঠিক আছে। কাজ ঝটপট শেষ করো।'

অবশ হয়েছে আঙুল, কবজি নেড়ে রক্ত চলাচল ঠিক করতে চাইল জুডি। বন্ধ করতে গেল দরজা।

কিন্তু পা বাড়িয়ে দরজা বন্ধ হওয়া ঠেকাল জ্যাকসন। 'না, দরজা খোলা থাকবে।'

'ঠিক আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে টয়লেটের দিকে ফিরল জুডি। খুলতে শুরু করেছে জিন্সের প্যান্টের বোতাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল জ্যাকসন। আধখোলা রেখেছে দরজা। গলা চড়াল: 'আমরা সবাই লোগানের মত পশু নই। ভেতরে কী করবে দেখতেও চাই না। কোনও চালাকি না করলেই হলো।'

'আপনি লোগানের মত নন, তা জানি,' ভেতর থেকে বলল জুডি। 'অনেক ধন্যবাদ, জ্যাকসন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার দিকে পিঠ দিল লোকটা।

কবাটের ফাঁক দিয়ে জুডি দেখল, হোলস্টারে পিস্তল রেখেছে জ্যাকসন। মনে মনে হাসল ও। এবার সুযোগ করে পালিয়ে যেতে হবে। আগে মনে আশা ছিল, উদ্ধার করবে রানা। কিন্তু পরে বুঝেছে, তা হওয়ার নয়। নিজেরই কিছু করতে হবে। হলিউডের মেকাপ করা নায়িকাদের মত চুপ করে বসে থাকবে আর নায়ক এসে উদ্ধার করবে, তা হবে না। ভুললে চলবে না, ও এনওয়াইপিডির পুলিশ অফিসার। সুতরাং নামতে হবে কাজে।

টয়লেটের সিটে বসল জুডি। পরের কাজ কঠিন। এটা

ভাবতে গিয়েই রক্তে ছড়াল অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। তৈরি হয়ে নিচ্ছে লড়তে বা পালিয়ে যেতে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক বোঝাতে রোল থেকে নিল টিশ্যু। কয়েক সেকেণ্ড পর করল ফ্লাশ। পরে নিল প্যান্ট। যে জিনিস দেখে মুক্তির কথা ভেবেছে, ওটা তুলে নিল কমোডের পেছন থেকে। একবার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল জ্যাকসন। তাকে পাত্তা না দিয়ে সিঙ্কে হাত ধুতে লাগল জুডি। ভারী তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিল হাত। জিনিসটা ঠিক জায়গায় না ঝুলিয়ে চলল বাইরে জ্যাকসনের দিকে। মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলল, 'সত্যি ধন্যবাদ, জ্যাকসন।' হাসছে জুডি। 'খুব চাপ ছিল।'

'ঠিক আছে, এবার ফিরতে হবে ঘরে।'

'আচ্ছা,' হাত থেকে তোয়ালে ফেলল জুডি। 'আমার কাজ শেষ।'

জুডিকে নিয়ে ঘরে ফিরবে জ্যাকসন। দরজার হ্যাণ্ডেল থেকে নিতে গেল হাতকড়া। হাঁ করল কী যেন বলতে। কিন্তু তখনই পোকামাকড় মারার অ্যারোসলের ক্যান ওপরে তুলল জুডি। এতক্ষণ ওটা ছিল তোয়ালের আড়ালে। দেরি না করেই ক্যাপ খুলে জ্যাকসনের চোখে-মুখে অ্যারোসল স্প্রে করল জুডি।

ইনসেকটিসাইড খুন করবে না লোকটাকে। কিন্তু চোখে ঢুকতেই জীবনটা নরক হলো তার। মুখে বিশ্রী স্বাদ। ভীষণ জ্বলছে চোখ। যেন মুখে ছুঁড়ে দিয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড। সরল টলতে টলতে। দু'হাতে ঢেকে ফেলেছে চোখ। স্প্রের ধক খানিকটা ঠেকিয়ে দিয়েছে চশমা, তবুও আপাতত সে অন্ধ। আরও ক'বার জ্যাকসনের চোখে-মুখে স্প্রে করল জুডি। পরের কাজ আরও কঠিন।

খালি পায়ে লোকটার ঊরুসন্ধিতে লাথি মারল জুডি। নিজেই ফুঁপিয়ে উঠল পায়ের ব্যথায়। কিন্তু জ্যাকসনের মনে হলো আগে কখনও এত ব্যথা পায়নি সে। গুঙিয়ে উঠে দুই

হাতে গোপনাঙ্গ ও অণ্ডকোষ চেপে ধরল সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মেঝেতে। হ্যাণ্ডেল থেকে হ্যাণ্ডকাফ নিয়েই ঝট করে ওদিকে ঘুরল জুডি। শেকলের নয়, এ হ্যাণ্ডকাফের মাঝে রয়েছে লোহার পুরু ডাণ্ডা। জ্যাকসনের মাথার ওপর গায়ের জোরে ওটা নামাল জুডি। মাথা বাঁচাতে হাত তুলল জ্যাকসন। হোলস্টারের পিস্তলে থাবা দিল অন্যহাত। দ্বিতীয়বারের মত তার মাথায় হ্যাণ্ডকাফের বাড়ি দিল জুডি। খুলির চামড়া ও মাংস কেটে দরদর করে নামল রক্ত।

জুডির দিকে ঘুরতে চাইছে জ্যাকসন। কিন্তু পেছনে গিয়ে হাতটা ধরে ফেলল জুডি। পরক্ষণে কবজিতে পরিয়ে দিল হাতকড়ার একটা কাফ। লোহার পুরু ডাণ্ডার কারণে ইচ্ছে হলে শক্তিশালী যে কাউকে দিতে পারবে প্রচণ্ড ব্যথা। হ্যাণ্ডকাফ মুচড়ে দিয়ে জ্যাকসনের হাত পেছনে নিল জুডি। বেকায়দাভাবে কবজি আটকা পড়েছে লোকটার। ঘাড় ধরে জোরে নিচে ঠেলে দিতেই বাধ্য হয়ে শুল সে। এ সুযোগে তার পিঠে হাঁটু রেখে অন্যহাতও হ্যাণ্ডকাফে আটকে নিতে চাইল জুডি। বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে জ্যাকসন, কিন্তু আটকা পড়া হাতটা মুচড়ে দেয়ায় গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। পরক্ষণে তার মুক্ত হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল জুডি।

হোলস্টার থেকে প্রায় খসে পড়েছে পিস্তল। খপ্ করে ওটা নিল জুডি। উপুড় হয়ে পড়ে আছে জ্যাকসন, লড়তে পারে, বা দিতে পারে চিৎকার।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল জুডি। গায়ের জোরে পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি দিল শত্রুর ঘাড়ে। গাল বকে উঠল জ্যাকসন, কিন্তু আবারও তার ঘাড়ে বাঁট নামাল জুডি। বিড়বিড় করছে, 'অজ্ঞান হও... অজ্ঞান হও... আরে, বাপু...'

রিক বেণ্ডারের মাথার পাশে বাড়ি দিয়ে ওই পাহাড়টাকে অজ্ঞান করেছে রানা, নিজ চোখে দেখেছে জুডি। তা হলে এই বেয়াক্কেলেটা এমন করছে কেন? একের পর এক বাড়ি

দিতে হবে? কিন্তু খুলি ভেঙে মগজে গেঁথে গেলে? কিন্তু উপায়ই বা কী? চিন্তা বাদ দিয়ে পিস্তলের নলের জোরালো আরেক বাড়ি দিল জ্যাকসনের চাঁদি বরাবর। ফুঁপিয়ে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা, নিচ্ছে হালকা শ্বাস।

উঠে দাঁড়াল জুডি, হাঁফিয়ে গেছে ভয়ে। ঘরে ঢুকে দেখল কোথাও নেই ওর বুটজুতো। হয়তো আনা হয়নি লিটল ফোর্ক থেকে। খালি পায়ে পালিয়ে যাওয়া কঠিন। তবে এসব ভেবে এখন দমে যাওয়া অনুচিত। হলওয়ের দরজায় পৌঁছে জ্যাকসনের গ্লক সতেরো পরখ করল জুডি। ও যেটা ব্যবহার করত, তার চেয়ে এই পিস্তল বড়।

দক্ষ হাতে খুলল ম্যাগাযিন। ওটা গুলিতে ভরা। নতুন করে পিস্তলে ম্যাগাযিন ভরে টেনে নিল স্লাইড। ফায়ারিং চেম্বারে পৌঁছে গেছে বুলেট। ট্রেনিঙে বলা হয়েছে, অফ করে রাখবে না সেফটি ক্যাচ। কিন্তু রানাকে দেখেছে উল্টো কাজ করতে। নইলে যে মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময় লাগবে, তাতে খুন হতে পারে কেউ।

রানার কথা মনে পড়তেই থেমে গেল জুডি।

মরেই কি গেল মানুষটা?

আর কখনও দেখা হবে না?

চিন্তাটা জোর করে মন থেকে দূর করল জুডি।

না, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে রানা!

খারাপ ভাবনা মনে আসতে দেবে না ও।

কক্ষণো না!

রানার প্রতি ওর অনুভূতি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে ন্যাশ ময়নিহান। ডাহা মিথ্যা বলেছে ও। জানিয়ে দিয়েছে, ওদের মাঝে ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক নেই।

আসলেই তো নেই!

অন্তত রানার তরফ থেকে।

কিন্তু মানুষটার ব্যাপারে বুকে হাত রেখে এ কথা বলতে

পারবে ও?

সত্যের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ময়নিহান।

হ্যাঁ, জুডি ভালবেসে ফেলেছে রানাকে।

খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, নিজ জীবনে কখনও কোনও মেয়েকে জড়াবে না রানা। চিরকালের মুক্ত-বিহঙ্গ।

তখনই ঠিক করেছে জুডি, সুযোগ এলেও রানাকে বাঁধতে চাইবে না ও।

না হয় হলো ওরা ভাল বন্ধু?

তাই বা কম কী ওর জন্যে?

সত্যিকারের দেবতা না দেখলেও রানাকে দেখেছে—স্বর্গের দূত কি ওর চেয়েও নির্লোভ?

মনে হয় না!

নিজেকে কড়া ধমক দিল জুডি: এটা সময় হলো তোর এসব ভাবার?

বেরোতে হবে এই দুর্গ থেকে!

পাথরের মত শক্ত করতে হবে মন। সতর্ক করবে না কাউকে। সুয়োগ দেবে না কোনও। গুলি করবে খুন করতে। নইলে খুন হবে নিজে।

জুডি ভাবল, হ্যাঁ, এখন তুই ভুলে যা রানার কথা!

হলওয়ের ওদিকের দরজা খুলল ও। বামে ক'টা দরজা, ডানে সরু হল। ওদিকে ডাবল ডোর কোনও লাউঞ্জ এরিয়ার। কান পাতল জুডি, সকালে ওখানে শুনেছে অস্পষ্ট কথা। কিন্তু এখন কোনও আওয়াজ নেই ওই ঘরে। পায়ের নিচে পালিশ করা কাঠের তক্তার মেঝে। হল-এ বেরিয়ে বড় করে দম নিল জুডি। বাগিয়ে ধরেছে গ্লক। চলল লাউঞ্জ লক্ষ্য করে।

প্রথমে যখন আনা হলো, বাঁধা ছিল হাত-পা-চোখ। দেখা হয়নি কিছুই, আটকে রেখেছিল বেডরুমে। সর্বক্ষণ পাহারায় ছিল এক লোক। বোঝার উপায় ছিল না বাড়িটা

কেমন বা আছে ক'জন লোক। পরে বুঝেছে, ও আছে বিশাল বাড়ির দোতলায়। সম্ভবত এটা টেক্সাসের দক্ষিণে কোনও র‍্যাঞ্চ হাউস।

লাউঞ্জে পা রেখে জুডি দেখল, প্রকাণ্ড ফ্রেঞ্চ ডোরের ওদিকে বারান্দা। দূর দিগন্তে গেছে প্রেয়ারি। কড়া রোদ ও শুকনো হাওয়ায় হলদে প্রায়-পোড়া ঘাস। জানা নেই সময়, তবে বোঝা যাচ্ছে এখন বিকেল। একটু পর আকাশ ও দিগন্ত ছেয়ে ফেলবে ধূসর রঙ।

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইল জুডি। চোখ খুঁজছে বেরোবার পথ। বোধহয় হলওয়ের দূরে সিঁড়ি। কিন্তু ওদিকে গেলে যখন-তখন ধরা পড়বে ময়নিহানের লোকের হাতে। পিস্তল আছে মানেই এমন নয়, ওটা দিয়ে ঠেকাতে পারবে সবাইকে। একদল খুনির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ও। দিবাস্বপ্ন দেখছে না জুডি।

লাউঞ্জে ঢুকে উঁচু এক উইং-ব্যাক্‌ড্ চেয়ার পাশ কাটল ও। পায়ের নিচে মৃদু আপত্তি তুলল মেঝের কাঠের তক্তা। থমকে গেল জুডি। মেঝেতে কালচে দাগ। দ্বিতীয়বার দেখতেই বুঝল, মেঝেতে পড়েছে অনেক রক্ত। এখানে খুন হয়েছে কেউ। বাতাসে এখনও রক্তের আঁশটে গন্ধ।

গলা শুকিয়ে গেল জুডির।

তা হলে কি খুন হয়েছে রানা বা নিনা?

হয়তো ওদেরকে ধরে এনেছিল ময়নিহান?

খুন করেছে এখানে।

মনে দুশ্চিন্তা আসতেই চোখ বুজল জুডি।

রক্ত যদি রানা বা নিনারই হবে, তো বাঁচিয়ে রেখেছে কেন ওকে ন্যাশ ময়নিহান? বা ওকে তুলে দিচ্ছে না কেন লোগান টার্সন বা লোভী কারও হাতে?

এতক্ষণে খুন হওয়ার কথা ওর।

না, এ রক্ত রানা বা নিনার নয়।

কালচে দাগ এড়িয়ে দরজার দিকে চলল জুডি। পেছনে শুনল মৃদু আওয়াজ। হলওয়ে ধরে হেঁটে আসছে কেউ।

বোধহয় লোগান টার্সন!

চলেছে জুডির বন্দিশালার দিকে।

সেক্ষেত্রে সময় নেই হাতে। এ বাড়ি ছেড়ে প্রথম সুযোগে পালাতে হবে জুডিকে। প্রতিটি মুহূর্ত খুব জরুরি।

জুডি একবার ভাবল, লুকিয়ে পড়বে দরজার পাশে, তারপর লোগান পাশ কাটালেই গুলি করে মারবে তাকে।

ওকে কম অপমান করেনি লোভী জানোয়ারটা!

মরাই উচিত পাগলা কুকুরটার!

কিন্তু গুলি করলে সেই আওয়াজে ছুটে আসবে অন্যরা।

মাথা নাড়ল জুডি। এত ঝুঁকি না নিয়ে উচিত বারান্দায় চলে যাওয়া। হয়তো ওদিকে আছে কোনও পথ। তা না পেলেও ওখানে গেলে বুঝবে চারপাশ কেমন। হয়তো পেয়ে যাবে লুকিয়ে পড়ার মত জায়গা।

ডাবল ডোরের কবাট খুলে বারান্দায় পা রাখল জুডি। পুরো বাড়িটাকে ঘিরেছে এই বারান্দা। বামে সরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঘরে উঁকি দিল ও।

কেউ ঢোকেনি ঘরে। দূরের দরজার ওপাশে বন্দিশালার দিকে হাঁটছে কেউ। জুডি ধারণা করল, ওই লোক লোগান টার্সন না হয়েই যায় না। ক'সেকেণ্ড পর করিডোরে দেখল প্যারামিলিটারি পোশাক পরনে কেউ, মাথায় কাউবয় হ্যাট।

হ্যাঁ, সে লোগান টার্সনই!

এক এক করে ক্ষণ গুনতে লাগল জুডি।

দু'মিনিট পেরোবার আগেই শুনল টার্সনের চিৎকার ও গালি। দেরি না করে বারান্দার দূরের বাঁক লক্ষ্য করে দৌড় দিল জুডি। উড়ে চলেছে রকেট বেগে। কোণ ঘুরে দেখল, একপাশে নিচে যাওয়ার সরু সিঁড়ি। প্রথমতলায় রেলিং দিয়ে ঘেরা আরেকটা বারান্দা। ওর ভয় লাগছে, যে-কোনও সময়ে

ছুটে আসবে টার্সন। ঝড়ের বেগে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেও কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইল জুডি। একতলায় নেমে বসে পড়ল সিঁড়ির একপাশে। বামে একটু দূরে ক'টা আউটবিল্ডিং। পেছনে টিনের বিশাল ছাউনি। ওখান থেকে আসছে বাজে দুর্গন্ধ।

কয়েক ঘণ্টা আগে টার্সন ছিঁড়ে দিয়েছে জুডির ব্লাউস। দেখা যাচ্ছে বুকের বড় অংশ। এখন ছুটতে হবে খালি পায়ে। ভয় লাগছে ওর। খালি পায়ে বালিতে হাঁটা এক কথা, আর পাথুরে জমিতে দৌড়ানো অন্য কথা। প্রতিটি পদক্ষেপ দেবে ব্যথা। কিন্তু এসব ভেবে লাভ নেই। রেলিং টপকে তিন ফুট নিচে উঠানে নামল জুডি। থমকে গেল ওখানে। কান পাতল। দূর থেকে এল টার্সনের চিৎকার। তারপর এল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

ঘুরেই ছাউনির দিকে ছুটল জুডি। চাইছে ধারালো পাথরের খোঁচা এড়াতে। কিন্তু প্রথম আউট বিল্ডিঙের কাছে যেতে না যেতেই ফুলে গেল পায়ের পাতা। কপাল ভাল রক্তপাত হচ্ছে না।

যন্ত্রণা থাকুক, নিজেকে বলল জুডি। দৌড়াতে থাক্!

কানের পাশ দিয়ে গিয়ে ছাউনির দেয়ালে বিঁধল বুলেট। ভয়ে আত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়েছে জুডির। তবে ঘুরেই বাড়ির দিকে তাক করল পিস্তল। ওপরের বারান্দায় লোগান টার্সন। তাক করছে পিস্তল। টিপে দিল ট্রিগার। হাতে লাফিয়ে উঠল অস্ত্রটা। একপাশে সরে পাল্টা গুলি করল জুডি। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল টার্সন, তবে গুলি লাগেনি গায়ে।

'ওই যে!' চিৎকার করল সে। 'ছাউনির দিকে যাচ্ছে!'

প্রাণের ভয়ে ছুট দিল জুডি। যেভাবে হোক শত্রুদের সঙ্গে বাড়াতে হবে ব্যবধান। তৃতীয় গুলিতে ওকে গেঁথে ফেলতে পারে টার্সন। চলেছে বাড়িটার পাশ দিয়ে। বাঁক ঘুরে ওদিকে মাঝারি কাঠের বেড়া দেখে ওদিকে ঝাঁপ দিল

জুডি। মাটিতে পড়ল বেকায়দাভাবে চিত হয়ে। চারপাশে ভেসে উঠল একরাশ ধুলো। ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল ও। তিন সেকেণ্ড পর তাকাল ফেলে আসা পথে। শুকিয়ে গেল গলা। বাড়ি থেকে ছুটে আসছে ক'জন লোক। ধুলোর মেঘের কারণে কাউকে চিনল না জুডি।

উঠে পর পর তিনবার গুলি পাঠাল লোকগুলোর দিকে। হাতে ভীষণ ঝাঁকি দিয়েছে অস্ত্রটা। বুঝে গেল, ওপর দিয়ে গেছে ওর গুলি। কেউ আহত না হলেও ছত্রভঙ্গ হয়েছে তারা। স্বাভাবিক অবস্থায় জুডি নিয়ন্ত্রণ করত শ্বাস, তারপর অস্ত্র তাক করে গুলি করত কুকুরগুলোর দিকে। তাতে মাটিতে পড়ত দু'তিনজন। কিন্তু কাজ করছে না ওর মগজ। ঘুরেই দৌড় দিল। পেছনে আবার গর্জে উঠল পিস্তল। ওর বাম কানের পাশ দিয়ে গেল বুলেট। ছাউনির দরজা পেরোতে গিয়ে ভেতরে ছায়ার মাঝে দেখল বিশাল সব মেশিন। ভাবল ওখানে কাভার নেবে কি না। না, উচিত হবে না। পেছনের ওরা এসে কোণঠাসা করবে ওকে। সংখ্যায় বেশি, প্রত্যেকের কাছে পিস্তল। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

'দৌড় বন্ধ করো, জুডি।' ওই গলা চিনতে পারল জুডি। নির্দেশ দিলেও কণ্ঠে রয়েছে রসিকতার ছাপ।

'নরকে যাও, ময়নিহান!' দৌড় না থামিয়ে পাল্টা চেঁচাল জুডি। সামনেই আরেকটা বেড়া। আগেরটার চেয়ে দক্ষতার সঙ্গে টপকে গেল ও। কিন্তু মাটিতে পা দিতেই ডান পায়ের নিচে খচ্ করে বিঁধল কী যেন। নরম মাংস কেটে বেরোচ্ছে রক্ত। ব্যথায় মুখ বিকৃত করলেও দৌড়ে চলল জুডি।

সামনেই গরু রাখার গোয়ালঘর ও টিনের বিশাল ছাউনি। বামে বাঁক নিয়ে ছাউনি লক্ষ্য করে ছুটল জুডি। আপাতত ওকে দেখবে না পেছনের কেউ। ছাউনির বাইরে পেল পরিত্যক্ত বড় এক ট্রাক ও পুরনো শেভ্রোলে গাড়ি।

পুড়ছে টেক্সাসের রোদের আগুনে। ট্রাকের ক্যাব দখল করেছে মোরগ ও মুরগির পাল। ট্রাক বা গাড়ি এতই প্রাচীন, ওসব নিয়ে পালাতে পারবে না জুডি। আড়াল নিল ট্রাকের। চোখ রাখল ছাউনির কোণে। ক'সেকেণ্ড পর দেখল ছুটে আসছে কেউ। তাকে লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল ও। দেখে নিল কাঁধের ওপর দিয়ে। এখান থেকে সরতে হবে, নইলে ঘিরে ফেলবে তারা। তাতে খুন হবে বা ধরা পড়বে ও।

বাড়িটার কোনা লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল জুডি। শত্রুপক্ষ পিছিয়ে যেতেই কাভার থেকে বেরিয়ে দিল ছুট। চলেছে ছাউনির জানালার দিকে। তিন সেকেণ্ড পর চৌকাঠে হাত রেখে টেনে তুলল নিজেকে। লাফ দিয়ে নামল ছাউনির ভেতর। নাক কুঁচকে গেল পোড়া ধাতু ও এভিয়েশন ফিউয়েলের কটু গন্ধে। ম্লান আলোয় দেখল, বিধ্বস্ত এক এয়ারক্রাফট ও দুটো ভাঙাচোরা গাড়ি। চুরমার হয়েছে বড়জোর দু'এক দিন আগে। এখনও ইঞ্জিন থেকে টপটপ করে পড়ছে মোবিল ও অকটেন।

কীভাবে এ তাণ্ডব হলো জানে না, তবে জুডি বুঝে গেল ওকে উদ্ধার করতেই হামলা করেছিল রানা। বুকে সাহস ফিরল ওর। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, বাঁচব কী করে? কোথায় মানুষটা? ঠিক আছে তো? যতই আশা করুক, আপাতত সাহায্য পাবে না রানার কাছ থেকে।

ছাউনির সদর দরজা বন্ধ। জুডি গেল দূরের জানালার কাছে। ওটা বন্ধ হলেও খোলা যাবে ছিটকিনি। জানালা খুলে লাফ দিয়ে ওদিকে নামল ও। কিন্তু পা পড়েছে কাদায়। নাকে এল কাঁচা গোবরের গন্ধ। ডুবে গেছে গোড়ালি। সরতে গিয়ে সড়াৎ করে পিছলে গেল। আরেকটু হলে হাত থেকে পড়ত পিস্তল। সামলে নিল নিজেকে। গোবরের মাঝ দিয়ে চলল বাড়িটার সামনে। ময়নিহান এবং তার লোক আসবে ওদিক দিয়েই।

কোনও মেশিন চালু হওয়ায় দালানে শুরু হলো ধাতব আওয়াজ। কড়াৎ শব্দ তুলল আগ্নেয়াস্ত্র। জুডিকে পাশ কাটিয়ে ছাউনির দেয়ালে বিঁধল বুলেট। ওর মনে হলো, ইচ্ছে করেই গুলি করছে মাথার ওপর দিয়ে। চাইছে ওকে জীবিত ধরতে। তাতে বাড়তি সুবিধা পাবে ও। ঘুরেই খুঁজল টার্গেট। বাড়িটার কোণে কে যেন! দেরি হলো না গুলি পাঠাতে। বুলেট বিঁধল লোকটার বাম বুকে। ছিটকে পিছিয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ল সে। জুডি খুশি হতো ওর গুলিতে ময়নিহান মরলে। কিন্তু কাকে গুলি করেছে বোঝার উপায় নেই। প্রত্যেকের পরনে একই কালো ড্রেস।

'এ-ই শেষ সুযোগ,' ধমক দিল ময়নিহান, 'পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করা হবে।'

পাত্তা না দিয়ে হালকা পায়ে আরেকটা বেড়া টপকে গেল জুডি, ছুটল ছাউনির কোনা ঘুরে। কিন্তু তখনই মুখোমুখি ধাক্কা লাগল একজনের সঙ্গে। এইমাত্র একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে সে।

তাল সামলে তার দিকে তাকাল জুডি। ভেবেছে গুলি করবে শত্রুপক্ষ, কিন্তু তা নয়। এ ন্যাশ ময়নিহানের কেউ নয়, মাঝারি আকৃতির এক মহিলা। পরনে সাদা ব্লাউস, ব্লেযার ও জিন্সের প্যান্ট। দেখলে মনে হয় মহিলা পুলিশ। কিন্তু তার সাদা ব্লাউস ভরা রক্তের ছিট-ছিট দাগ। দু'হাত চট চট করছে রক্তে। জুডির জানার কথা নয়, ওয়াল্টার হেইন্সের লাশ টুকরো করার দায়িত্ব যেচে ময়নিহানের কাছ থেকে নিয়েছে মারি কিটন। নিজ কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, এমনসময় বুঝল কাছেই হাজির হয়েছে কেউ। জুডি না জানলেও ময়নিহানের লোকদের ভেতর ভয়ঙ্করতম খুনি মারি কিটন।

দু'জনই একইসময়ে বুঝল, ওরা আছে বিপদে। ট্রিগারে চাপ বাড়াল জুডি। কিন্তু বিদ্যুদ্বেগে নড়ল মারি। ঝট্ করে

সরে গেছে বামে, পরক্ষণে লাথি মারল জুডির কবজির ওপর। দূর দেয়ালে বিঁধল গুলি। থাবা দিয়ে পিস্তল কেড়ে নিল মারি। পাথরের মত শক্ত বামহাতে চড় মারল জুডির গালে। চোখের সামনে কালো চাদর দেখছে ও। পেছাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল মাটিতে। এক সেকেণ্ড পর পিস্তলটা ঘুরিয়ে ওর দুই চোখের মাঝে তাক করল মারি কিটন।

'ও, তুই সেই বেশ্যা, যাকে ফেরত চাইছে মাসুদ রানা?' টিটকারির হাসি হাসল মারি। 'কিন্তু দুঃখের কথা, মরে গেলে তোকে দিয়ে ওর কোনও কাজ হবে না।'

এত বিপদেও স্বস্তি পেল জুডি। রানা বেঁচে আছে।

ট্রিগারে চাপ দিচ্ছে মারি কিটন।

'মারি, থামো,' জুডির পেছন থেকে নির্দেশ দিল ন্যাশ ময়নিহান।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্লক নামিয়ে নিল মহিলা।

ঘাড় ফিরিয়ে ময়নিহানের দিকে তাকাল জুডি।

লোকটার কানে মোবাইল ফোন। কথা বলছে কার সঙ্গে যেন। ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'ওকে, রানা, দেখা হবে একঘণ্টা পর।'

চৌত্রিশ

কল কেটে মোবাইল ফোন পকেটে রাখল রানা। তিক্ত হয়ে গেছে মন। ওর পাশে উইণ্ডস্টার গাড়ির পেছন সিটে বসে আছে নিনা ভেঞ্চুরা। সামনের সিটে জন হার্বার্ট। ড্রাইভ

করছে বাড হিগিন্স। জুডির মোবাইল ফোন ট্রেস করে কেবিনে হামলা করতে পারে ময়নিহানের খুনেরা, তাই পাইলট পয়েন্টের রাস্তায় ঘুরছে ওরা।

'আমাদের উচিত এফবিআই-এর সাহায্য নেয়া,' তৃতীয়বারের মত বলল নিনা।

আগেও মানা করেছে রানা। এবারও যুক্তি দিয়ে বোঝাল, কেন আইনী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা অনুচিত হবে।

'আপনার জন্যে মানুষ খুন করেছি, নিনা,' বলল রানা। 'এখন পুলিশ বা এফবিআইকে জড়ালে বাকি জীবন থাকব জেলে।'

'মরে যাওয়ার চেয়ে জেলে থাকা ভাল,' নাক ফুলিয়ে বলল নিনা ভেঞ্চুরা।

'সেটা সবার জন্যে নয়,' বলল রানা। জুডিকে ছুটিয়ে আনার একটা পরিকল্পনা করেছে ও। কাজটা কঠিন। তবে তাতে সম্ভাবনা আছে সফল হওয়ার। সেজন্যে মৃত্যুও হতে পারে নিনার। তার কারণেই আজ এত বড় বিপদে পড়েছে জুডি, তাই ওর উচিত ছোটবোনকে বাঁচাতে ঝুঁকি নেয়া। 'রওনা হ' ময়নিহান র‍্যাঞ্চের দিকে,' বাডকে বলল রানা।

পুব লিবার্টি স্ট্রিট ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। উত্তরদিকের হাইওয়েতে উঠে চলল গ্রেসন কাউন্টির দিকে। তবে একটু পর ধরল সরু এক শাখা রাস্তা। চলেছে ময়নিহান র‍্যাঞ্চের দিকে। আবারও শুরু হলো প্রত্যন্ত এলাকা। একটা-দুটো কাঠের বাড়ি, আশপাশে ছোট-বড় ঘাসজমি, এখানে-ওখানে নানান গাছ ও ঝোপঝাড়। আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর পৌঁছে গেল ওরা অ্যাম্বুশ করা সেই এলাকায়। শহরে জনাকীর্ণ জায়গায় জিম্মি বদল হলে ভাল হতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে হয়তো শুরু হতো দু'পক্ষের গোলাগুলি। এসব ভেবেই রানা ওর প্ল্যানে রেখেছে এই

প্রেয়ারি। যা হবে, কোনও সাক্ষী থাকবে না তার।

ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা, এমনসময় প্রথমবারের মত থামল ওরা। আশপাশে বাড়িঘর নেই। মাঠে চরছে এক পাল লংহর্ন গরু ও ষাঁড়।

গাড়ি থেকে নেমে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মাঠে হারিয়ে গেল জন ও বাড। গাড়ি নিয়ে রওনা হলো রানা। পেছনের সিটে চোখ বুজে ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে নিনা ভেগুঁরা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'সব ঠিক থাকলে আগামী একঘণ্টার ভেতর ফেরত পাব জুডিকে,' আশ্বস্ত করতে চাইল রানা।

'যদি সব ঠিক না থাকে?' গলা কেঁপে গেল মেয়েটার।

'সেক্ষেত্রে মারা পড়ব আমরা। তবে সে সম্ভাবনা কম। যা করতে বলেছি, সেটা করলে ঝুঁকি অনেকটাই কমবে।'

'আমাকে দেখেই যদি খুন করে ময়নিহান?'

মৃদু হাসল রানা। 'তা হলে ওকে খুন করব আমি।'

'সেটা তো খুব আনন্দের কথা,' বিড়বিড় করল নিনা।

'তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনাকে গুলি করবে না। আগে চাইবে ক্যামেরার রেকর্ড করা দৃশ্য মুছে দিতে। গুলি না করার আরেকটা কারণ, আপনার বা আমার কাছে রয়ে যেতে পারে ভিডিয়োর কপি। আগে নিশ্চিত হতে হবে তাকে।'

'অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। খুশি হয় খুনোখুনি হলে। কে জানে, হয়তো মজা পেতেই খুন করবে। তারপর দেখতে চাইবে আপনি কী করেন।'

'সেক্ষেত্রে নিজেও বাঁচবে না সে।'

'আপনি খুব আত্মবিশ্বাসী মানুষ,' বলল নিনা। 'জানলেন কী করে আপনি তাকে মেরে ফেলার আগেই আপনাকে সে খুন করবে না?'

'এটা নিশ্চিত হতে পারবে না কেউই,' বলল রানা।

‘তবে আগেও এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি। ন্যাশ ময়নিহান শহুরে মস্তান। নিরীহ কিছু মানুষকে খুন করেছে বলে ভাবছে যা খুশি করতে পারবে। তার ধারণা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।’

মনে হলো না রানার কথা শুনে স্বস্তি পেল নিনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আমার বড়ভাইও পুলিশ ছিল। পরে যোগ দেয় আপনার ডিটেকটিভ এজেন্সিতে। কিন্তু করুণভাবে মরতে হয়েছে ওকে। আমরাও হয়তো বাঁচব না।’

‘হয়তো,’ বলল রানা। ‘কেউ জানে না পরের সেকেণ্ডে বেঁচে থাকবে কি না।’ রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল ও।

চোখ বিস্ফারিত করে ওকে দেখছে নিনা। বুঝে গেছে, কী বলা হয়েছে ওকে।

গাড়িতে নামল নীরবতা।

একমাইল যাওয়ার পর চওড়া এক গেটের সামনে থামল রানা। আগেরবার এপর্যন্ত আসতে পারেনি। রাস্তার দু’পাশে সারি সারি গাছ। গেটের ওদিকে নেই কোনও নড়াচড়া। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। দীর্ঘ হয়েছে প্রেয়ারিতে ছায়া। গেট পেরোলে দূর দিগন্তের ওদিকে কোথাও ময়নিহানের র‍্যাঞ্চ হাউস।

নিনার দিকে ঘুরে তাকাল রানা।

মেয়েটার চোখে পানি। নিচু গলায় বলল, ‘কখনও ভাবতেও পারিনি এমন বিপদে পড়বে জুডি।’

‘মনে সাহস রাখুন,’ নিনার হাতে মৃদু চাপড় দিল রানা। ‘দেখবেন, বড় কোনও বিপদ হবে না।’

‘জুডিকে ফিরে পেলেই আর কিছু চাই না।’

ঘুরে গেটের ওদিকে তাকাল রানা। আরেকবার চেক করল ওয়ালথার। মনে মনে তৈরি লড়াইয়ের জন্যে। ‘মনে রাখবেন, যা যা বলেছি, ঠিক তাই করবেন।’

তর্ক করল না নিনা। ‘ঠিক আছে।’

উইণ্ডস্টার সামনে বাড়াল রানা। গেটের ওদিকে ন্যাশ ময়নিহানের জমি। সিকি মাইল যাওয়ার পর গাড়ি রাখল ও। নেমে পড়ে খুলে দিল পেছনের দরজা। নিনাকে সাহায্য করল বেরিয়ে আসতে। দু'জনই ওরা জানে, ঘনিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর বিপদ।

সামনে থেকে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

এবার চাই ভাল অভিনয়। খপ্ করে নিনার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল রানা। হিঁচড়ে নিয়ে চলল মেয়েটাকে। থামল গাড়ির সামনে। ঘাড় ধরে নিনাকে বসিয়ে দিল মাটিতে। হাঁটু গেড়ে এদিক-ওদিক দেখছে মেয়েটা। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে মাথার দিকে ওয়ালথার তাক করল রানা। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে নিনা। কনভয় তৈরি করে আসছে তিনটে গাড়ি। থেমে গেল এক শ' গজ দূরে। হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে নামল বেশ ক'জন। তাদের ভেতর পাহাড়ের মত বিশাল এক লোককে দেখল রানা। মালিকের কাছে ফিরেছে তা হলে রিক বেণ্ডার।

বাড কমপিউটারে ছবি দেখালেও আগে সামনা-সামনি ন্যাশ ময়নিহানকে দেখেনি রানা। রিক সহ তারা পাঁচজন। থামল কনভয়ের প্রথম গাড়ির সামনে। প্রত্যেকের পরনে কালো মিলিটারি গিয়ার। তাদের মাঝে হালকা-পাতলা এক মেয়েকেও দেখল রানা। ভেবেছিল জুডি। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর বুঝল ভুল ভেবেছে। ওই মহিলা জুডির মত লম্বা নয়। নড়াচড়ার ভঙ্গি ছোবল মারতে উদ্যত কেউটের মত। অন্য তিনজনের হাতে অস্ত্র। পঞ্চমজনের দুইহাত পেটের ওপর। যেন প্রার্থনা করছে। রানা ধারণা করল, ওই লোকই ন্যাশ ময়নিহান।

'নিনা ভেঞ্চুরাকে এনেছি, ময়নিহান,' গলা ছাড়ল রানা, 'জুডিকে দেখাও। নইলে এক গুলিতে ফুটো করব এর মগজ।'

দূর থেকে পাল্টা চেঁচাল লোকটা, 'রানা? ভাবছ, ধরে নেব যে নিনা ভেঞ্চুরাকে গুলি করবে তুমি?'

'এই কুত্তীর জন্যেই এত ঝামেলা। কাজেই বিশ্বাস করো বা না করো, এ মরে গেলে আমার কিছুই যায় আসে না!'

ক'পা সামনে বাড়ল ন্যাশ ময়নিহান। দু'পাশে একটু ছড়িয়ে গেল অন্যরা। দু'পাশ থেকে রানার দিকে রাইফেল তাক করেছে দুই লোক।

'আমার পরনে কেভলার জ্যাকেট,' বলল রানা, 'তোমার লোক একটা গুলি করলে সঙ্গে সঙ্গে নিনা ভেঞ্চুরাকে শেষ করে দেব।'

দলের সবাইকে অস্ত্র নামাতে হাতের ইশারা করল ন্যাশ ময়নিহান।

'জুডি কোথায়? ওকে দেখাও!'

দ্বিতীয় গাড়ির পাশে গেল রিক বেণ্ডার। দরজা খুলে বের করে আনল কাউকে। মরা আলোয় রানা দেখল, রিকের হাত থেকে ঝটকা দিয়ে ছুটতে চাইছে কেউ।

হ্যাঁ, জুডি।

ওকে কাঁধে তুলে নিল দানব। ব্যবহার করছে বর্ম হিসেবে। ফিরে এসে থামল ময়নিহানের পাশে। কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল জুডি। এতটা দূরে হলেও রানা দেখল, বিস্ফারিত হয়েছে বেচারির দু'চোখ। পাগল হয়ে উঠল রিকের কাঁধ থেকে নামার জন্যে। ছটফট করছে গলা কাটা মুরগির মত। মুখের ভেতর রুমাল, কিন্তু গলা থেকে বেরোল গোঙানি। গালি দিয়ে ভূত বিদায় করছে রানার। স্বাভাবিক, ওর বোনের মাথায় পিস্তল ধরেছে বাঙালি যুবক!

'শুয়োরের পালে ফিরেছ, তাই না, বেণ্ডার?' জোর গলায় বলল রানা। 'অবাক হইনি!'

ন্যাশ ময়নিহানের দিকে তাকাল রিক বেণ্ডার। জবাবে

কিছু বলল না টপ টেরর। রানাকে বামহাতের মধ্যমা দেখাল দানব।

‘জিম্মি কীভাবে বদল করতে চাও, রানা?’ জানতে চাইল ময়নিহান।

‘জুডিকে পাঠাবে আমার দিকে। ও যখন মাঝপথে পৌঁছে যাবে, আমি ছেড়ে দেব নিনাকে।’

‘না। একইসময়ে রওনা হবে দু’জন।’

‘ঠিক আছে। জুডি এগোতে থাকুক।’

‘ওই ক্যামেরা কোথায়?’

জ্যাকেটের পকেট থেকে ক্যামেরা নিয়ে দেখাল রানা। ‘এই যে তোমার জিনিস।’ কথাটা শেষ করেই, ডানদিকের ঘাসভরা মাঠে ক্যামেরা ছুঁড়ল ও। এখনই ক্রিটিকাল মুহূর্ত। এবার যে-কোনও সময়ে গুলি করবে শত্রুপক্ষ। কিন্তু রানা ভাবছে সে সম্ভাবনা কম। কারণ, আগে ময়নিহানের বুঝতে হবে, ওই ক্যামেরায় ভিডিয়োটা আছে কি না। হতে পারে, ওটা নকল জিনিস। অন্য কোথাও আছে আসল ক্যামেরা ও ভিডিয়ো।

‘ধরে নিচ্ছি, ভিডিয়োর কপি করেছ,’ বলল ময়নিহান। ‘পরে হয়তো ওটা ব্যবহার করবে আমার বিরুদ্ধে?’

জবাবে বলল রানা, ‘ওই ক্যামেরা বা ভিডিয়ো নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার! এই কুত্তীটাকে নিয়ে কী করবে, বা কোথায় লুকাবে প্রমাণ, সেসব তোমার ব্যাপার! দেরি না করে পাঠাও জুডিকে। আমরা সরে যাওয়ার পর নিনার কী হলো, সেটা নিয়ে ভাবতেও যাব না।’

নীরবে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল ময়নিহান। তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। ঠোঁটে ফুটে উঠল হাঙুরে হাসি। মৃদু মাথা দোলাল রিক বেগুরের উদ্দেশে। কাঁধ থেকে জুডিকে নামাল দানব। একটু ঝুঁকে কী যেন বলল মেয়েটার কানে। রানার সাধ্য নেই যে অত দূর থেকে

শুনবে। ঘুরে ওর দিকে তাকাল জুডি। চোখে গনগনে আগুন ও হতাশা। আরও কী যেন ওর মুখে। চেয়ে আছে রানার চোখে।

হ্যাঁচকা টানে নিনাকে দাঁড় করাল রানা। এখনও মাথায় ঠেকিয়ে রেখেছে ওয়ালথারের নল।

পেরোতে লাগল ভীষণ অস্বস্তিকর ক্ষণ।

আধমিনিট পর জুডিকে সামনে ঠেলল ময়নিহান। একই কাজ করল রানা। এক পা এক পা করে পরস্পরের দিকে চলেছে জুডি ও নিনা।

নিনার মেরুদণ্ড লক্ষ্য করে ওয়ালথার তাক করে রেখেছে রানা। আসল ক্যামেরা পাবে কি না জানে না, তবে চুপ করে আছে ময়নিহান। আরও কপি আছে কি না সে ব্যাপারেও মন্তব্য করল না। রানা জানে, আপাতত ও নিজে আছে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে। নিনা মরলে ময়নিহানের মহা বিপদ। হয়তো কোথাও রয়ে গেছে ভিডিয়োর কপি।

রানার উদ্যত পিস্তল দেখে জুডির পিঠে নিজেদের রাইফেলের নল তাক করল ময়নিহানের লোক। কামানের মত ডেযার্ট ঈগল তাক করেছে রিক বেণ্ডার। ওটা দিয়েই ফেলে দিয়েছিল কপ্টার। দেহের পাশে হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে আছে টপ টেরর। মুখে স্থির হাসি। দেখছে পরস্পরের দিকে হেঁটে চলেছে দুই বোন।

'মনে রাখবেন কী করতে হবে,' নিচু গলায় নিনাকে বলল রানা। জবাবে দুই কাঁধ আড়ষ্ট করল নিনা। ফুঁপিয়ে উঠল ভয়ে। এখন অভিনয় করছে না।

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দুই বোন। জুডির চেহারা দেখছে রানা। প্রচণ্ড রেগেছে মেয়েটা। সেইসঙ্গে চোখে ভয়। নিশ্চয়ই একই হাল নিনার। পরস্পরের দিকে তাকাল তারা।

জুডি, হাঁটতে থাকো, মনে মনে বলল রানা। নইলে মুখ থুবড়ে পড়বে আমার প্ল্যান!

নিনার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রানার দিকে তাকাল জুডি। কঠোর চেহারা করে দাঁড়িয়ে আছে রানা। এ ছাড়া উপায়ও নেই ওর। ধোঁকাটা ধরা পড়লে প্রাণে বাঁচবে না ওরা কেউ।

হাঁটার গতি বাড়াল জুডি ও নিনা। কমে এল দু'জনের ব্যবধান। মুখে রুমাল, তবুও কথা বলতে চাইল জুডি।

পরস্পরকে জড়িয়ে না ধরলে বাঁচি, ভাবল রানা।

'সোজা হেঁটে যাও, জুডি,' তাড়া দিল ময়নিহান, 'কোনও কথা নয়। পাশ কাটিয়ে যাবে তোমরা।'

'ময়নিহানের কথা শুনেছ, নিনা,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'বোনকে বাঁচাতে হলে ওর কথা শোনো।' রানার দিকে তাকাল জুডি। ফুলে গেছে নাক। এমনই ছিল ওর বড়ভাইয়ের নাকটাও। দূর থেকে শুনতে পেল রানা, মুখে রুমাল থাকলেও গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে কিছু বলতে চাইছে জুডি।

দুই বোনের মাঝে এখন দশ ফুট ব্যবধান।

বোনের দিকে সরে যেতে লাগল জুডি।

তাতে ঘন-ঘন মাথা নাড়ল নিনা। বুঝিয়ে দিতে চাইছে, উচিত হবে না কাছে আসা।

পাঁচ ফুটের ভেতর পৌঁছে যেতেই পরস্পরের চোখে তাকাল ওরা।

আর তিন ফুট...

দুই...

এক...

চিৎকার করে সতর্ক করতে চাইল রানা, কিন্তু সেটা করলে চমকে গিয়ে গুলি পাঠাবে ময়নিহানের লোক। ওর মনে হলো, পেরোচ্ছে জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ মুহূর্ত।

পরের সেকেণ্ডে সরেই জুডিকে জড়িয়ে ধরল নিনা। ধুপ করে পড়ল মাটিতে। ওখানে থামল না নিনা, জুডিকে নিয়ে

গড়িয়ে গিয়ে পড়ল অগভীর নালায়। একইসময়ে সামনে বেড়ে দ্রুত ট্রিগার টিপতে লাগল রানা।

পুরো দেড় সেকেণ্ড পর ময়নিহানের লোক বুঝল, তাদের উচিত পাল্টা গুলি করা।

ঘুরেই রাইফেল কাঁধে তুলল দুইজন। কিন্তু এঁকেবেঁকে দৌড় দিয়েছে রানা। গুলি পাঠাল শত্রুদের উদ্দেশে। এত দূর থেকে পিস্তলের বুলেট লাগলে বলতে হবে নেহায়েত কপালের জোরে লেগেছে। অবশ্য, ভয় পেয়ে ছিটকে সরল লোকগুলো। রানার আশপাশ দিয়ে গেল গুলি। এখনও রানার থেকে ত্রিশ গজ দূরে জুডি ও নিনা। নালার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে উইণ্ডস্টার গাড়ির দিকে। আধ সেকেণ্ড পর ওদিকে অস্ত্র তাক করল ময়নিহানের খুনিরা।

'খবরদার! নিনা ভেঞ্চুরাকে খুন করবে না!' ময়নিহানের চিৎকার শুনল রানা।

নতুন এই তথ্য পেয়ে থমকে গেছে সবাই।

নিজে তাদের দিকে গুলি পাঠাল রানা। ওর দুটো গুলি বিঁধল ময়নিহানের পেছনের গাড়িতে। দুই লাফে ওই গাড়ির আড়ালে সরল টপ টেরর। তাকে খুন করার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি রানার জন্যে জুডি ও নিনাকে সরিয়ে নেয়া। রাস্তা থেকে নেমে পড়ল ও। শুকনো মৌসুমে খটখট করছে নালা। ঝড়ের বেগে সামনে বেড়ে খুনিদের উদ্দেশে গুলি করছে রানা।

ছড়িয়ে পড়েছে ময়নিহানের ভাড়াটে খুনিরা।

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে অ্যাসল্ট রাইফেল কাঁধে তুলল লম্বা এক লোক। সাইটে পেয়ে গেছে রানাকে।

কিন্তু তখনই চুরমার হলো লোকটার মাথা। চারদিকে ছিটিয়ে গেল মগজ, খুলির টুকরো ও রক্ত। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ল লাশ। আধ সেকেণ্ড পর প্রেয়ারি থেকে এল এম টোয়েন্টিফোর স্নাইপার রাইফেলের গর্জন।

ঠিক জায়গায় পযিশন নিয়েছে জন ও বাড, ভাবল রানা। গলা উঁচিয়ে বলল, 'জুডি, নিনা, জলদি এসো!'

দৌড় থামিয়ে ময়নিহানের আরেক খুনির দিকে গুলি পাঠাল রানা। পেশিবহুল সে, কিন্তু পেশি ঠেকাতে পারল না প্রচণ্ড গতির বুলেট। এক পা পিছিয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ল লোকটা। গড়ান দিয়ে এড়িয়ে গেল রানার পরের গুলি। উঠে বসে অ্যাসল্ট রাইফেলের নল তাক করেই টিপে দিল ট্রিগার। আগেই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। ওর মাথার ওপর দিয়ে গেল একরাশ বুলেট। প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল জুডি ও নিনা। উড়ন্ত ধুলোর মাঝ দিয়ে ওদিকে তাকাল রানা। আবারও নালায় শুয়ে পড়েছে মেয়েরা।

'জলদি ওঠো!' নির্দেশ দিল রানা, 'থাকবে কাছাকাছি। ময়নিহান চায় নিনা বেঁচে থাকুক। গুলি করবে না কেউ।'

কিন্তু ওর নিজের কপাল অতটা ভাল নয়। এক পশলা গুলি পাঠাল পেশিবহুল লোকটা। রানার চারপাশে বিঁধছে বুলেট। ছিটকে উঠছে ছেঁড়া ঘাস। মুখে ঠাস্ করে লাগল মাটির চাপড়া। চোখ বাঁচাতে পাতা বুজে ফেলল রানা। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে শুনল প্রেয়ারিতে বজ্রপাতের মত আওয়াজ। গর্জে উঠেছে স্নাইপার রাইফেল। থেমে গেল এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল। মাথা তুলে রানা দেখল, উপুড় হয়ে পড়ে আছে শক্তপোক্ত লোকটা, বুলেটের আঘাতে প্রায় উড়ে গেছে তার ঘাড়।

সরে যেতে হবে এখান থেকে, বুঝে গেছে রানা। একটা একটা করে গুলি পাঠাচ্ছে রিক বেণ্ডার। আওয়াজটা কামানের গোলাবর্ষণের মত। পাশে টাশ্-টাশ্ শব্দ তুলছে ময়নিহানের পিস্তল। গাড়ির ওদিক থেকে গুলি করছে দু'জন। কিন্তু গাড়ি ভেদ করে জন ও বাডের উইনচেস্টারের গুলি ঢুকতেই লাফিয়ে অন্য কাভার খুঁজল ময়নিহান ও রিক।

প্রাথমিক শক কেটে যেতেই পুলিশ ট্রেনিং মনে পড়েছে জুডির। বড়বোনকে টেনে তুলে দৌড়ে এল রানার দিকে। ওদেরকে কাভার দিতে শত্রুপক্ষের দিকে গুলি পাঠাল রানা। ময়নিহানের গাড়ির কাছে রয়ে গেছে এক লোক। বেতের মত সরু। নানান দিকে সরে এড়াতে চাইছে গুলি। পাল্টা গুলি পাঠাল সে।

রানা সরে যাওয়ার আগেই একটা বুলেট ভেদ করল ট্রেপেইযিয়াস মাংসপেশি। ওর মনে হলো, খেয়েছে গর্দভের লাথি। কপাল ভাল, ও ডানহাতি। অসুবিধে হবে না গুলি পাঠাতে। কিন্তু ঘাড়ের কাছটায় যেন দাউদাউ আগুন ধরে গেছে।

'গাড়িতে উঠে মাথা নিচু রাখবে!' জুডিকে বলল রানা। বড়বোনকে টেনে আনছে মেয়েটা। একটু আগের সেই ভাব আর নেই জুডির চোখে। সেখানে কৃতজ্ঞতা ও দুশ্চিন্তা। দেখছে, রানার জ্যাকেটের কলারকে পাশ কাটিয়ে কুলকুল করে নামছে রক্ত। তাড়া দিল রানা, 'আমি ঠিক আছি, গিয়ে গাড়িতে ওঠো!'

'একটা অস্ত্র দাও,' বলল জুডি। 'পাশে লড়তে পারব।'

'তার চেয়ে চট্ করে নিনাকে তোলো গাড়িতে।'

চিকন লোকটা আর যুবতী হাঁটু গেড়ে বসেছে মাটিতে। হাতের অস্ত্র সরাসরি তাক করেছে রানার বুকে। কিন্তু তাদের লাইন অভ ফায়ারে চলে এল জুডি ও নিনা। নিনার গায়ে লাগবে, সেই ভয়ে গুলি করতে পারছে না রানাকে। নির্দিষ্ট অ্যাংগেল বজায় রেখে পেছাতে শুরু করেছে রানা। শত্রুপক্ষের দু'জনকে ওয়ালথারের সাইটে রেখেছে, তবে পাঠাচ্ছে না গুলি। আশপাশে দেখল না ময়নিহান বা রিক বেগুারকে। জন বা বাড গুলি শুরু করতেই কাভার নিয়েছে তারা।

'খেলা খতম, ময়নিহান!' নীরবতা ভাঙল রানা। 'ভুলে

যাও আমাদের কথা। থাকল ক্যামেরা। ভেবো না ক্ষতি করব। নিনাকেও আর দরকার নেই তোমার।'

বোগাস কথা বলেছে, রানা নিজেই জানে। খেলা খতম নয়। ওদেরকে খুন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে ন্যাশ ময়নিহান।

তবে আপাতত আর চাইবে না খুন করতে।

উইণ্ডস্টারের পেছনের সিটে উঠল নিনা ও জুডি। এক সেকেণ্ড পর ড্রাইভিং সিটে চাপল রানা। অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিয়ে চরকির মত ঘুরিয়ে নিল গাড়ি। রওনা হলো গেটের দিকে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল, ময়নিহানের গাড়িবহরের সামনে থেমেছে চারজন। কেউ অস্ত্র তুলল না ওদের গাড়ির দিকে।

দূর থেকে এল অমানুষিক গর্জন। রানার মনে হলো, ওটা ছেড়েছে রিক বেণ্ডার। আনমনে ভাবল: হ্যাঁ, শেষ হইয়াও হইল না শেষ!

তীরের বেগে ময়নিহান র‍্যাঞ্চের গেট পেছনে ফেলল গাড়ি। আগে প্রথমবার যেখানে থেমেছে, দু'মিনিটে পৌঁছে গেল ওখানে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, তারপর দীর্ঘ ঘাসের মাঠ থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে পৌঁছে গেল জন ও বাড। এখানেই ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে গেছে রানা। দুই বন্ধুর হাতে রাইফেল। বাড উঠে পড়ল গাড়ির সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। পেছনের সিটে নিনা ও জুডির পাশে বসল জন। পেছনের সিটের ওদিকে লাগেজ কম্পার্টমেণ্টে রাখল বাডের আনা এম টোয়েণ্টিফোর স্নাইপার রাইফেল। কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। কাজটা শেষ হতেই গাড়ির তুমুল গতি তুলল রানা। ফিরে চলেছে লেকের পাশের কেবিন লক্ষ্য করে।

'হায় হায়, রানা, তোর তো গুলি লেগেছে!' রানাকে বলল বাড। 'গাড়ি রাখ্। আমি ড্রাইভ করছি।'

‘কিছুই হয়নি...’ দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। বলেছে ডাহা মিথ্যা। ব্যথা প্রচণ্ড। চোখের কোণে আসছে কালো সব ছায়া।

‘রাখ্ তো, রানা!’ ওর কানের কাছে ধমক দিল জন।

‘আগে সরি ময়নিহানের র‍্যাঞ্চ থেকে। ওরা পিছু নিতে পারে।’

‘তুই রওনা হওয়ার পর গাড়িতে উঠেছিল, কিন্তু তারপর ফিরে গেছে র‍্যাঞ্চে,’ বলল জন, ‘যাতে তাড়াতাড়ি যায়, সেজন্যে গোটা দশেক গুলি পাঠিয়ে দিয়েছি আমরা। তবে কারও গায়ে লেগেছে বলে মনে হয় না।’

ঘুরে পেছনে তাকাল জুডি। ফাঁকা পড়ে আছে রাস্তা। অবশ্য, এর মানে এই নয়, পিছু নিয়ে আসছে না কেউ। রানা, জন ও বাডের আকস্মিক হামলায় হতভম্ব হয়েছে ময়নিহান। বিশেষ করে কাজে এসেছে এম টোয়েন্টিফোর স্নাইপার রাইফেল। কিন্তু যখন বুঝবে আশপাশে নেই স্নাইপার, লোকটা চাইবে পিছু নিতে। দেরি হবে না দলবল নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে। তা ছাড়া, পাগল হয়ে উঠবে রিক বেণ্ডার। এরই ভেতর বুঝে গেছে, বোকা বনেছে সে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ধাওয়া করে ছুটে আসবে।

‘প্রথম সুযোগেই ওদেরকে ফেলে দেয়া উচিত ছিল,’ বলল জন।

‘উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ভিন্ন,’ বলল রানা।

‘তা ঠিক।’ জুডি ও নিনাকে দেখছে জন।

‘সরি, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিয়ে ফেললাম,’ জুডি ও নিনাকে বলল রানা। ‘কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।’

‘যা হওয়ার হয়েছে, বড় কথা আমরা বেঁচে আছি,’ বলল নিনা। তাকাল ছোটবোনের দিকে।

মৃদু মাথা দোলাল জুডি। ওকে জড়িয়ে ধরল নিনা।

অবশ্য, পাঁচ সেকেণ্ড পর বড়বোনের কাছ থেকে

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জুডি। সাবধানে স্পর্শ করল রানার ঘাড়ের ক্ষত। নরম ও উষ্ণ আঙুল লাগতেই শিউরে উঠল ক্লান্ত রানা। পরক্ষণে শুনল জুডির ভেজা কণ্ঠ: 'মাসুদ রানা, আবারও যদি দেখি এমন ঝুঁকি নিয়েছ, খোদার কসম, আমি নিজেই গুলি করে মারব তোমাকে!' ফুঁপিয়ে উঠে কান্না চাপল ও।

চুপ করে আছে রানা। গত ক'দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রম, ঘুমের অভাব আর আহত ঘাড়ের ব্যথায় আস্তে করে বুজে গেল ওর চোখ। জোর করে খুলল পাতা।

কিছুক্ষণ হলো ওকে লক্ষ করছে বাড। নিচু গলায় বলল, 'এবার গাড়িটা রাখ্, রানা। নইলে ময়নিহান যা পারেনি, তুই পারবি। ঝড়ের বেগে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পাঠিয়ে দিবি আমাদের সবাইকে স্বর্গের মেইন গেটে!'

লজ্জা পেয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল রানা। নেমে পড়ল ড্রাইভিং সিট থেকে। ড্রাইভারের সিটে উঠল বাড। প্যাসেঞ্জার সিটে চাপল জন, হাতে শটগান। জুডি পেছনের সিট থেকে নামতেই মাঝের সিটে ঠাঁই হলো রানার।

আবারও রওনা হলো গাড়ি।

জুডি ও নিনার মাঝে সমাসীন হয়েছে রানা। দু'পাশে যেন আরামদায়ক দুই গদি। ঝিমাতে শুরু করল ও। টের পেল, সাবধানে খোলা হচ্ছে ওর জ্যাকেট ও শার্ট।

সুন্দরী রাগলে নাকটা এত ফোলে কেন, ভাবতে গিয়ে আনমনে হাসল রানা। পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল জুডির কাঁধে মাথা রেখে।

কতক্ষণ অচেতন থেকেছে, জানে না রানা। হঠাৎ করেই জেগে উঠল। চোখের পাতা সামান্য খুলে আবছা আলোয় দেখল এদিক-ওদিক। আছে লেকের তীরের সেই কেবিনে। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ওকে খাইয়ে দেয়া হয়েছে ব্যথার কড়

ওষুধ। ঝিমঝিম করছে মাথা। শরীরের বামদিক অবশমত। ডানহাতে বামকাঁধ স্পর্শ করল। দক্ষতার সঙ্গে ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে কেউ। যাতে অন্ধকারে ওকে থাকতে না হয়, তাই জ্বেলে দেয়া হয়েছে বাথরুমের বাতি। বাইরে কয়েকজনের গলার মৃদু আওয়াজ।

রানার পরনে শুধু জাঙ্গিয়া। বিছানায় উঠে বসে চারপাশ দেখল ও। পাশের চেয়ার থেকে জিন্সের প্যান্ট নিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে। ভীষণ টলে উঠল একবার। তাল সামলে সাবধানে পরল প্যান্ট। ভদ্রস্থ হওয়ার পর ধীর পায়ে গিয়ে খুলল কেবিনের দরজা। বাইরে লেকের তীরে বসে আলাপ করছে জন, বাড, জুডি ও নিনা। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল ওরা। চারজনের মধ্যে জ্বলছে ধিকিধিকি আগুন। ডিনারে বসেছে ওরা। বার্গারের ঘ্রাণ নাকে আসতেই বমি এল রানার। কয়েকবার ঢোক গিলে সামলে নিল নিজেকে।

নিনার আনা পোশাক পরেছে জুডি। দু'বোনের চেহারায় এতই মিল, রানার কয়েক সেকেণ্ড লাগল ওদেরকে আলাদা করতে। চট্ করে উঠে ওর দিকে এগিয়ে এল জুডি। ওকে দেখছে জন, বাড ও নিনা। তারপর আবারও মজে গেল আলাপে।

রানার সামনে পৌঁছে নরম সুরে বলল জুডি, 'তোমার চাই অনেক ঘুম।'

'প্রায় সেরে গেছি,' বলল রানা।

'ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। তবে বিশ্রাম নিতে হবে। চলো, শুয়ে পড়বে।' আলতো হাতে রানাকে কেবিনের দিকে ঠেলল জুডি।

'অনেক কাজ পড়ে আছে, তা ছাড়া...'

'হ্যাঁ, আছে, তবে সেসব পরে করলেও হবে।'

রানা খেয়াল করল, ফুলে আছে জুডির চোখের পাতা।

কেঁদেছে অনেক। সুস্থ কাঁধ জড়িয়ে ধরে ওকে কেবিনের দিকে নিয়ে চলল মেয়েটা। আপত্তি করে লাভ হবে না বুঝে সুবোধ বালকের মত হাঁটছে রানা। কেবিনে ঢুকে বিছানার পাশে থামল ও।

'শুয়ে পড়ো,' নরম সুরে বলল জুডি। চোখে টলমল করছে অশ্রু। 'প্রথমে ভেবেছি আমার জন্যে নিনার ক্ষতি করবে তুমি। তখন তোমার প্রতি মনে এসেছিল ভীষণ বিরূপ ভাব। ...তারপর...'

'অমন না করলে...'

'পরে বুঝেছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ নিনা আর আমার জন্যে। ভাবতেও পারিনি কেউ এত নিঃস্বার্থভাবে...' চুপ হয়ে গেল জুডি। একটু পর বলল, 'তোমার ওপর রাগ করেছি বলে এখন ঘৃণা করতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে।'

'প্রাণপণে ঘৃণা করো, কিন্তু সুন্দর নাকটা ওভাবে ফুলিয়ো না তো, বাপু,' ভাবল রানা। মুখে বলল, 'এখন তো আর ঘৃণা নেই?'

'একটু আছে।'

'আমার এবারের অপরাধ?'

'আমাকে দিয়ে ঘৃণা করিয়েছ, সেজন্যে তোমাকে ঘৃণা করি।' গম্ভীর চেহারা করেও নিজের বোকামি বুঝে ফিক করে হেসে ফেলল জুডি।

'আমার উচিত হয়নি মোটেলে তোমাকে রেখে চলে যাওয়া,' বলল রানা।

'ঠিক। উচিত ছিল আমার খুব কাছে থাকা। তুমি ঠিকই জানতে কী চেয়েছি তোমার কাছে।'

'বোধহয় জানতাম,' খুকখুক করে কাশল রানা। 'তবে তখন জরুরি কাজে...'

খাটে বসে পড়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরে টানল জুডি।

বাথরুমের হলদে আলোয় ওকে স্বর্গের অপ্সরা মনে হলো রানার। বসল ওর পাশে।

'তবে তখন মোটেল থেকে তুমি চলে না গেলে, পরে কখনও হয়তো এত ভালভাবে চিনতাম না,' অস্পষ্ট স্বরে বলল জুডি। 'এবার মাথাটা ঠেকাও বালিশে, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

বহু দূরে হুতাশ নিয়ে সঙ্গিনীকে ডাকছে পাহাড়ি সিংহ। ঘুম আসতে দেরি হলো না রানার। পাশে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে জুডি। বুকটা হু-হু করছে কেন জানি।

পঁয়ত্রিশ

একটু আগে র‍্যাঞ্চ হাউসের লিভিংরুমে ফিরেছে ন্যাশ ময়নিহান। বসে আছে উইং-ব্যাক্‌ড্ চেয়ারে। চুপ করে ভাবছে এবার কী করবে। হাতে নিনার ভিডিয়ো ক্যামেরা। ছোট্ট স্ক্রিনে দেখছে ফ্র্যাঙ্ক ম্যালভিকে পিটিয়ে খুন করছে রিক বেণ্ডার ও নিক বেণ্ডার। শেরিফের বুকে অস্ত্র তাক করে তাকে খুন হতে দেখছে অস্টিন ম্যাকলাস্কি। দুই বেণ্ডারের বিরুদ্ধে লড়ার সাধ্য নেই ম্যালভির। এক পর্যায়ে তার কান ছিঁড়ে নিল নিক। এমনি সময়ে শোনা গেল নিনা ভেঞ্চুরার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ। চুপ থাকতে পারেনি মেয়েটা। জঙ্গলের দিকে ঘুরল ক্যামেরা। দেখা গেল নীরব এক লোক। মনোযোগ দিয়ে দেখছে হত্যাকাণ্ড। যুম করা হলো ছবি।

'মুখের ভাল দিকটা তোলেনি,' আপত্তির সুরে বলল

ময়নিহান। তবু পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে তাকে। হাত নেড়ে নিনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সবার। এ ছবি দেখলে যে-কেউ বুঝবে ময়নিহান ওখানে ছিল খুনের সময়। কোনওভাবেই মাফ পাবে না আদালত থেকে।

এবার দুলে উঠল ক্যামেরা, অস্পষ্ট হয়ে গেল ছবি। ভীষণ ভয়ে পালাতে শুরু করেছে নিনা ভেঞ্চুরা। শোনা গেল দৌড়ে যাওয়ার সময় রীতিমত ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা। ধুপধাপ আওয়াজ তুলছে ওর বুটজুতো।

এ ধরনের ছবি চিরকালের জন্যে জেলখানায় পুরবে ময়নিহানকে। মাসুদ রানা যা-ই বলুক, নিশ্চয়ই কপি আছে এ ভিডিয়োর। অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে জুডি ব্ল্যাকউড, নিনা ভেঞ্চুরা আর মাসুদ রানাকে খতম করা। কোনওমতেই বাঁচতে দেয়া যাবে না ওই দুই বোনকে। তবে মাসুদ রানার বিষয়টি অন্যরকম। অন্য সিণ্ডিকেটের টপ টেররদের সামনে ওকে বোকা বানিয়ে অপমান করেছে লোকটা। কাজেই ভয়ঙ্কর কষ্ট দিয়ে খুন করতে হবে তাকে।

মারি কিটনের অনুরোধ শুনে ওয়াল্টার হেইন্সের মৃতদেহ টুকরো করতে দিয়েছে ময়নিহান। তবে মাসুদ রানাকে ধরে এনে কসাইখানায় খুন করবে সে নিজ হাতে। হেইন্সের মত নয়, জীবিত অবস্থায় ওই লোকটাকে কেটে নামাবে সে।

অফ করে দিল ময়নিহান ক্যামেরা।

ঘরের দূরে চুপ করে বসে আছে রিক বেগুার। ডুবে আছে আপন চিন্তায়। তাকে ক্যামেরা দেখাল ময়নিহান। 'এই ফিল্মের জন্যে আমার চেয়ে অনেক বড় বিপদে আছ তুমি। হয়তো বোঝোনি বিপদের মাত্রা। অবাক লাগছে ভাবতে যে এটা উদ্ধার করতে পুরো মনোযোগ দাওনি তোমরা।'

'মেয়েলোকটা বা তার ছবি নিয়ে মাথা ঘামাইনি,' বলল রিক। 'ভেবেছি, কী করবে বেটি? ইন্টারনেটে পোস্ট দেবে?

যোম্বি সিনেমা আর মানুষের কাঁচা মাংস খাওয়ার অন্তত হাজার খানেক মুভি দেখেছি ইউটিউবে। কেউ সিরিয়াসলি নেয় না এসব। একবার দেখেই ভুলে যাবে সবাই।'

'আইনী যে-কোনও সংস্থার হাতে যখন তুলে দেবে, তারা কিন্তু সিরিয়াসলিই নেবে। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে অফিসে আর ফেরেনি শেরিফ।'

'আমরা না ওদিক সামলে নিয়েছি?' বলল রিক, 'প্রমাণ করা যাবে, জাজ হোল্ডের টাকা লুঠ করে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে লোকটা।'

ওই গল্প তৈরি করেছিল অস্টিন ম্যাকলাস্কি। শেরিফ অফিসের একটা কেবিনেট সরিয়ে ওটা রাখা হয় জাজের অফিসে। আবার তার একটা কেবিনেট নেয়া হয় শেরিফের অফিসে। এসব করা হয়েছিল প্রমাণ করার জন্যে। দেখিয়ে দেয়া হতো, জাজ হোল্ডের অফিসের কেবিনেটে পাওয়া গেছে ম্যালভির আঙুলের ছাপ।

এসব বলে চাপা দিত ম্যালভির কেস। কিন্তু এখন ভিডিয়োটা থাকার কারণে, যে-কেউ বুঝবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে লোকটাকে। আর সেসময় ওখানে ছিল ময়নিহান। মস্তবড় বিপদে জড়িয়ে যাবে সে। তার কাছে এখন আছে অরিজিনাল ভিডিয়ো। ওটার কপি রেখে খুব লাভ হবে না। রিক ঠিকই বলেছে, আজকাল বেসিক কমপিউটার প্রোগ্রাম জানে এমন যে-কোনও নবিশ তৈরি করতে পারবে এমন বিশ্বাসযোগ্য ভিডিয়ো। অনায়াসেই ময়নিহানের উকিলরা প্রমাণ করবে এ ধরনের ভিডিয়ো মিথ্যা।

ভিডিয়ো সংক্রান্ত চিন্তা মন থেকে দূর করল ময়নিহান। ঠিক করেছে, পরে ভেবে দেখবে কীভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায় প্রমাণ। 'রিক, এখনও মাসুদ রানাকে খুন করতে চাও?'

'ওকে মারতে পারলে আর কিছুই চাই না,' বলল রিক।

'আমিও চাই মরুক লোকটা,' বলল ময়নিহান। 'তবে

এটাও চাই, আমরা দু'জন যেন তাকে খুন করতে গিয়ে প্রতিযোগিতা না করি।'

সোজা হয়ে বসল রিক। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল চেয়ার। 'আমরা আবার কবে শত্রু হলাম, বস্?'

'যখন তুমি ফেলে দিলে আমার হেলিকপ্টার,' আয়েস করে বসল ময়নিহান। হাত রেখেছে পেটের ওপর।

'আপনি তা হলে জানেন, বস্?' বিস্মিত রিক।

'বিধ্বস্ত হওয়ার আগে কল করেছিল পাইলট,' বলল ময়নিহান, 'বলেছিল প্রকাণ্ড এক লোক ম্যাগনাম দিয়ে গুলি করছে তার দিকে। বলো তো, রিক, কার কথা মনে পড়বে তোমার?'

'আপনার লোককে খুন করেছি জেনেও আমাকে বললেন ফিরতে?'

'হ্যাঁ, বললাম, রিক। বুঝতে পেরেছি কেন করেছ ওই কাজ। তুমি চাও নিজ হাতে মাসুদ রানাকে খুন করতে। অন্যরা যদি পথে বাধা হয়, সরিয়ে দেবে তাদেরকে।'

উঠে দাঁড়াল রিক। ওর ছায়া পড়ল ঘরের মাঝে। প্রায় ছাত ছুঁই-ছুঁই করছে মাথা। 'আমি শুধু ওই মস্তানদের শেষ করিনি, আরও কয়েকজনকে মেরেছি।'

'ম্যাকলাস্কি আর হোল্ড? আমারও তাই ধারণা। ঘাড় মটকে গিয়েছিল ম্যাকলাস্কির। আর হোল্ড পড়ে তিনতলার জানালা থেকে। মনে হয়নি ওগুলো মাসুদ রানার স্টাইলের সঙ্গে মেলে।'

'তো? এবার কী করতে চান, বস্?'

'আমাদের হওয়ার কথা শত্রু। কিন্তু আগেই তোমাকে বলেছি, চাই না আমাদের ভেতর শত্রুতা থাকুক।'

কর্কশ হাসল রিক। 'বস্, আপনার খুনিরা জানেও না, তাদেরকে কলের পুতুলের মত ব্যবহার করছেন আপনি। কিন্তু আমি অত গাধা নই। এক এক করে মরছে তারা।

বলুন তো, ঠিক কখন আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবেন?'

'আমার প্ল্যানটা তেমন নয়,' বলল ময়নিহান, 'তবে একটা কথা, আমি হাতের মুঠোয় চাই রানাকে। সবার সামনে আমাকে অপমান করেছে লোকটা।'

'আপনি বলছেন অপমানের কথা? আর ওই হারামজাদা কুত্তার বাচ্চা খুন করেছে আমার আপন ছোটভাইকে!'

'আমি নিজ হাতে খুন করতে চাই ওকে।'

মাথা নাড়ল রিক। 'না, বস্, ও আমার।'

অলস বেড়ালের মত আয়েস করে চেয়ার ছাড়ল ন্যাশ ময়নিহান। আড়ষ্ট হয়ে গেছে রিক। তার উদ্দেশে হাত নাড়ল টপ টেরর। 'ভয় পেয়ো না, রিক। আমার হাতেই খুন হবে রানা। তবে তুমি চাইলে তোমাকেও রাখতে পারি পাশে। দু'জন মিলে খুন করব ওকে। তবে সব প্রশংসা দিতে হবে আমাকে।'

'অন্য কেউ এ প্রস্তাব দিলে, বস্, তার কলজেটা উপড়ে নিতাম; তবে আপনার কথা আলাদা।' ঠোঁট বেঁকে গেল রিকের। গভীরভাবে ভাবছে টপ টেররের প্রস্তাব। জীবনের সেরা চুক্তি বলেই মনে হচ্ছে তার এটাকে। হাসতে হাসতে প্রতিশোধ নেবে, অথচ খুনের দায় চাপবে না ঘাড়ে। 'আপনার যুক্তি তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে, বস্।'

'কেউ যেন জানতে না পারে আসল সত্যি, রিক।'

'কাউকে বলতে যাব কোন্ আক্কেলে?'

'অর্থাৎ, মেরে ফেলতে হবে অন্যদেরকে।'

'হ্যাঙ্ক পার্কার আর মারি কিটন? আপনি বললে এখনই গিয়ে খতম করে দিয়ে আসি।'

'ভুল ভাবছ। বলেছি রানার সঙ্গীদের কথা। প্রেয়ারিতে হাজির হয়েছিল স্নাইপার রাইফেল নিয়ে। যেদিক থেকে গুলি খেয়ে মরেছে ড্যাগেট ওয়াইল্ড আর চার্ল্‌স্ গ্রেড, তাতে

বুঝতে পেরেছি, তারা ছিল কমপক্ষে দু'জন। জুডি ব্ল্যাকউড আর নিনা ভেঞ্চুরাকেও ছেড়ে দেয়া যাবে না কিছুতেই।'

'প্রথম সুযোগে খুন করব ওদের সবাইকে।'

'কিন্তু বাঁচিয়ে রাখবে মাসুদ রানাকে।'

'ঠিক আছে,' মেঝের দিকে তাকাল রিক। 'আর আপনার অন্য লোকগুলোকে, বস? ওদেরকে মেরে ফেলব?'

এক সেকেণ্ডের জন্যে কী যেন ভাবল ময়নিহান, তারপর বলল, 'যা করতে বলে দেব, তার বাইরে যাবে না ওরা।'

'ঠিক আছে, বস্।'

রিকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ ময়নিহান।

সন্দেহ নিয়ে তাকে দেখল দানব।

'অত ভয় কীসের, রিক? চুক্তি না হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' বলল রিক, 'তবে খুঁজে বের করতে চাইছি কোথায় রেখেছেন আপনার নরকের ওই ক্ষুর।'

মুচকি হাসল ময়নিহান। 'এজন্যেই তোমাকে ভালবাসি, রিক। আগে কখনও বলেছি, তুমি আমার দলের সেরা?'

'জী, বস্, আগেও বলেছেন।'

নতুন অংশীদারী চুক্তি, হাত মেলাল ন্যাশ ময়নিহান ও রিক বেঙার।

ছত্রিশ

কুয়াশা মাখা মাঝরাত।

রওনা হয়েছে রানা, জন, বাড, জুডি ও নিনা। থমথম

করছে নীরব পাইলট পয়েন্টের রাস্তা। উইণ্ডস্টারের সামনের দু'সিটে বাড ও জন। পেছনের সিটে জুডি ও নিনার মাঝে রানা। চিন্তায় ডুবে গেছে মেয়েদুটো। রানার কাঁধে মাথা রেখেছে জুডি। ওর চুল থেকে রানা পাচ্ছে কী-এক ফুলের মিষ্টি সুবাস। মনে পড়ছে কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। ভালবাসার কোনও দাবি বা বিয়ের কথা তোলেনি জুডি। বরং নিজেই বলেছে, আর কখনও দেখা না হলেও সন্তুষ্ট থাকবে শুধু বন্ধু হিসেবে রানাকে পেলে। তাতে বিরাট হাঁফ ছেড়ে স্বাভাবিক হতে পেরেছে রানা।

ডিএফডাব্লিউ এয়ারপোর্টের দিকে চলেছে ওরা। ঠিক হয়েছে বিমান যোগে টাম্পা শহরে যাবে জুডি ও নিনা। ওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উড়ে আসছে গিল্টি মিয়া ও হারাধন কই। ঠিক হয়েছে, উপযুক্ত লোক পাওয়ার আগ পর্যন্ত নতুন শাখায় জন হার্বার্টের সহযোগী হিসেবে ওখানে থাকবে ওরা দু'জন।

হারাধন কই গিল্টি মিয়ার ফুপাত ভাই। বয়স বড়জোর বাইশ। গিল্টি মিয়াও জানে না ওর আসল নাম। পাঁচ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র ছেলে, প্রায় পাগল হয়ে যায় ওর বাপ-মা। কিন্তু দু'দুটো নদী সাঁতরে পার হয়ে, পনেরো মাইল পায়ে হেঁটে ভোররাতে বাড়ি ফিরল সে। ওর দাদা তখনই ঘোষণা দিল: এখন থেকে ওর নাম "হারাধন কই"।

দু'ঘণ্টা পর জুডি ও নিনাকে নিয়ে ফ্লোরিডার দিকে রওনা হবে গিল্টি মিয়া আর হারাধন কই। রানা, জন ও বাড ফিরবে ময়নিহান র‍্যাঞ্চে। ওরা শত্রুর আস্তানায় হামলা করবে শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল জুডি। মাথা নেড়ে বলেছে, রানা আহত ও ক্লান্ত। খুন হবে যখন-তখন, কাজেই কোনওভাবেই ওকে ছেড়ে যাবে না জুডি। কিন্তু নতুন করে তর্ক শুরু করার আগেই ওর মুখ বুজিয়ে দিয়েছে রানা চুমু

দিয়ে। পুরো এক মিনিট পর ঠোঁট সরিয়ে বলেছে, 'কাজটা শেষ করতে হবে, জুডি। নইলে বাকি জীবন আমরা সবাই থাকব বিপদে। যে-কোনও সময়ে আসবে মৃত্যু। তুমি নিশ্চয়ই নিরন্তর হুমকি মাথায় নিয়ে বাকি জীবন চাও না?'

কেঁদে ফেলেছে জুডি। 'ভয় লাগছে, আর কখনও দেখব না তোমাকে।'

'সতর্ক থাকব,' কথা দিয়েছে রানা।

ওর আহত কাঁধ স্পর্শ করে বিড়বিড় করেছে জুডি, 'অনেক বেশি ঝুঁকি নাও। দুই ইঞ্চি নিচ দিয়ে বুলেট গেলে খুন হতে।'

'তখন নিজের দিকে খেয়াল ছিল না। তা ছাড়া, এবার কাউকে সরিয়ে আনতে হবে না, স্রেফ দুনিয়া থেকে বিদায় করব একদল হিংস্র জানোয়ারকে।'

বড় বড় চোখে রানাকে দেখেছে জুডি। ওর বুকে জেগে উঠেছে পুলিশ অফিসারের বিবেক।

'ওরা অশুভ মানুষ, জুডি,' যুক্তি দিয়েছে রানা।

'তা জানি।'

'ওদেরকে থামাতে হবে, নইলে বাঁচতে দেবে না আমাদের মত আরও অনেককে। এফবিআই-এর কাছে ভিডিয়োর কপি দিলেও ওদের নাগালের বাইরে থাকবে ময়নিহান। নিজ হাতে আমাদেরকে খুন করতে না পারলে ভাড়া করবে খুনি। বা কাজে লাগাবে কোনও সিণ্ডিকেটকে।'

'ভাবছ আপত্তি তুলব?' রানাকে অবাক করে বলেছে জুডি, 'না, আপত্তি বা তর্ক করব না। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোবার সময় ভেবেছি, ওখানে এমন কেউ নেই যে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ওরা মারা গেলে থাকছে না ছেঁড়া কোনও সুতো।'

জুডির চোখে অবাক হয়ে চেয়েছে রানা। ক'সেকেণ্ড পর বলেছে, 'জানতাম না তোমার মধ্যে বাস করে দুঃসাহসী

এক মেয়ে!'

'তোমার মত সাহসী নই, তবে যুক্তি বুঝতে অসুবিধা হয় না,' মৃদু হেসেছে জুডি। 'তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে থেকে এই ক'দিনেই হয়ে উঠেছি দুর্ধর্ষ।'

'অবশ্য সামান্য ভুল ভাবছ,' বলেছে রানা, 'লিটল্ ফোর্কে আমাদেরকে চেনে অস্টিন ম্যাকলাস্কি আর জাজ হোল্ড।'

'ওরা দু'জন মারা গেছে,' জানাল জুডি।

অবাক চোখে ওকে দেখেছে রানা।

'কান পেতে শুনেছি ময়নিহানের কথা। তার ধারণা ওই দুই খুন তুমিই করেছ। তবে আমার তা মনে হয় না।'

'ম্যাকলাস্কি যখন মোটেল রেইড করল, বুঝলাম আমার নাম তাদের অজানা,' বলল রানা, 'একই কথা খাটে বেগুারদের স্যাঙাৎদের বিষয়ে। তবে ভেবেছি তোমার কাছ থেকে নামটা জেনে থাকতে পারে পুলিশ ফোর্স।'

রানার মন পড়েছে জুডি। ক'মুহূর্ত পর বলল, 'আমাকে ময়নিহানের হাতে তুলে দেয়ার পর ম্যাকলাস্কি জানতে পেরেছে আমার নাম। ফোনে শেরিফ অফিসে যোগাযোগ করার সময় নিজের নাম জানাইনি। মহিলা পুলিশকে শুধু বলেছি, নিনা ভেঞ্চুরার ব্যাপারে কথা বলতে চাই শেরিফের সঙ্গে।'

'নিনাকে চিনবে স্থানীয় মস্তানরা, ন্যাশ ময়নিহানের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে গিয়েছিল ও।'

'কিন্তু মুখ খুলতে গেলেই প্রমাণ হবে লিটল ফোর্কে কী করছিল তারা,' মাথা নাড়ল জুডি। 'কাজেই মুখ বন্ধ রাখবে সবাই।'

'কথা ঠিক,' সায় দিল রানা। 'তা ছাড়া, তারা জানে না এ শহরে এসেছিল নিনা। এ থেকে আরেকটা বিষয় বেরিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে বিপদ এড়াতে চাইলে মুখোমুখি হতে

হবে ময়নিহান আর ওর দলের।'

রানার যুক্তি খণ্ডন করতে গেল না জুডি। শুধু বলল, 'খেয়াল রেখো, লড়তে গিয়ে যেন খুন হয়ে না যাও।'

'মরতে কে চায়? ঠিক আছে, সতর্ক থাকব,' বলল রানা।

এরপর এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার কথা হয়নি রানা বা জুডির।

গাড়িতে পাশাপাশি বসে আছে ওরা। একটু পর পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে। লাউঞ্জে ওদের সঙ্গে দেখা করল গিল্টি মিয়া ও হারাধন কই। বসে পড়ে রানার পা ছুঁয়ে সালাম করল বাঙালি তরুণ। উঠে দাঁড়িয়ে লাজুক চোখে দেখল জুডি আর নিনাকে। গিল্টি মিয়া দু'পায়ের স্যাণ্ডেল বুটের মত করে ঠুকে স্যালিউট করল রানাকে। অনেক বকা দিয়েও ওর ভক্তির আতিশয্য থামাতে পারেনি রানা। শেষে বুঝেছে: ছোট্ট সাইজের মানুষটা ওকে শুধু ভক্তিই করে না, অন্তর থেকে ভালবাসে। এ-ভালবাসার কোনও তুলনা হয় না।

কী ধরনের বিপদ, আগেই ফোনে গিল্টি মিয়াকে বলেছে রানা। মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে হাজির হয়েছে 'বত্তিশ বচোর কয়েদ খাটা' প্রাক্তন পাকা চোর। তবু ওকে সরিয়ে নিয়ে আরেক দফা ব্রিফ করল রানা।

'সব মাতায় আচে, স্যর, কোনো চিন্তে করবেন না,' বলল গিল্টি মিয়া, 'কেউ বেগড়বাঁই করলেই ঠক্কাস্ করে দোব। তাচাড়া, হারাধোন আচে না। ওর গায়ে ষাঁড়ের জোর। সেদিন ভোরে আমায় কাঁদে তুলে একমাইল দৌড়ে গেল। এট্টু হাঁপাল না! বোজেন অবস্তা, স্যর! ওকে আপিসের বাইরে দাঁড় করিয়ে দোব... তাহালে—'

'কিন্তু কেউ এসে গুলি বা ছোরা চালালে?' জানতে চাইল চিন্তিত রানা।

'তা কখ্খোনও হবে নি, স্যর। আরও পাকা হয়েচি না? এলেই ঠক্কাস্। বারোটা বাজিয়ে দোব।'

'বাজার করবে কে? মেয়েদের একা রেখে তুমি তো কোথাও যেতে পারবে না।'

'ও-বাড়ি থেকে বেরোবই না। বাজার-সদাই করবে হারাধোন। তবে, স্যর, ইয়ে... ও ব্যাটা আমার চেয়েও এক কাটি সরেস হয়ে উটেচে। সেদিন বড়সড় একটা নোট গাপ করে দিলে। পেলাম না তো পেলামই না। বুজলাম ওস্তাদ মারা সাগরেত হয়ে উটেচে, স্যর। এমন করবে বুজলে, আগেই চড়িয়ে ওর বত্তিশ পাটি দাঁত ফেলে দিতুম। আবার হেসে জিজ্ঞেস করে: কিচু খুজচেন, দাদা? বলতে ইচ্চে হলো, ওরে, স্লা, তোর মতন বেয়াদপ...' শ্রদ্ধেয় স্যরের সামনে গাল বকে ফেলে দাঁতে জিভ কাটল গিল্টি মিয়া।

গম্ভীর চেহারায় বলল রানা, 'ঠিক আছে, চলো।'

আবার ওরা ফিরল অন্যদের পাশে।

এবার উঠতে হবে বিমানে, জুডিকে জানাল রানা।

মিষ্টি হেসে বিদায় নিল জুডি।

দুই বোনের দু'পাশে চলল গিল্টি মিয়া ও হারাধন কই।

একটু পর পেরিয়ে গেল ওরা ডিপারচার গেট।

'ঠিক আছিস?' রানার গম্ভীর মুখ দেখে নরম সুরে বলল জন। 'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, ঠিক আছি,' বলল রানা। ঘাড়ের চামড়া ও সামান্য পেশি চেঁছে নিয়ে গেছে বুলেট। ইতিমধ্যেই কমেছে ব্যথা। 'লড়তে সমস্যা হবে না।'

'জুডির জন্যে মন খারাপ?' জানতে চাইল বাড।

'দূর! ভালমত পরিচয়ই হলো না!' মাথা নাড়ল রানা। মাত্র ক'দিনের পরিচয় ওর জুডির সঙ্গে, অথচ অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করছে মেয়েটির প্রতি। অন্যদিকে মন সরাল ও, 'চল্, যাওয়া যাক।'

পাঁচ মিনিট পর পার্কিংলটে গাড়ির পাশে থামল ওরা। ভাল করেই জানে, সব ঝামেলা শেষ করতে চাইলে

ময়নিহান র‍্যাঞ্চে গিয়ে লড়তে হবে। কোনও নিশ্চয়তা নেই যে বেঁচে ফিরবে ওরা।

'আশা করি ময়নিহান যাবে মাটির নিচে; আর আমরা থাকব ওপরে,' যেন রানার চিন্তা মুখে প্রকাশ করল জন।

উইণ্ডস্টারের ড্রাইভিং সিটে বসল বাড। পাশের সিটে জন। পেছন সিটে রানা। ঠিক করেছে ঘুমিয়ে নেবে একটু। সঞ্চয় করতে হবে শক্তি। সামনে হয়তো পড়ে আছে দীর্ঘ লড়াই। জুডির উদ্বিগ্ন, মিষ্টি মুখটা মন থেকে সরিয়ে দিল ও।

গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া তিন বন্ধু।

সাঁইত্রিশ

'মারি, জরুরি একটা কাজ দিতে চাই তোমাকে,' বলল ন্যাশ ময়নিহান।

কিচেনে দাঁড়িয়ে গ্রিন টি-র কাপে চুমুক দিচ্ছে মহিলা। পাশের টেবিলে মোবাইল ফোন। ঘরে ঢুকে ওটা দেখেছে ময়নিহান। মনে হয়েছে, মালিকপক্ষের কাছে রিপোর্ট দিচ্ছিল মারি কিটন। ঘাড় ফিরিয়ে ময়নিহানের দিকে তাকাল ও, যেন মরা মাছের চোখ। কেমন যেন গা শির শির করে।

'আপনি আগেই একটা কাজ দিয়েছেন,' বলল মারি। 'খুন করতে হবে মাসুদ রানাকে।'

'তারও আগে আরেকটা জরুরি কাজ আছে।'

পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসল মারি। মেয়েলি ভাব নেই তার

আচরণে। প্যান্টের পকেটে ডানহাতের বুড়ো আঙুল ভরে তাকাল ভুরু কুঁচকে। 'মাসুদ রানাকে খুনের চেয়েও জরুরি কী কাজ থাকতে পারে, বস্?'

'আমি চাই প্রথম সুযোগেই নিনা ভেগুরাকে খুন করবে তুমি। ও এখন আমাদের জন্যে ভয়ানক বিপজ্জনক।'

'ও তো আছে রানার সঙ্গে। মাসুদ রানাকে খুন করার সময়েই শেষ করে দেব।'

'কাজটা অত সহজ হবে না,' বলল ময়নিহান। 'অন্য কোনও কৌশলে নিনাকে সরিয়ে দেবে রানা।'

ধীর হাতে মোবাইল ফোন তুলে বুক পকেটে রাখল মারি কিটন। অস্ত্র বোধহয় হাতব্যাগে। বাড়তি পোশাকও র‍্যাঞ্চে আনেনি। মুহূর্তে রওনা হতে পারবে যে-কোনও দিকে। 'তো, বলুন কী করতে হবে?'

অল্প কথায় সারবে ঠিক করেছে ময়নিহান। একটু আগে রিক বেণ্ডারের সঙ্গে আলাপে জেনেছে জরুরি তথ্য। ফ্লোরিডার টাম্পা শহর থেকে লিটল ফোর্ক শহরে এসেছিল নিনার ছোটবোন জুডি। এ কথা মাথায় রেখে টাম্পায় পরিচিত ক'জন ক্রাইম বসের সঙ্গে কথা বলেছে ময়নিহান।

জানা গেছে, সহজ লোক নয় মাসুদ রানা। নামকরা এক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির চিফ। শুধু তা-ই নয়, সম্ভবত বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কমাণ্ডো ছিল। আরও পরিচয় আছে: মেক্সিকো, উরুগুয়ে, পেরু এবং আরও অনেক দেশে শখের আর্কিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করেছে নানান অভিযানে। দু'হাতে লাখ লাখ ডলার সাহায্য করে দুস্থ মানুষকে। ক'বার হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করেছে জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি-সাগর চুঁড়ে। অনেকে বলে: লোকটা সত্যিকারের দুঃসাহসী এক বেপরোয়া বাঙালি অভিযাত্রী।

কিছুদিন হলো টাম্পা শহরে খুলেছে ওর ইনভেস্টিগেশন

এজেন্সির শাখা। এরই মাঝে অপরাধী সমাজের চক্ষুশূল হয়েছে উঠেছে তার দুই সহযোগী। ওই শাখা অফিসের চিফের নাম জন হার্বার্ট। প্রাক্তন যোদ্ধা। রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপাতত কোথায় যেন গেছে সে। বুঝতে দেরি হয়নি ময়নিহানের, ওই লোকই স্নাইপারদের একজন। এ-ও আন্দাজ করেছে, এসবের শেষ না দেখে টেক্সাস ছেড়ে নড়বে না তারা।

আরেক ঝামেলা হচ্ছে ওই দুই মেয়ে। তাদেরকে দূরে কোথাও সরিয়ে দেবে মাসুদ রানা। তারপর ঠিকই ফিরবে শো-ডাউন করতে। এ ছাড়া উপায়ও নেই তার। নইলে তাড়া খেয়ে বেড়াবে আমৃত্যু। ময়নিহানের ধারণা, রানা পাঠিয়ে দেবে মেয়েদুটোকে টাম্পা শহরে। লুকিয়ে রাখবে কোথাও।

'কয়েক ঘণ্টা আগে ডিএফডাব্লিউ এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে উঠেছে দুই মেয়ে। ব্যবহার করেছে নকল নাম। কিন্তু আমার লোকের বর্ণনা থেকে বুঝতে পেরেছি, ওরাই। পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছে দু'জন বাদামি চামড়ার লোক।'

'তো রানা বা তার রহস্যজনক বন্ধু নয়?' জানতে চাইল মারি। 'অন্য কেউ নিয়ে গেছে ওদেরকে?'

'যাত্রীর লিস্ট দেখেছে আমার লোক। ওই দুই লোক এসেছিল ফ্লোরিডার টাম্পা শহর থেকে। ফিরেছে পরের ফ্লাইটে। আইআরএস ডেটাবেস থেকে জেনেছি, লোকদুটো বাংলাদেশি। চাকরি করে রানা এজেন্সিতে।' টেবিলের ওপর দিয়ে মারির দিকে একটা কাগজ ঠেলল ময়নিহান। 'এই যে ঠিকানা। মাত্র কিছুদিন হলো খোলা হয়েছে ওই অফিস। ...পারবে তো কাজটা শেষ করতে?'

'দুটো লোক আর দুটো মেয়ে? ভাববেন না। সময় লাগবে না ঝামেলা শেষ করতে।' কাগজটা পকেটে রাখল মারি কিটন। 'কিন্তু আমাকে কেন কাজটা দিলেন, বস্?

পাঠাতে পারতেন হ্যাঙ্ক পার্কার আর ওই পর্বতটাকে।'

'কারণ, মনে হয়েছে এ কাজের জন্যে তুমি সেরা।'

মৃদু হাসল মারি। 'ক্ষণিকের জন্যে মনে হয়েছিল, আপনি চান আমাকে সরিয়ে দিতে। যাতে বিপদ না হয় আমার। ...আপনি তো লড়বেন মাসুদ রানার বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ, শেষ করব ওকে,' বলল ময়নিহান। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নাড়ল। 'ভাল করেই জানি, অন্যদের চেয়ে দুর্বল নও তুমি। খুশি হবে জুডি ব্ল্যাকউডকে বাগে পেলে। খুন করতে যাচ্ছিলে, কিন্তু আমি বাধা দিই। এখন আর তা করব না।'

'আমাকে গুলি করতে চেয়েছিল কুত্তীটা,' বলল মারি। 'কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছু করলে কোনদিন ভুলি না। কাজেই মরতে হবে তাকে।'

'তো কখন নামছ কাজে?'

মাথা দোলাল মারি কিটন। 'দেরি হবে না দুই কুত্তীকে শেষ করতে।'

'কাজ শেষ হলে পাবে মোটা অঙ্কের বোনাস,' লোভের টোপ ফেলল ময়নিহান। টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলল আরেকটা কাগজ। 'এটা বিমানের রিযার্ভেশনের নম্বর। টিকেট পাবে বিমান টিকেটের কাউন্টারে।'

'কীভাবে যাব এয়ারপোর্টে?'

'আমার গাড়িটা নেবে,' মারির দিকে চাবি বাড়িয়ে দিল ময়নিহান। 'এখানে আমার কাজ শেষ হলে এয়ারপোর্টের পার্কিংলট থেকে সংগ্রহ করে নেব ওটা।'

'হয়তো আগেই শেষ হবে আমার কাজ,' বলল মারি। 'সেক্ষেত্রে ওটা নিয়ে নিজেই ফিরব।'

কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ ময়নিহান। ভাবছে, চট্ করে ফিরতে পারবে না মারি। এদিকে আগামী ক'ঘণ্টার ভেতরই হামলা করবে মাসুদ রানা।

আটত্রিশ

রাত তিনটা বা চারটায় সবচেয়ে অসচেতন থাকে মানুষ। তাই ওই সময়ে পৃথিবীর বুকে খুন হয় সবচেয়ে বেশি। বেশিরভাগ মানুষই থাকে ঘুমের কোলে। এ সুযোগে অপ্রস্তুত অপরাধীদের ধরতে রেইড দেয় পুলিশবাহিনী। টেরোরিস্ট ধরতেও মিশনে বেছে নেয়া হয় ওই রাত তিনটে থেকে চারটা। রানার উচিত ন্যাশ ময়নিহানের র‍্যাঞ্চে সেই সময়ে হামলা করা। কিন্তু তাতে রয়েছে একটা সমস্যা। ময়নিহান ভাল করেই জানে, কোন্ সময়ে হামলা করবে রানা। তার দলে আছে কয়েকজন খুনি। সতর্ক থাকবে তারা। এসব ভেবেই রানা ঠিক করেছে, অপেক্ষায় রাখবে না টপ টেররকে।

রানা যেমন চিনেছে ময়নিহানকে, ওই লোককে চিনতে বাকি নেই জন ও বাডেরও। টপ টেররের কাছে সবই হাসির বিষয়। খুন করা যেন মজার ভিডিয়ো গেম। সবসময় মরলে মরবে অন্যরা। তার কিছুই হবে না। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবে সে।

'পাকা শয়তান বলতে পারিস,' বলল জন। 'ওর ধারণা, পুরো দুনিয়া ঘুরছে ওকে ঘিরে।'

আবার কেবিনে ফিরেছে রানা, বাড ও জন। নতুন করে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলেছে বাড। কিছুক্ষণ পর লেকের বুকে পড়বে সূর্যের প্রথম রশ্মি। রাতে বার্গারের তেলতেলে

গন্ধে বমি এলেও এখন খিদেয় রানার মনে হচ্ছে খেতে পারবে গোটা দশেক।

বাবুর্চির কাজ করছে বাড, কাঁটাচামচ দিয়ে গেঁথে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল আরেকটা মস্ত বার্গার। 'লোকটা হয়তো ভাবছে সে দুনিয়ার সেরা খুনি, তার তুলনা নেই।'

'হয়তো সত্যিই তা-ই, কে জানে!' বলল জন।

'জানে না আমরা কারা, বা কী আমাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড,' বার্গারে কামড় বসাল রানা।

মাথা নাড়ল জন। 'আগের কথা বললি। এতক্ষণে তোর ব্যাপারে সব তথ্য জোগাড় করে ফেলেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাতে গিয়ে চামড়ায় টান পড়তেই গাল কুঁচকে ফেলল রানা। কঠোর চোখে দেখল বার্গারটাকে। দোষ যেন ওটার। তবে আরেক কামড় দিয়ে বুঝল, দারুণ স্বাদের। মাংস চিবুনোর পর ঢোক গিলে বলল, 'হয়তো যথেষ্ট রিসোর্স নেই। দেড় দিন জুডির ফোন ছিল আমার কাছে। ট্রেস করতে পারেনি। কঠিন হবে তার জন্যে আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা।'

'শত্রুর ব্যাপারে প্রথম শর্তটা ভুলে গেলি?' বলল জন।

'ভুলিনি,' বলল রানা। 'ছোট করছি না কাউকে। তবে বুঝলাম না, কেন মুখোমুখি হতে চাইছে। তাতে কী পাবে সে?'

হাতের বার্গার ওর দিকে তাক করল জন। 'ভুলে গেলি, ক্ষতি করেছিস তার? অর্ধেক লোক মেরে সাফ করলি, ভেঙে চুরমার করলি রেস্টুরেন্ট। তোর জন্যে বন্ধ হয়েছে কেণ্টাকির বড় ব্যবসা। টপ টেরর থেকে নামিয়ে দিয়েছিস তাকে বটম টেররে— তোকে ছাড়তে চাইবে কেন?'

'রিক বেণ্ডারকে বুঝতে পারি,' বলল রানা। 'আমার হাতে মরেছে ওর ছোটভাই। তাই চাইছে খুন করতে। কিন্তু ন্যাশ ময়নিহানকে ঠিক স্বাভাবিক লোক মনে হচ্ছে না।'

'সে কেমন তা নিয়ে ভাবছি না,' বলল জন, 'শুধু জানি সে আমাদের শত্রু। পথ থেকে সরিয়ে দিলে নিশ্চিন্তে ফিরতে পারব ফ্লোরিডায়। তখন আর এদের কেউ আসবে না খুন করতে।'

চুপচাপ বার্গার চিবুতে লাগল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর দিগন্তের ওদিক থেকে উঁকি দিল সোনালি রোদ। বার্গার শেষ করে কফি নিল রানা। ভাবছে, সামনে দীর্ঘ দিন। ওরা ফিরবে ময়নিহান র‍্যাঞ্চে। স্নাইপার রাইফেল পাবে না। নেবে এমন অস্ত্র, যেগুলো ডেটাবেস থেকে ট্রেস করতে পারবে না এফবিআই বা পুলিশ ফোর্স। আশা করা যায়, জন ও বাড উইনচেস্টার দিয়ে যেসব গুলি করেছে, সেগুলো টার্গেটে লেগে হারিয়ে গেছে প্রেয়ারিতে। সামনের লড়াইয়ে আড়াল করা যাবে না ওদের গুলি।

রাইফেলের কেস নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড। বাইরে গর্জে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন। পুরো নব্বুই মিনিট পর ফোর্ট ওঅর্থ জয়েণ্ট রিযার্ভ বেস থেকে ফিরল ও। সার্জেন্টের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে অস্ত্রগুলো।

কেবিনে ওদের আঙুলের ছাপ ও রানার রক্তের ফোঁটা মুছল ওরা। পরে আইনী সংস্থা হয়তো ধরে নেবে কেবিন ভাড়া নিয়েছিল ক'জন মৎস্যশিকারী।

যে যার অস্ত্র পরীক্ষা করল ওরা। রানা নিয়েছে ওয়ালথার পি.পি.কে. আর একটা কে-বার নাইফ। জনের পছন্দ গ্লক সতেরো, মসবার্গ কমব্যাট শটগান আর আট ইঞ্চি ব্লেডের শ্রেড নাইফ। বাডের কাছে রাশান সেমি-অটোমেটিক পিস্তল আর ঊরুর সঙ্গে বাঁধা কমাণ্ডো নাইফ। গাঢ় রঙের শার্টের ওপর ওরা পরল কালো জ্যাকেট, জিন্সের প্যাণ্ট, পায়ে বুট। আমেরিকার সবচেয়ে বাজে বারের ডোরম্যান/বাউন্সার বলে মনে হচ্ছে জনকে, তবে বরাবরের মতই চুল পরিপাটি করা নিপাট ভদ্রলোক সেজেছে বাড।

শেষবারের মত পাইলট পয়েন্ট ছাড়ার আগে একটা কাজ করবে রানা। সবাইকে নিয়ে রানা এজেন্সিতে উঠেছে গিল্টি মিয়া, তবুও লেকের তীরে গিয়ে জুডিকে ফোন দিল ও।

'হাই, রানা,' ওদিক থেকে এল মিষ্টি কণ্ঠ। তবে গলায় ক্লান্তি। 'কাঁধের কী অবস্থা?'

'প্রায় সেরে গেছে।'

'ডাহা মিথ্যুক!'

'গিল্টি মিয়া কোথায়?'

'বাইরের ঘরে টেবিলের ওদিকে। ভেতরের ঘরে আমরা দুই বোন।'

'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম? সরি!'

'না, তা নয়,' তাড়াতাড়ি করে বলল জুডি। 'খুব খুশি হয়েছি ফোন করেছ বলে।'

'নিনাকে বোলো, রুক্ষ আচরণ করেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'ও জানে কেন এমন করতে হয়েছে।'

'একটু পর রওনা হচ্ছি,' বলল রানা, 'কল করেছি তা জানাতে।'

'আমি গুডবাই দেব না।'

'কেন?'

'পরে যাতে দেখা হয় আবার।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল রানা। 'আশা করি আজই কেটে যাবে সব বিপদ। অন্তত ময়নিহান আর আসবে না তোমাদের বিরক্ত করতে।'

ফিসফিস করে বলল জুডি, 'ভাল থেকো।'

কল কেটে দিয়ে পকেটে রাখল রানা মোবাইল ফোন। স্পর্শ করল ওয়ালথারের বাঁট। চলে এল কেবিনের কাছে। উইণ্ডস্টার গাড়ির সামনে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে জন ও

বাড।
'তুই রেডি তো, রানা?' জিজ্ঞেস করল জন।
জবাবে রানা বলল, 'চল্, রওনা হওয়া যাক।'
ন্যাশ ময়নিহানের র‍্যাঞ্চে বাড়তি ঝুঁকি যেন নিতে না হয় বন্ধুদের, সেজন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটা নিয়েছে রানা। আপত্তি তুলেছিল দুই বন্ধু, কিন্তু পাত্তা দেয়নি ও।
একটু পর গাড়ি নিয়ে রওনা হলো ওরা। বরাবরের মতই কমপিউটার দিয়ে জাদু দেখাল বাড। মোবাইল ব্রডব্যাণ্ড কানেক্টর ব্যবহার করে স্ক্রিনে আনল ময়নিহান র‍্যাঞ্চ হাউস ও আশপাশের এরিয়াল ইমেজ। গুগল ব্যবহার করলে আজকাল আর শত্রু এলাকায় রেকি করতে হয় না কাউকে। পরিষ্কার দেখা গেল ওই এলাকার প্রতিটা বাড়ি। এরপর জাদুর চেয়েও বেশি কিছু করল বাড। গ্রেসন কাউণ্টি ডেটাবেস থেকে সংগ্রহ করল ময়নিহানের র‍্যাঞ্চ হাউস ও অন্যান্য বাড়িটা স্কেমাটিক্স। কীভাবে ওগুলো তৈরি করা হয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওরা।
র‍্যাঞ্চ হাউস প্রকাণ্ড। বেযমেণ্ট ও অ্যাটিকসহ পুরো চারতলা। কলোনিয়াল ম্যানশনের ওপরতলায় আছে লিভিং কোয়ার্টার। নিচতলায় কিচেন, ডাইনিং ও গুদাম। একটু দূরেই বিশাল কয়েকটা বাড়ি। শেষের বাড়িটা খোঁয়াড়, আয়তক্ষেত্রাকার। চারপাশে মাইলের পর মাইল খোলা ঘাসজমি।
'গোপনে কাছে যাওয়া অসম্ভব,' বলল জন। 'ভাল হতো এম টোয়েণ্টিফোর থাকলে। গুলি করতে পারতাম দূর থেকে।'
ইউটা মরুভূমিতে সিআইএর একটা টেরোরিস্ট ট্রেনিং সেল-এর খুব কাছে ক্রল করে পৌঁছেছিল রানা ও জন হার্বার্ট। তা করতে হয়েছিল জাতিসংঘের অ্যাণ্টি টেরোরিস্ট টিমের হয়ে। ফিরেছিল জরুরি তথ্য নিয়ে। পরে বাগদাদ

শহরে কিছুদিনের জন্যে ঠেকিয়ে দেয় ওরা অসামরিক জনসাধারণের ওপর মার্কিনীদের অন্যায়, নির্বিচার, অনৈতিক বোমাবর্ষণ। সেই জন বলছে, কঠিন হবে র‍্যাঞ্চ হাউসে হামলা করা।

'ওদের কাছে এফএলআইআর টেকনোলজি না থাকলে বড় ঘাসের কারণে যেতে পারব অনেক কাছে,' বলল বাড।

ওই টেকনোলজি ব্যবহার করে আর্মি। খুঁজে বের করে কোথায় আছে অ্যাম্বুশ। ইনফ্রা-রেড ডিটেক্টর জানিয়ে দেয় ডিজিটাল থারমাল ইমেজ। ক্যামোফ্লেজ পরা সৈনিকও দেখা যাবে আয়নার মত, এমন কী খরগোশ বা ইঁদুরও রক্ষা পায় না ওটার চোখ থেকে।

রানার মনে হয়নি এফএলআইআর টেকনোলজি হাতে পাবে ময়নিহান। অপরাধী সঙ্ঘের লোকদের সঙ্গে তার ওঠবস, জোগাড় করেছে এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে পেয়ে গেছে আর্মির গোপন সব ইকুইপমেণ্ট।

'দৃষ্টি সরিয়ে দিলে, চট্ করে বুঝবে না ঢুকেছিস তাদের এলাকায়,' বলল রানা, 'আমি মনোযোগ আকর্ষণ করব। ন্যাশ ময়নিহান চায় প্রতিশোধ নিতে, কাজেই তার দলের চোখ থাকবে আমার ওপর। সেই সুযোগে র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনের দালানে পৌঁছে যাবি তোরা।'

'আমাদের জন্যেও তৈরি থাকবে,' বলল জন, 'গত কালকের অ্যাম্বুশের কথা ভুলবে না। ঘাসের ভেতর ছিল দু'জন স্নাইপার। গুলির অ্যাংগেল দেখে বুঝে গেছে।'

'জানবে না আমি একা, না তোরাও আছিস,' বলল রানা, 'আমি হামলা করলে বাধ্য হয়ে আমার দিকেই বেশি সময় দেবে। হয়তো খেয়াল থাকবে না তোদের কথা।'

'আসলে কী করতে চাস তুই?' জানতে চাইল জন।

সংক্ষেপে ওর প্ল্যান জানাল রানা।

সব শুনে মাথা নাড়ল জন ও বাড।

'পাগল নাকি?' আপত্তি তুলল জন। 'যে-কেউ বলবে, খুন হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস তুই!'

'রানা ভাবছে ও রুস্টার কগবার্ন,' বলল বাড। 'ঘোড়ার রাশ দাঁতে কামড়ে ছুটবে জন ওয়েইনের মত, দুই হাতে দুই সিক্সগান!'

জন ওয়েইনের ভক্ত দুই বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সিনেমাটা দেখেছে রানা। ডায়ালোগ পাল্টে নিয়ে মনে মনে বলল, 'ফিল ইয়োর হ্যাণ্ড, ময়নিহান; ইউ সান অভ আ বিচ!'

ঊনচল্লিশ

মাসুদ রানার জন্যে কয়েকটা জায়গায় অপেক্ষা করতে পারত ন্যাশ ময়নিহান। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মিডওয়েস্টের কয়েকটা বড় অফিসবাড়ি। অথবা থাকতে পারত ডালাসের অফিসে। জানালা দিয়ে দেখা যাবে রিইউনিয়ন টাওয়ার। সামান্য দূরে টেক্সাস স্কুল বুক ডিপোযিটরি। ওখান থেকেই জন এফ. কেনেডিকে গুলি করেছিল খুনি লি হার্ভে অসওঅল্ড। আগে স্টেডিয়াম থেকে আসত দর্শকের চিৎকার। পরে সব খেলা সরিয়ে নেয়া হয়েছে ডালাস স্টার আমেরিকান এয়ারলাইন্স সেণ্টারে।

আরও কিছু জায়গায় থাকতে পারত ময়নিহান। কিন্তু সবচেয়ে নির্জন বলে র‍্যাঞ্চটাকেই বেছে নিয়েছে সে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার গোলাগুলি হলেও এখানে আসেনি

পুলিশের কেউ। তৃতীয়বারও সম্ভাবনা নেই আসার। ময়নিহান চাইছে না লড়াইয়ের সময় তৃতীয় আর কেউ এসে হাজির হোক।

আসবে রানা, ভাল করেই জানে অধীর ময়নিহান। কয়েক ঘণ্টা আগেই তৈরি হয়েছে তার ক'জন ভাড়াটে খুনি। ঠেকিয়ে রাখবে রানাকে। এদিকে বাড়ির দোতলায় রানার জন্যে থাকবে রিক বেণ্ডার। রানাকে খুন করার অনুমতি তাকে দিয়েছে স্বয়ং ময়নিহান, নইলে আগেই গুলি শুরু করত দানব। ওর বুকে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। ময়নিহান চায়নি রানা খুন হওয়ার আগে নিভে যাক ওই অঙ্গার। তার চেয়েও বড় কথা, রানাকে নিজ হাতে খুন করার লোভে হ্যাঙ্ক পার্কার ও অন্যদেরকে মেরে ফেলতে পারে উন্মাদটা।

নিজের কাছে প্রশ্ন রেখেছে ময়নিহান: কেন রিককে বাঁচিয়ে রেখেছে সে? জানে, তাকে পছন্দ করে এটা ডাহা মিথ্যা। বাস্তব কথা হচ্ছে, অন্যদের মতই রিকও ওর হাতের সুতোয় ঝুলানো হিংস্র এক পুতুল। কিন্তু এখন নিখুঁত নয় এ পুতুল। ভ্রাতৃমৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে দলের ছয়জনকে খুন করেছে সে। রানাকে শেষ করার পথে ময়নিহান বাধা হয়ে উঠলে ওকেও খুন করবে দানব। অন্তত চেষ্টা করবে।

রিক বলেছে, রানা-হত্যার সব প্রশংসা দেবে ন্যাশ ময়নিহানকে। কিন্তু একফোঁটাও বিশ্বাস করে না সে দানবটাকে। লোকটা শপথ নিয়েছে: ছোটভাইয়ের খুনের বদলা নেবে নিজ হাতে। হাতজোড় করে মাফ চাইলেও রক্ষা নেই রানার। কিন্তু বেণ্ডারের হাতে রানা মরলে চলবে না ময়নিহানের।

হ্যাঁ, সঠিক সময়ে সে শেষ করে দেবে রিক বেণ্ডারকে।

তবে এখন নয়!

খুঁতওয়ালা পুতুলেরও দরকার আছে। ভোঁতা হাতুড়িও

কাজে লাগে তক্তায় পেরেক গাঁথতে। রানা মরলে ওরই পথে যাবে রিক। তখন নরকে গিয়ে ট্যাড়া ভাইকে ফাঁক হয়ে যাওয়া গলা দেখিয়ে বিস্তারিতভাবে বলবে: টপ টেরর *ক্ষুরধার* ন্যাশ ময়নিহান সত্যিই দল-নেতা।

সড়াৎ করে ক্ষুর বের করল ময়নিহান। ডেস্ক থেকে নিল একটা কাগজ। ওটা দু'আঙুলে টিপে ধরে ওপর থেকে নিচে নামাল ক্ষুরের ধারালো ফলা। কেটে দু'টুকরো হয়ে টেবিলে পড়ল কাগজ।

ইস্পাতের পাতে দেখল নিজ চোখ। আনমনে জিজ্ঞেস করল, 'কতটা ভাল লাগবে রানার গলা নামিয়ে দিতে? ...অনেক! অনেক!'

শুয়ে থাকা দিগন্ত ছেড়ে আকাশে উঠছে সোনালি সূর্য। উইণ্ডস্টার গাড়ি নিয়ে ময়নিহান র‍্যাঞ্চের গেট পেরিয়ে গেল রানা। এই গাড়ি গত চব্বিশ ঘণ্টায় বেশ ক'বার কাজে এলেও এবার বিদায় দিতে হবে এটাকে। জন যে কোম্পানি থেকে ভাড়া নিয়েছে, প্রাণে বাঁচলে পরে সেখানে ক্ষতিপূরণ পাঠিয়ে দেবে রানা।

দেখল ফিউয়েল মিটার। ফুরিয়ে এসেছে তেল। হয়তো উচিত ছিল ট্যাঙ্কে খানিকটা বাড়তি অকটেন রাখা। ওখান থেকে বের করে দুটো ক্যানে তেল ভরে পেছনের সিটে রেখেছে রানা। এখন ভয়ই লাগছে, গন্তব্যে পৌঁছুবার আগেই না বন্ধ হয় ইঞ্জিন! অবশ্য, ভুল হওয়ার কথা নয়। সামনে মাত্র একমাইল দূরেই র‍্যাঞ্চ হাউস।

অ্যাক্সেলারেটর প্যাডেলে চাপ দিল রানা। দ্রুতগতি এখন ওর বন্ধু। হামলা করবে ময়নিহান র‍্যাঞ্চে। লড়াই না জিতে ফেরার পথ নেই।

রানার মনে দুশ্চিন্তা এসেছিল, র‍্যাঞ্চে হয়তো রয়ে গেছে নিরীহ কেউ। পরে বুঝেছে, ময়নিহানের পশুর দল ছাড়া

কোনও মানুষ থাকবে না ওখানে। টপ টেরর ভাল করেই জানে, আবারও হামলা করবে রানা। কাজেই ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এমন কাউকে আশপাশে রাখবে না সে। এ কথা ভেবেই নিজের প্ল্যান গুছিয়ে নিয়েছে রানা। ভাবছে, ও কামিকাযি পাইলটের মত। তবে ওর থাকবে ইজেক্টর সিট।

সগর্জনে ঝড়ের বেগে চলেছে উইণ্ডস্টার। আরও বাড়ছে গতি। যেখান থেকে জুডি ও নিনাকে সরিয়ে নিয়েছিল রানা, সে জায়গাটা পিছিয়ে গেল বিদ্যুদ্বেগে। জমির একটা ভাঁজ পেরোল গাড়ি। প্রথমবারের মত দেখা গেল দূরে বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউস। আধুনিক নয়। ন্যাশ ময়নিহান নিজেও হয়তো এ যুগের জন্যে উপযুক্ত নয়। উচিত ছিল কয়েক শ' বছর আগে জন্ম নেয়া। হয়তো হতো জলদস্যুদের নামকরা খুনে নেতা। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রথম আধুনিকতা চোখে পড়ল রানার। রাস্তার পাশের নালা থেকে উঠল এক লোক। মুখে তুলল রেডিয়ো। তার উল্টোদিকের মাঠের কিনারায় আরেক লোক। সরাসরি রানার গাড়ির দিকে এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করল সে। চোখে চশমা। আগে কখনও তাকে দেখেনি রানা। তবে জুডির কাছে শুনেছে, তার নাম রডনি জ্যাকসন। একে অজ্ঞান করে পালাতে চেয়েছিল জুডি। সবার মধ্যে সে নাকি কিছুটা বিবেকবান।

'ভুল ভেবেছ, জুডি, এ রাইফেল তাক করছে অচেনা মানুষকে খুন করতে,' মনে মনে বলল রানা। আরও বাড়াল ইঞ্জিনের গতি। পরমুহূর্তে এক পশলা গুলি লাগল গাড়ির সামনের দিকে। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ধাতব দেহ। নানাদিকে লাফ দিল কমলা স্ফুলিঙ্গ। কান ফাটানো আওয়াজ তুলছে রাইফেল। সিটে প্রায় শুয়ে পড়েছে রানা। বামহাতে হ্যাণ্ডেল টান দিয়ে খুলল দরজা। ওর জ্যাকেটে জোর টান দিল বুলেট, নাকের ডগা দিয়ে তাপের হলকা ছুটে চলে গেল।

দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপ দিল রানা। কয়েক গড়ান দিয়ে

উঠেই ওয়ালথারের গুলি পাঠাল রেডিয়োওয়ালার দিকে। ওর প্রথম গুলিতে ফুটো হয়েছে লোকটার গলা। পিছিয়ে গেল সে, হাত থেকে পড়ে গেছে রেডিয়ো। চিত হয়ে পড়ল মাঠের ভেতর।

চশমাওয়ালা গুলি শুরুর পর পেরিয়ে গেছে পাঁচ সেকেণ্ড। লাফিয়ে দূরে পড়েছে রানা, দেখেনি লোকটা। মনোযোগ গাড়ির ওপর। খালি করছে ম্যাগাযিন। বুলেটের আঘাতে ফুটো হচ্ছে উইণ্ডস্টারের পাতলা খোলস।

তাকে আরও গুলি করতে দিল রানা। ওর কাজেই সহায়তা করছে সে।

দু'সেকেণ্ড পর চশমাওয়ালার গুলি বিঁধল ঠিক জায়গায়। বিস্ফোরিত হলো গাড়ির পেছন সিটে রাখা ক্যানিস্টার। উইণ্ডস্টারের পেট থেকে ছিটকে উঠল আগুনের নীল ফুটবল। মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা ধাতব খণ্ড। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল শুকনো ঘাস। অকটেন নিভে যেতেই ভকভক করে বেরোল কালো ধোঁয়া। ইঞ্জিন বন্ধ হলেও জ্বলন্ত চাকায় ভর করে সোজা র‍্যাঞ্চ হাউস লক্ষ্য করে ছুটছে গাড়ি।

রডনি জ্যাকসনের দিকে পিস্তল তাক করল রানা। আগুনভরা গাড়ি দেখছে লোকটা। বুঝতে পারেনি কী ভুল করে বসেছে। বিজয়ের ছাপ পড়ল মুখে, কিন্তু দু'সেকেণ্ড পর চোখে ফুটল অবিশ্বাস। নীল শিখা নিয়ে কাঠের বাড়ির দিকে চলেছে গাড়ি।

'হায়, ঈশ্বর!'

'এবার বুঝেছ,' বিড়বিড় করল রানা। পরক্ষণে টিপল ট্রিগার। জ্যাকসনের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে পিঠ ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলি।

কালো, কটুগন্ধী ধোঁয়ার পেছনে ছুটল রানা। চলেছে বাড়ি লক্ষ্য করে। রাস্তার গর্তে এখানে-ওখানে জ্বলছে

অকটেন। আঁধার হয়েছে চারপাশ। স্বস্তি বোধ করছে রানা। কাউকে দেখছে না, বাড়ি থেকেও ওকে দেখবে না কেউ।

ফুটো হওয়া জ্বলন্ত চাকায় ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে গাড়ি, কমে গেছে গতি। লিটল ফোর্কের রেস্টুরেন্টের মত বাড়ি ভেঙে ঢুকবে না এই গাড়ি। তবুও ধপাক্ আওয়াজে লাগল বাড়ির বামদিকে। রানার মনে হলো, মুহূর্তের জন্যে দুলে উঠেছে বিশাল ম্যানসন। পরক্ষণে কালো ধোঁয়ায় আড়াল হলো সব। রানা দৌড়ে চলেছে তীরের বেগে। ক'সেকেণ্ড পর দেখল, শুকনো কাঠের বাড়ির গা চাটছে ধোঁয়া ও লকলকে কমলা আগুন। কাজে লেগেছে ওর চলন্ত আগুনে বোমা।

ছুটতে ছুটতে চোখের কোণে নড়াচড়া দেখল রানা। ঘাসের মাঝ দিয়ে ছুটে আসছে এক লোক। কাঁধে তুলল রাইফেল। গুলিও করল, কিন্তু লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। রানার মাথার ওপর দিয়ে গেল বুলেট। এক সেকেণ্ড পর বাডকে দেখল রানা। লোকটার পাঁজরে ঢুকল ওর কমাণ্ডো নাইফ। নিচ দিয়ে ঢুকে ডগা পৌঁছে গেল হৃৎপিণ্ডে। মুহূর্তে খুন হয়েছে লোকটা। লাশটা মাঠে পড়ার আগেই হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিল বাড। নিচু হয়ে দৌড়ে আবারও উধাও হলো কোথায় যেন।

মারা গেছে শত্রুপক্ষের তিনজন। আর ক'জন আছে, জানা নেই। দৌড়ে চলেছে রানা। এখনও বড় কোনও বিপদ হয়নি। জ্বলন্ত উইণ্ডস্টার গাড়িটা পাশ কাটিয়ে উদ্যত ওয়ালথার হাতে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল রানা।

ওপরতলায় পদশব্দ। লাথি মেরে দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকল বিসিআই এজেন্ট। ঝট্ করে সরে গেল কবাটের একপাশে। কাভার করেছে কিচেন। মাথার ওপরে মেঝেতে দৌড়ে যাচ্ছে কে যেন। কী যেন বলল চিৎকার করে। দূরে গুলির আওয়াজ। বাড়ির পাশে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ছে

জন বা বাড।

রানার বামে কাঠের দেয়াল চাটছে কমলা আগুন। একটু পর আগুনে পুড়বে বাড়ির এদিকটা। লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়বে পুরো বাড়িতে। তার আগেই পালিয়ে যেতে পারে ন্যাশ ময়নিহান। তার খোঁজে চলল রানা। ওদিকের দরজা পেরোবার আগে দেখল প্যাসেজওয়ে।

কেউ নেই।

টার্গেট খুঁজছে রানা।

মাথার ওপর ছুটন্ত পদশব্দ। বাড়িতে আগুন ধরতেই সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটছে কেউ। প্যাসেজওয়ের একপাশে সরু সিঁড়ি গেছে দোতলায়। উঠতে হবে ওপরে, কিন্তু সিঁড়ির আগে দু'পাশে ঘরের দরজা। কবাটের ওদিকে থাকতে পারে কেউ। বাইরে জন ও বাডের তুমুল গুলি। কড়কড়-পড়পড় আওয়াজে পুড়ছে কাঠ। বাইরে উইণ্ডস্টারে হলো ভোঁতা বিস্ফোরণ। বোধহয় ওটা দ্বিতীয় ক্যানিস্টার। আশপাশে নেই ময়নিহান বা রিক বেণ্ডার। মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো, বিপদ বুঝে পালিয়ে গেছে লোকদুটো। পরক্ষণে বুঝল: তা হওয়ার নয়। তারা অপেক্ষা করবে ওকে খুন করতে।

ডানের দরজা খুলে সবকিছুর ওপর দিয়ে পিস্তলের নল ঘুরিয়ে আনল রানা।

কেউ নেই।

আছে শুধু ক'টা ওয়াশিং মেশিন।

বামের দরজা খুলল রানা।

খালি।

আবার মনোযোগ দিল সিঁড়ির নিচের দিকে। ওপরে কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে বাড়ির পেছন লক্ষ্য করে। ধাওয়া করতে হবে। তবে আগে নিশ্চিত হতে হবে কেউ নেই পেছনে।

ওয়ালথার তাক করে পরের দরজা খুলল রানা। কিন্তু তখনই ওর পিস্তল ধরা কবজিতে প্রচণ্ড জোরে ঠাস্ করে

নামল কী যেন! ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল ওর মুখ। প্রায় অবশ হয়েছে হাত। প্রাণপণে ধরে রাখল ওয়ালথার। ঝট্ করে ওপরে তুলল বামহাত। মুখ লক্ষ্য করে ঘুষি আসতেই কনুই তুলে ঠেকিয়ে দিল হাতটা। তখনই বুকে লাগল হাঁটুর প্রচণ্ড গুঁতো। হুড়মুড় করে পড়তে গিয়েও টলমল করে বেরোল প্যাসেজওয়েতে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিঠ ঠেকল দেয়ালে। পরক্ষণে বামহাতে ওয়ালথার নিল ও। গুলি করল লোকটাকে লক্ষ্য করে। ছুটে আসতে গিয়েও ঝটকা খেয়ে থামল সে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ঘোড়ার মত পিছন পায়ের লাথি দিয়েছে .৩৮ গুলি। রানা আবছাভাবে দেখল, লোকটার পরনে কেভলার ভেস্ট। আবারও সামনে বাড়ল আততায়ী, এবার তারও হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

ঝট করে আরেকদিকে সরল রানা। মাথার পাশে কাঠের দেয়ালে গর্ত তৈরি করল বুলেট। বুকে পিস্তল তাক করলে এতক্ষণে লাশ হতো ও। নিজে ভুল করতে চাইল না রানা, ওয়ালথার তুলেই গুলি করল লোকটার কপাল লক্ষ্য করে। ছিটকে ওদিকের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ওখান থেকে মেঝেতে পড়ল লাশ। বয়স হবে অন্তত পঞ্চাশ। রানার মনে পড়ল, জুডিকে সরিয়ে নেয়ার সময় এর গুলিতেই আহত হয়েছিল ও।

আগুনে কড়মড় আওয়াজে ফাটছে দেয়াল ও মেঝে। প্যাসেজ ভরে উঠছে ধোঁয়ায়। ক্রমেই বাড়ছে তাপ।

সিঁড়ির দিকে তাকাল রানা। উঠতে হবে ওপরে। হাতে সময় নেই। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই ওপরতলা থেকে এল চিৎকার: 'পার্কার! পার্কার? শেষ করতে পেরেছ?'

'না, পারেনি,' মনে মনে বলল রানা। ওপরের লোকটার গলা ময়নিহান বা রিক বেণ্ডারের নয়।

বাড়ির পেছন থেকে এল গুলির আওয়াজ।

জন ও বাড দু'জনই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। পাগল করে দিয়েছে

ময়নিহানের ভাড়াটে খুনিদেরকে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দেবে রানা, তবে আগে রয়ে গেছে একটা কাজ। ময়নিহানের এক লোকের আছে যৌন বিকৃতি, চরম অপমান করেছে জুডিকে। লোগান টার্সন নামের ওই লোককে শেষ করবে রানা। মুখে হাত চেপে আমেরিকান সুরে বলল, 'কে? টার্সন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সে। 'কুত্তার বাচ্চা শেষ?'

'হ্যাঁ, খতম,' নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা।

চল্লিশ

প্রতিশোধের উপযুক্ত সময় এসেছে রিক বেগুারের। পাত্তা না দিলেও চলে ন্যাশ ময়নিহানকে। র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা। এবার মরবে এতে ভুল নেই। কিন্তু কল্পনায় যে লড়াই চেয়েছে রিক, হয়তো তেমনটা হবে না। মুখোমুখি লড়বে না বাদামি লোকটা। জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে কীভাবে মরবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ধোঁয়ায় শ্বাস আটকে?

শুয়োরের মত পুড়ে রোস্ট হয়ে?

নাকি খুন হবে বদমাসটা কারও গুলিতে?

সেক্ষেত্রে সারাজীবনেও আফসোস যাবে না রিকের।

দেরি না করে খুঁজে বের করতে হবে মাসুদ রানাকে। এতে বাধা দিলে গুলি করে ময়নিহানের মাথা উড়িয়ে দেবে রিক। কিন্তু নিজে যে সে গুলি করে রানাকে মারতে পারবে, তার নিশ্চয়তা নেই। অথচ, মগজে সর্বক্ষণ গর্জন ছাড়ছে

নিক। বলে চলেছেঃ বড়ভাই হয়েও মিথ্যা বলেছ! তোমার না কথা ছিল মাথা ছিঁড়ে নেবে মাসুদ রানার!

যখন জীবিত ছিল, বেশি কথা বলত নিক। এখনও তাই করছে রিকের মগজের ভেতর। সর্বক্ষণ বিরক্ত করত বলে কতবার তাকে খুন করতে চেয়েছে রিক! তবুও এখন কেন জানি, নিক মরে গেছে বলেই হয়তো, খুব কষ্ট লাগে বুকে।

হ্যাঁ, ছোটভাইকে খুশি করতে সবই করবে রিক। বিড়বিড় করল, 'চুপ্, নিক! বলেছি না নিজ হাতে খুন করব? আগে বেরোতে দাও এখান থেকে!'

শোঁ-শোঁ গর্জন ছাড়ছে আগুনের হলকা।

মড়াৎ করে ভেঙে পড়ল বেডরুমের পেছন-দেয়াল।

মৃত ভাইয়ের কথা শুনতে পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছে রিক। ও যা বলছে, মোটেও শুনছে না নিক। জোরে উচ্চারণ করেও লাভ হচ্ছে না। কিন্তু দেয়াল ধসে পড়ায় থেমেছে নিকের অনুযোগ। এবার এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে খাপ পেতে অপেক্ষা করবে রিক রানার জন্যে।

দোতলার বেডরুমে আছে সে। জেগে ছিল দু'দিনের বেশি। তাই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল শরীর। তাই একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল।

এখন বাজে কয়টা?

হয়তো ঘুমিয়েছে বড়জোর পাঁচ মিনিট।

আবার হতে পারে কয়েক ঘণ্টা।

একটা গাড়ি এসে গুঁতো দেয়ায় আগুন জ্বলে উঠেছে বাড়িতে। তখনই আচমকা জেগে উঠেছে রিক। ঘরে ঢুকেছে কয়েকটা গুলি। বাইরে থেকে গুলি করে সবাইকে বাড়ির আরেকদিকে পাঠাতে চাইছে কেউ। গুলির ভয়ে নয়, জীবন্ত পুড়ে মরার ভয়ে সরে যেতে হবে ওকে এখান থেকে।

গুলির শব্দ নিচতলায়। বাইরেও গোলাগুলি। বিছানা থেকে নেমে বেডরুমের দরজা খুলে খালি প্যাসেজে উঁকি

দিল রিক। হাত কোমরের হোলস্টারে। ডেযার্ট ঈগল পিস্তল বের করে প্যাসেজে বেরিয়ে এল সে। সামনের এক ঘর থেকে ছিটকে বেরোল এক লোক। তাকে চিনল রিক। ওই শালার নাম লোগান টার্সন। তাকে বাঁচতে দেয়া যাবে না। আগে হোক বা পরে, রানা বা রিকের হাতে মরবে সে। আগেই পথের কাঁটা নিকেশ করা ভাল ভাবলেও পিস্তল তুলল না রিক। লোগান টার্সন যোগ্য লোক না হলেও কাজে আসবে।

'লোগান?' ডাকল রিক। চরকির মত ঘুরে পিস্তল তাক করল লোকটা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল রিক বেণ্ডার তাদেরই লোক। অস্ত্র নামিয়ে ফেলল সে। 'ময়নিহান কোথায়?'

'বাড়ির পেছনে।' চোখ বিস্ফারিত করে রিককে দেখছে লোগান। ক্রিমির পেটের মত ফ্যাকাসে হয়েছে মুখ। রিক খেয়াল করল, একটু কাঁপছে তার পিস্তল ধরা হাত।

'রানা তো সামনে। পেছনে কী করছে ময়নিহান?'

'অন্যরা যা করছে! আগুনে পুড়ে মরার আগেই বেরোতে চাইছে বাড়ি ছেড়ে!'

ক'পা সামনে বেড়ে লোগানের কলার চেপে ধরল রিক। 'কাজের জন্যে পয়সা দিচ্ছে তোমাকে, পালিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়!'

'তা ঠিক, কিন্তু পয়সার লোভে উন্মাদটার হাতে জান দেব? পুরো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে শালা!'

'নিজের কাজ করো,' ধমকের সুরে বলল রিক। 'নইলে রানার হাতে নয়, খুন হবে ময়নিহান বা আমার হাতে।' লোগানের ঘাড় ধরে সিঁড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে চলল সে। 'সিঁড়ি পাহারা দেবে।'

'নিচের ল্যাণ্ডিঙে হ্যাঙ্ক পার্কার আছে।'

'ওকে খতম করবে রানা,' বলল রিক। দ্বিধা নেই কণ্ঠে।

'ভাবছ তাকে খুন করতে পারব আমি?' আপত্তির সুরে

বলল টার্সন।

না, চাইছি তুই মর্, শালা, ভাবল রিক। রানাকে দেরি করিয়ে দিবি, আর সে সুযোগে বাড়ি থেকে বেরোব আমি। যে ঘর থেকে এসেছে, ওই দরজা দিয়ে আসছে এখন ঘন কালো ধোঁয়া। কঠোর চোখে লোগানকে দেখল রিক। 'অন্তত ঠেকাতে চেষ্টা করো, কাপুরুষ!'

'তুমি কী করবে?'

বুকে আঙুল ঠুকল রিক। 'আমি? অন্য সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাব। খুন করব হারামজাদাটাকে।'

সিঁড়ির মুখে লোগানকে রেখে করিডোর ধরে ঝেড়ে দৌড় দিল রিক। দূরে এক ঘরের দরজার ওদিকে বারান্দা। ওটা ধরে পুরো বাড়ি ঘুরে আসতে পারবে। ছুটতে ছুটতে শুনল লোগান টার্সনের প্রশ্ন: 'পার্কার! পার্কার? শেষ করতে পেরেছ?'

থমকে দাঁড়াল রিক। পার্কার রানাকে খুন করতে পারলে নিজের হাড়ের মত শক্ত বুট চিবিয়ে খেতেও আপত্তি তুলবে না ও! নিচতলা থেকে জবাব দিয়েছে কেউ। কিন্তু আগুনের গর্জনে রিক বুঝল না কে সে। ওপরের প্যাসেজ ভরে উঠছে কুচকুচে কালো ধোঁয়ায়। ওদিকে লোগান। কাশছে খুক-খুক করে।

আগের প্ল্যান অনুযায়ী শেষ ঘরের দিকে চলল রিক। হাঁক ছাড়ল, 'ময়নিহান!' থামল ওই ঘরের কাছে পৌঁছে। দরজা সামান্য খোলা। অনুচিত হবে অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢোকা। চমকে গিয়ে গুলি করতে পারে ময়নিহান।

'বস্, আমি, রিক বেগুার।' ধীরে ধীরে কবাট ঠেলে সরাল রিক। গুলি এল না। ঘরে কেউ নেই। সাবধানে কবাটের পেছনদিক দেখল। বস্ শালা ওর ক্ষুর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে খুন হবে।

না, সে নেই কবাটের আড়ালে।

বারান্দায় যাওয়ার দরজা খোলা।

ঘর পেরিয়ে বাইরে উঁকি দিল রিক। বাড়ির পেছনে যাওয়ার জন্যে ছুটছে এক লোক, পরনে মিলিটারি ফ্যাটিগ। ওই একই জিনিস সবাইকে দিয়েছে ময়নিহান। তবে এর বেসবল ক্যাপের নিচে ধূসর খাটো চুল। ওই যে ময়নিহান!

বারান্দায় বেরিয়ে পিছু নিল রিক। কিন্তু তখনই পাশের বাড়ি থেকে শটগান তাক করল এক লোক। চুল কালো। ঠোঁটে হাসি। গুলি করার আগেই একলাফে সরে গেল রিক। পাশের দেয়ালে বাস্কেট বলের সমান একটা গর্ত তৈরি করল বাকশট।

পাল্টা গুলি পাঠাল রিক। হাতে কামানের মত লাফিয়ে উঠেছে ডেযার্ট ঈগল। কিন্তু আগেই সরে গেছে হারামি লোকটা।

'বন্দুকওয়ালাটা আবার কে!' জন হার্বার্ট সম্বন্ধে মারি কিটনের কাছে যা বলেছে ময়নিহান, তার কিছুই জানে না রিক।

বাড়ির পেছনে ঠা-ঠা শব্দে গর্জে উঠল এম সিক্সটিন। খুবলে গেল বারান্দার রেলিং। পরক্ষণে গুলির তাড়া খেয়ে আবারও বাঁক ঘুরে ছুটে এল ময়নিহান। দু'হাতে ঢেকেছে মাথা। যেন এভাবে বাঁচাতে পারবে ওটাকে। পেছনের দেয়ালে বিঁধল একরাশ গুলি। নানাদিকে ছিটকে গেল কাঠের কুচি। দৌড়ে সরতে গিয়ে পিছলে মেঝেতে ধুপ্ করে পড়ল ময়নিহান। তার দিকে ছুটল রিক। একবার দেখে নিল কাঁধের ওপর দিয়ে। শটগানওয়ালা এলে মহাবিপদ। কাছে পৌঁছে বসের হাত ধরে টেনে তুলল সে।

'আমরা যেমন প্ল্যান করেছি, ঠিক তেমনটা হচ্ছে না, কী বলেন, বস্?'

বাড়ির দেয়ালে হেলান দিল ময়নিহান। বিস্ফারিত দুই চোখ। এই প্রথম তাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে দেখছে রিক। সব

সময়ের হাসিটা উধাও হয়েছে শালা বসের।

'বাড়ির পেছনে কুচকুচে এক বদমাস, হাতে সাবমেশিন গান,' বলল ময়নিহান, 'আরেকটু হলেই আমাকে দু'টুকরো করে ফেলত।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে দেখাল রিক। 'ওদিকে জাপানি একজন। সে-ও সুবিধার লোক না। বলুন তো, বস্, এখানে হচ্ছেটা কী?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল ময়নিহান। 'রানার কারণে শুরুতেই খতম হয়েছে তিন গানম্যান। একজনকে ভুল করে মেরে ফেলেছে আমাদেরই কেউ। অন্যজন মরেছে কেলে ব্যাটার হাতে। তা হলে আমরা বাকি থাকলাম ক'জন, রিক?'

'সিণ্ডিকেটের লোক বলতে লোগান টার্সন,' বলল রিক। বুঝে গেছে, ওই লোকও বেশিক্ষণ নেই। 'ও বলল সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে আছে পার্কার।'

'তা হলে আমরা চারজন, আর ওরা তিনজন। এখনও আমাদের জেতার সম্ভাবনাই বেশি।'

আঙুলের কড়া গুনে বলল রিক, 'মারি কিটন কই?'

'অন্য কাজে পাঠিয়েছি,' ময়নিহানের কণ্ঠে আফসোস। মাথা থেকে বেসবল ক্যাপ খুলে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। 'বড় ধরনের ভুল হয়ে গেছে।'

চোখ পিটপিট করল রিক। 'মারি গেছে কোথায়?'

'ওই দুই মেয়েকে শেষ করতে টাম্পা শহরে,' বলল ময়নিহান। ঝট্ করে কুঁজো হয়ে বসে পড়ল। নিজেও একই কাজ করেছে রিক। বন্দুকের ছররা গুলিতে ঝাঁঝরা হলো মাথার একটু ওপরের দেয়াল।

'মর্, কুত্তার বাচ্চা!' গলা ফাটাল রিক।

'আটকা পড়েছি,' বলল ময়নিহান, 'বেরোতে হবে এই ফাঁদ থেকে।'

'আমি খুন করব মাসুদ রানাকে,' জেদ ভরা কণ্ঠে বলল

রিক।

'অন্যদের কী হবে?'

'ওরাও বাঁচবে না।' মাথা সামান্য ওপরে তুলেও নামিয়ে নিল রিক। এইমাত্র দেয়ালে লাগল আরেক পশলা এম সিক্সটিনের গুলি। অতবড় শরীরটা নিয়ে মেঝেতে মিশে যেতে চাইল সে। 'কিন্তু ঠিকই বলেছেন, আগে বেরোতে হবে এই গাড্ডা থেকে।'

পাশের বাড়িটার সঙ্গে এই বাড়ির ব্যবধান দেখল রিক। কাছের রুম থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরোচ্ছে ঘন ধোঁয়া।

'বেরোবার পথ তো দেখি না,' বলল রিক। 'লড়াই করে বেরোতে হবে, নইলে মরব পুড়ে।'

'ওদের গুলিতে মরতে চাই না,' বলল ময়নিহান।

'এ ব্যাপারে আমিও একমত, বস্,' বলল রিক। 'ওদের চেয়ে ভাল যোদ্ধা আমরা।'

ঠোঁট বাঁকা করে নকল হাসি হাসল ময়নিহান। টেনে নিল পিস্তলের স্লাইড। অস্ত্রটা চোয়ালের পাশে ধরল, যেন জেম্স্ বণ্ড মুভির নায়ক। 'রওনা হও, রিক। কাভার দেব।'

ময়নিহানের দিকে তাকাল রিক। মনে পড়ল, এই হাঁদা শালার পা চেটেই পেট চালাত সে। এই শালাই লবস্টার থেকে মাংস খুঁটে খেত আর অপমান করত ওর লক্ষ্মী ছোটভাই নিককে। শীতের মধ্যে রাস্তায় থাকত বেচারা। হঠাৎ করেই রিক বুঝল, ময়নিহান আসলে কী। বদ্ধউন্মাদ সাইকোপ্যাথ! কুত্তাটার ধারণা সে দুনিয়ার রাজা!

ময়নিহানের কথা ভুলে উঠে দাঁড়াল রিক। ভাবছে, শত্রু বলতে ওই তিনজন। গুলি করেও ওকে থামাতে পারবে না। লড়তে পারবে ময়নিহান আর সে। তবে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে মাসুদ রানা। ময়নিহানের দিকে তাকাল রিক। 'ঠিক আছে, বস্, ওই দু'জনকে খতম করতে যাচ্ছি।'

রেলিং টপকে কার্নিশে নেমে পাশের বাড়ি লক্ষ্য করে

লাফ দিল রিক। উড়ে চলেছে দানব শূন্যে। বিশ ফুট নিচে শক্ত জমিন।

একচল্লিশ

ছেঁড়া ছিল জুডির ব্লাউস। স্তনে খামচির দাগ। লেক তীরে কেবিনে রানাকে বলেছে ও, কীভাবে ওকে চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেছে লোগান টার্সন নামের এক পশু। কখনও ভুলবে না সেই অপমান। এবং এ কারণে টার্সনের প্রাপ্য কঠিন শাস্তি। সেটা দেবে ঠিক করেছে রানা। এখন দোতলায় সিঁড়ির মুখে আছে লোকটা।

অন্য কেউ হলে গুলি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত, সেটা করবে না রানা। ওপরের লোকটা ধরে নিয়েছে ও মারা গেছে পার্কারের হাতে। তবুও সতর্ক হয়ে একটা একটা করে ধাপ টপকে উঠছে রানা। ধোঁয়ার ওদিকে টার্সন। একবার গুঙিয়ে উঠল রানা। যে-কেউ ভাববে পার্কার আহত। এতে অসতর্ক হওয়ার কথা টার্সনের।

'শালা শেষ, কিন্তু গুলি লেগেছে, ওহ্,' আমেরিকান টানে চাপা স্বরে বলল রানা।

'কোথায় লাগল গুলি?' ওপর থেকে জানতে চাইল টার্সন। মাত্র সাত ধাপ ওপরেই দোতলায় আছে সে।

ছয় ফুট নিচের ধাপে মাথা নিচু করে রেখেছে রানা। চট্ করে দেখতে পাবে না লোকটা। চারপাশে ধোঁয়ার জাল। কয়েকবার কেশে উঠল রানা। যে-কেউ ভাববে ও আহত।

‘কুত্তাটা মরেছে তো, পার্কার?’

‘হ্যাঁ, শেষ,’ কয়েক ধাপ টপকে দোতলায় উঠল রানা। ডানদিকে লোকটা, হাতে পিস্তল। যেন ধরে নিয়েছে ওটার আর দরকার নেই। টলতে টলতে হাত বাড়াল রানা, যেন ধরবে রেলিঙের মত কিছু। নিজের হাত ওপরে তুলল টার্সন। সেটা সাহায্য করতে, না ওকে বিদায় করতে, সেটা বোঝা গেল না। খপ্ করে তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল রানা।

মুহূর্তে টার্সন বুঝে গেল, সামনে কে!

রানা ভেবেছিল লড়াই করতে চাইবে লোকটা। কিন্তু তা না করে পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল সে। হাত তুলে ফেলেছে মাথার ওপর। চোখে-মুখে ভয়। সত্যিকারের কাপুরুষ। শক্ত কারও সামনে পড়লে নেতিয়ে পড়ে ভেজা মুড়ির মত।

টার্সনের চোয়ালের নিচে ওয়ালথারের নল ঠেকাল রানা। ‘পার্কার মারা গেছে।’

ঘন-ঘন মাথা নাড়ল টার্সন। ‘প্লিয! হায়, ঈশ্বর! দয়া করে আমাকে খুন করবেন না!’

‘আমি নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে করি না,’ নিচু গলায় বলল রানা। চারপাশে পাক খাচ্ছে ধোঁয়া। চুলোর গনগনে আগুনের মত বাড়ছে উত্তাপ। যে-কোনও সময়ে পুড়তে শুরু করবে গায়ের পোশাক। প্রচণ্ড রাগ নিয়ন্ত্রণে এনে জানতে চাইল রানা, ‘তোমার নাম লোগান টার্সন?’

ভয়ে চুপ করে থাকল লোকটা।

পিস্তল তার কানে ঠেকাল রানা। যে-কোনও সময়ে গুলি করবে। নানা দিকে ছিটকে যাবে মগজ ও রক্ত।

‘হ্যাঁ... আমি টার্সন। আমি এদের কেউ না!’

‘তা জানি, সেজন্যেই করে দেব বাঁচার সুযোগ।’

‘বাঁচতে দেবেন আপনি?’

'হ্যাঁ। কিন্তু আর কখনও অত্যাচার করতে পারবে না কোনও মেয়ের ওপর।'

টার্সনের পিস্তল নিচে তাক করল রানা। মাযল চেয়ে আছে লোকটার ঊরুসন্ধির দিকে।

মাত্র একবার ট্রিগার টিপল রানা।

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ধুপ করে মেঝেতে পড়ল টার্সন।

'যদি নিচতলার আগুন পেরিয়ে বেরোতে পারো, হয়তো বাঁচবে তুমি।'

প্রচণ্ড ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে সিঁড়ির দিকে ক্রল শুরু করল টার্সন। আগুন, ধোঁয়া বা ছিঁড়ে পড়া গোপনাঙ্গের রক্তপাতে হয়তো মরবে, তবে নিজের কথা রেখেছে রানা। লোকটা বাঁচলেও আর কখনও কোনও মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারবে না।

দূরে একটা দরজার ওদিকে বেডরুম। ওপাশের দরজা দিয়ে আসছে সকালের উজ্জ্বল সোনালি আলো। ওদিকে পা বাড়াবার আগে, কাঁধের ওপর দিয়ে একবার তাকাল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে টার্সন। গর্জে উঠল জনের মসবার্গ বন্দুক। বারান্দায় চাপা কণ্ঠ। আগুনের শোঁ-শোঁ আওয়াজে চাপা পড়েছে কথাগুলো। তবে তখনই রানা চিনল রিক বেণ্ডারের ভারী গলা। জবাবে কী যেন বলল ময়নিহান।

হ্যাঁ, এখন বারান্দায় রানার দুই চরম শত্রু!

খ্যাট-খ্যাট শব্দে গর্জে উঠল এম সিক্সটিন। ঘরের ছাত ভেদ করে অ্যাটিকে বিঁধল গুলি। প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ির পেছনে শত্রুদেরকে কোণঠাসা করেছে জন ও বাড। ওয়ালথার উঁচিয়ে ঘরে ঢুকল রানা। প্রথম সুযোগে শেষ করবে ন্যাশ ময়নিহান ও রিক বেণ্ডারকে।

তখনই শুনল তক্তায় ধুপ আওয়াজ। দরজার ওপাশে দেখল উড়ে চলেছে বিশাল ছায়া। তিন সেকেণ্ড পর এল কাঠ ফাটার মড়াৎ শব্দ ও কাঁচ ভাঙার ঝনঝন। ঝাঁপ দিয়ে

বারান্দা থেকে পাশের দালানে গিয়ে ঢুকেছে দানব রিক বেণ্ডার।

আপাতত মুখোমুখি হওয়া গেল না। রিককে হয়তো বাগে পাবে জন ও বাড। অথবা ওদেরকে পাবে দানবটা। রানার উচিত প্রথমে ময়নিহানকে শেষ করা। বারান্দার দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

বাইরে বিড়বিড় করে গাল বকে চলেছে কেউ।

ঘর থেকেই তাকে শেষ করবে কি না, ভাবল রানা। অনায়াসেই কাঠের দেয়াল ভেদ করবে .৩৮ বুলেট। কিন্তু তাতে খচ-খচ করবে মন। বদমাসটা ময়নিহান হলে নিজ চোখে দেখুক, কার হাতে মারা পড়ছে সে।

খুব সাবধানে দরজার পাশে পৌঁছে গেল রানা। একপাশ থেকে দেখল হাঁটু গেড়ে ওর বন্ধুদের দিকে গুলি করছে ময়নিহান। নিঃশব্দে সামনে বেড়ে তার মাথার তালুতে ওয়ালথারের মাযল ঠেকাল রানা। 'মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ঘুরে ওকে দেখল ময়নিহান।

বিয়াল্লিশ

দু'জন মানুষের চেয়েও ভারী একজন লোকের জন্যে কঠিন লং জাম্প দেয়া। গায়ের জোরে লাফ দিয়েছে রিক বেণ্ডার। কিন্তু ক'ফুট যেতেই কমেছে গতি ও উচ্চতা। ভেবেছে ঢুকবে ওদিকের বাড়িটার জানালা ভেঙে। তবে করেছে ভুল হিসাব। জানালা পর্যন্ত না পৌঁছলেও ওজন কাজে এল

রিকের। পা দিয়ে আছড়ে পড়তেই মড়াৎ করে ভাঙল দেয়াল। ঝনঝন করে ভাঙল জানালার ফ্রেম ও কাঁচ। ওর কপাল ভাল সরাসরি সামনে ছিল না কাঠের কলাম। রকেটের মত ধুলো ভরা মেঝেতে পিছলে গেল সে।

উঠে বসে হাত দিতেই টের পেল, কপাল কেটে ঝরঝর করে পড়ছে রক্ত। পায়ের আঘাতে দেয়াল ভেঙে ঢুকলেও ক্ষত তৈরি হয়েছে মাথায়। জানা নেই জানালার নিচের চৌকাঠে লেগে এই হাল। উত্তেজনা কমলে শুরু হবে ভীষণ ব্যথা। ওর প্রথম কাজ কী তা বুঝে গেল রিক। অস্ত্র হাতে ওই দু'জন আছে কাছেই কোথাও। আপাতত তাদের বিরুদ্ধে লড়বে না সে। সঠিক সময় আসুক। দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলবে ওদেরকে। একজনের হাতে এম সিক্সটিন রাইফেল, অন্যজনের কাছে শটগান। এখন এড়িয়ে যেতে হবে, নইলে ভণ্ডুল হবে ন্যাশ ময়নিহানের প্ল্যান। মরুক হারামজাদা!

এখনও মুঠোয় ডেযার্ট ঈগল পিস্তল, রানার দুই সঙ্গীকে ভয় দেখাতে তিনটে গুলি দেয়ালের ওদিকে পাঠাল রিক। হাতে সময় চাই। ভেবে বের করতে হবে এবার কী করবে। দু'সেকেণ্ড পর মন বলল, আগে সরে যা এখান থেকে। তারপর একজন একজন করে ওদের দুটোকে শেষ করবি।

উঠে দৌড় শুরু করল রিক। পরিত্যক্ত কিছু খামারের যন্ত্রপাতি পাশ কাটিয়ে তীরের বেগে ছুটল বাড়িটার সদর দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু ওই পথে বেরোলে সামনে পড়বে বন্দুকওয়ালা। বাঁক নিয়ে বাড়িটার পাশের দরজার দিকে চলল রিক। দরজা তালাবদ্ধ কি না দেখতে গেল না, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ওটার ওপর হামলে পড়ল যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। কবজা ছুটিয়ে দড়াম করে বাইরের আছড়ে পড়ল দরজা। না থেমে বামে বাঁক নিয়ে পাশের বাড়ির মাঝের প্যাসেজওয়ে ধরে ছুটল রিক। ডানের ছাউনিতে রয়েছে ন্যাশ ময়নিহানের বিধ্বস্ত কপ্টার।

প্যাসেজওয়ে শেষ হতেই থমকে দাঁড়াল রিক। উঁকি দিল বাড়িটার ওদিকে। এদিকেই কোথাও আছে কালো লোকটা। কিন্তু দেখা গেল না তাকে। ধুপধাপ আওয়াজে পাথুরে জমিতে দৌড় দিল রিক। একটু দূরেই হেনির ক্যাডিলাক। আগেই খুলে রেখেছে নরম চামড়ার ছাত, দরজা না খুলে প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠল ড্রাইভিং সিটে। মুচড়ে দিল ইগনিশন-চাবি। প্রথমবারেই গর্জে উঠল ক্যাডিলাকের ইঞ্জিন। রিক জানে, পালিয়ে যাচ্ছে না সে। সুযোগ বুঝে হামলা করবে রানা ও ওর বন্ধুদের ওপর। ময়নিহানের মত গাধা নয় সে, দুনিয়ার মানুষকে দেখাতে হবে সে-ই সেরা— তুলনাহীন! ময়নিহান শালা সত্যিকারের বুরবক! মরুক হারামজাদা!

অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ক্যাডিলাক নিয়ে সোজা গবাদি রাখার ছাউনির দিকে চলল রিক। ঝড়ের গতি তুলছে গাড়ি। এল না একটা গুলিও। নিশ্চয়ই বোকা বনে গেছে কেলে ভূত!

কসাইখানা পাশে রেখে ছুটছে ক্যাডিলাক। নাকে এল পচা রক্ত ও গোবরের বিশ্রী দুর্গন্ধ। তীরের বেগে বাঁক নিল রিক। সামনেই কোথাও আছে বন্দুকওয়ালা। ওর মাথা উড়িয়ে দেয়ার আগেই খুন করতে হবে তাকে।

সিটে গুটিয়ে বসার তুলনায় রিক প্রকাণ্ড। শুয়ে পড়লেও টার্গেট হিসেবে থাকবে বাস্কেট বলের সমান মাথাটা। কিছুই করার নেই। কম্পটারের বাড়িটার কোনা ঘুরে ছিটকে বেরোবে সে। আশা করা যায় মরবে না গুলি খেয়ে। পেছনে পড়ল আগের বাড়ি। ওখানেই দেয়াল ভেঙে ঢুকেছে সে।

বাঁক নিতেই দেখল জাপানি চেহারার লোকটাকে। বন্দুক তাক করেছে বারান্দার দিকে। বারান্দা দেখল রিক। ন্যাশ ময়নিহানের মাথায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। পরে তার ব্যবস্থা নেবে সে, আগে শেষ করতে হবে জাপানি শালাকে। ডেযার্ট ঈগল তুলেই গুলি করল

রিক।

চরকির মত ঘুরেই ধুপ করে মাটিতে পড়ল জন হার্বার্ট। এত জোরে ছুটছে ক্যাডিলাক, রিক বুঝল না লোকটা মরেছে কি না। ঝড়ের বেগে চলেছে ক্যাডিলাক। চারপাশে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। বাতাসে উড়ছে জ্বলন্ত পঙ্গপালের মত ছাই ও স্ফুলিঙ্গ। এরই ভেতর ধসে পড়েছে বাড়ির সামনের দিক। তাতে কী, তীরের বেগে ছুটতে ছুটতে আবারও গাড়ি ঘুরিয়ে নেবে রিক। আবার তেড়ে যাবে বাড়ির পেছন দিয়ে।

ঘন ধোঁয়া থেকে পরিষ্কার জায়গায় বেরোল দ্রুতগামী ক্যাডিলাক। সামনেই ঢালু রাস্তা। ওখানেই অ্যাম্বুশ করেছিল রডনি জ্যাকসন। ঢালু রাস্তায় চাকা পিছলে ঘুরে গেল ক্যাডিলাক, আবার ছুটল বাড়ির দিকে। গতি প্রচণ্ড। নতুন করে ধোঁয়ার জালে ঢুকছে রিক। শিয়োর হতে .৩৫৭ বুলেট গেঁথে দেবে জাপানির বুকে। ক্যাডিলাকের চারপাশে হলদে-লাল-কমলা স্ফুলিঙ্গ। ধোঁয়ায় ভীষণ জ্বলছে রিকের চোখ। কিছুই পাত্তা না দিয়ে গতি তুলছে ক্যাডিলাক গাড়ির। দেখল, সামনেই জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বেরোল এক লোক। আগুন ধরে গেছে পোশাক, চুল ও সারাশরীরে। প্রাণপণে বিকট আর্তচিৎকার ছাড়ছে সে, টলতে টলতে সরাসরি চলে এল ক্যাডিলাকের চলার পথে।

চাইলেও বাঁক নিতে পারবে না রিক।

সরাসরি লোকটাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ভারী ক্যাডিলাক। ছিটকে আকাশে উঠে উইণ্ডশিল্ডে পড়ল লোকটা। গাড়ির শক্ত ছাত থাকলে গড়িয়ে পেছনের মাটিতে গিয়ে পড়ত লাশ, কিন্তু চামড়ার টপ্ নামিয়ে রাখায় উইণ্ডশিল্ড ফাটিয়ে ওটার ওপর দিয়ে এসে সোজা রিকের কোলে নামল লোগান টার্সন।

লম্বা-চওড়া লাশ সে, ছুঁড়ে দেয়া ভারী গদার মত এসে লেগেছে রিকের বুক-পেটে। ওর নাকে-মুখে লাগল রক্ত ও

আগুনের ফুলকি। মাথায় ঢুকছে না কী হচ্ছে। প্রাণপণে ধরে রাখল স্টিয়ারিং হুইল। সাঁই করে বামে ঘুরে বাড়ির সামনের ফুটপাথে উঠল ক্যাডিলাক। ভেঙে দিল বারান্দার কয়েকটা খুঁটি। আরেক লাফে নেমে পরক্ষণে গেল উল্টে। গাড়িটা গড়াতে শুরু করে পড়ল গিয়ে রাস্তা থেকে মাঠে। ওটা থেকে ছিটকে পাথুরে জমিতে পড়েছে রিক ও টার্সন।

কী হচ্ছে বুঝছে না রিক। চোখের সামনে ঝিলিমিলি, সারাশরীরে তীব্র ব্যথা। গড়িয়ে চলেছে পাথরের ওপর দিয়ে। চোখ-মুখে ঢুকেছে একরাশ বালি। টাশ্ করে একটা আওয়াজ হতেই বুঝল, ভাঙল পাঁজরের একটা হাড়। ক'সেকেণ্ড পর স্থির হলো দেহ। পড়ে আছে চিত হয়ে। চরকির মত ঘুরছে দুনিয়া। আঁধার চারপাশ। সব বড় বেশি থমথমে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রিক, তারপর উপুড় হলো দুই হাতে ভর করে। পিটপিট করছে চোখ। থুহ্-থুহ্ করে মুখ থেকে ফেলল মাটি ও ধুলো। ওকে ঘিরে রেখেছে একরাশ ধোঁয়া। গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে পাঁজরের ভাঙা হাড়। ওটার জন্যেই এত ব্যথা, তা নয়। সারা শরীরের নানান জায়গা জানান দিচ্ছে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে সে।

মটকে গেল মেরুদণ্ড?

বা ফেটে গেছে করোটি?

হবে বোধহয়!

হঠাৎ আবার সব শুনতে পেল রিক। কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করছে নিক: শুয়োর কোথাকার, উঠছিস না কেন? উঠে দাঁড়া! কে খুন করবে মাসুদ রানাকে?

গড়ান দিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসল রিক। বনবন করে ঘুরছে মাথা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াতেই মনে হলো, ও আসলে হারিকেনে পড়া কোনও টাওয়ার।

আগুনের তীব্র হলকা সরিয়ে নিচ্ছে ধোঁয়া। সামনে চেয়ে চমকে গেল রিক। ওর দিকেই চেয়ে আছে জাপানি লোকটা! বুকে রক্তের চিহ্ন নেই! গুলি করেও মিস করেছে সে। হাতের মসবার্গ বন্দুক সরাসরি ওর পেটে তাক করেছে লোকটা।

'রানার শত্রু তুমি,' বলল জন, 'সেক্ষেত্রে তোমাকে লড়তে হবে আমার সঙ্গে।'

তেতাল্লিশ

'অস্ত্রটা ফেলো, ময়নিহান,' চাপা ধমক দিল রানা।

'কুত্তার বাচ্চা,' বিড়বিড় করল ময়নিহান। ঠোঁটে ফুটল হাসি। ওটা নকল বলে মনে হলো না রানার। 'তার মানে, তোমার সঙ্গে দেখা হলো। এবার মুখোমুখি লড়ব আমরা।'

'অস্ত্র ফেলো, নইলে খুন হবে,' সহজ সুরে বলল রানা।

'অস্ত্র ফেললেই বা কী, তুমি তো খুন করবেই আমাকে।'

'গুলিতে মরতে আপত্তি থাকলে আগুনে ঢুকতে পারো,' ময়নিহানের খুলি থেকে মাযল সরাল রানা। পেছনের ঘরে দাউ-দাউ জ্বলছে লেলিহান আগুন। পিঠে এসে লাগছে প্রচণ্ড উত্তাপ।

'তার চেয়ে আলাপ করা যাক,' মিষ্টি হাসল ময়নিহান।

রাগে রানার মনে হলো ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারবে ও। 'আর আলাপের কিছু নেই। অস্ত্রটা হাত থেকে ফেলো!'

ময়নিহান আঙুল ফাঁক করায় মুঠো থেকে পড়ল পিস্তল। লাথি মেরে ওটাকে আগুনে পাঠিয়ে দিল রানা।

'কোটি কোটি ডলার পাবে, রানা। শুধু জানাও কত চাই।' বাঁকা হাসল ময়নিহান। 'আমার ওপর খেপে আছ, কারণ ধরে এনেছি তোমার প্রেমিকাকে। কথা ঠিক। কিন্তু ওটা ব্যক্তিগত কিছু ছিল না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। নিজের ক্ষতি করতে পারি না। বুঝতেই পারছ।'

'আমি তোমাকে ব্যবসায়ী মনে করি না। মানুষ বলেও মনে করি না।'

'হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, অনেকে মারা গেছে। কিন্তু তারা প্রত্যেকে ছিল লোভী লোক। যে যার স্বার্থে কাজ করেছে।'

'তুমি নিজেও তাই, ময়নিহান। এসবই ছিল তোমার কাছে সামান্য খেলা। এ খেলায় সবসময় জিততে চেয়েছ। কিন্তু এবার হারতে হবে তোমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ময়নিহান।

তার ভাব দেখে রানার মনে হলো, লোকটার রাজত্ব ধসে পড়েছে বলে মোটেও চিন্তিত নয় সে।

'তুমি কখনও জিতবে, কখনও হারবে, ব্যবসার নিয়ম।'

ইঞ্জিনের গর্জন শুনল রানা। ক্যাডিলাক নিয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে রিক বেণ্ডার। গুলি করল জনকে লক্ষ্য করে। চরকির মত ঘুরেই পড়ে গেল জন। ভঙ্গিটা দেখে রানা বুঝল, ও আহত নয়। দু'জনের চোখ পরস্পরকে দেখল, তারপর আবারও ময়নিহানের দিকে মনোযোগ দিল রানা।

'তোমার দোস্ত বুদ্ধিমান। ওই যে দেখো, লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

'রিক বেণ্ডার আমার দোস্ত নয়,' চাপা স্বরে আপত্তি তুলল ময়নিহান। 'তারও এসবে স্বার্থ আছে।'

'জানি। তবে নিজ স্বার্থে তুমি ব্যবহার করছিলে ওকে।'

‘ভুল নয়, চিনেছ আমাকে,’ হাসল ময়নিহান। ‘জিতে গেলে তুমি। তো? কী করবে? খুন করবে?’

উঠে দাঁড়াতে ইশারা দিল রানা। চোয়ালের নিচে ঠেসে ধরেছে ওয়ালথারের নল। ‘এবার শেষ করব তোমার মজার খেলা।’

‘তার মানে ভাবছ সমান সুযোগ দেবে না?’ হাসল ময়নিহান, ‘কিন্তু আমি যদি তোমাকে খুন করি? তা হলেও গুলি খেয়ে মরব তোমার বন্ধুদের হাতে?’

‘কে বলল তুমি আমাকে খুন করতে পারবে?’ নল দিয়ে ময়নিহানের চোয়ালের নিচের নার্ভে খোঁচা দিল রানা। নীরবে ব্যথাটা সহ্য করল লোকটা। এখনও মুখে হাসি, যদিও ম্লান হয়েছে ওটা।

বাঁচার উপায় না দেখলে কেউ কেউ হয় অনেক বেশি বিপজ্জনক। বিদ্যুদ্বেগে ঘুরল ময়নিহান। তার কবজির কাছে ঝিলিক দেখল রানা। বামহাতে ওর পিস্তল সরিয়ে নিয়েছে টপ টেরর। ডানহাতের ক্ষুর সাঁই করে চালাল রানার খোলা গলা লক্ষ্য করে। এবার কাটা পড়বে কণ্ঠনালী।

বহু মানুষকে এভাবে খুন করেছে ময়নিহান। কিন্তু আগেই রানা বুঝেছে, হামলা করবে সে। ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে খুন করা কঠিন। আবার না ভুগে এক গুলিতে খুন হবে এই নরপশু, তা-ও রানার মনে হয়েছে অনুচিত। প্রতিটা পদক্ষেপে তাই থেকেছে সতর্ক। একহাতে পিস্তল সরিয়ে ক্ষুরের আঘাতে গলা কাটতে যেতেই ময়নিহানের বাহুতে কে-বার গাঁথল রানা। পড়পড় করে মাংস ভেদ করে তীক্ষ্ণধার ডগা ঢুকল লোকটার পাঁজরের ফাঁকে।

কিন্তু তখনই ভীষণ দুলে উঠল গোটা দুনিয়া।

নিচে থেকে এল বিকট আওয়াজ। মুচড়ে গেল ধাতব কিছু। পরক্ষণে বাইরের দিকে লাফ দিল বারান্দা। রানার পায়ের তলা থেকে সাঁই করে সরে গেল ওটা। চমকে গিয়ে

দরজার ফ্রেম খামচে ধরেছে রানা। হাত থেকে ছুটে গেছে ছোরা। বাইরে ঢালু তক্তায় চেপে পিছলে সরে গেল ময়নিহান। ধাপ্ করে লাগল রেলিঙে, তারপর টপকে গেল ওটা। রানা প্রথমে ভেবেছে, অস্বাভাবিক দ্রুত আগুনে পুড়েছে বাড়ির কাঠের ভিত্তি, কিন্তু পরক্ষণে বুঝল রিকের গাড়ি গুঁতো মেরেছে বারান্দার কয়েকটা খুঁটিতে। আগেই বোঝা উচিত ছিল, হাল ছাড়বে না রিক বেণ্ডার। কী করতে চাইছে কে জানে, তবে এইমাত্র প্রাণ রক্ষা করেছে ন্যাশ ময়নিহানের!

রানার চারপাশে উড়ছে আগুনের ফুলকি। ঢালু বারান্দায় পা রেখে দাঁড়াতে চাইল ও। বামহাতে ওয়ালথার। ওটা গুঁজল কোমরে। ময়নিহানের সঙ্গে বিদায় নিয়েছে ওর ছোরা। লোকটাকে কোথাও দেখল না রানা। চোখে পড়ল, ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে রিক বেণ্ডারের দিকে চলেছে জন। ওর ইচ্ছে হলো বন্ধুর পাশে থাকতে, কিন্তু আগে ধরতে হবে ময়নিহানকে, নইলে প্রথম সুযোগে পালিয়ে যাবে কাপুরুষ লোকটা।

বাড়ির আগুনের তীব্র হলকায় পুড়তে শুরু করেছে রানার হাতের আঙুল। দরজা ছেড়ে দিল ও। পিছলে নেমে গেল বারান্দায়। পা তাক করেছে রেলিঙের দিকে। আটকে গেল দেয়ালের মত জায়গাটায়। উঠে খুঁজল ময়নিহানকে। ডানদিকে গেছে জন। বামে তাকাল রানা। পাশের বাড়ির কোণ ঘুরে ওদিকে চলে গেল টপ টেরর।

রেলিং টপকে মাটিতে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিল রানা। উঠে দাঁড়াল মাত্র দুই সেকেণ্ডে। ছুটল ময়নিহানের পেছনে। বামে ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে আসছে কেউ। বাড, হাতে এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল।

'ময়নিহানের খোঁজে যাচ্ছি,' বাডকে বলল রানা। 'জন গেছে রিক বেণ্ডারের পেছনে। ওর হয়তো সাহায্য লাগবে।

দেখিস, আবার মেরে ফেলিস না।'

কোনও কথা না বলে রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল বাড।

'নিজেকে কী মনে করিস, কুত্তার-বাচ্চা, সরু চোখ শালা?' জানতে চাইল রিক বেগুার। ওর দিকে মসবার্গ শটগান তাক করেছে জন। ওকে পাত্তা দিচ্ছে না দানব। মুখে কুৎসিত হাসি।

'নামটা আমার জন হার্বার্ট।'

বুক থেকে গুমগুম শব্দের হাসি বেরোল রিকের। ভুলে গেছে ভাঙা পাঁজরের ব্যথা। 'জন? মানে জনি? তো শালা তুই পায়খানা আর পেচ্ছাবখানা?'

'এ লোকই খুন করবে তোমাকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জন।

'তো কাপুরুষের মত গুলি করবি তুই, শালা? নাকি তোর দোস্ত রানার চেয়ে সাহস বেশি তোর?'

'কুত্তা যেভাবে মারে তেমনি গুলি করে মারব তোমাকে।'

মাথা নাড়ল রিক। 'তা করবি না তুই। গুলিই যদি করতি, তো সেটা করতি আগেই।'

'আগে গুলি করিনি মানেই এখন করব না এমন নয়।'

'তো কর্? খামোকা বিরক্ত করছিস কেন?'

'তার আগে লাথিয়ে তোমার পাছা ফাটিয়ে দেব, জঙ্গলের ভালুক কোথাকার,' নরম সুরে বলল জন।

হাসির দমকে ঝড়ে পড়া বাঁশ পাতার মত কাঁপল রিক বেগুার। বক্সিং গ্লাভসের সমান আকারের হাত তুলে মুখ থেকে সরাল ধুলোবালি। দেখছে জনকে। সামনের লোকটার মাথা বড়জোর ছুঁই-ছুঁই করবে তার কাঁধ। 'তোর মত পুঁচকে ছুঁচো ভাবছে আমার সঙ্গে লড়ে জিতবে?'

ধোঁয়া থেকে ছুটে এল কালো লোকটা, হাতে অ্যাসল্ট

রাইফেল। ঝট্ করে ওটা তাক করল রিকের বুক লক্ষ্য করে।

'তোর মত আরও কয়টা তেলাপোকা আছে?' জানতে চাইল রিক।

পরস্পরের দিকে তাকাল জন ও বাড।

'এই নির্বোধকে নিজে শায়েস্তা করতে চায় রানা,' বলল জন।

ঠোঁট বাঁকিয়ে ফেলল বাড। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'দরকার কী, আমরাই শেষ করে দিই ঘেয়ো কুত্তাটাকে।'

'পিটিয়ে মারাই ভাল,' মন্তব্য করল জন।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ তুলল রিক। 'পারলে তোরা দুটো মিলে চেষ্টা করে দ্যাখ্! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেছি!'

বন্দুক দিয়ে জ্বলন্ত বাড়ি দেখাল জন। 'ওদিকে হাঁটো।'

'কাপুরুষের মত পিঠে গুলি করবে, নাকি?'

'তা করব না, তবে যখন পিটিয়ে আধমরা করব, হাসতে চাই তোমার মুখের ওপর।'

আগুনে পোড়া বাড়ির দিকে পা বাড়াল রিক।

ঠাণ্ডা মাথার খুনি নয় জন বা বাড। আত্মসম্মানটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সুযোগ পেলে প্রথম সুযোগে ওদেরকে গুলি করত রিক। ভাবছে, দুই গাধা যখন গুলি করেনি, এ সুযোগে হয়তো এদেরকে শেষ করে দিতে পারবে সে।

মাত্র তিন কদম হেঁটেই হঠাৎ উবু হলো রিক। গুলি এল না তার দিকে। কাজেই ঝট করে সোজা হয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে। আগেই দু'হাতে তুলে নিয়েছে লোগান টার্সনের পোড়া লাশ। ওটা ছুঁড়ল বাডের দিকে। টার্সন যখন জীবিত ছিল, তাকে মানুষ বলেই গণ্য করত না রিক, কিন্তু সে মরে যাওয়ায় আগের চেয়ে হয়ে উঠেছে কাজের। পোড়া লাশ

সরাসরি উড়ে আসছে দেখে বিস্ফারিত চোখে পিছিয়ে গেল বাড। ভুলে গেছে গুলি করতে। তার দিকে তেড়ে না গিয়ে জনের দিকে ছুটল রিক।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়েছে জন। পোড়া লাশ নিয়ে মনে নেই দুশ্চিন্তা। বন্দুকের কাঠের বাঁট তুলে ছুটন্ত রিকের চোয়ালে বেদম জোরে গুঁতো দিল ও।

রিকের মনে হলো চোয়ালে বয়ে গেল হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ। কিন্তু তরুণ বয়সে এর চেয়েও বেশি ব্যথা সহ্য করেছে সে। জনের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে বন্দুক নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। চোখের কোণে দেখল, পোড়া লোগানের লাশ টপকে আসছে কালো লোকটা। তাক করছে রাইফেল। কিন্তু গুলি করতে পারবে না সে। নইলে এক পশলা গুলির বেশ ক'টা বিঁধবে বন্ধুর গায়ে। কালো লোকটাকে পাত্তা দিল না রিক, ঝড়ের বেগে ঘুষি চালাল জনের মুখে।

নিচু হয়ে পিছিয়ে হাতুড়ির মত ঘুষিটা এড়িয়ে গেল জন। দেহ ঘুরিয়ে কনুইয়ের গুঁতো লাগাল রিকের পাঁজরে।

জাপানি শালার শয়তানি কায়দা, ভাবল দানব। কপাল ভাল সুস্থ হাড়ে পড়েছে ওই মার। নইলে ভাঙা হাড় ঢুকত ফুসফুসে। বলতে গেলে ব্যথাই পায়নি সে। প্রচণ্ড জোরে কনুই নামাল খাটো লোকটার মাথার তালুর ওপর।

গুঙিয়ে উঠলেও রিকের কোমর জড়িয়ে ধরল জন। বন্ধুর মহাবিপদে ছুটে এল বাড। রাইফেল তুলেছে গদার মত করে।

কুঁজো হয়ে জনকে জড়িয়ে ধরে ওপরে তুলে বাডের দিকে ঘোরাল রিক। কিন্তু আগেই তার কাঁধে নেমেছে অ্যাসল্ট রাইফেলের বাঁট। যন্ত্রণা পাত্তা না দিয়ে জনকে ক্রিকেট ব্যাটের মত ব্যবহার করে বাডকে ছিটকে ফেলল রিক। দু'হাতে তুলল জনকে, পরক্ষণে গায়ের জোরে আছাড় দিল জমিতে। ভেবেছিল পাথরে লেগে চুরমার হবে জাপানির

খুলি। কিন্তু দানবের মতলব বুঝে শেষ মুহূর্তে মাটির দিকে কাঁধ ঘুরিয়ে নিয়েছে জন, ফলে এড়িয়ে গেছে প্রচণ্ড পতন। সাধারণ কেউ চিরকালের জন্যে পঙ্গু হতো, কিন্তু ওর সারাশরীরে বেতের মত পেশি। জুডোর কায়দায় ফল ব্রেক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। তবে বুঝে গেল, দানবের কাছে ও নিজে প্রায় শিশুর মতই অসহায়।

হাত থেকে জনকে পুরোপুরি ছাড়েনি রিক, দুই কদম সামনে এগিয়ে অবিশ্বাস্য শক্তি ব্যয় করে আবারও তুলে নিল মাথার ওপরে। পরের আছাড়ে শেষ করবে খেলা। মাথা নিচু, পা আকাশে, ব্যথায় প্রায় অবশ জন, পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়লে চুরমার হবে খুলি।

জাপানির শরীরের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েও খুব দ্রুত সামলে নিয়েছে কালো লোকটা, দেখল রিক।

দানবের খপ্পর থেকে জনকে ছোটাতে চাইলে হাত থেকে ফেলতে হবে রাইফেল। তাই করল বাড। পরপর ক'টা ঘুষি বসিয়ে দিল রিকের নাকে-মুখে। বেশিরভাগ পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা লজ্জা পাবে ওর হাতের দ্রুতগতি দেখে। তৃতীয় ঘুষিতে ঠাস্ করে ফাটল রিকের নিচের চোয়াল। গর্জন ছেড়েই বাডের দিকে ঘুরল দানব। ব্যথায় সরু হয়ে গেছে চোখ।

সামনে বেড়ে জনকে রিকের দিকে ঠেলল বাড। বন্ধুকে আবারও ব্যবহার করতে দেবে না ব্যাটের মত করে। রিকের দু'পায়ের মাঝে ঝুলছে জন, টেনে অণ্ডকোষ ছিঁড়তে চাইল।

কিছুই পাত্তা দিচ্ছে না রিক। দু'হাত থেকে ছেড়ে ধাক্কা দিয়ে জনকে ফেলল বাডের ওপর। ভীষণ ঠেলা খেয়ে ভাঙা পুতুলের মত হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল সাহসী দুই লড়াকু। বন্ধুর গা থেকে সরে গড়ান দিয়ে চিত হলো জন। পাশেই বাড। ওরা পড়ে আছে ধুলোর ভেতর।

দু'যোদ্ধার পায়ের কাছে থামল রিক। পেছনে আগুনের

তীব্র হলকা, দাউদাউ করে জ্বলছে বাড়ি। কর্কশ স্বরে বলল দানব, 'এবার লাথি মেরে ফাটিয়ে দেব তোদের পেট। নরকে যাবি তোরা!'

পাশের বাড়িটার কোনা ঘুরে ছুটে গেছে ন্যাশ ময়নিহান। কোনও উদ্দেশ্য আছে তার। একবারও পিছু ফিরে চায়নি। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তাকে গুলি করতে পারত রানা। কিন্তু মাথায় জেদ চেপে গেছে, মুখোমুখি হবে। দেখবে কতবড় টপ টেরর সে!

পিছু নিল রানা। ঘুরে চলে গেল বাড়িটার ওদিকে। পেরোল গবাদি পশুর খামার। বাঁক নিল টিনের ছাউনির দিকে। ময়নিহানের চেয়ে ওর গতি বেশি। দূরে দেখল ছাউনির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটা।

খালিহাতে আবছা আলোর ওখানে ঢোকার আগে কোমর থেকে ওয়ালথার নিয়ে স্লাইড টানল রানা। ট্রিগারে আঙুল না ছুঁইয়ে তর্জনী রাখল ট্রিগার গার্ডের ওপর। গুলি করবে না বাধ্য না হলে।

জখম হয়েছে ময়নিহানের ডান বাহু। তবে গলা কাটতে পারবে ক্ষুর ব্যবহার করে। আরও সতর্ক হলো রানা। দরজা দিয়ে ঢুকেই সেঁটে গেল পাশের দেয়ালে। পিস্তল হাতে দেখছে চারপাশ।

ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। নাক কুঁচকে গেল পচা রক্তের দুর্গন্ধে। চোখ সয়ে যেতেই দেখল একটু দূরে ছাত থেকে দুলছে লোহার শেকল ও ঝাড়বাতির মত হুক। মৃদু ঠং-ঠং আওয়াজ তুলছে ওগুলো। ওই যে ছুটন্ত পদশব্দ! তবে কোথাও দেখা গেল না ময়নিহানকে। অবশ্য বেশি দূরে নেই সে। ডানে বেশি দুলছে শেকল। ওদিক দিয়ে গেছে লোকটা। নিঃশব্দে পিছু নিল রানা। নাকে লাগল নাড়িভুঁড়ি ও পচে যাওয়া মাংসের ভয়ানক কুবাস। মনটা চাইল, ঘুরেই

ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাবে। তাতে বাঁচবে নাক। ডানে নড়ছে আরও কিছু শেকল। ওদিকে চলল রানা। টিনের দেয়ালের অনেকটা ওপরে সরু জানালা। আলো আসবে বলে নয়, বাতাস চলাচলের জন্যে। ওই পথে ঢুকছে রূপকথার দানবীয় সাপের মত ধূম্রজাল। তাতে পড়ছে রোদের সোনালি আলো।

সামনে কোথাও থেকে এল ধাতব আওয়াজ। খোলা হয়েছে কোনও দরজার ছিটকিনি। পালিয়ে যেতে চাইছে ন্যাশ ময়নিহান। ওদিকে ছুটল রানা।

একটু দূরেই আয়তাকার রুপালি বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোল্ড রুম। ওখানে গিয়ে ঢুকেছে ময়নিহান? লুকাতে চায় রানার কাছ থেকে?

ওয়ালথার হাতে দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা।

ছিটকিনি খোলা।

কান পাতল লোহার কবাটে। ওদিকে কোনও আওয়াজ নেই। ভেতরটা বোধহয় ভ্যাকিউম করা সাউণ্ডপ্রুফ রুম। ময়নিহান ওখানে আছে কি না জানতে হলে ঢুকতে হবে রানাকে, এ ছাড়া উপায় নেই।

দরজা খুলতে গেলে ভেতরের প্রেশারের জন্যে রাবারের সিল তুলবে 'সুপ্স্' ধরনের শব্দ, কিন্তু ঠেলতেই নীরবে সামান্য খুলল কবাট। রানা বুঝে গেল, একটু আগে খোলা হয়েছে এ দরজা, অথবা বিদ্যুৎ নেই রেফ্রিজারেটেড ঘরে। ওর মনে হলো, দুটো ধারণাই ঠিক। টান দিয়ে দরজা খুলে তাকাল ভেতরের অন্ধকারে। হাতে ওয়ালথার। বিপদ এলে গুলি করবে। আবারও নাক কুঁচকে গেল তাজা রক্তের জঘন্য গন্ধে।

অন্ধকার থেকে ছুটে এল কে যেন!

ময়নিহানকে চরম শাস্তি দেবে রানা। ঝুঁকি না নিয়ে প্রায় ছুটন্ত প্রেতাত্মার মত ছায়া লক্ষ্য করে গুলি পাঠাল ও।

একমুহূর্ত পর বুঝল, ওটা ন্যাশ ময়নিহান নয়। হাত বা পা নেই। মস্ত হুক থেকে ঝুলছে আস্ত একটা লাশের বুক ও পেট। রানা বুঝে গেল, সম্প্রতি এখান থেকে ঘুরে গেছে ময়নিহান। ক্ষুর দিয়ে গলা ফাঁক করেছে হাত-পা কাটা লাশটার।

এসব বুঝতে মাত্র দু'সেকেণ্ড ব্যয় করেছে রানা, কিন্তু গভীর ছায়া থেকে ছুটে এল ময়নিহান। ডানহাতে ওর প্রিয় ক্ষুর। কিন্তু ওদিকে মন দিল না রানা। লোকটার বামহাতে কসাইয়ের কাঠের হ্যাণ্ডেলে চকচক করছে স্টিলের তীক্ষ্ণ হুক, দৈর্ঘ্যে অন্তত একফুট। পৈতৃক প্রাণ বাঁচাতে একলাফে ঘর থেকে বেরোল রানা।

'দ্যাখ্ কীভাবে মরবি!' ওর মাথা লক্ষ্য করে সাঁই করে হুক চালাল ময়নিহান।

এবার গর্দান থেকে বলের মত ছিটকে যাবে রানার মাথা। তবে শেষ সময়ে ওয়ালথারের নল দিয়ে খটাং করে হুকটাকে ঠেকিয়ে দিল ও। বুঝে গেছে, পড়েছে সত্যিকারের নরকের পিশাচের খপ্পরে। আবারও মাথা লক্ষ্য করে হুক চালাল ময়নিহান। অন্যহাতে ক্ষুরের টান দিল রানার পেট লক্ষ্য করে।

পিস্তল দিয়ে হুক ঠেকিয়ে দিলেও বিসিআই এজেন্টের জ্যাকেট বা শার্ট ঠেকাতে পারল না ক্ষুরের ফলা! পেট চিরতেই ছিটকে পিছাল রানা। বুঝল, খুব গভীর নয় জখমটা। অন্তত পায়ের কাছে ঝুলছে না নাড়িভুঁড়ি।

ময়নিহানকে এড়াতে অন্যদিকে সরল রানা। কাঁধে লাগল লোহার শেকল। পিঠে ধুম করে গুঁতো দিল স্টিলের স্টক-পেন। বামে এক গজ দূরে শিকের দেয়াল। কোণঠাসা করতে পেরেছে ময়নিহান, এবার খতম করবে ওকে।

বাঁদরকে হার মানিয়ে শিক টপকে হাঁটু সমান গোবরে নেমে পড়ল রানা। লোহার শিকে লেগে কমলা স্ফুলিঙ্গ তুলল

হুক। লোকটার দিকে ওয়ালথার তাক করেও পিছাতে শুরু করেছে রানা। তাতে খেপে গিয়ে শিকের দেয়াল টপকে রানার দিকে চলে এল টপ টেরর। ক'মুহূর্ত আগে ওখানেই ছিল রানা।

সামনে বেড়ে রানার নাকের কাছে আবার রুপালি ঝিলিক তুলল ময়নিহান। একপাশে সরে লোকটার মাথায় পিস্তলের নল নামাতে চাইল রানা। কিন্তু পিছিয়ে গেছে টপ টেরর। গোবরে রানা পিছলে যেতেই শুনল ময়নিহানের খুশির চিৎকার। হুক তুলে লাফিয়ে এল লোকটা। গেঁথে ফেলবে রানার গলা। আত্মরক্ষা করতে ঝট্ করে ওয়ালথার তাক করল রানা, কিন্তু ট্রিগার গার্ডে বেধে গেল হুকের ডগা। টান খেয়ে ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা।

আগেই উচিত ছিল গুলি করা, হতাশ হয়ে ভাবল রানা। পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছে তাল। ময়নিহান মাথার ওপর তুলেছে হুক, এবার গাঁথবে ওর খুলিতে লোহার তীক্ষ্ণ ডগা। পিছিয়ে মেঝে থেকে কাঁচা গোবর তুলে শত্রুর মুখে ছুঁড়ল রানা। মার খাওয়া নেড়ি কুত্তার মত কেঁউ করে উঠল ময়নিহান। পচা গোবরের গুণে ভীষণ জ্বলে উঠেছে চোখ। সোজা হয়েই গায়ের পুরো জোর খাটিয়ে তার পেটে লাথি ঝাড়ল রানা। ছিটকে পিছিয়ে শিকের দেয়ালে পড়ল ময়নিহান। রাগ ও ক্ষোভে গর্জন ছাড়ল খেপা ষাঁড়ের মত। দু'হাতে চরকির মত চালাল হুক ও ক্ষুর। তার বাহুর ক্ষত থেকে ছিটকে রানার মুখে পড়ল রক্ত। আবারও দুই অস্ত্র চালাল ময়নিহান। তবে এবার হুক এড়িয়ে তার কাছে পৌঁছে গেল রানা। ওর বুটের হিল পড়ল ময়নিহানের হাঁটুর বাটিতে। 'পটাক্' আওয়াজে খুলে গেল মালাইচাকি। প্রচণ্ড ব্যথায় থরথর করে কেঁপে পেছাল লোকটা। সামনে বেড়ে সরাসরি তার নাকে হাতের তালু চালাল রানা। আবছা আলোয় দেখল, প্রায় উল্টে গেছে শত্রুর চোখ। প্রায়

অচেতন হলেও আবার হুক চালাল ময়নিহান। মারাত্মকভাবে আহত হবে বুঝেও ডানহাত সামনে বাড়াল রানা। কপাল ভাল, বাহুতে ঠাস্ করে হুকের তীক্ষ্ণ ডগার বদলে নামল মাঝের অংশ। ব্যথা পেলেও বাহু দিয়ে শিকের দেয়ালে হুক চেপে ধরল রানা। পরক্ষণে গায়ের জোরে হুক ঠেলল ময়নিহানের বুকে। টলমল করছে লোকটা। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে ভাঙা নাক থেকে। সামনে বেড়ে রক্তঝরা নাকে এবার ঘুষি চালাল রানা। একইসময়ে খপ করে ধরেছে ময়নিহানের ডানহাতের ক্ষুর ধরা মুঠো।

যেন যৌন মিলনে ব্যস্ত, ফোঁসফোঁস শ্বাস ফেলছে ওরা। আগে কথা বলে উঠল রানা, 'আর কখনও কাউকে ব্যথা দিতে পারবে না।'

'আমি... শালা... তোর চেয়ে...'

'এটা তোমার ভুল ধারণা।'

ময়নিহানের জখমি হাতে প্রায় কোনও শক্তিই নেই।

ক্ষুর ধরা হাতটা তুলে সহজেই তার গলায় পোচ বসাল রানা। দ্বিতীয় মুখের মত ফাঁক হলো কণ্ঠনালীর ক্ষত। থরথর করে কাঁপছে শিরা ও ধমনী। পরক্ষণে গলগল করে বেরোল রক্তের স্রোত। উল্টে গেল ন্যাশ ময়নিহানের অক্ষিগোলক। ধড়াস্ করে মেঝেতে পড়ল লোকটা। টান খেয়ে রানার বাহুর তলা থেকে বেরোল হুক। ছোট একটা ফুটো তৈরি হলো ওর জ্যাকেটে। হুকের ডগা চলে যাওয়ার আগে নিয়ে গেছে পেশির সামান্য মাংস। তাতে আপত্তি নেই রানার।

জবাই করা গরুর মত ক'বার পা ছুঁড়ে থরথর করে কাঁপল ন্যাশ ময়নিহান, তারপর থেমে গেল। ওদিকে চেয়ে নেই রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। পা বাড়িয়ে দশফুট দূরে পেল গোবরমাখা ওয়ালথার। ওটা পরিষ্কার করল ন্যাশ ময়নিহানের শার্টের কাঁধে। অস্ত্র কাজ করবে, না

জ্যাম হবে, বোঝার উপায় নেই। কোমরে ওয়ালথার গুঁজে অন্য কোনও অস্ত্র খুঁজতে লাগল রানা।

তখনই শুনল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। থরথর করে কাঁপল কসাইখানার ভিত্তি। হাজারখানেক ঘণ্টির মত জোরালো ঝনঝন আওয়াজ তুলল অসংখ্য শেকল।

কসাইখানার দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

দেখল, বাইরে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রিক বেণ্ডার। তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় না করলে শেষ হবে না এই লড়াই।

চুয়াল্লিশ

র‍্যাঞ্চ হাউস ও পাশের কাঠের বাড়িটা গিলে নিয়েছে লেলিহান লাল আগুন। একটু আগে তৃতীয় বাড়িটা চাটতে শুরু করেছে আগুনের শিখা। ওখানেই আছে ময়নিহানের বিধ্বস্ত কপ্টার ও চুরমার হওয়া গাড়িদুটো। ওই আস্তানার ভেতর রয়েছে প্রচুর ফিউয়েল। মাটি থেকে এম সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে নেবে রিক বেণ্ডার, এমনসময় পারমাণবিক বোমার মত ফাটল ওই বাড়িটা।

দানবটাকে কাঁপিয়ে দিল প্রচণ্ড উত্তাপের দমকা হাওয়া। জোর টান দিয়ে খুলতে চাইল গায়ের পোশাক। রিকের মনে হলো আগুন ধরে গেছে দেহে। প্রাথমিক বিস্ফোরণের ধাক্কা বিদায় নেয়ায় দেখল, এখনও দাঁড়িয়ে আছে সে। জায়গায় জায়গায় হাত-পায়ের ত্বক পুড়লেও বেঁচে আছে বহাল

তবিয়তে। চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে কালো ধোঁয়া। বেদম কাশতে লাগল রিক বেণ্ডার। আর তখনই আকাশ থেকে শিলার মত ঝরঝর করে ঝরল ভাঙাচোরা কাঠের টুকরো। পাশেই পড়ল প্রকাণ্ড ক'টা জ্বলন্ত খুঁটি ও বরগা। রিক ভাবল, ওপরের কেউ খুলে দিচ্ছে সামনের পথ। ওপরের লোকটা অবশ্য নিক নয়, কারণ ওর ছোটভাই আছে ভয়ঙ্কর কোনও নরকে।

ধোঁয়ায় অন্ধ হলেও দ্বিতীয়বারের মত রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল রিক। যেখানে দেখেছে স্টক, ওখানে হাত দিতেই পেল অস্ত্রটা। অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে আগে কখনও গুলি করেনি, কিন্তু কতই বা কঠিন হবে চালানো? কাজ তো সহজ, তাক করে গুলি করে দেয়া, তাই না?

ভাল করেই মনে আছে কোথায় পড়েছে জাপানি শালা আর কেলেভূত। ওদিকে রাইফেল তাক করেই একরাশ গুলি পাঠাল রিক। কর্কশ খ্যাট-খ্যাট শব্দে হাতে লাফিয়ে উঠছে রাইফেল। কয়েক সেকেণ্ডে খালি হলো ম্যাগাযিন।

গুলির জন্যে বাতাস সরেছে বলে তৈরি হয়েছে ফট-ফট আওয়াজ। নতুন শূন্যতা পূরণ করতে ছুটে এল তপ্ত হাওয়া ও ঘন কালো ধোঁয়া। তবে নিচে দেখা গেল পরিষ্কার। যেখানে গুলি করেছে রিক, এখন ওখানে কেউ নেই!

'কুত্তার বাচ্চাগুলো কই?' রেগে গেল রিক। তার দশফুট ডানে দেখল জাপানিটাকে। বামে দশফুট দূরে কেলেভূত। দু'জনের হাতেই এখন পিস্তল। মাযল সরাসরি তাক করেছে রিকের মাথা লক্ষ্য করে।

'গুলি করবি, হারামজাদার বাচ্চারা?' গলা ফাটাল রিক। 'কাপুরুষের বাচ্চা!'

'না, গুলি করব না,' নরম সুরে বলল জন। রিকের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। 'করলে তো এতক্ষণে নরকে পৌঁছে যেতে। আমরা শুধু তোমাকে ব্যস্ত রেখেছি, যাতে

উপস্থিত হতে পারেন মাননীয় অতিথি।'

ঘুরে তাকাল রিক।

ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে আপাদমস্তক রক্তে মাখা মাসুদ রানা। পাথরের মত কঠিন ওর চোখ। মণি যেন কালো বরফের টুকরো। হাতে কসাইয়ের বিশাল হুক।

যে-কেউ ওকে দেখে আতঙ্কিত হবে, কিন্তু চওড়া হাসি হাসল রিক বেণ্ডার।

'ঠিক আছিস তো, রানা?' জানতে চাইল জন।

'ভালই আছি,' থমথমে চেহারায় বলল রানা।

'এত রক্ত কার?' জানতে চাইল বাড।

'ন্যাশ ময়নিহানের।'

'শালার এইড্‌স্ থাকলে তুই মরেছিস,' বিরস সুরে মন্তব্য করল জন।

ওই বিপদের কথাটা ভেবে ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা।

'এবার কাঠের গুঁড়িটাকে গুলি করব?' রিক বেণ্ডারকে দেখাল জন।

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'আমাদের কিছু ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।'

'বাদামি কুত্তাটা আমার ছোটভাইকে খুন করেছে।' হাত থেকে গুলিশূন্য অ্যাসল্ট রাইফেল ফেলে দিল রিক। কড়া চোখে দেখল জন ও বাডকে। যেন ওরা আপত্তি তুললে গায়ে হাত তুলবে অঙ্কের কড়া স্যারের মত। 'ওর জন্যে প্রতিশোধ নেব।'

'আরেকটু হলে আমার ভাইয়ের মত দুই বন্ধুকে খুন করতে যাচ্ছিলে,' বলল রানা, 'কাজেই এসো, আমিও নেব প্রতিশোধ।'

হাতদুটো তুলে রানাকে ডাকল রিক।

মুখোমুখি হবে, কথা দিয়েছে রানা, কিন্তু এ কথা দেয়নি যে দানবের সঙ্গে লড়বে খালিহাতে। হুক উঁচু করে এগোল

ও। ওটার কারণে সমান হয়েছে ওদের দু'জনের হাতের দৈর্ঘ্য। ময়নিহান যেভাবে রানাকে গাঁথতে চেয়েছে, সেভাবে রিককে গাঁথার ইচ্ছে নেই ওর। কাছাকাছি পৌঁছে দানবের মাথা লক্ষ্য করে হুক ছুঁড়ল রানা।

মাথা নিচু করল রিক। তার মাথার ওপর দিয়ে গেল হুক। এ-ই চেয়েছে রানা। দানব সোজা হওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠল ও। ওর হাঁটু সরাসরি লাগল রিকের মুখে। এমনিতে মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়ত রানা, কিন্তু এতবড় দৈত্যের বিরুদ্ধে কৌশল না খাটালে খুন হবে কয়েক মুহূর্তে। ওর শরীরের পুরো ওজন নিয়ে হাঁটু গিয়ে লেগেছে রিকের চিবুকে। খট্টাস্ শব্দে বন্ধ হয়েছে মুখ। ছিটকে পিছিয়ে গেছে দৈত্য। সে তাল সামলে নেয়ার আগেই সামনে বেড়ে গলা লক্ষ্য করে ঘুষি ছুঁড়ল রানা। দ্বিতীয় ঘুষি লাগল রিকের অণ্ডকোষের ওপর।

শরীর ঘুরিয়ে অন্ধের মত পাল্টা ঘুষি ছুঁড়ল রিক বাতাসে, তবে ওর আওতার বাইরে সরে গেছে রানা। পরক্ষণে সামনে বেড়ে আবারও ঘুষি বসাল দানবের গলায়। ওটা যেন চামড়ার ড্রাম। রিকের উল্টো হাতের চড় পড়ল রানার বুকে। তাতে ওর মনে হলো, ও সামান্য মাছি, চাপড় মেরে ওকে উড়িয়ে দিচ্ছে কিংকং। পিছিয়ে বুক ভরে বাতাস নিল রানা। গোপনাঙ্গের ব্যথায় খুঁড়িয়ে হাঁটলেও চরম খেপে গেছে রিক মার খেয়ে, রেলগাড়ির মত তেড়ে এল সে। পেয়েও গেল রানাকে নাগালে।

রিকের প্রচণ্ড ঘুষি এড়িয়ে গেল রানা। একপাশ থেকে ঘুষি মারল দানবের পাঁজরে। বুঝে গেল, দৈত্যের দেহের ভিতর আছে পুরনো ক্ষত। ব্যথা পাত্তা না দিয়ে ঘুরেই রানার পেট লক্ষ্য করে প্রচণ্ড লাথি ঝাড়ল দানব। ওটা উটের পেছন পায়ের লাথির মত, লাগলে নাড়িভুঁড়ি ফেটে মরত রানা। শেষমুহূর্তে সরে গেছে ঝট্ করে। আকাশে উঠছে রিকের

বুট। একপাশ থেকে তার উরুর নার্ভ জয়েন্টে পড়ল রানার কনুইয়ের বেমক্কা গুঁতো। গভীরভাবে মাংসে গেঁথেছে চোখা হাড্ডি। টলমল করে পিছিয়ে গেল রিক। আগের চেয়ে বেশি খোঁড়াচ্ছে।

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতমুখ খিঁচাল দানব। চাপড় মেরে কাটাতে চাইল উরুর অবশভাব।

গালি খেয়েও খেপল না রানা, সামনে বেড়েই ডানহাতি ঘুষি বসাল রিকের পেটে। পরক্ষণে আবার বামহাতি ঘুষি পাঁজরে। একহাতে দানবের কনুই আটকে অন্যহাতে ঘুষি মারল তার ঘাড়ে। সাধারণ কেউ ক্যারোটিড সাইনাসে চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে ধুপ্ করে মাটিতে পড়ত, কিন্তু ঘাড়ে রিকের চাকা চাকা মাংসের তাল। গলায় ঘুষি মারতে ডানহাত তুলল রানা। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দেয়ায় দানবের আঙুলে বেধে গেল ওর জ্যাকেট। পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে ওকে কাছে নিল সে। রাগ ও পরিশ্রমে দানবের মুখ থেকে বেরোচ্ছে সাদা ফেনা। নাক-মুখ না কামড়ে দেয় পশুটা, ভাবল রানা। প্রাণের ভয়ে পর পর তিনবার প্রচণ্ড জোরে কপাল ঠুকল তার নাক-মুখে। নিজেই দেখল চোখে অজস্র লাল-নীল নক্ষত্র। তারই ফাঁকে ডানহাতে ঘুষি মারল। রক্তাক্ত ক্ষতে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠেছে রিক। কিন্তু শক্তি তার ভালুকের মত। রানাকে জাপ্টে ধরে বুকে নিয়ে ভয়ঙ্কর চাপ দিল। ব্যথায় কাতরে উঠবে না ভেবেও ওর কণ্ঠ চিরে বেরোল চাপা গোঙানি। যেন কার ক্রাশারে ভাঙা হচ্ছে ওর পাঁজর! বুঝে গেল, হাড়গোড় ভেঙে ঢুকবে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে। কানের মধ্যে দপদপ করছে রক্তের স্রোত।

'রানা...' দূর থেকে এল জনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

রানা জানে, ছুটে আসবে বন্ধুরা। তাই চিৎকার করে বলল, 'না, জন, বাড! এই লড়াইটা আমার আর ওর!'

আগে এত ভয়ঙ্কর কারও বিরুদ্ধে লড়েনি রানা। মুখ

গুঁজে আছে দানবের বুকে। মুক্ত ডানহাত রয়ে গেছে ওপরে। দেরি না করে মুঠো করে চেপে ধরল শত্রুর শিঙাড়ার সমান নাক। পরক্ষণে গায়ের জোরে ছিঁড়তে চাইল ওটা। ঝরঝর করে ওর হাতে পড়ল উষ্ণ রক্তের স্রোত। বিকট আর্তনাদ ছেড়ে ছিটকে রানাকে ফেলে পিছিয়ে গেল দানব। রানার মুঠোয় এখন তার অর্ধেক ছেঁড়া নাক।

মাটিতে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছে রানা। কিন্তু হাঁফ ফেলার উপায় নেই।

'বাদামি শুয়োরের বাচ্চা...' গর্জন ছাড়ল রিক। দৌড়ে এল রকেট গতি তুলে। লাথি বসাতে গেল রানার কোমরে। কিন্তু একপাশে ঝাঁপিয়ে মাটিতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিল রানা। একটু দূরেই বিস্ফোরিত হলো ছাউনির জ্বলন্ত এক বরগা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওটা টপকে গেল ও। পেছন পেছন তেড়ে আসছে দানব। থমকে তুলে নিল ধোঁয়া ও আগুন ভরা বরগা। ওটার ওজন দু'শ পাউণ্ডের চেয়েও বেশি। ছুঁড়ল অমানুষিক জোরে। লাফিয়ে সরে গেল রানা। বরগা মাটিতে আছড়ে পড়তেই গায়ে এসে লাগল আগুনের ফুলকি। পিছিয়ে গেল রানা। পায়ে পড়েছে এক টুকরো অঙ্গার।

চেঁচিয়ে কী যেন বলছে জন ও বাড।

পা থেকে অঙ্গার ঝেড়ে পাল্টা হাঁক ছাড়ল রানা, 'গুলি করবি না!'

অন্য কারণে সতর্ক করছে ওরা। র‍্যাঞ্চ হাউসের আগুনের খুব কাছে পৌঁছে গেছে রানা। একই কথা খাটে রিক বেণ্ডারের ক্ষেত্রেও। ওরা দু'জনই ভাসছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোতে। দানবের ছেঁড়া নাক থেকে লাল ঝর্নার মত ঝরছে রক্ত। তেড়ে গেল রানাকে লক্ষ্য করে। দু'হাত তুলেছে গলা টিপে ধরবে বলে। উঁচু করা দু'হাতের তলা দিয়ে তার বুকের কাছে পৌঁছে গেল রানা। পরক্ষণে

গায়ের জোরে ডানহাতি ঘুষি বসাল রিকের ভাঙা পাঁজরের হাড়ের ওপর। কট্টাস্ করে আওয়াজ্ শুনল ও। পরমুহূর্তে একটা হাত ধরে গায়ের জোরে হিপ-থ্রো করল দৈত্যকে।

ধড়াস করে মাটিতে পড়ল পাহাড়। করুণ অথচ বিকট চিৎকার ছাড়ল ও। দু'হাতে চেপে ধরল বুক। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। হঠাৎ ঠোঁটের কশ বেয়ে নামল রক্ত ও বুদ্বুদ। কর্কশ স্বরে বলল: 'নিক! নিক! আমাকে মারছে লোকটা! তুই কই!' করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। বারকয়েক পা নেড়ে থেমে গেল নিথর হয়ে।

আগুনের শোঁ-শোঁ ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

ঘুরে তাকাল রানা।

অবিশ্বাস নিয়ে ওকে দেখছে জন ও বাড। 'পারলি তুই!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল জন।

'এবার লাশ ফেলতে হবে আগুনে,' বলল বাড। 'তা হলে থাকবে না কোনও প্রমাণ।'

'যুক্তিবাদী কাকে বলে,' বলল জন।

ওরা সরে গেল আগুনের হলকা থেকে। দাউদাউ করে জ্বলছে র‍্যাঞ্চের প্রায় প্রতিটি বাড়ি। রানা দেখল, একটু দূরে আধপোড়া এক লাশ। ওটা লোগান টার্সনের। তার জন্যে কোনও করুণা এল না ওর মনে। বলেছিল খুন করবে না, করেনি। শুধু পথ দেখিয়ে দিয়েছে যেতে হবে কোন্ পথে।

'রিক বেগুারেই শেষ, নাকি আরও কেউ আছে?' জানতে চাইল জন।

'র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনে শেষ করেছি একটাকে,' বলল বাড। 'মাঠে আরেকজন। তার রাইফেলটা নিয়েছি।'

'ছোরা দিয়ে খতম করেছি একজনকে, তা ছাড়া গুলি করেছি শুধু দেয়ালের দিকে,' বলল জন।

চওড়া হাসল বাড। 'তুই দেয়ালের বদলে কাউকে গুলি করলে ভাবছিস লাগাতে পারতি?'

‘কেন আমিই না নরম করলাম বেণ্ডারকে রানার জন্যে?’ প্রতিবাদ করল জন।

‘কথা ঠিক, কিন্তু ব্যাটার রক্ত প্রথম বের করল কে?’ বুক ঠুকল বাড।

হালকা সুরে বললেও ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উঠে এসেছে ওরা। মরত যে-কোনও সময়ে। এই র‍্যাঞ্চে এখন রয়েছে বেশকিছু লাশ। কারা মারা গেছে, সরজমিনে দেখল ওরা। আরও ফিউয়েল ঢেলে জড় করে লাশ ফেলল আগুনে। কাজ শেষে দূরের টিউব ওয়েল থেকে পানি তুলে হলো পরিচ্ছন্ন। ময়নিহানের এক কর্মচারীর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চ থেকে। ডালাসে যাওয়ার পথে নদীর সেতু থেকে ফেলল ওদের অস্ত্র। গাড়িটা পুড়ল নির্জন এক পার্কিংলটে। হেঁটে চলল ওরা ডিএফডাব্লিউ এয়ারপোর্টের দিকে।

ন্যাশ ময়নিহান বা তার লোকদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। পাহাড়ে নিনার বাড়িতে যারা মারা গেছে, প্রত্যেকে পুড়েছে আগুনে। রেস্টুরেন্টে জাজ, শেরিফ ও সিঁড়িতে লোকটার খুনের জন্যে বোধহয় দায়ী করা হবে রিক বেণ্ডারকে। ধরে নেয়া হবে নিজের ছোটভাইকেও খুন করেছে গ্যারাজে। শুধু তা-ই নয়, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ময়নিহানের র‍্যাঞ্চের প্রতিটি বাড়ি ও ছাউনিতে। কিন্তু কেউ খুঁজে পাবে না তাকে। ময়নিহান উধাও হওয়ায় ডালাস দখল করতে পাগল হয়ে মারামারি শুরু করবে আণ্ডারওঅর্ল্ডের ক্রিমিনাল দলগুলো।

এসবই ভেবেছে রানা। ওর জানা নেই শুরুতে ক’জন ছিল ময়নিহানের সঙ্গে। তবে একজন যে র‍্যাঞ্চে নেই, তা বুঝে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ও। জন ও বাডের উদ্দেশে বলল, ‘আমরা ন্যাশ ময়নিহানের হাত থেকে জুডি ও নিনাকে ছুটিয়ে নেয়ার সময় এক মহিলা ছিল। তোরা দেখেছিস তার

লাশ?'

'আমি দেখিনি,' বলল বাড।

কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'কাউকে গুলি লাগাতে পারিনি।'

পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। 'তার মানে, ভুল না হয়ে থাকলে সে গেছে টাম্পায় জুডি আর নিনাকে খুন করতে।'

পঁয়তাল্লিশ

মাত্র কিছু দিন হলো টাম্পা শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় খোলা হয়েছে রানা ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস। জন ও বাড ছাড়া অন্য কাউকে এখনও নিয়োগ দেয়া হয়নি এই শাখার জন্যে। পুরো গুছিয়ে নেয়া হয়নি দুই কামরার অফিস। বাইরের ঘরটায় খাঁ-খাঁ করছে চার সাদা দেয়াল। দরজা দিয়ে ঢুকলেই পনেরো ফুট দূরে মস্ত এক ডেস্ক ও কয়েকটা চেয়ার। বামে আরেকটা দরজা ভেতরের ঘরে যাওয়ার। ওখানেই গত একমাস ধরে বাস করেছে জন হার্বার্ট। প্রায় চৌকির মত সরু খাট, ওয়ার্ড্রোব ছাড়া আসবাবপত্র কিছুই নেই। একপাশে অ্যাটাচ্ড্ বাথরুম।

রানার কথায় ভেতরের ওই ঘরে জুডি ও নিনাকে তুলেছে গিল্টি মিয়া ও হারাধন কই। তাতে একবারের জন্যেও আপত্তি তোলেনি মেয়েদুটো। ঘুম ও খাওয়া ছাড়া বাকি সময় গল্প করে কাটিয়ে দিচ্ছে ওরা। আলাপের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে মাসুদ রানা।

আপাতত খাটে কাত হয়ে ঘুমিয়ে আছে নিনা।

রানার কথাই ভাবছে জুডি।

আর যোগাযোগ করল না মানুষটা!

এখনও কি লড়ছে ন্যাশ ময়নিহানের লোকদের বিরুদ্ধে?

হয়তো তা-ই!

অথবা হয়েছে ব্যর্থ।

আহত হয়নি তো?

যদি মরে যায়?

নাহ্, তা হতে পারে না!

এ কথা মনে আসতেই দেবে না জুডি!

ময়নিহান বা তার দলের সবাইকে হারিয়ে দেবে রানা।

নিশ্চয়ই পারবে।

ওর মত দায়িত্বশীল কাউকে আগে দেখেনি জুডি। এনওয়াইপিডিতে কাজ করে ও নিজে। শক্ত মনের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু তাদেরও নেই রানার মত যোগ্যতা। অথচ, মানুষটাকে কঠোর মনে হলেও একটু কাছে যেতে পারলে বোঝা যায়, ফুলের মত নরম একটা মন আছে তার। বন্ধুর জন্যে জান দিতেও দ্বিধা নেই। তার চেয়েও বড় কথা, বদলে চায় না কিছুই। কোনও দিক দিয়েই রানার স্বার্থ খুঁজে পাবে না কেউ। জুডিকে বলেছিল সাহায্য করবে নিনাকে খুঁজে বের করতে। সেজন্যে ভয়ঙ্কর সব শত্রু তৈরি হয়েছে ওর, নিতে হয়েছে বিপদ ও মৃত্যুর ঝুঁকি। একবারের জন্যে বলেনি এ কাজের জন্যে ওর কিছু প্রাপ্য হয়— না টাকা, না মন। রানা বলেছে, জুডির বড়ভাই ওর সহযোগী ছিল। কথাটা ঠিক নয়। মাইক ছিল রানার কর্মচারী। কিন্তু বস্ হিসেবে কখনও তাকে কোনও হুকুম দেয়নি রানা। আপন করে নিয়েছিল ভাই বা বন্ধুর মত। এ সংস্থা অন্যসব অফিসের চেয়ে অন্যরকম। সে কারণে কর্মচারীরা যেমন প্রাণ দিতে রাজি থাকে রানার জন্যে, তেমনি রানা নিজেও

তাদের জন্যে মরতে প্রস্তুত। অদ্ভুত মানুষ। কখনও কঠোর, কখনও নরম। বেশিরভাগ সময় নীরব। অথচ, ওর কালো দুই চোখে কত কথা, কীসের অবাক করা এক আকর্ষণ। ওর বিলিয়ে দেয়া স্নেহ ও মায়ায় আটকা পড়ে যায় সবাই। যেমন এই গিল্টি মিয়া। রানার প্রিয় কেউ জুডি, তাই দিন-রাত বাইরের ঘরে বসে পাহারা দিচ্ছে সে। একটু পর পর আধখাপচা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে কিছু লাগবে কি না। প্রাণ দিতেও রাজি নিনা আর ওর জন্যে। আর হারাধন, লজ্জায় কাতর, চোখে অঢেল শ্রদ্ধা। সে-ও বারবার জিজ্ঞেস করে চা করে দেবে কি না।

সচেতন হয়ে উঠল জুডি। বাইরের ঘরে চাপা স্বরে কথা বলছে কেউ। বিছানা ছেড়ে দরজার পাশে পৌঁছে গেল ও। সামান্য ফাঁক করল কবাট।

বাজারে গেছে বলে ওই ঘরে নেই হারাধন কই। রাজকীয় ডেস্কে বসে আছে ছোটখাটো মানুষ গিল্টি মিয়া। যাতে জুডি ও নিনার ঘুম না ভাঙে, তাই নিচু গলায় বলল, 'কাউকে পাবেন না, দিদি। নেই তো কেউ! সবাই কোতায় যেন চলে গেচে!'

মহিলার কাঁধে হাতব্যাগ। মুখের একপাশ দেখে কু ডেকে উঠল জুডির মন। যতই মাথায় হ্যাট থাকুক, কোথাও দেখেছে তাকে। দরজা খুলে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল জুডি।

ওকে দেখেই খোলা ব্যাগ থেকে কী যেন বের করছে মহিলা। এবার মনে পড়ল জুডির, মাত্র দু'বার ময়নিহানের র‍্যাঞ্চে দেখেছে তাকে। প্রথমবার আরেকটু হলে ওকে খুন করত সে। তখন ওর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিল ময়নিহান। পরেরবার দেখেছে জিম্মি বিনিময়ের সময়। ঘুরেই ভেতরের ঘরের দিকে ছুটতে চাইল জুডি। ওখানেই আছে ওর পিস্তল।

কিন্তু মহিলার হাতে কুচকুচে কালো অটোমেটিক পিস্তল দেখেই ধমকে উঠল গিল্টি মিয়াঃ 'খবদ্দার! নড়েচ তো মরেচ!'

ঘুরেই ছোটখাটো মানুষটার দিকে অস্ত্র তাক করল মারি কিটন।

জুডি বুঝে গেল, এবার আর বাঁচবে না ওরা।

ট্রিগার টিপছে মহিলা। মুখে নিষ্প্রাণ হাসি।

সত্যিই গুলি হলো। তবে 'ঠকাস্' শব্দটা কেমন যেন। মারি কিটনের কপালে উঠেছে আলুর মত বড়সড়ো একটা আব। এমনি সময়ে কোত্থেকে ছুটে এসে পিছন থেকে দড়াম করে ওর মাথায় লাঠির বাড়ি লাগিয়ে দিল হারাধন কই। পরক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল মারি কিটন।

লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে ছুটে এল গিল্টি মিয়া, হাতে জুডির দেখা সবচেয়ে বড় পিস্তল। একবার ওকে দেখে নিয়ে মহিলার দিকে মনোযোগ দিল রানার সহযোগী।

'নে, হাত-পাগুনো বেঁদে ফেল্ দিকি, হারু।'

সামনে বেড়ে মেঝে থেকে পিস্তল তুলে নিল জুডি। বুঝে গেল, জ্ঞান হারিয়েছে মহিলা। নাক ডাকছে ঘড়ঘড়ঘোঁ শব্দে।

'এ মরণ-ঘুম ভাঙতে কম করেও দু'ঘণ্টা, বুজলেন, বউদি? আর মাতার ব্যতায় বলবে দশটা ডিসপ্রিন দাও গো, নইলে গেলুম!' রানার সঙ্গে সুন্দরী কাউকে দেখলেই সে মেয়েকে গিল্টি মিয়ার পছন্দ হয়ে যায়, ওর কাছে সে হয়ে ওঠে সম্ভাব্য বউদি। খুঁজে-পেতে মেঝে থেকে মার্বেলটা নিয়ে বুক পকেটে রেখে দিল গিল্টি মিয়া। এতক্ষণে মুখে ফুটল নিষ্পাপ সরল হাসি। 'বুজলেন, বউদি, স্যরকে বলেচি না, কখ্খোনও ফস্কায় না আমার গুলি!'

ভেতরের ঘরে বেজে উঠেছে মোবাইল ফোন। দৌড়ে

গিয়ে বিছানা থেকে ওটা নিয়ে কল রিসিভ করল জুডি। 'হ্যালো, রানা?'

'জুডি, আছ মস্ত বিপদে,' বলল গম্ভীর রানা, 'ময়নিহানের মহিলা-খুনি গেছে তোমাদেরকে খুন করতে। হাতের কাছে রাখো পিস্তল। ...আর গিল্টি মিয়াকে দাও। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে...'

'গিল্টি মিয়া আর হারাধন অজ্ঞান করে ফেলে রেখেছে ওই মহিলাকে,' বলল জুডি, 'কিন্তু বুঝলাম না ওই মার্বেল ভরা পিস্তল পেল কোথা থেকে!'

'পরে বলব, দীর্ঘ কাহিনী,' শ্বাস ফেলল রানা। 'পুলিশ ডাকতে বলো। খুনিকে তুলে দেবে তাদের হাতে।'

'কিন্তু, রানা, পুলিশকে এসবে জড়ালে বেরিয়ে আসবে তোমাদের কথা,' আপত্তি তুলল জুডি। 'অন্য কোনও উপায়...'

'ভেবো না,' বলল রানা, 'যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওয়াণ্টেড লিস্টে ছিল মারি কিটনের ছবি। চেহারা মনে রেখেছে বাড। পরে তাকে দেখেছে র‍্যাঞ্চে। তখনই দেরি না করে খোঁজ নিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে ওই সংস্থার এক এজেণ্টকে খুন করেছে মহিলা। একটু আগে বাড যোগাযোগ করেছে তাদের সঙ্গে। পুলিশ তদন্ত করবে না, মহিলাকে মুঠোয় চায় ডিইএ। তাদের এজেণ্ট খুনের ব্যাপার ছাড়াও তার পেট থেকে বের করবে আরও বহু কথা। নিজ স্বার্থেই ন্যাশ ময়নিহান বা আমাদের কথা চেপে যাবে সে, নইলে পড়বে মস্ত ঝামেলায়। তা ছাড়া, কোথায় আমাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ? পুলিশ বা ডিইএ প্যাঁচাতে চাইলে বলে দেব, ছিলাম পেনস্যাকোলার পুবে রুপালি সাগর-সৈকতে এক বিচ হাউসে। অন্য কিছু প্রমাণ করুক পারলে। ...এবার ফোনটা গিল্টি মিয়ার হাতে দাও।'

জুডির কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে কানে ঠেকাল গিল্টি মিয়া। 'ইয়েস, স্যর, সবাই বেঁচে আচি। ভাববেন না। একোন আর ঘুম ভাঙবে না দুষ্টু মেয়েটার। তবে বুজতে পারচি না একটা কতা। কপালে ঠকাস্ করে দিয়েচি বলে এটা কী কাজ করচে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকচে আর ছ্যার-ছ্যার করে মেজে ভাসিয়ে মুতে... ছিহ্, এভাবে ইয়ে করে ভাল মেয়েরা?' এতক্ষণে ওর খেয়াল হলো স্যরের সঙ্গে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না। জিভ কেটে বলল, 'থুক্কু! কিচু মনে নেবেন না, স্যর।'

হাসি চাপতে খুক-খুক করে কাশল রানা। 'গিল্টি মিয়া, পুলিশ ডেকে তাদের হাতে ওকে তুলে দাও। কর্তৃপক্ষ বিদায় নিলে দেরি না করে সবাইকে নিয়ে চলে যাবে দুই নম্বর সেফহাউসে।'

'জী, স্যর, আপনি হলেন গিয়ে ফেরেস্তা মানুষ, ধরে নিন, ওখেনে পৌঁচে গেচি, আপনার কতা কি ফেলতে পারি? আপনি হলেন গিয়ে...'

'আবার!' রানার ধমক খেয়ে জিভ কাটল ও।

সমযদার রানা বুঝে গেছে, অনেক কথা আছে গিল্টি মিয়ার পেটে, কিন্তু কাজের কথা আর একটাও নেই। সময় নষ্ট না করে কল কেটে দিল ও।

ছেচল্লিশ

সামনেই ফ্লোরিডার উন্মুক্ত সুনীল উপসাগর।

জায়গাটা পেনস্যাকোলার পুবে।

রুপালি সাগর-সৈকতের অর্ধচন্দ্রের মত বাঁক ঘুরে বহু দূরে গেছে সবুজ, গভীর অরণ্য। কিছুক্ষণ হলো জ্বরের ঘোরে মাসুদ রানা দেখছে, সৈকত ধরে হেঁটে আসছে দারুণ রূপসী এক মেয়ে। সামান্য কাত হয়ে শুয়ে তৃতীয়বারের মত তাকাল রানা।

গোবি মরুভূমির মত গলা শুকিয়ে গেল ওর। ভাবছে: সত্যিই টাইম মেশিনে চেপে পিছিয়ে গেছি নাকি? আবারও সব শুরু হবে প্রথম থেকে? নাহ্, এটা বোধহয় আর কেউ। সত্যিই কি ওই অপ্সরার গন্তব্য ওর ভাড়া করা নির্জন, ছোট্ট বিচ হাউস?

আরে! সত্যিই তো মেয়েটা জুডি!

চোখ পিটপিট করে চতুর্থবারের মত তাকাল রানা।

না, এটা কোনও দৃষ্টিভ্রম নয়!

এইমাত্র বালিতে হোঁচট খেয়েছে দেবী! বিড়বিড় করে কী যেন বলল, কিন্তু সাগরের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ও ঝিরঝিরে হাওয়ায় চাপা পড়ল ওর কথা। উঠে এল রানার সান ডেকে। বসে পড়ল পাশে। রানা কিছু বলার আগেই হাত রাখল ওর কপালে। পরক্ষণে বলল, 'এহ্হে, জন হার্বার্ট দেখি ঠিকই বলেছেন। তুমি কেমন ধাঁচের লোক, রানা? ডাক্তার না দেখিয়ে এত জ্বর নিয়ে পড়ে আছ জঙ্গলের মধ্যে?'

'জ্বর কমে গেছে,' আত্মরক্ষা করতে চাইল রানা।

নাক ফোলাল জুডি। 'কচু! ভেতরের ঘরে চলো। শুয়ে পড়বে খাটে।'

'তারপর কী করব?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'জ্বর কমলে...' চোখ টিপল জুডি।

যাক বাবা, প্রথম থেকে শুরু হয়নি সব। টাইম মেশিনে চেপে ফিরতে হবে না ওকে লিটল ফোর্কে! ধীরে সুস্থে উঠে

দাঁড়াল রানা। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে কেবিনে ঢুকল জুডি।

দু'জনই বুঝে গেছে, রানার ফুরিয়ে আসা ছুটির শেষ এই তিনটে দিন ওরা ঘুরে আসবে স্বর্গের চেয়েও ভাল কোথাও থেকে!

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আনিকা তাহ্‌সিন
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।

আলোচনা বিভাগে চোখ বুলাচ্ছিলাম, কোনও এক জায়গায় দেখলাম এক ব্যক্তি আপনাকে প্রশ্ন করছেন, 'কাজীদা, রানা কি কখনওই কোনও অ্যাসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয় না?'

আপনি হেসে বলেছিলেন, 'হয় তো! ও তো অনেক অ্যাসাইনমেন্টেই ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমি সেসব গল্প লিখি না। আমি শুধু ওর সফল অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিয়েই লিখি।'

জীবনে প্রথমবারের মত সেদিন উপলব্ধি করলাম, তাই তো! রানাও তো মানুষ, ও কেন কখনওই ব্যর্থ হবে না! এক আশ্চর্য বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল মন।

হ্যাঁ, কাজীদা, আপনার সৃষ্টি আমাদের মনে এমনভাবেই জায়গা করে নিয়েছে যে আমরা এখন মাসুদ রানাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিবেচনা করি। আপনি জানেন না, আপনার এই সৃষ্টির ডানায় ভর করে যে আমার পৃথিবীর দুই মেরু সহ পুরো বিশ্ব ঘুরে আসা হয়ে গেছে! সাক্ষাৎ হয়েছে অনেক নতুন নতুন অনুভূতির সাথে, কড়া নেড়েছি অনেক রকম আবেগের দরজায়। ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে এই মহাবিশ্বে এই পাওয়াটাই বা ক'জন পায়! আমারও পাওয়া হত না আপনি 'মাসুদ রানা' সৃষ্টি না করলে।

রানাকে দেখিনি, সে আমার কল্পনারও অতীত। কিন্তু, কাজীদা,

আপনাকে দেখে আমার মনে হয় আপনি যেন সেই বুড়ো খোকারই প্রতিরূপ। হ্যাঁ, আমি মেজর জেনারেল রাহাত খান (অব.)-এর কথাই বলছি। রাহাত খানের মতই পরম স্নেহে একটু একটু করে আপনিও রানাকে সৃষ্টি করেছেন। রাহাত খানের মত করেই তাকে প্রতিবার প্রায় অসম্ভব একটা আদেশ করেন: 'গুড লাক, মাই বয়। তোমাকে বেঁচে ফিরে আসতেই হবে। মরতে পারবে না।'

জানেন, কাজীদা? আপনার ছবি যখন দেখিইনি, তখন আমার ধারণা ছিল মাসুদ রানার লেখক হবেন খুব ডাকসাইটে কেউ। কিন্তু আপনাকে দেখে আমি উত্তরোত্তর অবাক! এমন নিরীহ, শান্ত, সৌম্য চেহারার একজন মানুষ কিনা মাসুদ রানার সৃষ্টিকর্তা! নাহ, আপনার মত বুড়ো খোকার পক্ষেই সম্ভব! আপনার সাথে সাক্ষাৎটা করেই ফেলতে হবে আমার অতি সত্বর।

তবে আমার বিশেষ ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। এক, আপনার সৃষ্টি আমাকে একাকীত্বে সময় দিয়েছে, শিখিয়েছে অনেক মানবিক গুণাবলি, চিন্তা করতে শিখিয়েছে মানবহিতৈষীর মত, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অনেক অজানা আবেগের সাথে। দুই, আপনার সৃষ্টিই আমাকে লেকচার গ্যালারিতে বসে ঘুমিয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ব্যাগে বা ফোনে সব সময় রানা থাকে কিনা! এখন আর ক্লাসে কেন, বাড়িতেও ঘুম আসে না।

যদিও অনধিকার চর্চা হয়ে যায়, তাও একটা কথা বলার ছিল। সেটা হলো: রানার সাথে সোহানা ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের সম্পর্ক মেনে নিতে পারি না, কাজীদা! আপনি কি দেখেও দেখেন না? রানার জন্য সোহানার চেয়ে যোগ্য কেউ আছে, বলুন? যদিও আপনার সৃষ্টি, আপনি কার সাথে কার সম্পর্ক তৈরি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু তবুও সোহানার কথা ভেবে বড় কষ্ট পাই। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অনেক দিন থেকে সোহানাকে গল্পে দেখি না, কাজীদা। ওকে ছাড়া কেমন জানি অসম্পূর্ণ লাগে রানাকে। প্লিজ, সোহানার দিকেও একটু নজর দেবেন।

সবশেষে বলতে হয়, চিরঞ্জীব হোন আপনি, চিরঞ্জীব হোক আপনার সৃষ্টি। কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকুন মানুষের হৃদয়ে। ভাবলে গর্ববোধ করি, আপনার সৃষ্টি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছে, আর আমরা সেই প্রেরণাকেই অবলোকন করতে পারছি। ঋণী করে ফেলেছেন আপনি আমাদের। শুভকামনা রইল আপনার জন্য।

❋ এত সুন্দর, পরিচ্ছন্ন একটা চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কেবল একটি ব্যাপারে খারাপ লেগেছে। অভয় দিলে বলি—নাহ্ বলেই ফেলি: বুঝতে পারছি আপনি খুবই ভাল ছাত্রী, আপনার জন্য রানার চেয়ে ক্লাসের পড়াটা অনেক বেশি জরুরি। অসংখ্য মানুষ আপনার চিকিৎসা পেয়ে কৃতজ্ঞ হবে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

৩/৬/১৮ দেবী (অনুবাদ) তৌফির হাসান উর রাকিব সম্পাদিত

বিষয়: অনুবাদ গল্প নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজনে লেখক হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন, স্যর আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, হারুকি মুরাকামি, এইচ. পি. লভক্র্যাফ্‌ট, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন, রবার্ট ব্লক, জ্যাক রিচি, বিল প্রোন্‌যিনি, লরেন্স ব্লোক, এডমণ্ড হ্যামিল্টন, নুট ক্রুগার, জেমস অলিভার, কিরো, জেফরি ওয়ালম্যান, লুইস গ্রেশ, রবার্ট ওয়াইনবার্গ, আলবার্তো মোরাভিয়া, শেল সিলভারস্টেইন, ডেমন নাইট, অলিভার স্যাকস, এফ. জি. টার্নবুল প্রমুখ তারকা লেখকরা। এবং পাঠক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন সেবা প্রকাশনীর সমস্ত পাঠক; মানে, আপনারা! প্রত্যাশা করছি, 'দেবী'-র সঙ্গে খুব ভাল একটা সময় কাটবে সবার।

আরও আসছে

৭/৬/১৮ যুদ্ধ ঘোষণা+দ্বীপের মালিক+কিশোর জাদুকর
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৩৪) রকিব হাসান

১০/৬/১৮ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ
(রানা ভলিউম-১) কাজী আনোয়ার হোসেন

২৭/৬/১৮ রহস্যপত্রিকা (৩৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা) জুলাই, ২০১৮